বিশ্বের সেরা স্পাই কাহিনী

অনুবাদঃ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত

সুবর্ণা প্রকাশনী
৯২, নিমু গোস্বামী লেন
কলকাতা ৫

সূচীপত্র

বিরল কেশ মেক্সিকান

সমরসেট মম

"দশটার সময় ওর ট্রেন আসবে।"

কর্নেল, ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে যাঁর নাম 'আর,' হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। দীঘল শরীর, রোগা, হলদেটে রঙের মুখে গভীর রেখা, মাথায় পাতলা ধূসর চুল, টুথব্রাশের মতো গোঁফ—'আর'-এর নীল চোখ দুটো কঠিন, নিষ্ঠুর, সজাগ ও চতুর, কিন্তু কথাবার্তার ভঙ্গীতে অন্তরঙ্গতার ছাপ আছে।

'লোকটাকে সবাই বলে মাকুন্দ মেক্সিকান।'

'কেন?'

—অ্যাশেনডেন জানতে চায়। লেখক হিসেবে সে খ্যাতিমান এবং বই লেখার অছিলায় যে কোন নিরপেক্ষ দেশে যাওয়া তার পক্ষে সহজ। তাই মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স বিভাগ স্পাই হিসেবে তাকে কাজে লাগিয়েছে। এবার তাকে যেতে হবে ইতালীতে। ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট এবং ভিসায় তার নাম হবে মিস্টার সোমারভিল।

'কেননা লোকটা মাকুন্দ এবং লোকটা মেক্সিকান। ওকে যদি খুশি করতে চাও, ওকে তুমি জেনারেল বলেই ডেকো। ও বলে, ও নাকি হুয়ের্টার সেনাবাহিনীতে জেনারেল ছিল এবং ব্যর্থ এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে জড়িত হয়ে ওকে মেক্সিকো ছাড়তে হয়। লোকটার হাতে বেশী টাকা দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ লোকটা জুয়াড়ী এবং মেয়েদের সম্বন্ধে একটু বেশী রকমের দুর্বলতা আছে। তাই ওর সংগে তোমাকেও ইতালীতে যেতে হবে। ওর আসল নাম ম্যানুয়েল কারমোনা। ম্যানুয়েল পাবলিক স্কুলে পড়েনি, সুতরাং খেলার নিয়ম সম্বন্ধে ওর ধারণা তোমার বা আমার সঙ্গে মিলবে না। ও আশেপাশে থাকলে আমি আমার সোনার সিগারেট কেসটা সামনে ফেলে রাখতে সাহস করব না কিন্তু তোমার দামী সিগারেট-কেসটা চুরি করার পর ও যদি পোকার খেলায় তোমার কাছে হেরে যায়, ও সিগারেট কেসটা বিক্রি করে তোমার দেনা মিটিয়ে দেবে। সামান্য সুযোগ পেলে ও তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে মাতবে কিন্তু সত্যিকার বিপদে পড়লে ও তোমার সঙ্গে শেষ রুটির টুকরোটা ভাগাভাগি করে খাবে। গ্রামোফোনে দুঃখের গান শুনলে ওর চোখে জল আসে

কিন্তু ওর আত্মসম্মানে আঘাত দিলে ও তোমাকে গুলি করে মারবে। মেক্সিকোয় কোন লোক ও তার মদের গেলাসের মধ্যে দাঁড়ানো মানে নাকি লোকটাকে অপমান করা। এক ডাচ ভদ্রলোক ব্যাপারটা না জেনে বারে এই ভুলটা করেছিল। ফলে ম্যানুয়েল তাকে গুলি করে মারে। ব্যাপারটা আমরা ধামাচাপা দিই এবং খবরের কাগজে ছাপা হয় যে ডাচ ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন। মাকুন্দ মেক্সিকানের কাছে মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই। ওকে আমরা কেন নেপলসে পাঠাচ্ছি, এবার বলছি। কনস্ট্যানটাইন অ্যানড্রিয়াডি নামের এক গ্রীক নাগরিক কিছু নথিপত্র নিয়ে কনস্ট্যানটিনোপল থেকে যাচ্ছে। লোকটা এনভার পাশার এজেণ্ট। 'ইথাকা' নামের একটা বোটে ও আসবে, রোমে যাওয়ার পথে ব্রিনদিসিতে নামবে। নথিপত্র নিয়ে ও জার্মান দূতাবাসে যাবে।'

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, মহাযুদ্ধে ইতালী তখনও নিরপেক্ষ। জার্মানী সব-রকমের চাপ সৃষ্টি করে ইতালীকে নিরপেক্ষ রাখতে চাইছে। পক্ষান্তরে মিত্রপক্ষ চাইছে, জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইতালী যেন প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়।

'অ্যাশেনডেন, আমরা ইতালীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না কিন্তু অ্যানড্রিয়াডির রোমে পৌঁছুনো আমরা বন্ধ করব। অ্যানড্রিয়াডির নথিপত্র তোমার হাতে তুলে দেবে মাকুন্দ মেক্সিকান এবং বিনিময়ে এই হাজার ডলারের নোটগুলি তুমি ওকে দেবে।'

......এখন রোম এক্সপ্রেসের সালোঁ-লিটু কামরায় অ্যাশেনডেন ও জেনারেল কারমোনা।

যদিও সময়টা শীতকাল নয়, জেনারেলের পরণে আস্ত্রাখান কলার সমেত ফার কোট, তার নীচে নীল সার্জের স্যুট, ব্রেস্ট-পকেটে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা সিল্কের রুমাল এবং ডান হাতের মণিবন্ধে সোনার ব্রেসলেট। হাতের নখগুলো সুচোলো, ম্যানিকিওর-করা এবং লাল পালিশে আয়নার মতো চকচকে। দাড়ি গোঁফের বালাই নেই, চোখের পাতায় চুল নেই, ভুরুও নেই। মাথায় বাদামী রঙের পরচুলা এঁটেছে কর্নেল এবং এখন কুলকুচো সেরে, তোয়ালেতে ও-ডি-কোলন ঢেলে হাতে মুখে ঘষে নিয়ে চিরুণি দিয়ে পরচুলার চুলগুলো কায়দামতো সাজাচ্ছে। তারপর লোকটা সেন্টের স্প্রে-বাক্স বার করে শার্টে-কোটে-রুমালে সেণ্ট ছড়ালো এবং পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব শেষ করে খুশি হয়েছে এমন একটা হাসি হেসে অ্যাশেনডেনের দিকে ঘুরে বলল, 'এবার আমি প্রস্তুত।'

'তোমার কাছে রিভলভার থাকলে আমাকে দাও। আমার ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট আছে, ওরা আমাকে সার্চ করবে না।'

'অস্ত্র বলা চলে না, সামান্য একটা খেলনা।'

হিপ পকেট থেকে লোড-করা ভারিক্কী চেহারার পিস্তল বার করে মাকুন্দ

মেক্সিকান বলে—'আমার ছোরাটাও রাখ। পিস্তলের চেয়ে আমি ছোরাই বেশী পছন্দ করি। পিস্তলের ট্রিগার যে কেউ টিপতে পারে, কিন্তু ছোরা চালাতে হলে পুরুষ হওয়া দরকার।'

লহমার মধ্যে ওয়েস্টকোট খুলে বেল্ট থেকে লম্বা ও মানুষ খুন করার উপযোগী ছোরাটা অ্যাশেনডেনের হাতে তুলে দিতে যেয়ে মাকুন্দ মেক্সিকানের প্রকাণ্ড কুৎসিত মুখে হাসি ফোটে।

'কী সুন্দর দেখেছেন তো, মিস্টার সোমারভিল? এর থেকে ভাল ইস্পাতের টুকরো আমি জীবনে দেখিনি। খুরের মতো ধারালো, সিগারেট পেপার কাটতে পারেন আবার ওক গাছের গুঁড়িও কাটা যায়—'

'আর কোন অস্ত্র আছে নাকি?'

'আমার হাতদুটো—'

উদ্ধত ভঙ্গিতে বলে মাকুন্দ মেক্সিকান।

'অবশ্য কাস্টমস্ অফিসাররা ও দুটো নিয়ে ঝামেলা বাঁধাতে পারবে না।'

করমর্দনের সময় লোহার মতো শক্ত হাতদুটোর ছোঁয়া পেয়েছে অ্যাশেনডেন ওরফে সোমারভিল। প্রকাণ্ড, মসৃণ দুটো হাত। হাতে, মণিবন্ধে কোথাও একটা লোম নেই। সুচোলো, লাল নখ। দেখলেই কেমন যেন আতংক জাগে।

…ফরাসী সীমান্তে কোন ঝামেলা হয়নি। পিস্তল ও ছোরা জেনারেল কারমোনাকে ফিরিয়ে দিয়েছে অ্যাশেনডেন।

রোম এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে। তাসের জুয়োয় জেনারেলের কাছে প্রায় হাজার ফ্রাঁ হেরেছে অ্যাশেনডেন। এখন তাসগুলো নতুন কায়দায় সাজিয়ে মাকুন্দ মেক্সিকান বলছে, 'তাস ভাগ্য বলে দেয়। ওরা আমাকেও সাবধান করে দিয়েছিল। শ্যামলা মেয়ের ভালোবাসা, বিপদ, প্রবঞ্চনা, মৃত্যু—ওরা ভবিষ্যদ্বাণী জানিয়েছিল। আমার কোন ক্ষমা হয় না। আমি মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম। প্রেম কাকে বলে, তোমরা উত্তরের শীতার্ত দেশের মানুষেরা জান না। ভালবাসা কেমন করে ঘুম কেড়ে নেয়, খিদে ভুলিয়ে দেয়, জ্বরগ্রস্তের মতো, উম্মাদের মতো করে দেয়, তোমরা জানোনা। কামনা মেটানোর জন্য মানুষ তখন সব কিছু করতে পারে। সিনর, শোন, আমার মতো পুরুষ প্রেমে পড়লে যে কোন বোকামি, যে কোন অপরাধ এবং যে কোন বীরের কাজ করতে পারে। সে এভারেস্টের চেয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারে, সে অতলান্তিকের চেয়ে চওড়া সমুদ্র সাঁতারে পার হতে পারে। সে তখন কখনও ঈশ্বর কখনও শয়তান। অনেক মেয়ে আমাকে ভালবেসেছে। এটা আমার অহঙ্কার নয়। আমি কোন যুক্তি দেখাতে পারব না। যা ঘটনা, আমি তাই বলছি। মেক্সিকো সিটিতে থেকে জিজ্ঞেস কর, কটা মেয়ে ম্যানুয়েল কারমোনার সঙ্গে শুতে রাজি হয়নি। ভাগ্য, সবই ভাগ্য। তাস আমার ভাগ্য বলে দিয়েছিল। বিপর্যয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, জেনেও আমি সাবধান হইনি।

'মেক্সিকোর একটা বাড়িতে যেখানে অনেক মেয়ের আনাগোনা, সেখানেই মেয়েটিকে প্রথম দেখি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে যেতে ওকে দেখলাম। ওর থেকে সুন্দর অন্ততঃ একশো মেয়েকে আমি উপভোগ করেছি অথচ ওকেই আমার ভাল লেগে গেল। বাড়িউলী বুড়ী লা মারকিয়েজা বলল মেয়েটি ওখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে। আমি পরের দিন সন্ধ্যাবেলা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। কোন কারণে সেদিন আমার দেরী হয়। লা মারকিয়েজা আমাকে বললো মেয়েটি চলে গেছে, যে কোন পুরুষের জন্য অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নয়। আমি হেসে বাড়িউলীর হাতে একশো 'ডুরাস' দিয়ে মেয়েটিকে দিতে বললাম এবং কথা দিলাম, আমি পরের দিন ঠিক সময় আসব। পরের দিন সন্ধ্যায় বুড়ী আমাকে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে বলল, মেয়েটি আমাকে পছন্দ করে না। আমি আমার আঙ্গুল থেকে হীরের আংটিটা খুলে বুড়ীকে দিয়ে বললাম, মেয়েটাকে ওটা দিয়ে দেখতে, ও মত বদলায় কিনা। পরের দিন সকালে একটা লাল কারনেশন ফুল আমার হাতে তুলে দিল বুড়ী। হীরের আংটির বদলে কারনেশন ফুল। খুশি হব না রাগ করব বুঝতে পারলামনা। কামনা-বাসনার ব্যাপারে বাধা আমার বরদাস্ত হয় না। সুন্দরী মেয়ের জন্যে পয়সা খরচ করতে আমার আপত্তি নেই। লা মারকিয়েজাকে আমি বললাম, সে রাতে মেয়েটি আমার সঙ্গে ডিনার খেতে রাজি হলে আমি তাকে এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা দেব। উত্তর এল ঃ মেয়েটি আসবে, কিন্তু ডিনারের পরেই তাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি ভাবলাম, নিজের আকর্ষণ আরও বাড়াবার জন্য এইসব বলছে মেয়েটি। এত সুন্দর, এত আকর্ষণীয়, এত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি আগে কখনও দেখিনি। ও আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না কেন সেকথা জানতে চাওয়ায় ও আমার মুখের ওপর হেসে উঠল। সে রাতের ডিনারে ওকে খুশি করার জন্যে আমি সবরকম চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ডিনার শেষ হতেই মেয়েটি বলল এবার ও বাড়ি ফিরে যাবে। আমি কথা দিয়েছি এবং আত্মসম্মানের খাতিরে আমার কথার দাম দেওয়া উচিৎ। আমি অনুরোধ করলাম, যুক্তি দেখালাম, চেঁচামেচি করলাম। কোন কাজ হলনা। ও চলে গেল। শুধু কথা দিল, আবার এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিলে ও পরের দিনও আমার সঙ্গে ডিনার খাবে।

'তুমি ভাববে আমার মতো বোকা পুরুষ আর নেই, কিন্তু তখন আমি ছিলাম পৃথিবীর সব থেকে সুখী পুরুষ। পব পর সাতদিন ধরে শুধু আমার সঙ্গে ডিনার খাবে বলে মেয়েটিকে আমি রোজ এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছি। জীবনের প্রথম বুলফাইটে বুলফাইটার যেমন নার্ভাস হয়, প্রতি সন্ধ্যায় তেমনি একটা অনুভূতি জাগছে আমার মনে। মেয়েটি আমাকে নিয়ে খেলা করত, আমাদের ঠাট্টা করত, ছেনালি করত, আমায় পাগল করে দিত। আমি পাগলের মতো ভালবাসতাম ওকে। এর আগে বা পরে কাউকে আমি ওরকম ভালবাসতে পারিনি। আমি মন স্থির রাখতে পারতাম না, আমি ওর কথা ছাড়া অন্য কারো, অন্য কোনো কথা ভাবতে পারতাম না। আমি আমার নিজের কর্তব্যে পর্যন্ত অবহেলা করছিলাম।

'আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমাদের ছোট গোষ্ঠী অনুভব করছিলাম যে

এই দেশের বুকে ডিক্টেটরের যে অপসাশন বোঝার মতো চেপে বসে আছে, বিপ্লবের মাধ্যমে তার অবসান ঘটাতে হবে। আমাদের টাকা ছিল, জনবল ছিল। আমাদের বিপ্লবের প্ল্যান তৈরী ছিল। আঘাত হানবার জন্যেও প্রস্তুত ছিলাম আমরা। আমার তখন অনেক কাজ। মিটিং, আগ্নেয়াস্ত্র জোগার করা, অর্ডার দেওয়া। কিন্তু রমণীর প্রেমমুগ্ধ আমি আমার কাজে অবহেলা করছিলাম।

'তুমি হয়ত ভাববে, যে মেয়ে আমাকে বোকা বানাচ্ছে, তার ওপর আমার রাগ হওয়া উচিৎ। আমি তো এর আগে আমার সামান্যতম খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতে কোন বাধাই পাইনি। মেয়েটি আমার কামনা-বাসনাকে কোনভাবে প্রশ্রয় দিত না। বলত, যতদিন না সে আমায় ভালবাসতে পারে, সে আমায় তার শরীর ছুঁতে দেবে না। বলতো, আমি তাকে ভালবাসি, কিন্তু সে যেন আমায় ভালবাসে, এটা দেখাও আমার কাজ। ওকে আমার মনে হতো দেবদূতের মতো। আমি অপেক্ষা করতে রাজি ছিলাম। আমার কামনা, আমার অস্তিত্বে আগুন ধরিয়েছিল। ভেবেছিলাম তৃণভূমিতে আগুন ধরলে সে আগুন যেমন সর্বত্র ছড়িয়ে যায়, তেমনি আমার কামনার আগুন একদিন না একদিন ওকে ছুঁয়ে যাবে।

'অবশেষে...

'অবশেষে ও বলল, ও আমাকে ভালবাসে। সে আনন্দ এত তীব্র, মনে হল, আমি মাথা ঘুড়ে পড়ে যাব, মরে যাব। আমি বিশ্বভুবন তোমায় দিতে পারি। বিনিময়ে তুমিও আমায় কিছু দাও। আমি তোমায় দিতে পারি আলোর অস্তিত্ব, আমার আত্মা, আমার সবকিছু। যা অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য, আমি তাই করতে চেয়েছিলাম।

'সে রাতে...

'যখন সেই রমণী আমার আলিঙ্গনে বাঁধা, আমি তাকে বললাম, আমাদের দল, আমাদের ষড়যন্ত্র, আসন্ন বিপ্লবের কথা। শক্ত হয়ে উঠল আলিঙ্গনে বাঁধা সেই রমণীর শরীর। তার ভ্রূ পল্লবে কী যেন খেলে গেল। যে হাত আমার মুখ ছুঁয়ে ছিল, সেই হাত হঠাৎ মনে হল যেন শক্ত ও যা তা হয়ে গেছে।

'আমার মনে জেগে উঠল সংশয় ও সন্দেহ।

'তাস মানুষের ভাগ্য বলে দেয়। তাস আমায় বলেছে—আমার নিয়তি, ভালবাসা, শ্যামলা রঙের রমণী, প্রবঞ্চনা, মৃত্যু। ওরা বলেছে, আমি তখন শুনিনি।

'মেয়েটির ভাব পরিবর্তন আমি যে লক্ষ্য করেছি, তা আমি ওকে বুঝতে দিলাম না। ও আমার বুক ছুঁয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল: এসব শুনতে তার ভয় লাগছে, তবে কী অমুক এবং এই বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত? আমি জবাব দিলাম। আমি নিশ্চিত হতে চাইছিলাম।

'একের পর এক...অসীম চাতুর্যের সঙ্গে...আসন্ন বিপ্লব, আমাদের ষড়যন্ত্র, আমাদের দলের সম্বন্ধে প্রত্যেকটা কথা আদায় করছে মেয়েটি।

'আমি নিশ্চিত হলাম, এখন আমি তোমার সামনে বসে আছি, এ ব্যাপারে আমি যেমন নিশ্চিত, তেমনই নিশ্চিত, যে এই মেয়েটি আসলে স্পাই!

'হ্যাঁ, যে স্বৈরতন্ত্র আমার দেশকে শাসন করছে, তাদের প্রেসিডেন্টের স্পাই এখন আমার শয্যাসঙ্গিনী। তার শরীরের ভয়ংকর আকর্ষণ কাজে লাগিয়ে তাকে আমার কাছ থেকে বিপ্লবী সংগঠন-সংক্রান্ত সব গোপন কথা জানতে পাঠানো হয়েছে। যদি ও জীবন্ত অবস্থায় এই ঘর ছেড়ে দেয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই সংগঠনের প্রত্যেকের মৃত্যু অনিবার্য।

'কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। আমি ভালবাসি ওকে এবং কামনার যে আগুনে দগ্ধ হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

'এই ধরনের প্রেম আনন্দ দেয় না। শুধু যন্ত্রণা দেয়। যে যন্ত্রণা আনন্দকেও ছাড়িয়ে যায়। ভগবৎ প্রেমিক সন্তরা যখন ধর্মোন্মাদনার কথা বলেন, তখন তাঁরা এই যন্ত্রণার স্বাদ পান।

'আমি জানতাম, এই মেয়েটিকে জীবন্ত অবস্থায় এই ঘর থেকে যেতে দেওয়া যায় না। আমার মনে হচ্ছিল, সে সাহস আমার নেই, ওকে আটকানো যাতে সম্ভব হয়।

'আমার ঘুম পাচ্ছে,' মেয়েটি বলল।

'ঘুমোও, আমার পাখি।'

'আমার হৃদয়ের সাথী।'

'ও আমাকে বলল। সেই ওর শেষ কথা। দ্রাক্ষাফলের মতো শ্যামল ও ভিজে দুটি আঁখিপল্লব চোখের ওপরে নেমে আসে, তারপর নিয়মিত নিঃশ্বাস, আমার বুক ছুঁয়ে ওর বুকের নিয়মিত ওঠাপড়া আমায় জানায় ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

'দ্যাখ, আমি…আমি ওকে ভালবাসতাম, ও যন্ত্রণা পাবে আমি তা চাইনি। মেয়েটি স্পাই। কিন্তু কি ঘটতে চলেছে তা জানার যন্ত্রণা ও আতংক থেকে আমি ওকে রেহাই দিতে চেয়েছিলাম। কী অদ্ভুত, ও আমাকে ঠকিয়েছে বলে আমার রাগ নেই। ওর নীচতার জন্যে ওকে আমি ঘেন্না করতে পারছি না। শুধু মনে হচ্ছিল, যেন আমার হৃদয়, আমার আত্মা রাতের আঁধারে ঢাকা পড়েছে। বেচারা, বেচারা! আমি ওর জন্যে করুণায় কাঁদতে পারতাম। খুব আস্তে বাঁ-হাতটা ওর শরীর থেকে সরিয়ে নিয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠলাম। ডান হাতটা খালি। কিন্তু মেয়েটি এত সুন্দর! মুখ সরিয়ে নিলাম। সেই মুহূর্তে আমার ডান হাতের ছোরা আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেয়েটির গলা কাটছিল। ঘুমের মধ্যেই ও মৃত্যুর কাছে পৌঁছে গেল।'

লোকটা থামে। নিজের সামনে টেবিলে উল্টো করে পাতা চারটে তাসের দিকে তাকিয়ে ও ভুরু কুঁচকে বলে—'তাস আমার ভাগ্য বলে দিয়েছিল। কিন্তু কেন আমি সাবধান হলাম না? কেন আমি তাসগুলো দেখলাম না? ড্যাম দেম…'

ওর হাতের ধাক্কায় তাসের প্যাক মেঝেয় ছিটকে যায়।

'যদিও আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না, আমি সেই রমণীর আত্মার মঙ্গলের জন্যে গির্জায় প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছিলাম।'

সিগারেট রোল করে সে ধোঁয়া ছাড়ে, তারপর বলে—

'কর্নেল বলছিল, তুমি লেখক। কি লেখ?'

'গল্প'—অ্যাশেনডেন বলে।

'ডিটেকটিভ গল্প?'

'না।'

'কেন নয়? ডিটেকটিভ গল্প ছাড়া অন্য গল্প আমি পড়ি না। আমি যদি গল্প লিখতে পারতাম, আমি শুধু ডিটেকটিভ গল্পই লিখতাম।'

'ওগুলো লেখা শক্ত। উদ্ভাবনী শক্তির দরকার হয়। আমি একবার একটা মার্ডারের গল্প লিখেছিলাম বটে। কিন্তু মার্ডারের উপায়টা এত জটিল, কিভাবে ক্রিমিন্যালকে ধরানো যায়, তা আমার মাথায় এলো না। ডিটেকটিভ গল্পের একটা নিয়ম হল যে রহস্যের শেষ অবধি সমাধান হবে এবং অপরাধী ধরা পড়বে।'

'যদি মার্ডারের উপায়টা খুব জটিল হয়, মার্ডারের একমাত্র উপায় হল, তার মার্ডারের মোটিভ খুঁজে বার করা। একবার মোটিভ খুঁজে পেলে সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যাবে। মোটিভ না থাকলে জোরালো সাক্ষ্য প্রমাণও কাজে আসবে না। ধর, তুমি অন্ধকার রাতে নির্জন রাস্তার বুকে ছোরা মেরে খুন করে এলে কোন লোককে। যদি ওই লোকটা তোমার বউয়ের প্রেমিক হয় কিংবা তোমার ভাই হয় কিংবা তোমাকে অপমান করে থাকে, তাহলে এক টুকরো কাগজ, একটু দড়ি বা তোমার একটা কথার ভিত্তিতে তোমার ফাঁসি হবে। মার্ডারের আগে-পরে যে এক ডজন লোক তোমায় দেখেছে, তাদের ডাক পড়বে তখন। অথচ যদি তোমার মোটিভ না থাকে, ওসবের কোন গুরুত্ব নেই, কেউ তোমায় সন্দেহ করবে না। মার্ডারের সময় হাতেনাতে ধরা না পড়লে জ্যাক দ্য রিপারকে ধরা যায় না।'

এবার সঙ্গত কারণেই প্রসঙ্গ বদলালো অ্যাশেনডেন। রোম অবধি ওরা একসঙ্গে যাবে। তারপর মেক্সিকান যাবে ব্রিনদিসিতে, অ্যাশেনডেন যাবে নেপলসে। হোটেল দ্য বেলফাস্ট নামের একটা সেকেন্ড রেট হোটেলে ও থাকবে। গ্রীক স্পাইয়ের ঘরের নম্বর জেনারেলের জানা থাকবে। দরকার হলে পোর্টারকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেও সে ওখানে যেতে পারবে। এরপরে যেখানে থাকবে অ্যাশেনডেন, সেখানে চিঠি আসবে এবং জেনারেলের নিজের হাতের ঠিকানা লেখা সেই চিঠি যাবে ব্রিনদিসির পোস্ট-অফিসে। ব্যস, অ্যাশেনডেনের দায়িত্ব খতম।

বিরলকেশ মেক্সিকান কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'এসব সাবধানতা বাচ্চাদের কাজ। আসলে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। এবং কোন অবস্থাতেই তোমার নাম আমি ফাঁস করব না।'

'এই ধরনের কাজের ব্যাপারে আমার খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই। কর্নেলের নির্দেশ অনুসরণ করাই আমার কাজ। এ-ব্যাপারে আমি আর কিছু জানতে চাই না।'

'পরিস্থিতির প্রয়োজনেই এরকম একটা মারাত্মক গেজ করতে হচ্ছে। ঝামেলা হলে আমি হব রাজনৈতিক অপরাধে বন্দী আসামী। কিছুদিন পরে ইতালী

মিত্রপক্ষে যোগ দিলে আমি জেল থেকে ছাড়া পাব। আমি সব ভেবে দেখছি। টেমস নদীর ধারে পিকনিক করতে গেলে যেমন ভাবনা চিন্তা করার কোন দরকার হয় না, তেমনি এ-ব্যাপারেও দুশ্চিন্তার কোন মানে হয় না।'

কিন্তু সঙ্গী চলে যাবার পর এই বাচাল, কুৎসিত ও অদ্ভুত সঙ্গীর হাত থেকে রেহাই পেয়ে খুশিই হয় অ্যাশেনডেন। লোকটা ব্রিন্দিসিতে কনস্ট্যানটাই অ্যানদ্রিদির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। এবং গ্রীক স্পাইটার কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় অ্যাশেনডেন যে গ্রীক স্পাইয়ের জায়গায় এক্ষেত্রে বিরলকেশ মেক্সিকান টার্গেট, সে নিজে নয়। গ্রীক স্পাই গোপন কাগজপত্র নিয়ে আসছে। কী ফাঁদে সে মাথা গলাচ্ছে, বেচারা জানেনা কিন্তু এখন যুদ্ধ চলেছে এবং নরম দস্তানা পরা হাতে যুদ্ধ করা যায় না।

নেপলসে তিনটে দিন মিউজিয়ম, পুরাকীর্তি এইসব দেখে কাটাল অ্যাশেন-ডেন। চতুর্থ দিনে বাথরুম থেকে বেরিয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে অ্যাশেনডেন। হঠাৎ প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বিরলকেশ মেক্সিকান। ওকে চেনাই যাচ্ছে না। ওর মাথায় কালো পরচুল, পরণে ধূসর রঙের স্যুট।

'এক মিনিট সময় আছে? ও দাঁড়ি কামাচ্ছে সেলুনে।'

'গ্রীক স্পাইকে খুঁজে পেলে তাহলে?'

'কাজটা শক্ত ছিল না। জাহাজের একমাত্র গ্রীক প্যাসেনজার। ও মিথ্যে নামে এসেছে। নাম নিয়েছে : লমবার্দোস্। বন্দরে নেমেই সেলুনে দাড়ি কামাতে গেল। অর্থাৎ চেহারাটা বদলাতে চাইছে, যেন চেনা না যায়। ওর সঙ্গে আমার ভাব জমে গেছে। ও ইতালিয়ান ভাষা জানে না। আমি ওকে সাহায্য করছি। আজ নেপলসে এসেছিল বেড়াতে। আমি সঙ্গে এলাম।'

'গ্রীক স্পাই রোমে গেল না কেন আজ?'

'ও ভাণ করছে, ও গ্রীক ব্যবসায়ী। আমি ভাণ করছি যে আমি স্প্যানিশ। ও প্যারীতে স্ফূর্তি করতে যেতে চায়। আমার ধারণা কাগজপত্র ওর বেল্টে বা ভেস্টের লাইনিং-এ লুকোনো আছে।'

'ঠিক আছে, সন্ধ্যায় আমার ঘরে দেখা কোরো।'

লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মার্ডারকে দেখে অ্যাশেনডেন। দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এ মার্ডারের সেই ভয়ংকর বর্ণনা সে ভুলতে পারে না। রাতে বিরলকেশ মেক্সিকান ঘরে ঢুকতে সে চমকে ওঠে। এখন তার মাথায় হাল্কা রঙের পরচুলা এবং আগের পোশাক। 'কাজ খতম। গ্রীক স্পাইকে আমি খুন করেছি। এই দেখ ওর পকেটবুক, পাসপোর্ট। চিঠি ও মেয়েদের ফটো ছাড়া আর কিছু নেই ওর। ডকুমেন্টগুলো বোধহয় স্যুটকেসে রেখেছে। ওর ঘরের চাবি আমার কাছে। আমরা ওর লাগেজ সার্চ করব।'

অ্যাশেনডেনের নার্ভাস লাগছিল। স্যুটকেস খুলে পোশাক ছাড়া কিছু

পাওয়া গেল না। ছুরি দিয়ে লাইনটি কাটল মেক্সিকান। ভেতরে কিছু নেই।

'আমি যখন ওকে খুন করি, ওর কাছে পকেটবুক ও পাসপোর্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবে কি ডকুমেন্ট ও ক্লার্কের কাছে জমা রেখেছে? না, তাও অসম্ভব। ও সব সময় আমার নজরে ছিল।'

ড্রয়ার ও কাপবোর্ড খুলে দেখছে বিরলকেশ মেক্সিকান। মেঝেয় কার্পেট নেই। বিছানার ও ম্যাট্রেসের নীচে দেখা হল। অ্যাশেনডেন বুঝতে পেরেছে যে কোন কিছুই লোকটার দৃষ্টি এড়ায় না।

'এখন এখান থেকে চলো।' অ্যাশেনডেন বলে। তার নার্ভাস লাগছে। গোটা ব্যাপারটা কেমন ভয়ংকর। বিরলকেশ মেক্সিকান ওই গ্রীক স্পাইয়ের বন্ধু সেজে তাকে খুন করেছে। কিন্তু গ্রীক স্পাইয়ের কাছে যেসব ডকুমেন্ট থাকার কথা, কর্নেলের যা দরকার, তা পাওয়া যাচ্ছে না।

'এক মিনিট অপেক্ষা করো।'

দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন হাতে পোষাকগুলো গুছিয়ে রাখছে মেক্সিকান, ব্যাগে ও স্যুটকেসে রাখছে, ওগুলো তালাবন্ধ করছে। তারপর আলো নিভিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিয়ে সে দেখে নিল যে প্যাসেজে কেউ নেই। অ্যাশেনডেন তার ইঙ্গিতে প্যাসেজে বেরিয়ে আসতে সে দরজায় তালা দিয়ে চাবি রাখল নিজের পকেটে। ওরা অ্যাশেনডেনের ঘরে পৌঁছেই অ্যাশেনডেন ঘামে-ভেজা হাত ও বগল মুছে বলে, 'থ্যাংক গড, আমাদের ঝামেলা শেষ।'

'কোন বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কাগজপত্র পাওয়া গেল না। কর্নেল তো ১ টা যাবেন।'

'আমি পাঁচটার ট্রেনে রোম যাচ্ছি। সেখানেই ওর নির্দেশ পাব।'

'বেশ, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'দ্যাখ, তোমার পক্ষে তাড়াতাড়ি এদেশ ছেড়ে যাওয়াই ভাল। কালকের জাহাজে বারসিলোনা চলে যাও।'

বিরলকেশ মেক্সিকান হাসে।

'তুমি তাড়াতাড়ি আমায় সরাতে চাইছ। এসব ব্যাপারে তুমি অনভিজ্ঞ। ঠিক আছে, আমি বারসিলোনা যাব। আমার কাছে স্পেনের ভিসা আছে।'

'আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। কিছু খেলে হয় না?'

খাবারের কথা ভাবতেই খারাপ লাগছে অ্যাশেনডেনের। গ্রীক স্পাইয়ের মার্ডারের ব্যাপারটা তার বারবার মনে আসছে। এই বিরলকেশ মেক্সিকান, এই পেশাদার খুনীর সঙ্গে খেতে যাওয়া তার পছন্দ নয়। কিন্তু এ অবস্থায় হোটেলে একা থাকাও অসহ্য।

টুপি পরে ডেসপ্যাচ কেস হাতে নিয়ে নীচের তলায় যায় অ্যাশেনডেন। চিঠি রাখার খুবরীতে অ্যাশেনডেনের জন্যে চিঠি রাখা আছে। হোটেল থেকে প্রায় একশো গজ দূরে ল্যাম্পপোস্টের নীচে চিঠি বার করে অ্যাশেনডেন দেখে যে চিঠি এসেছে

ব্রিটিশ কনস্যুলেট থেকে এবং চিঠিতে লেখা : "সঙ্গের টেলিগ্রাম জরুরী হতে পারে ভেবে পত্রবাহকের হাতে পাঠালাম তোমার হোটেলে।"

টেলিগ্রাম বার করে অ্যাশেনডেন দেখল কোডে লেখা। 'পরে কোড ভেঙে দেখতে হবে,' সে বলল এবং চিঠি ও টেলিগ্রাম পকেটে রেখে দিল।

বিরলকেশ মেক্সিকান এমনভাবে পথ হাঁটছে যেন এইসব জনহীন পথ ওর চেনা। অ্যাশেনডেন তার পাশে পাশে হাঁটছে। শেষ অবধি কানাগলির মধ্যে একটা ট্যাভার্ণে এসে পৌঁছুলো ওরা। মেক্সিকান বলল,—'এটা রিজ নয়। কিন্তু এত রাতে এইরকম জায়গাতেই খাবার পাওয়া যায়।' ওরা এককোণে টেবিলে মুখোমুখি বসে।

বিরলকেশ মেক্সিকান দুপ্লেট স্প্যাঘেটি ও এক বোতল ক্যাপ্রি মদের অর্ডার দেয়। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস মদ গিলে মেক্সিকান জেনারেল অ্যাশেনডেনকে বলে, 'আমি একটা মেয়ের সঙ্গে নাচব।' চকচকে চোখ, সাদা দাঁত—একটা মেয়ে ওর ইঙ্গিতে উঠতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে মেক্সিকান। মেয়েটার উদাসীনতা এখন আগ্রহে বদলে যায়। নাচ শেষ করে আবার এক গ্লাস মদ খায় মেক্সিকান, বলে, 'আমার মেয়েটা ভাল, না? নাচা খুব ভাল। তুমি আর একটা মেয়েকে নিয়ে নাচোনা। এই জায়গাটা খুব সুন্দর, তাই না?' পিয়ানোবাদক আবার বাজনা শুরু করতেই মেক্সিকানের ইঙ্গিতে ওঠে মেয়েটা। কোটের বোতাম এঁটে, পিঠ বাঁকিয়ে, কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে বিরলকেশ মেক্সিকান। এরই মধ্যে ও ঘরের আর সবার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। ও অনর্গল ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে, যদিও ওর উচ্চারণে স্প্যানিশ টান। ওর রসিকতায় হাসছে সবাই। ওয়েটার দুটো প্লেটভর্তি স্প্যাঘেটি আনতেই নাচ বন্ধ করে খেতে বসে লোকটা।

'আমার দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে। অথচ ডিনারে পেট ভরেই খেয়েছিলাম। এইসব কাজের পর আমার দারুণ ক্ষিধে পায়। তুমি ম্যাকারোনি খাবে না?'

'আমার ক্ষিধে নেই।'

যে মেয়েটির সঙ্গে সে একটু আগে নাচছিল, তার জীবন ইতিহাস এখন অ্যাশেনডেনেরও জানা হয়ে গেছে। আর এক বোতল ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে মেক্সিকান বলে, 'ওয়াইন? ওয়াইন মদ নয়, তেষ্টা মেটে না। অ্যাসিমো, এখন মনটা আগের থেকে ভাল লাগছে তো তোমার? প্র্যাকটিস, বুঝলে, প্র্যাকটিসই আসল কথা।' ও হাত বাড়াতেই চমকে ওঠে অ্যাশেনডেন। সে বলে, 'ওটা কিসের দাগ ·· তোমার কোটের হাতায়?'

'কিছু না। রক্তের দাগ। আর একটু নাচ হোক। তারপর স্টেশন যাব তোমার সঙ্গে।'

বিরলকেশ মেক্সিকান উঠে দাঁড়াল। অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সবচেয়ে কাছের মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে নাচছে লোকটা। অ্যাশেনডেন দেখছে। ভাবছে, একটু

আগে গ্রীক স্পাইকে, একটা মানুষকে খুন করেছে এই লোকটা। আর এখন… সোনালী রঙের পরচুলা পরে নাচছে, ওর দাড়ি-গোঁফহীন মুখটা কেমন যেন ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

এই বিরলকেশ মেক্সিকান ম্যানুয়েল কারমোনা যদি গ্রীক স্পাইয়ের গোপন ডকুমেণ্টগুলো জোগাড় করে দিতে পারত, তবে ওকে কিছু টাকা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। কিন্তু ডকুমেণ্টগুলো পাওয়া যায়নি।

'বিল মেটাও। নাচ শেষ করে আমি এখুনি যাব। বাজনা থামার অপেক্ষা'… নাচতে নাচতে ওর পাশে এসে বলে যায় কারমোনা। খুনীর মনের ভেতরটা দেখতে পারলে খুশি হতো লেখক অ্যাশেনডেন।

'সময়টা ভাল কাটল, জেনারেল?'

'সব সময়ই ভাল কাটে। সাদা চামড়ার গরীব ও নীচু স্তরের মেয়ে এরা। কিন্তু তাতে আমার কি এসে যায়? মেয়ে মানুষের শরীর আলিঙ্গনে বাঁধতে আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে যখন তার চোখ দুটোর অদ্ভুত চাউনি জাগে, যখন তার ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়। সাদা চামড়ার, গরীব ও নীচু স্তরের মেয়ে মানুষ। তবু তো মেয়েমানুষ।'

ওরা ট্যাভার্ণ থেকে বেরোয়। এসময় এখানে ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত, মেক্সিকান বলেছে। অবশেষে স্টেশনে যখন পৌঁছল তখন রাত নেমে গেছে। ওয়েটিং রুম ফাঁকা। অ্যাশেনডেন বলে…'ট্রেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরী। কেবলের খবরটা কী, দেখা যাক।'

কোড-বুক বার করে অ্যাশেনডেন। সাংকেতিক কোড ভাঙার এই ব্যবস্থা জটিল কিছু নয়। কোডের দুটো অংশ: একটি পাতলা বইয়ে অন্যটা কাগজে লিখে দেওয়া হয় এবং মিত্রপক্ষের দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে ওটা মুখস্থ করে কাগজটা নষ্ট করে দেয় অ্যাশেনডেন। সে চশমা পরে কাজ শুরু করে। তখন বিরলকেশ সেই মেক্সিকান সীটের এককোণে বসে সিগারেট রোল করছে, ধরাচ্ছে। অ্যাশেনডেনের কাজে সে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। সে কাজ শেষ করেছে। তখন সে বিশ্রাম নিচ্ছে। সংখ্যাগুলো পরপর 'ডি-কোড' করে অক্ষরগুলো কাগজে লিখছে অ্যাশেনডেন। তার কাজের নিয়মই হল, ভুল এড়াবার জন্যে পুরো কাজ শেষ হবার আগে সে কখনও সংবাদের তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। যন্ত্রের মূল অক্ষর ও শব্দগুলো লিখছে অ্যাশেনডেন। পুরো মেসেজ লেখা শেষ হলে সে পড়ে: "অসুস্থতার জন্য কনস্ট্যানটাইন আঁদ্রিয়াদি পিরীয়াস ছেড়ে যেতে পারেনি। সমুদ্র যাত্রা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। জেনেভায় ফিরে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা কর।"

প্রথমে অ্যাশেনডেন বুঝতে পারে না। আবার পড়ে। তার মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে ওঠে। তারপর, শুধু একবার, আত্মসংযম হারিয়ে, ভাঙা গলায়, উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ স্বরে সে বিরলকেশ মেক্সিকানকে ফিসফিস করে বলে, 'য়ু ব্লাডি ফুল! তুমি ভুল লোককে খুন করেছ!'

স্পাই

আরনেস্ট হেমিংওয়ে

পুরোনো দিনে মাদ্রিদের চিকোতে বারের সঙ্গে দা স্টর্ক বারের তুলনা দেওয়া যেতো।

যদিও চিকোতে বারে গান-বাজনা বা পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। ওয়ালডর্ফের মেনস বারের সংগেও মিল ছিল, যদিও তারা মেয়েদের পাত্তা দিতো না। তোমরা তো জানো, ওয়ালডর্ফে মেয়েরা আসতো বটে, কিন্তু ওখানে তাদের কোনও গুরুত্ব দেওয়া হতো না।

তখন চিকোতে বারের মালিক ছিল পেদ্রো চিকোতে।

এখানে মালিকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বারটার অনেক মিল ছিল। লোকটা উঁচুদরের বারটেন্ডার, সব সময় হাসিখুশী এবং ওর যথেষ্ট আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল। উৎসাহ জিনিসটা একটু দুর্লভ, বেশীর ভাগ লোকের বেশীদিন থাকে না। উৎসাহ আর শোম্যানশিপ কিন্তু এক নয়। পেদ্রো চিকোতের উৎসাহ ছিল এবং সেটা নকল বা লোক-দেখানো নয়। লোকটা বিনয়ী, সাদাসিধে, ব্যবহারে বন্ধুত্বের ভাবটা চোখে পড়তো। লোকটা প্যারীর রিজ বারের বারটেন্ডার জর্জের মতো খোশ-মেজাজী, হাসি-খুশী এবং ওরই মতো অদ্ভুত দক্ষতা। যারা নানা দেশ ঘুরেছে আর জর্জকে চেনে, তারা জানে, এর চেয়ে বড়ো প্রশংসা কোন বারটেন্ডারের সম্বন্ধে করা যায় না। ওর বারটাও ভারী সুন্দর।

তখনকার দিনে মাদ্রিদের বড়ো লোকের ছেলেদের মধ্যে যারা নাক উঁচু স্নব, তারা যেতো ন্যুয়েভো ক্লাবে, ভালো লোকেরা আসতো চিকোতে বারে। দ্য স্টর্কে যেমন, এখানেও তেমনি অনেকে আসতো, যাদের আমি পছন্দ করি না। কিন্তু যখনই চিকোতেয় গেছি, আমার ভালো লেগেছে।

এর একটা কারণ, এখানে কেউ রাজনীতি নিয়ে তর্ক করে না। কোন কোন কাফে আছে, যেখানে রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা হয় না। কিন্তু চিকোতে-তে রাজনীতি নিয়ে কেউ কথা বলে না। আর পাঁচটা ব্যাপারে কিন্তু প্রচুর কথা হয়। সন্ধ্যা নামলে শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েরা এখানে আসে। সন্ধ্যেটা শুরু করার পক্ষে এটাই সেরা জায়গা এবং আমরা অনেক সুন্দর সন্ধ্যে এখান থেকেই শুরু করেছি।

তারপর ধরো, নতুন কে শহরে এলো, কে শহর থেকে কোথায় গেলো, চিকোতে-তে গেলে খোঁজ পাবে। এবং যদি সময়টা গ্রীষ্মকাল হয়, যদি শহরে কেউ না থাকে, তুমি একা একা এখানে বসে আরামে মদ খেতে পারো। কেননা ওয়েটাররা সবাই হাসিখুশী।

জায়গাটা আসলে তো একটা ক্লাবের মতোই। তফাতের মধ্যে এখানে কেউ বাকী পাওনার জন্যে তাগাদা দেয় না এবং এখান থেকে তুমি কোন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারো। নিঃসন্দেহে এটা স্পেনের সেরা বার, আমার মতে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বার এবং আমরা যারা ওখানে যেতাম, আমরা জায়গাটাকে সত্যিই ভালো বাসতাম।

আর একটা কথা। এখানকার ড্রিঙ্কস অদ্ভুত রকমের ভালো। যদি তুমি মার্টিনির অর্ডার দাও, ওরা এমন জিন দেবে, যার থেকে ভালো জিন টাকা দিয়ে কোথাও কেনা যায় না। পেদ্রো চিকোতে কাঠের ব্যারেলে স্কটল্যান্ড থেকে আনা এমন এক ধরনের হুইস্কি রাখতো, যা বিজ্ঞাপনের ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে এতো ভালো যে সাধারণ স্কচ ওর পাশে দাঁড়াতেই পাবে না।

যাই হোক, যখন বিপ্লব শুরু হল, চিকোতে তখন সান সিবাস্তিয়ানে। পেদ্রো চিকোতে গ্রীষ্মকালে ওখানে একটা বার খুলতো। এখনো ও সেই বারটা চালাচ্ছে। লোকে বলে, স্পেনের যে এলাকা এখন ফ্রাঙ্কোর দখলে, তার মধ্যে ওটাই সেরা বার। মাদ্রিদের চিকোতে বারটা ওয়েটাররা চালাচ্ছে। কিন্তু ভালো মদ সব প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

চিকোতে বারের পুরোনো রইসদের অনেকেই গৃহযুদ্ধে ফ্র্যাঙ্কোর দলে। কিন্তু কেউ কেউ আবার সরকার পক্ষের লয়্যালিস্টদের সমর্থন করেছে। বারটা হাসিখুশী জায়গা এবং সত্যিকারের হাসিখুশী লোকেরাই সাহসী হয়। এবং সাহসী লোকেরাই যুদ্ধে সবার আগে মরে। তাই চিকোতের পুরোনো কাস্টমারদের অনেকেই গৃহযুদ্ধে মরে গেছে।

কাঠের ব্যারেলের হুইস্কি ততোদিনে ফুরিয়ে গেছে। আর হলুদ রঙের যে জিন দিয়ে ওরা মার্টিনি বানাতো, ১৯৩৮-র মে মাসে সেটাও ফুরিয়ে গেল। এখন সেখানে যাওয়ার মতো বিশেষ আকর্ষণ কিছু নেই।

তাই ভাবি, ফ্যাসিস্ট স্পাই লুই দেল গ্যাদো যদি ক'দিন পরে মাদ্রিদে আসতো, সে নিশ্চয়ই চিকোতে বারে এসে ঝামেলায় পড়তো না।

কিন্তু লুই দেল গ্যাদো তার শত্রু পক্ষের শহর মাদ্রিদে আসে ১৯৩৭-র নভেম্বরে। তখনও চিকোতে বারে হলুদ জিন ফুরোয়নি। তখন ওরা জিনের সঙ্গে ইন্ডিয়ান কুইনিন-ওয়াটার মিশোয়।

অবশ্য শুধু এসবের জন্যে জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে হয় না। হয়তো ও পুরোনো জায়গায় মদ খাবে বলেই এসেছিল। যেহেতু ওকে আমি চিনতাম এবং পুরোনো দিনের চিকোতে বারের আকর্ষণ আমি বুঝি, ও কেন এসেছিল, আমি ঠিকই

বুঝতে পারি।

সেদিন আমাদের দূতাবাসে গোরু জবাই হয়েছে। হোটেল ফ্লোরিডায় ফোন করে পোর্টার বলেছে, ওরা আমাদের জন্যে দশ পাউন্ড তাজা মাংস বাঁচিয়ে রেখেছে। মাদ্রিদের শীতের প্রথম গোধূলির আবছা আলোর মধ্যে আমি মাংস আনতে গেছি। দূতাবাসের গেট-এর বাইরে রাইফেল হাতে দুজন সৈনিক-প্রহরী। মাংসটা পোর্টারের ঘরে রাখা আছে।

পোর্টার বললো, মাংসটা সরেস জায়গা থেকে কাটা, কিন্তু গোরুটা রোগা ছিল। পকেটের ওক ফল আর সূর্যমুখীর সেঁকা বীজগুলো আমি ওকে দিলাম। দূতাবাসের সামনে নুড়ি ঢাকা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা খানিক হাসি-ঠাট্টা করি।

মাংসের ভারী প্যাকেটটা বগলে নিয়ে আমি শহরের উল্টো দিকে আমার ঘরটার দিকে হাঁটতে থাকি। গ্রাঁভিয়া'য় বোমা পড়ছে। এখন ওদিকে যাওয়া যাবে না বুঝে আমি সময় কাটাতে চিকোতে'র বারে ঢুকলাম।

বারে দারুণ ভীড়, হৈ চৈ, জানালায় বালির বস্তা গাদা করা আছে বোমা পড়ার সম্ভাবনার কথা মনে রেখে—আমি জানালার সামনে টেবিলের মুখোমুখি বসে জিন আর টনিক ওয়াটারের অর্ডার দিই।

সেই হপ্তাতেই খবর পেয়েছি, চিকোতের কুইনিন টনিক ওয়াটারের স্টক ফুরোয় নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আর কেউ টনিক ওয়াটারের অর্ডার দেয় নি। ওরাও দাম বাড়ায় নি।

খবরের কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ এখনও বেরোয় নি। তাই আমি এক বুড়ির কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি'র তিনটে ইশতেহার কিনলাম। প্রত্যেকটার দাম দশ সেনট্যাভো, আমি বুড়িকে এক পেসেভা দিয়ে খুচরোটা ফেরৎ নিলাম না। বুড়ি খুশী হয়ে বললো, ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করবেন।

ঈশ্বর আমাকে আশীর্বাদ করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। তিনটে ইশতেহার পড়তে পড়তে আমি জিন অ্যান্ড টনিকের ককটেলে চুমুক দিই!

পুরোনো দিনে আমার সঙ্গে চেনা-শুনো ছিল, এমন একজন ওয়েটার এসে আমার কানে কানে কথা বলে।

"না, আমি বিশ্বাস করি না।"

"সত্যি," ও ওর হাতের ট্রে ও মাথাটা একদিকে ঝোঁকায়, "এখন ওদিকে তাকিও না। ও ওইখানে বসে আছে।"

"তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।"

"আমারও না।"

ওয়েটার চলে গেল। আর একটা বুড়ির কাছে খবরের কাগজ কিনে পড়তে থাকি।

কোন সন্দেহ নেই। ওয়েটার যে লোকটাকে দেখিয়েছে, তাকে আমরা দুজনেই খুব ভালো করে চিনি।

সেই মুহূর্তে আমি শুধু ভাবছিলাম ঃ নির্বোধ !! দ্য আটার ব্লাডি ফুল্স !!! ঠিক
খনই একজন গ্রীক কমরেড আমার টেবিলে এসে বসে।
ও পনেরো নম্বর লয়্যালিস্ট ব্রিগেডের কোম্পানী কম্যাণ্ডার।
ফ্যাসিস্টদের বোমার ঘায়ে ওর কোম্পানীর চারজন জওয়ান মারা গেছে, মাটির
চে চাপা পড়ে বেঁচে গেছে দু'জন। চিকিৎসার জন্যে ও এখন ছুটিতে। এরপর
:ক রেস্ট হোমে পাঠান হবে।
"কেমন আছো জন? এই কক্‌টেল খেয়ে দেখো।"
"কক্‌টেলে কি আছে, মিস্টার এমণ্ডস্‌?"
"জিন আর টনিক?"
"কুইনিন। খেয়ে দেখো—"
"আমি মদ বিশেষ খাই না, তবে শুনেছি কুইনিন খেলে নাকি জ্বর ছাড়ে। আমি
ট্ু খেয়ে দেখি—"
"ডাক্তার কি বললো?"
"ডাক্তার দেখানোর কোন দরকার নেই। আমি ভালো আছি। শুধু মাথার মধ্যে
সময় ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুনতে পাই।"
"তোমাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, জন…"
"আমি যাই। কিন্তু আমার কথা ও বুঝতে পারে না। ও বলছে, আমার
গজপত্র ঠিকঠাক নেই, ও আমাকে ভর্ত্তি করাতে পারবে না।"
"আমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলবো। ও কি জার্মান?"
"রাইট। জার্মান ডাক্তার আবার ইংরিজি বোঝে না—"
ঠিক তখনই ওয়েটার পাশে এসে দাঁড়ায়। টাক মাথা বুড়ো মানুষ, আচার-
হারেও পুরোনো দিনের ধরন-ধারন, যা যুদ্ধও বদলাতে পারেনি। লোকটা খুব
ন্তত।
"আমার এক ছেলে লয়্যালিস্টদের হয়ে যুদ্ধ করতে ফ্রণ্টে গেছে। আর এক ছেলে
দ্ধ ফ্যাসিস্টদের হাতে মরেছে। এখন এই ব্যাপারে আমার কি করা উচিত?"
"সমস্যাটা তোমার।"
"কিন্তু তুমি? আমি তো তোমাকে বলেছি…"
"আমি খাওয়ার আগে মদ খেতে এখানে ঢুকেছি…"
"আমি এখানে চাকরী করি। কিন্তু আমি কি করবো, তাই বলো।"
"সমস্যাটা তোমার। আমি তো পলিটিসিয়ান নই।"
ওয়েটার চলে যায়।
"জন, তুমি স্প্যানিশ ভাষা বোঝ?" আমি গ্রীক কমরেডকে জিজ্ঞেস করি।
"না, দু-একটা কথা বুঝতে পারি। তবে আমি গ্রীক, ইংরিজী আরবী ভাষা
তে পারি। আমি কেমন করে মাটির নীচে চাপা পড়লাম শুনবে?"
শ্যামল রং, গ্রীক কমরেডের মুখটা দেখতে বেশ। কথার সঙ্গে ওর কালো হাত

দ্বটো নড়ে চড়ে। লোকটা কোন একটা দ্বীপ থেকে এসেছে। কথার ভঙ্গীতে আবেগ আর উত্তেজনার মাত্রা বেশী।

"জানো, যুদ্ধের ব্যাপারে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। এখানে আসার আগে আমি গ্রীক আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিলাম। তাই আমি যখন দেখলাম, শত্রুপক্ষের প্লেন আমাদের মাথার উপরে, আমরা তখন 'ফুয়েনটেস্ ডেল এব্রোর ট্রেঞ্চে শুয়ে আছি—আমি প্লেনটা ভালো করে দেখলাম।

"প্লেনটা এলো, এমনি করে ঘুরে গেলো (হাত দুটো ঘুরিয়ে গ্রীক কমরেড প্লেনের ঘুরে যাওয়া দেখালো), আমাদেব দিকে তাকালো। আমি বললাম আঃ হা ; এই প্লেনে ফ্যাসিস্টদের জেনারেল স্টাফ আছে।

'ওরা শুধু নজর রাখছে। শীগগিরই ওদের আরো প্লেন আসবে। যা বলেছি, ঠিক তাই। আমি ট্রেঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখি। কড়া নজর রাখি, কমরেডদের দেখাই। প্রথমে তিনটে প্লেন, পেছনে আরও তিনটে। একটা সামনে দুটো পেছনে। আমি কমরেডদের বলি, দেখছো ? এক নম্বর ফরমেশনের প্লেন তিনটে চলে যাচ্ছে।'

"তারপর দু'নম্বর ফরমেশনের প্লেন তিনটে এগিয়ে আসে। আমি কমরেডদের বলি, এবার সব ঠিক আছে, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তারপর দু'সপ্তাহ ধরে আর কি হয়েছে আমি কিছুই জানি না।"

"ঘটনাটা কবে হয়েছে ?"

"একমাস আগে। যখন বোমাতে মাটি উপড়ে আমাদের ঢেকে দেয়, আমার হেলমেটটা আমার মুখের সামনে আটকে যায়। হেলমেটের মধ্যে হাওয়া ছিল, তাই মাটি চাপা পড়েও আমি মরিনি। আমি কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম, এসবের কিছুই জানি না। সেই হাওয়ায় বিস্ফোরণের গন্ধ মিশে ছিল, তাই আমি অনেক দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। এখন আমি ও, কে, শুধু মাথার ভেতরে ভোঁ ভোঁ শব্দ। এই ড্রিঙ্কের নাম কি যেন বললে ?"

"জিন অ্যান্ড টনিক। যুদ্ধের আগে এই কাফের খুব নাম ডাক ছিল। তখন এক ডলারে মোটে সাত পেসেতা পাওয়া যেতো। সেই বাজারে একটা জিন অ্যান্ড টনিকের জন্যে এই বারে পাঁচ পেসেতা দিতে হতো।

'আমরা এই মাত্র শুনলাম, এদের স্টকে এখনও টনিক-ওয়াটার আছে। ওরা দাম বাড়ায় নি। আর একটা মাত্র টনিক-ওয়াটার ভর্তি কেস ওদের স্টকে আছে...'

"ড্রিঙ্কটা সত্যিই ভালো। আচ্ছা যুদ্ধের আগে মাদ্রিদ শহরটা কেমন ছিল ?"

"সুন্দর ! এখনকার মতোই। তবে তখন খাওয়ার জিনিস অনেক বেশী পাওয়া যেতো।"

সেই ওয়েটার আবার ফিরে আসে, আমার টেবিলের কাছে ঝুঁকে দাঁড়ায়।

"আমি যদি রাজী না হই ? এটা আমার দায়িত্ব..."

"তুমি যদি চাও, এই নম্বরটা ডায়াল করো। নম্বরটা লিখে নাও। পেপেকে ডেকে দিতে বলো—"

"বারের এই প‍ুরোনো কাস্টমারের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নেই", ওয়েটার বোঝায়, "প্রশ্নটা আদর্শের। এরকম একটা লোক নিশ্চয়ই আমাদের আদর্শের পক্ষে বিপজ্জনক ?"

"বারের অন্য ওয়েটাররা ওকে চিনতে পারেনি ?"

"পেরেছে, কিন্তু কিছু বলছে না। লোকটা আমাদের পুরোনো কাস্টমার…"

"আমিও তোমাদের পুরোনো কাস্টমার।"

"তাহলে হয়তো ওই লোকটাও আমাদের দিকে ?"

"না, আমি জানি, ও শত্রু পক্ষের লোক।"

"আমি কোন দিন কারো নামে মিলিশিয়ার কাছে চুকলি কাটিনি। সমস্যাটা তোমার। হয়তো অন্য ওয়েটারদের কেউ পুলিসে খবর দেবে… '

"না। পুরোনো ওয়েটাররা ওকে চেনে। পুরোনো ওয়েটাররা পুরোনো কাস্টমারের নামে পুলিসে চুকলি কাটে না।"

"আমার জন্যে আর এক পেগ ইয়েলো জিন আর লেবুর কিছু তেঁতো খোসা নিয়ে এসো। বোতলে এখনও খানিকটা টনিক ওয়াটার আছে।"

ওয়েটার চলে যায়।

"ও কি বলছিলো ?" গ্রীক কমরেড জানতে চায়।

"স্প্যানিশ ভাষা আমি ভালো বুঝি না। এই বারে আজ এমন একজন লোক এসেছে যাকে আমি আর এই ওয়েটার—দু'জনেই আগের আমলে চিনতাম। লোকটা পিজিয়ন শ্যুটিং-এ এক্সপার্ট, আমি ওর শ্যুটিং দেখেছি। তখন ও আমার বন্ধু ছিল।

"এখন ও ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। যে কোন কারণেই ও এখানে এসে থাকুক, ওর এখানে আসাটা চূড়ান্ত বোকামী। কিন্তু, লোকটা খুব সাহসী এবং খুবই বোকা।"

"লোকটা কে, দেখাও তো—"

"ওই টেবিলে এয়ার ফোর্সের পাইলটদের সঙ্গে বসে আছে।"

"ওই লোকটা ফ্যাসিস্ট ? দেখো 'ফুয়েনটে ডেল এব্রো'র পর এই প্রথম একজন ফ্যাসিস্টকে কাছে থেকে দেখলাম। এখানে অনেক ফ্যাসিস্ট আছে বুঝি ?"

"মাঝে মাঝে দু' একজন আসে।"

"ও ফ্যাসিস্ট ? কিন্তু তুমি যে ককটেল খাচ্ছো, ওই লোকটাও তাই খাচ্ছে। শোন, তুমি কখনো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ম্যাগালেনস দ্বীপে গেছো ?"

"না তো !"

"ভালো জায়গা। তবে অনেক অক-টো-পাস…"

"অনেক কি ?"

"অক-টো-পাস। আটটা হাত থাকে জানো না ?"

"ও, অক্টোপাস্।"

"অক-টো-পাস। আমি ডাইভিংও জানি। ওখানে সমুদ্রের নীচে ডুবুরীর

কাছে অনেক টাকা পাওয়া যায়, তবে ওই যে বললাম, অনেক অক-টো-পাস।"

"ওরা কি ঝামেলা বাধায় ?"

"প্রথমবার আমি ম্যাগালেনস বন্দরে সমুদ্রের জলের নীচে ডাইভ দিয়েছি। আমি অক-টো-পাস দেখলাম। পায়ে ভর দিয়ে জন্তুটা এইভাবে উঠে দাঁড়ালো," টেবিলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হাত দুটো তোলে গ্রীক কমরেড। কাঁধ উঁচু করে চোখ কপালে তোলে, "অক-টো-পাসটা আমার থেকেও লম্বা, আমার চোখের সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। আমি দড়িতে টান দিই, ওপরের লোকেরা আমাকে টেনে তোলে।"

"জন, সেই অক্টোপাসটা কত বড় ছিল ?"

"ঠিক বলতে পারছিনা কেননা হেলমেটের কাচে একটু বেশী বড় দেখায়, পায়ের ডগার ওপরে ওইভাবে ভর রেখে দাঁড়িয়ে জন্তুটা আমার দিকে তাকালো। [অক-টো-পাস কিভাবে তাকিয়েছিল, তাই দেখাতে আমার চোখের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকায় জন]। আমি জল থেকে উঠে হেলমেট খুলে বললাম, "আমি জলে নামবো না। তখন ওরা বলল, তোমার হলো কি জন ? তুমি অক-টো-পাসকে যতো ভয় করো, অক-টো -পাস তোমাকে বেশী ভয় করে।"

আমি বললাম, "অসম্ভব।"

"ওই ফ্যাসিস্ট ককটেল আর একটু খেলে হয় না ?"

"ঠিক আছে," আমি বলি।

আমি টেবিলে বসা সেই মানুষটাকে দেখছিলাম। ফ্যাসিস্ট স্পাইয়ের নাম লুই দেল গ্যাদো। শেষবার আমি ওকে দেখেছি সান সিবাস্তিয়ানের পিজিয়ন-স্যুটিং কম্পিটিশনে। আমরা বাজী রেখেছিলাম, বাজীর অঙ্কটা আমার পক্ষে বেশী, ওর পক্ষে আরও বেশী। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বাজী হারার দরুণ টাকাটা ও আমাকে দেয়। ও তখনও কি রকম হাসিখুশী ছিল, আজো আমার মনে আছে। তারপর আমরা বারে দাঁড়িয়ে মার্টিনি খেলাম। সাধ্যের বেশী টাকা বাজী ধরে আমি বেঁচে গেছি, তাই আমি খুশী। বাজী হেরে ওর কেমন লাগছে, আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি সারা সপ্তাটা আমি আজেবাজে স্যুটিং করেছি, ও চমৎকার স্যুটিং করেছে, কিন্তু আজ কম্পিটিশনের সময় ও বারবার এমন সব পাখি মেরেছে যেগুলোকে গুলি করা অসম্ভব তবুও বাজীর অঙ্ক বাড়িয়ে গেছে।

"জুয়ো খেলবে ?" ও জিজ্ঞেস করে।

"তুমি সত্যিই খেলতে চাও ? কতো টাকার বাজী ?"

ওয়ালেট খুলে ভেতরে চোখ রেখে লুই দেল গ্যাদো হেসে ওঠে।

"যা বলবে তাই। তবে আট হাজার পেসেভাই বাজী থাক। এখানে আর টাকা নেই।" (তখনকার হিসেবে আট হাজার পেসেভা এক হাজার ডলারের প্রায় সমান)।

"গুড", আমি বলি। আমার ভেতরের সেই সুন্দর শান্ত ভাবটা কেটে গিয়ে জুয়ো খেলার সময় যা হয়, তেমনই শূন্যতা।

আমরা দ্‌জনেই হাত ম্‌ঠো করে এক একটা পাঁচ পেসেতার র্‌পোর ম্‌দ্রা নাড়াতে থাকি, তারপর বাঁ হাতের পেছনে টাকাটা রেখে ডান হাতে চেপে থাকি।

"তোমার কি এলো ?" ও বলে।

আমি ডান হাত সরাই। বড় র্‌পোর ম্‌দ্রার ওপরে স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ অ্যালফনসোর শিশ্‌ বয়সের ম্‌খ।

"হেড", আমি বলি।

"টাকাগ্‌লো নাও। তারপর ভালো ছেলের মতো একটা ককটেলের অর্ডার দাও", ও ওয়ালেট উপ্‌ড় করে সব টাকা ঢেলে দেয়, তারপর বলে, "তুমি একটা ভালো পার্টি বন্দ্‌ক কিনবে ?"

"না। কিন্তু দ্যেখো ল্‌ই, তোমার যদি টাকার দরকার থাকে—" চকচকে সব্‌জ হাজার পেসেতার নোটগ্‌লো আমি ওর দিকে বাড়িয়ে দিই।

"বোকার মতো কথা বোলো না, এনরিক !"

ল্‌ই দেল গ্যাদো বলে, "আমরা জ্‌য়া খেলেছি, আমি হেরে গেছি…"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো তোমার পরিচিত…"

"কিন্তু অন্তরঙ্গ নও।"

"সে তুমিই বলতে পারো। কি খাবে ? জিন আর টনিক ? ড্রিঙ্কটা চমৎকার, তুমি তো জানো…'

আমরা জিন আর টনিক খাই। ল্‌ই দেল গ্যাদোকে পথে বসিয়েছি বলে আমি দ্‌ঃখিত।

জ্‌য়োয় জিতেছি বলে আমি খ্‌শী। জিন আর টনিকের স্বাদ আগে কখনও আমার এতো ভালো লাগেনি। এসব জিনিস নিয়ে মিথ্যে বলে, জিতেছি বলে খ্‌শী নই ভান করে কোন লাভ নেই। কিন্তু ল্‌ই দেল গ্যাদো সত্যিই ভালো জ্‌য়াড়ী।

"লোকে যদি শ্‌ধ্‌ নিজের সাধ্যের মধ্যে জ্‌য়ো খেলতো, তাহলে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হতো না। তুমি কি করো, এনরিক ?"

"জানি না। আমার অতো টাকা নেই।"

"বোকার মত কথা বোলো না। তোমার অনেক টাকা আছে।"

"সত্যি বলছি।"

"সবাইকারই টাকা আছে। কিছ্‌ একটা বেচলেই হাতে টাকা আসে।"

"আমার কিন্তু সত্যিই বেশী টাকা নেই।"

"ওহ, ডোন্ট বী সিলি। বড়লোক নয়, এমন কোন আমেরিকান আমি দেখিনি।"

আমার ধারণা, ও সত্যি কথাই বলছে। বড়লোক নয় এমন আমেরিকান তখনকার দিনে রিজ বা চিকোতে বারে দেখা যেতো না। এখন ল্‌ই দেল গ্যাদো আবার চিকোতে বারে ফিরে এসেছে। এবার সে এমন সব আমেরিকানকে দেখবে, যাদের ও আগে কখনও দেখেনি। শ্‌ধ্‌ আমি ছাড়া। আর আমার সঙ্গে ওর দেখা হওয়াটাই তো ভুল। এখানে ওর সঙ্গে আমার দেখা না হলেই আমি খ্‌শী হতাম।

তবুও ও যদি সত্যিই এরকম নিরেট বোকার মতো কাজ করে, দায়িত্বটা ওর নিজের। কিন্তু এখন টেবিলে ওকে বসে থাকতে দেখে পুরোনো দিনের কথা আমার মনে পড়ছে, আমার খারাপ লাগছে। আমি বারের ওয়েটারকে লয়্যালিস্টদের কাউন্টার এস্পিয়নেজ ব্যুরোর সেগুরিদাদের হেডকোয়ার্টারের নম্বর দিয়েছি বলে আমার আরও খারাপ লাগছে। ওয়েটার টেলিফোনে সেগুরিদাদের নম্বর সহজেই পেতে পারতো। কিন্তু আমি আমার পক্ষপাতশূন্যতা, নীতিজ্ঞান ও পন্টিয়াস পাইলট যে মানসিকতা নিয়ে নিজে কোন পক্ষ না নিয়েও শেষ পর্যন্ত যীশুকে ক্রুশে বিঁধে মরতে পাঠিয়ে-ছিলেন, সেই একই মানসিকতার বাড়াবাড়ি দেখিয়ে ফ্যাসিস্ট স্পাই লুই দেল গ্যাদোকে অ্যারেস্ট করানোর সব চেয়ে শর্টকাট রাস্তাটা বাৎলে দিয়েছি। তাছাড়া যেহেতু আমি সাহিত্যিক, মানসিক সংঘাতের মুহূর্তে মানুষ কি করে, তা জানবার একটা নোংরা ইচ্ছেও আমার আছে। আর সেই জন্যেই লেখকরা কারো সত্যিকার বন্ধু হতে পারে না।

ওয়েটার আবার এসে দাঁড়ায়।

"কি ভাবছো ?" ও বলে।

"আমি নিজে কখনোই লুই দেল গ্যাদোর নামে কাউন্টার এস্পিয়নেজের কাছে চুকলি কাটবোনা," ফোন নম্বর দেওয়ার দায়িত্বটা আমি যেন এড়াতে চাইছি, "আমি বিদেশী। এটা তোমাদের যুদ্ধ। কি করবে না করবে সেটা তোমরাই জান। আর সমস্যাটাও তোমাদের।"

"কিন্তু তুমি তো আমাদেরই সঙ্গে আছো।"

"পুরোপুরি এবং সব সময়ের জন্যে। কিন্তু পুরোনো বন্ধুর নামে চুকলি কাটা আমার কাজ নয়।"

"কিন্তু আমি ?"

"তোমার কথা আলাদা।"

ওয়েটার চলে যায়।

লুই দেল গ্যাদো যে টেবিলে বসে আছে, সেদিকে আমি তাকাতে চাই না। আমি জানি, গত এক বছর ও ফ্যাসিস্ট ফ্র্যাঙ্কোর বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু আজ লয়্যালিস্ট ইউনিফর্ম পরে ফ্রান্সের-ট্রেনিং পাওয়া তিনজন ছোকরা পাইলটের সঙ্গে গল্প করছে। এরা নতুন, এরা কেউ ফ্যাসিস্ট স্পাইয়ের আসল পরিচয় জানে না। লুই কি লয়্যালিস্টদের প্লেন চুরি করার ধান্দায় আছে ? উদ্দেশ্য যাই হোক, ওর পক্ষে আজ চিকোতে বারে আসা চূড়ান্ত বোকামী।

"কেমন লাগছে জন ?" আমি আমার সঙ্গী গ্রীক কমরেডকে বলি।

"চমৎকার ! হোকে ! ড্রিঙ্কটা খুব ভালো। আমি একটু মাতাল হয়ে গেছি, মাথার ভোঁ ভোঁ আওয়াজ কমে গেছে।"

ওয়েটার ফিরে আসে। এখন ও খুব উত্তেজিত।

"আমি লুই'র নামে কাউন্টার এস্পিয়নেজে ফোন করেছি।"

"এখন আর তোমার কোন সমস্যা নেই তাহলে ?"

"না," লোকটা যেন গর্বিত, "ওরা লুইকে অ্যারেস্ট করতে আসছে।"

"চলো", আমি গ্রীক কমরেডকে বলি, "এখানে ঝামেলা বাধতে পারে।"

"তাহলে ওঠা যাক। এমনিতেই অনেক ঝামেলা।"

"কতো দিতে হবে ?"

'তুমি থাকবে না ?' ওয়েটার জানতে চায়।

"না।"

"কিন্তু টেলিফোন নম্বরটা তুমিই তো আমাকে দিয়েছিল ?"

"শহরে থাকতে হলে কতো টেলিফোন নম্বরই তো জানা যায়…"

'কিন্তু স্পাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা আমার কর্তব্য।"

"হ্যাঁ। কেন নয় ? কর্তব্য খুবই কঠিন ব্যাপার।"

"কিন্তু এখন ?"

"একটু আগেই তো তোমার মনে হচ্ছিল তুমি ঠিক করেছো। হয়তো পরেও তাই মনে হবে।"

"তুমি প্যাকেটটা ভুলে গেছো," স্পার ম্যাগাজিনের খামে মোড়া মাংসের প্যাকেট আমার হাতে তুলে দেয় ওয়েটার।

"আমি বুঝি। সবই বুঝি," আমি ওয়েটারকে সান্ত্বনা দিই।

"দেখ, লুই দেল গ্যাদো এখানকার পুরোনো ভদ্র কাস্টমার। আমি এর আগে কখনও কারো নামে অভিযোগ আনিনি। আজও আমি আনন্দ পাবো বলে ওর নামে খবর দিইনি।"

"আমিও নিষ্ঠুর সীনিকের মতো কথা বলতে চাই না। লুই দেল গ্যাদোকে বোলো, এনরিক তোমার নামে খবর দিয়েছে। এমনিতেই রাজনৈতিক মতভেদের জন্য ও এখন আমাকে ঘেন্না করে। কিন্তু তুমি অভিযোগ এনেছো শুনলে ও দুঃখ পাবে।"

"না। প্রত্যেক মানুষের তার নিজের কাজের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।"

"কিন্তু তুমি সব বুঝলে তো ?"

"হ্যাঁ, আমি বুঝেছি এবং আমি সমর্থন করি," আমি মিথ্যে বলি। যুদ্ধের সময় প্রায়ই মিথ্যে বলতে হয় এবং মিথ্যে বলার মত অপ্রিয় কাজ তাড়াতাড়ি সারাই ভালো।

ওয়েটার-এর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে গ্রীক কমরেড জনের সঙ্গে দরজা দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় যে টেবিলে লুই দেল গ্যাদো বসে আছে, সেদিকে তাকাই। আর একটা জিন আর টনিকের অর্ডার দিয়েছে লুই। ওর কি যেন একটা কথায় টেবিলে আর সবাই হাসছে। হাসিখুশী বাদামী রঙের মুখ, রাইফেল স্যুটারের চোখ। ও এখানে নিজের কি পরিচয় দিয়েছে, কে জানে ?

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা যখন রাস্তার দিকে ঘুরছি, সেগুরিদাদের কাউন্টার-এস্পিয়নেজ ব্যুরোর বড় গাড়িটা চিকোতে বারের সামনে এসে থামলো। আটজন লোক নামলো। সাবমেশিনগান হাতে দু'জন দরজার বাইরে পোজিশন নিচ্ছে।

সাদা পোশাকে দুজন ভেতরে ঢুকছে।

একজন আমাদের কাগজপত্র দেখতে চাইলো। বিদেশী শুনে ওরা আমাদের এগিয়ে যেতে বলে।

গ্রাভিয়ায় বোমা পড়েছে। ফুটপাথে ভাঙা কাঁচ, সিমেণ্ট,' প্লাস্টার হাওয়ায় ধোঁয়া, বিস্ফোরক আর ভেঙে যাওয়া গ্র্যানাইটের গন্ধ।

"কোথায় খাবে?"

"আমার সংগে মাংস আছে, ঘরে রাঁধবো।"

"আমি রাঁধবো", গ্রীক কমরেড বলে, "আমি খুব ভালো রাঁধি। জানো এক সময় আমি জাহাজে রাঁধুনীর চাকরী করতাম।"

"মাংসটা শক্ত, সদ্য-কাটা।"

"না, না, যুদ্ধের সময় শক্ত মাংস বলে কিছু নেই।"

বোমা পড়ছে বলে লোকে সিনেমায় ঢুকেছিল। এখন সিনেমা ভাঙ্গতে সবাই বেরোচ্ছে।

"কাফেতে সবাই ওকে চেনে, তবু ফ্যাসিস্টটা ওখানে এলো কেন?" জন জানতে চায়।

"ও পাগলের মতো কাজ করেছে।"

"যুদ্ধে এই এক ঝামেলা। বড়ো বেশী লোক পাগল হয়ে যায়।"

হোটেলের পোর্টার বললো, দুজন কমরেড ওপরতলায় আমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে চান করবে বলে চাবী নিয়ে গেছে।

"জন, তুমি ওপরে যাও। আমি ফোন করবো।"

চিকোতে হোটেলের বুড়ো ওয়েটারকে যে নম্বরটা দিয়েছিলাম, সেটাই ডায়াল করি।

"হ্যালো, পেপে?"

"তুমি এনরিক?" পাৎলা ঠোঁটের ভেতর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ ফোনে ভেসে আসে।

"শোন পেপে, চিকোতে বার থেকে তোমরা লুই দেল গ্যাদোকে অ্যারেস্ট করেছো?"

"সি হোমব্রে, সি। কোন ঝামেলা হয়নি।"

"ও জানে, বারের ওয়েটার তোমাদের খবর দিয়েছিল?"

"নো, হোমব্রে, নো।"

"তাহলে ওকে বোলোনা। ওকে বোলো, আমি ওর নামে খবর দিয়েছি। ওয়েটারের কথা কিছু বোলা না।"

"তাতে তফাৎটা কি হবে? ও স্পাই, ওকে গুলি করে মারা হবে। আমাদের আর কিছুই করার নেই।"

"আমি জানি। তবু তফাৎ আছে।"

"তুমি যা চাও, তাই হবে, হোমব্রে। তোমার সঙ্গে কবে দেখা হচ্ছে?"

"কাল লাঞ্চে। মাংস খাওয়াবো, খাবার আগে হুইস্কি।"

"গুড, হোমরে গুড।"

"সালুদ, পেপে, থ্যাঙ্ক ইউ।"

"সালুদ, এনরিক, ও কিছু না। সালুদ।"

ওর গলাটা অদ্ভুত, মৃত্যুভয় জাগায়, এখনো আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না। তবু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভালো লাগছে।

আমরা যারা চিকোতে বারের পুরোনো কাস্টমার, জায়গাটার ব্যাপারে আমাদের কিছু অনুভূতি আছে। তাই আমি জানি, কেন ফ্যাসিস্ট স্পাই লুই দেল গ্যাদো বোকার মতো ওখানে গিয়েছিল। ও অন্য কোথাও যেতে পারতো। কিন্তু মাদ্রিদে এলে ওকে চিকোতে বারে আসতেই হবে। ওয়েটার ঠিকই বলেছে, ও বারের একজন পুরোনো ভালো কাস্টমার। আমরা এককালে বন্ধু ছিলাম। জীবনে ছোট ছোট কাজের মধ্যে যদি করুণার বিন্দু ঝরে, সে সব কাজ করাই ভালো। তাই আমি আনন্দিত যে আমি সেগুরিদাদে লয়্যালিস্ট-হেডকোয়ার্টারে আমার বন্ধু পেপেকে আমি ফোন করেছি। কেননা লুই দেল গ্যাদো চিকোতে বারের পুরোনো কাস্টমার।

মৃত্যুর আগে তার মনে চিকোতে ওয়েটারদের সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা বা তিক্ততার সৃষ্টি হোক, আমি তা চাইনি।

দিমিত্রিয়সের মুখোস

এরিক এ্যাম্বলার

মানুষ নিজের কল্পনাকে অবিশ্বাস করতে শিখেছে। সুতরাং তারা তখন বুঝতে পারে যে তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে এমন এক জগৎ আছে, যার অস্তিত্ব শুধু কল্পনাই করা যায়, ব্যাপারটা তাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়।

'ভিলা অ্যাকাসিয়া'-য় ল্যাডিসল গ্রোডেকের গল্প শুনতে শুনতে বিকেলটা কাটিয়েছিল ল্যাটিমার। তার মতে, সেই দিনটা তার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য দিন। 'মারুকাকিস্' নামের এক গ্রীক বন্ধুকে সেদিন সন্ধ্যায় সে একটা চিঠি লিখেছিল।

প্রিয় মারুকাকিস্, জেনেভা, শনিবার

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে দিমিত্রিয়স সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পারলে তোমায় নিশ্চয়ই জানাবো। আমি যে সত্যিই তার সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পেয়েছি, তা জেনে তুমি হয়তো আমার মতোই অবাক হবে। আমি সত্যিই নতুন কিছু খবর পেয়েছি। অবশ্য এমনিতেও আমি তোমাকে চিঠি লিখতাম। কারণ সোফিয়ায় থাকার সময় তুমি আমাকে যে সাহায্য করেছো, তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ।

তোমার হয়তো মনে আছে, তখন আমার বেলগ্রেড যাবার কথা ছিল। তাহলে জেনেভা থেকে তোমায় চিঠি লিখছি কেন? তুমি হয়তো সেকথা জানতে চাইবে।

প্রিয় বন্ধু, পুরো উত্তরটা আমি নিজেও জানিনা। কিছুটা জানি। ১৯২৬-এ বেলগ্রেডে যে লোকটার অধীনে কাজ করতো দিমিত্রিয়স, সে এখন জেনেভার কাছেই থাকে। কিভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ হলো? কোন একজন লোক তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। কেন এবং কি উদ্দেশ্যে, আমি ঠিক জানিনা। হয়তো একদিন জানতে পারবো। যদি এই রহস্য তোমার কাছে বিরক্তিকর মনে, হয় আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

তুমি কি 'মাস্টার-স্পাই'-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করো? আজকের আগে আমি বিশ্বাস করতাম না। এখন করি। কারণ কি জানো? আজকের বিকেলটা আমি এক 'মাস্টার-স্পাই'-এর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি।

লোকটা বেশ লম্বা, চওড়া কাঁধ, বয়স ষাটের কাছাকাছি। তার মাথার চকচকে ধূসর চুলের মাঝে মাঝে খড়ের রং। এককালে তার মাথায় ওই রঙের চুল ছিল। লোকটা ফর্সা, তার চোখ ঘন নীল, তার হাতদুটো একটুও কাঁপে না! অর্থাৎ লোকটার বিশেষ কোন নেশা নেই এবং সে সারাজীবন শরীরের যত্ন নিয়েছে। হ্রদের ধারে একটা দামী ভিলায় সে থাকে। তার দুটো চাকর আছে এবং গাড়ি ড্রাইভ করার জন্যে একজন ড্রাইভার। স্ত্রীর দেখা পেলাম না। বিবাহিত কিনা বলা শক্ত। যোগ্যতার সঙ্গে নির্দোষ জীবিকা অনুসরণ করে যারা জীবন কাটায়, তারা যেমন শেষ জীবনে বিশ্রাম উপভোগ করে, এই লোকটিকে দেখলে তাদেরই একজন বলে মনে হয়। সময় কাটাবার জন্যে ও নাকি এখন সেণ্ট স্টিফেনের জীবনী লিখছে। ওর জন্ম পোল্যাণ্ডে। ওর নামটা বলবোনা। শ্রেষ্ঠ স্পাই কাহিনীর ঐতিহ্য অনুসরণ করে ধরা যাক, ওর নাম 'জি'।

এককালে 'জি' ছিল মাস্টার-স্পাই। এখন সে রিটায়ার করেছে। আমার পুস্তক প্রকাশক বই ছাপার জন্যে কোনো মাস্টারপ্রিন্টার নিয়োগ করে। মাস্টার-স্পাইও মাস্টারপ্রিণ্টারের মতো। মাস্টার-স্পাইয়ের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে অন্য স্পাইরা চাকরী করে। পুরোপুরি নাহলেও মোটামুটিভাবে মাস্টার-স্পাইয়ের কাজ হলো সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব পালন করা।

স্পাই ও তাদের কাজ সম্বন্ধে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বইয়ে লেখা হয়। কিন্তু 'জি' যেভাবে ব্যাপারটা বোঝালো, তাই শোনো।

প্রথমেই ও ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ঁর উদ্ধৃতি দিয়ে বললো, যুদ্ধে সফল রণকৌশলের মৌলিক অংগ হলো আকস্মিকতা।

অবশ্য 'জি' নেপোলিয়ঁর উদ্ধৃতি আওড়াতে খুবই ভালোবাসে। নিঃসন্দেহে নেপোলিয়ঁ বলতে চেয়েছিলেন যে প্রতিপক্ষকে অবাক করে দেওয়া, চমকে দেওয়া, তারা যা আশা করেনি সেটা করাই সফল রণকৌশল। কিন্তু এমন একটা ধারণা অন্য রণনায়কদের মাথায় খেলেনি, এটাও ঠিক নয়। আলেকজান্ডার বা জুলিয়াস সীজার, চেঙ্গীজ খান বা প্রুসিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক—সবাই এটা জানতেন। যাই হোক, আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

'জি' বললো যে ১৯১৪-১৮-র সংঘর্ষ থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধলে (শুনলে মনে হচ্ছে যেন সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার, তাই না?) আধুনিক সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর গতিশীলতা ও আঘাত হানার ক্ষমতা এবং বিমানবাহিনীর অস্তিত্বের পটভূমিতে আকস্মিকতার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। এতো বেড়ে গেছে যে একালের যুদ্ধে যে দেশ বা জাতি প্রথমে আচমকা আক্রমণ করবে, সেই যুদ্ধে জিতবে। এই অবস্থায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকটি দেশকে সচেতন থাকতে হবে যেন তার প্রতিপক্ষ দেশ হঠাৎ আচমকা আক্রমণ করতে না পারে। অর্থাৎ শান্তির সময় আকস্মিকতার গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। এতো বেড়ে গেছে যে একালের যুদ্ধে যে দেশ বা জাতি প্রথমে আচমকা আক্রমণ করবে, সেই যুদ্ধে জিতবে। এই অবস্থায়

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে প্রত্যেকটি দেশকে সচেতন থাকতে হবে যেন তার প্রতিপক্ষ দেশ হঠাৎ আচমকা আক্রমণ করতে না পারে। অর্থাৎ শান্তির সময় আকস্মিকতার বিরুদ্ধে তন্দ্রাহীন প্রহরার দরকার।

ইউরোপে মোটামুটিভাবে সাতাশটা স্বাধীন দেশ আছে। প্রত্যেকটি দেশের স্থলসেনা, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী আছে। নিজের দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেকটি বাহিনীকে জানতে হবে, অন্য ছাব্বিশটি দেশের স্থলসেনা-বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী কি করছে, তাদের শক্তি কতোটা, দক্ষতা কি ধরনের এবং তারা কিভাবে গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সব খবর জোগাড় করতে হলে বিশাল ও অজস্র স্পাই সংগঠনের দরকার।

১৯২৬-এ ইতালীর 'মাস্টার-স্পাই' ছিল 'জি'। সেবছর বসন্তকালে সে বেলগ্রেডে বাসা ভাড়া নেয়।

সেসময় ইতালীর ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে। ইতালী ফিউম্ দখল করেছে এবং করফুতে বোমা ফেলেছে। সাম্প্রতিক ঘটনা দুটো যুগোশ্লাভদের মন থেকে মুছে যায়নি। সেসময় গুজব রটেছিল যে ইতালীর ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর মুসোলিনী যুগোশ্লাভিয়া দখল করার চেষ্টা করতে পারেন। গুজবটা যে মিথ্যে নয়, সেই বছরই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে, ইতালীও যুগোশ্লাভিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখে। ফিউম্ নগরী স্রেফ বন্দুকের জোরে দখল করে রেখেছে যুগোশ্লাভিয়া। ওট্র্যাণ্টো প্রণালীর পাশে যুগোশ্লাভ প্রভাবাধীন অ্যালবেনিয়ার অস্তিত্ব ইতালীর কাছে অসহ্য। অ্যালবেনিয়ার স্বাধীনতা ততোক্ষণই সহ্য করা যায়, যতোক্ষণ অ্যালবেনিয়া মুসোলিনীর প্রভাবাধীন থাকবে। এ-ব্যাপারে হেস্তনেস্ত একটা কিছু হওয়া দরকার। কিন্তু যুগোশ্লাভরা যুদ্ধে নামতে পারে। বেলগ্রেড থেকে ইতালীর স্পাইরা জানিয়েছে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা মনে রেখে আদ্রিয়াটিক সমুদ্রে নিজের উপকূল সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে ওট্র্যাণ্টো প্রণালীর ঠিক উত্তরে মাইন পেতে রাখছে যুগোশ্লাভিয়া।

এসব ব্যাপার আমি অবশ্য ভালো বুঝিনা। তবে গল্প শুনে মনে হল যে দুশো মাইল দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে একশ মাইল জুড়ে মাইন পুঁতে রাখার কোন দরকার নেই। জলের তলায় দু একটা জায়গাতে উগ্র বিস্ফোরকপূর্ণ আধার যথেষ্ট। কোথায় মাইন পোঁতা আছে, শত্রুর কাছ থেকে তা গোপন রাখা হয়। এবং শত্রু যতোক্ষণ না জানছে যে মাইন কোথায় পোঁতা আছে, তার পক্ষে আক্রমণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

সুতরাং এই উদ্দেশ্যেই বেলগ্রেডে গিয়েছিল 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'।

অন্য স্পাইরা খবর পেয়েছে যে মাইন পোঁতা হয়েছে। এখন 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'-কে কাজে লাগাচ্ছে মুসোলিনী। তাকে জানতে হবে, ঠিক কোথায় মাইন পুঁতেছে যুগোশ্লাভ বাহিনী। তার থেকেও বড় কথা, সে যে এই খবরটা জেনেছে, তা যেন যুগোশ্লাভ সরকার জানতে না পারে। কারণ জানলেই তারা মাইন পোঁতার জায়গা

বদলে ফেলবে।

এই দ্বিতীয় ব্যাপারটায়, অর্থাৎ গোপন তথ্য যে ফাঁস হয়েছে, যুগোশ্লাভ সরকারের দৃষ্টির আড়ালে এই খবরটা রাখার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল মাস্টার-স্পাই 'জি'।

তাঁর ব্যর্থতার কারণ দিমিত্রিয়স (সেই রহস্যময় স্পাই, যে শুধুমাত্র টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে কখনও এক দেশের কখনও অন্য দেশের কখনও বা একই সঙ্গে দুটো দেশের স্পাই হিসেবে কাজ করে) সম্বন্ধে আমি এখন খবরাখবর নেওয়ার চেষ্টা করছি।

দেখ, আমার তো মনে হয়, স্পাইয়ের কাজ খুবই কঠিন। ধরো, ব্রিটিশ সরকার আমাকে বেলগ্রেডে পাঠালো স্পাই হিসেবে। ওট্র্যান্টো প্রণালীর উত্তরে যুগোশ্লাভ সরকার কোথায় মাইন পুঁতেছে, আমাকে তারই খোঁজ নিতে বলা হলো। কি ভাবে শুরু করবো, তাও তো আমি জানিনা, ধরা যাক, 'জি'র মতো আমিও জানলাম যে ওই প্রণালীর একটা মানচিত্রে দাগ এঁকে কোথায় কোথায় মাইন পোঁতা হয়েছে, তার রেকর্ড রেখেছে যুগোশ্লাভ সরকার। কিন্তু সেই মানচিত্রের কটা কপি আছে? কপিগুলো কোথায় আছে? হয়তো আন্দাজ করলাম যে নৌবিভাগ মন্ত্রকের অফিসে একটা কপি নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু নৌবিভাগ মন্ত্রক তো ছোটখাট ডিপার্টমেন্ট নয়। তাছাড়া চার্ট বা মানচিত্র নিশ্চয়ই চাবিতালা দিয়ে রাখা হয়। এমনকি যদি ভাগ্যচক্রে আমি জেনেও যাই, ঠিক কোন্ ঘরে কোথায় মানচিত্রের কপি রাখা আছে, তাহলেও যুগোশ্লাভদের কিচ্ছুটি না জানিয়ে কিভাবে ওটা গায়েব করা যায়, সেই ধান্দাটা সহজে আমার মাথায় খেলবে না।

অথচ তোমাকে বলবো কি, তাজ্জব ব্যাপার, বেলগ্রেডে পেঁছুবার ঠিক মাসখানেকের মধ্যেই 'মাস্টার-স্পাই' 'জি' জেনে গেল, মানচিত্রের কপি কোথায় রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যুগোশ্লাভদের কোনো কিছু জানতে না দিয়ে ওই মানচিত্র কিভাবে নকল করা যায়, সেই কায়দাটাও সে ভেবে নিয়েছে। তাহলেই বোঝো, 'জি' কিরকম চৌখস কাজের লোক।

কিভাবে ওটা হাতালো? চালাকিটা কোথায়?

ধীরে, বন্ধু, ধীরে। বুঝিয়ে বলছি। মাস্টার-স্পাই 'জি' প্রচার করলো, সে নাকি জাতে জার্মান এবং ড্রেসডেনের কোন একটা যন্ত্রপাতি তৈরীর প্রতিষ্ঠানের তরফে সে এখানে এসেছে। যুগোশ্লাভ সরকারের একটা বিভাগের নাম 'সাবমেরিন্ প্রতিরক্ষা বিভাগ।' সাবমেরিনের যন্ত্রপাতি, মাইন বসানো, মাইন তোলা—এইসব দেখাশোনা করে ওই দপ্তর। সেই দপ্তরের এক কেরানীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো 'জি'।

অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? এতো সহজ এসব ব্যাপার?

'জি' অবশ্য বলে এব্যাপারে সে নাকি বুদ্ধির খেলা দেখিয়েছে। লোকটার রসবোধ নেই। স্পাইথ্রিলার পড়ে না কি জানতে চাইলাম। বললো কি জানো?

ওসব ও পড়ে না, পড়লে নাকি গল্পতাপ্পি বলে মনে হয়।

ও প্রথমে সরকারী সচিবালয়ে যেয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলো, সরবরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রক কোথায়? বাইরের লোকের পক্ষে সরবরাহ সংক্রান্ত মন্ত্রকের খোঁজ চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। দারোয়ান রাস্তা দেখিয়ে দিল। ভেতরে ঢুকে একটা করিডরে পৌঁছে সে আর একজনকে বললো—'সাবমেরিন্ প্রতিরক্ষা দপ্তরে যাবো রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। বলুন তো স্যার, কোন্ দিকে যাবো।'

সাবমেরিন্ প্রতিরক্ষা দপ্তরে ঢুকে সে বললো, 'এটা কি সরবরাহ দপ্তর?' ওরা বললো, 'না'। তাই শুনে সে সোজা বেরিয়ে এল। এরই মধ্যে অর্থাৎ ওই এক মিনিট সময়ের মধ্যে সে একনজরে দপ্তরের কেরানীদের দেখে নিলো এবং ওদের তিনজনকে বেছে নিলো। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওই তিনজন কেরানীর একজন যখন দপ্তর থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল, তার পেছন পেছন গেলো 'জি' এবং সেই কেরানীর নাড়িনক্ষত্রের খবর সে জোগাড় করলো। এইভাবে তিনজন কেরানীর সম্বন্ধে সব খবর জোগাড় হলে তিনজনের একজনকে বাছলো 'জি'। যে লোকটাকে তার পছন্দ হলো, তার নাম বুলিক।

ভেবে দেখ, 'জি'-র এইসব কায়দাকানুনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে দারুণ চালাকীর কোন নমুনা নেই। কিন্তু কায়দাগুলো যেভাবে সে ব্যবহার করে, তাতেই তার বুদ্ধির ছাপ। অবশ্য এই তফাৎটা 'জি' নিজেও বোঝে না। অধিকাংশ সফল মানুষের মতো 'জি'-ও তার সাফল্যের কারণ সম্বন্ধে সচেতন নয়।

বুলিক বিচ্ছিরি একটা লোক, নাক উঁচু টাইপের, বয়স চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি। দপ্তরের অন্য কেরানীদের থেকে তার বয়স বেশী। অন্য কেরানীরা তার ওপর হাড়ে চটা। তার বউ সুন্দরী, বয়স বুলিকের থেকে দশ বছর কম, সুতরাং বুলিকের ওপর তেমন খুশ্ নজর নেই বউয়ের। বুলিক লোকটা আবার অনবরত সর্দিতে ভোগে, সবসময় নাক থেকে জল গড়াচ্ছে। দিনের শেষে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এক পেগ মদ খেতে রোজ কাফেতে ঢোকে বুলিক। সেখানেই ওর সঙ্গে পরিচয় করলো 'জি'। খুব সহজ উপায়ে। প্রথমে দেশলাই চাওয়া, তারপর সিগার অফার করা এবং সবশেষে নিজের পয়সায় মদ খাওয়ানো।

তুমি হয়তো ভাবছো, যে সরকারী দপ্তর গোপন নথিপত্র নিয়ে কাজ করে, সেই দপ্তরের কেরানীকে কাফেতে হঠাৎ চেনা কোন লোক অফিসের কাজকর্ম নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কেরানীর সন্দেহ হওয়া উচিৎ। বুলিকের মাথায় সন্দেহ জিনিসটা ঢোকার আগেই তাকে কব্জা করে ফেললো 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'।

আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা দিনদিনই বাড়ছে। যেন কাঁচা ফলে পাক ধরছে। বুলিক রোজই কাফেয় ঢুকে দেখে, 'জি' আগে থেকেই সেখানে হাজির। হাবিজাবি গল্পগুজব হয়। 'জি' বেলগ্রেডে নতুন এসেছে, কোথায় কি পাওয়া যায় তারই তত্ত্বতালাশ বাৎলে দেয় বুলিক। বুলিক মদ খায়, বিলের পয়সা মেটায় 'জি'। ওরা কচিৎ কখনও দাবা খেলে। খেলায় ইচ্ছে করে হেরে যায় 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা জব্বর একটা খোশগল্প শোনালো 'জি'।

কোন একজনের মুখে সে নাকি শুনেছে, যুগোশ্লাভ সরকারের নৌবিভাগ সংক্রান্ত দপ্তরে খুব 'গুরুত্বপূর্ণ' পদে কাজ করে বুলিক।

বুলিক ভাবলো, কাফেতে অন্য যেসব লোকেদের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে তাস খেলে, তারা কেউ কেউ জানে বটে, বুলিক নৌবিভাগসম্বন্ধে সরকারী চাকরী করে। তারাই কেউ 'জি'-কে বলেছে হয়তো। ভুরু কুঁচকে একবার মুখ খোলার চেষ্টা করেছিল বটে বুলিক। হয়তো ওই 'গুরুত্বপূর্ণ' বিশেষণটা সম্বন্ধে একটু বিনয় দেখাতে চেয়েছিলো। কিন্তু 'জি'-ওকে কিছু বলার সুযোগই দিলো না। যন্ত্রপাতি তৈরীর ব্যাপারে সুনাম আছে, এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রধান সেলসম্যান নাকি 'জি'! ওই প্রতিষ্ঠান যুগোশ্লাভ সরকারের নৌবিভাগের কাছে দূরবীন বিক্রী করতে চায়। কোটেশন পাঠানো হয়েছে। অর্ডারটা পাওয়ার আশাও আছে। কিন্তু বুলিক তো নিশ্চয়ই জানে যে এসব ব্যাপারে অফিসে একজন বন্ধু স্থানীয় লোক থাকলে কতো ভাল কাজ হয়। সুতরাং বুলিকের মতো একজন প্রভাবশালী লোক যদি অর্ডারটা ড্রেসডেনের কোম্পানীকে পাইয়ে দেবার চেষ্টা করে, বিনিময়ে কোম্পানী বুলিককে কুড়ি হাজার দিনার দেবে।

প্রিয় বন্ধু, এবার বুলিকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাবটা দেখার চেষ্টা করো। ফালতু একটা কেরানী, তাকে কিনা তোষামোদ করছে বিখ্যাত এক জার্মান কোম্পানীর প্রতিনিধি। কুড়ি হাজার দিনার! যুগোশ্লাভ দিনারের দাম তখন ফরাসী ফ্রাঁর থেকে সামান্য কম। কুড়ি হাজার দিনার ওই তুচ্ছ কেরানীর ছ-মাসের মাইনের সমান। বিনিময়ে তাকে কি করতে হবে। কিছু না। কোটেশন দেওয়া হয়ে গেছে। এখন অন্যান্য কোটেশনের সঙ্গে এদেরও চান্স আছে অর্ডার পাবার। যদি ড্রেসডেনের কোম্পানী অর্ডারটা পায়, কিচ্ছু না করে কুড়ি হাজার দিনার পকেটে পুরবে বুলিক আর যদি না পায়, বুলিকের ক্ষতিটা কোথায়? এই নির্বোধ জার্মান সেলসম্যান বেহুদা বখরের ওপর ভিত্তি করে তাকে যে সম্মান দেখাচ্ছে, সেটা আর দেখাবে না। বয়েই গেলো। 'জি' স্বীকার করলো যে বুলিক সততা দেখাবার একটা আধাআধি চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ বুলিক একবার আমতা আমতা করে বলেছিল যে তার 'প্রভাব' জার্মান কোম্পানীকে অর্ডার পাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নাও হতে পারে। 'জি' এমন ভান করলো যেন বুলিক তার প্রাপ্য ঘুষের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এইসব বলছে। বুলিক সঙ্গে সঙ্গে বললো, না, এরকম কোন ধান্দা তার নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বুলিক 'জি'-র প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দুজনের দোস্তি আরও বেড়েছে। বুলিক আর 'জি'তে এখন গলাগলি ভাব। ড্রেসডেনের কোম্পানী কোটেশন দিয়েছে কিনা, জানার কোন উপায়ই নেই বুলিকের। কারণ ওসব তথ্য গোপন রাখে সরবরাহ দপ্তর। খোঁজ নিয়ে সে দেখলো, সত্যিই দূরবীন সাপ্লাইয়ের টেন্ডারের জন্য কোটেশন চেয়েছে সরবরাহ দপ্তর। সরকারী গেজেট পড়ে খবরটা আগেই জেনেছে 'মাস্টার-স্পাই,' 'জি'।

এবার 'জি'-র আসল প্ল্যান শুরু হল।

বুলিক এখন 'প্রভাবশালী' অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করছে। তাকে খুশি রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে 'জি'। বুলিক এবং তার সুন্দরী কিন্তু মাথামোটা বউকে নামজাদা রেস্তোরাঁ আর নাইটক্লাবে নিয়ে যাচ্ছে 'মাস্টার-স্পাই'। বিলের পয়সা 'জি'-ই মেটাচ্ছে। তৃষিত উদ্ভিদ যেমন বৃষ্টির জল পেলে খুশি হয়, বুলিক দম্পতির ভাবখানাও তেমনি। এক বোতল মিষ্টি শ্যাম্পেনের বেশীর ভাগ গিলে যদি বুলিক 'জি'র সঙ্গে ইতালীর নৌবহরের প্রচণ্ড শক্তি এবং যুগোশ্লাভিয়া উপকূলের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক-গপ্পে জড়িয়ে পড়ে, তখন কি আর বুলিকের পক্ষে সাবধানে কথা বলা সম্ভব? প্রথমতঃ তার একটু একটু নেশা হয়েছে। সুন্দরী বৌ সঙ্গে রয়েছে। তার একঘেঁয়ে জীবনে এই প্রথম কেউ তার মতামতের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে। পর্দার আড়ালে কি ঘটছে, তা জানি না বললে ইজ্জৎ থাকে না। সুতরাং বড় বড় বোলচাল শুরু করে বুলিক। ইতালীর নৌবহরকে আদ্রিয়াটিক সাগরে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে যে প্ল্যান করা হয়েছে, সেটা নিজের চোখে দেখেছে বুলিক। গোপনীয়তার খাতিরে সব কথা বুলিক বলতে পারছে না বটে, তবে·········

অর্থাৎ সেদিন সন্ধ্যায় 'মাস্টার-স্পাই' 'জি' জেনে গেল যে মানচিত্রের কপি জোগাড় করা বুলিকের পক্ষে সম্ভব। 'জি' ঠিক করলো যে বুলিককে দিয়েই ওটা হাতাতে হবে। সে ভেবেচিন্তে প্ল্যান করলো।

প্ল্যানটা কাজে লাগাতে হলে একজন সুযোগ্য সহকারী দরকার। দিমিত্রিয়সকেই বেছে নিলো 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'।

দিমিত্রিয়সের কথা 'জি' কার কাছ থেকে শুনেছিল, সে এখন তা বলতে রাজী নয়। খবরটা ফাঁস হলে তার পুরোনো সহযোগীদের মধ্যে কারো ঝামেলা হতে পারে। যাই হোক, 'জি'-র কোন একজন সহযোগী দিমিত্রিয়সের কথা তাকে বলে।

দিমিত্রিয়স তালাত জন্মসূত্রে তুর্কী নাগরিক, তার মাতৃভাষা গ্রীক। তার পাসপোর্ট 'নিখুঁৎ' এবং সে গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করতে অভ্যস্ত। তাছাড়া 'গোপনীয়' অর্থনৈতিক ব্যাপারে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে নাকি লোকটার। কি কি ধরনের 'গোপনীয় অর্থনৈতিক ব্যাপার,' সেটা অবশ্য জানা যায়নি এবং এমন ধারণা হতে পারতো যে লোকটা আসলে অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কিন্তু এসব ব্যাপার খুব জটিল। 'জি' তা বোঝে এবং সে ঠিক করে যে তার কাজের পক্ষে দিমিত্রিয়সই যোগ্য সহযোগী। ইউরেসিয়ান্ ক্রেডিট ট্রাস্ট-এর ঠিকানায় বুখারেস্টে দিমিত্রিয়সকে চিঠি লিখলো 'জি'।

পাঁচ দিন পরে বেলগ্রেডে এসে হাজির হলো দিমিত্রিয়স এবং নেজ মিলোটিনার কাছে 'জি'-র বাড়িতে এসে 'মাস্টার-স্পাই'-এর সঙ্গে দেখা করলো।

সেই সাক্ষাৎকারের কথা আজও মনে আছে 'জি'-র। মাঝারি উচ্চতা, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যা হোক কিছু হতে পারে। পোশাকে চাকচিক্য আছে এবং······

আমি 'জি'র নিজের কথাতেই বলি।

"দামী ও স্মার্ট পোশাক। মাথার চুলের ধারে ধারে পাক ধরেছে। এক ধরনের আত্মসন্তুষ্টি ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ ছিল কথাবার্তায়। চোখদুটোয় এমন কিছু ছিল যা দেখে লোকটার পেশা আমি বুঝে ফেললাম। লোকটা পেশায় বেশ্যার দালাল। এই ধরনের লোক দেখলেই আমি চিনতে পারি। কিভাবে পারি, তা জিজ্ঞাসা করো না।"

সুতরাং বুঝতেই পারছো, ইতিমধ্যে বেশ্যার দালালীর পেশায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে দিমিত্রিয়স। লোকটা বেশ্যার দালাল, একথা জেনে 'জি' কিন্তু বিরক্ত হলোনা। ওর যুক্তি হল, বেশ্যার দালাল কখনও মেয়েমানুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে যেয়ে নিজের ব্যবসা বা কাজের বারোটা বাজায় না। তাছাড়া লোকটার চেহারা ও কথাবার্তা বেশ আকর্ষণীয়। 'জি' নিজে যা বলেছে, তাই তোমায় শোনাই বরং :

"লোকটার পোশাক পরার ধরন চমৎকার এবং ওকে দেখলে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। এতে আমি খুশি হয়েছিলাম। আমি সমাজের নীচুতলার নোংরা লোকেদের 'স্পাই' হিসেবে কাজে নামানো পছন্দ করি না। অনেক সময় ওদেরও দরকার হয়। কিন্তু ওরা আমার জটিল মানসিকতা বোঝে না বলে অসুবিধা দেখা দেয়।"

বুঝতেই পারছো, 'জি' একটু খুঁৎখুঁতে স্বভাবের লোক।

দিমিত্রিয়স সময় নষ্ট না করে কাজের কথা শুরু করলো। এতোদিনে সে অনর্গল ফরাসী ও জার্মান ভাষা বলতে পটু হয়ে উঠেছে।

'জি' সযত্নে এবং কিছুটা চেপেচুপে (সম্ভাব্য সহযোগীকে 'মাস্টার-স্পাই' কখনই সব ব্যাপার খোলাখুলি বলে না) ধান্দাটা বোঝালো দিমিত্রিয়সকে। সব শুনে দিমিত্রিয়সের মুখে কোন অনুভূতির রেখা ফোটেনি। সে শুধু জানতে চাইলো, কতো টাকা দেবে 'জি' ?

তিরিশ হাজার দিনার—'জি' বললো।

পঞ্চাশ হাজার দিনার। সুইস্ ফ্রাঁ-য় দিতে হবে—দিমিত্রিয়স দাবী করলো।

শেষ পর্যন্ত, সুইস ফ্রাঁয় চল্লিশ হাজার দিনার দেওয়া হবে বলে রফা হলো।

ইতিমধ্যে বুলিকের সময়টা চমৎকার কাটছে। বড় বড় জায়গায় ডিনার খাওয়া, মদ খাওয়া, ফুর্তি করা। ওর বউ এর আগে অবধি ঘেন্না ও বিরক্তিমেশানো চোখে ওর দিকে তাকাতো। এখন বউটা খুশমেজাজে আছে। লাঞ্চ-ডিনারের খরচা জোগাচ্ছে উজবুকের হদ্দ জার্মানটা, সেই পয়সায় দামী কগন্যাক্ মদ গিলছে বুলিকের রূপসী বউ। মাতাল হলেই মেয়েমানুষের মেজাজ হাসিখুশি হয়। সুতরাং বুলিকের ফূর্তির প্রাণ এখন ফুটবল খেলার মাঠ। তাছাড়া, হপ্তাখানেকের মধ্যে কুড়ি হাজার দিনার পকেটে আসার সম্ভাবনাও আছে। একদিন তো বুলিক বলেই ফেললো, এখন সে ভালোই আছে এবং সস্তা খাবার সর্দিকাশির পক্ষে ভালো নয়। 'দায়িত্বশীল' অফিসারের ভূমিকায় সে অভিনয় করছে, সে-কথা আর একটু হলে ভুলে গিয়েছিল বুলিক।

দূরবীন সাপ্লাইয়ের অর্ডারটা শেষ পর্যন্ত পেলো এক চেক ফার্ম। খবরটা বের

হলো দুপুরের সরকারী গেজেটে। বেলা বারোটা বেজে এক মিনিটের সময় কপি পেলো 'জি' তারপর সে গেলো এক এনগ্রেভারের অফিসে। সেখানে বেঞ্চের ওপরে রয়েছে তামার তৈরী অসমাপ্ত একটা ছাঁচ। সন্ধ্যে ছটার সময় মন্ত্রকের দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল 'জি'। তার হাতে এক কপি সরকারী গেজেট। 'জি' যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকেই সে খেয়াল করলো, বুলিক আজ খুবই বিষণ্ন। অন্য দিন সে অফিস থেকে বেরিয়ে কাফেতে ঢোকে। আজ জার্মান সেলসম্যানের ধারে কাছে ঘেঁষবে না ভেবে সে সোজা বাড়ির দিকে হাঁটছে। পাশের রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো 'জি'। মিনিট দুয়েকের মধ্যে বুলিকের কাছাকাছি পেঁৗছে ট্যাক্সি থামিয়ে পেভমেন্টে নেমে সে বুলিককে জড়িয়ে ধরলো। বুলিক ঘাবড়ে গেছে। তাকে ট্যাক্সিতে তুলে অভিনন্দন জানাতে জানাতে কুড়ি হাজার দিনার বুলিকের পকেটে গুঁজে দিলো 'জি'।

"আমি তো ভাবলাম, তোমরা অর্ডারটা পাওনি"—বুলিক বিড়বিড় করে বলে।

'পাইনি? ও হো, বুঝেছি। তোমায় বলাই হয়নি, আমাদের কোম্পানী চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্রাঞ্চ মারফৎ কোটেশন পাঠিয়েছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার ফার্মটা যে আমাদের ড্রেসডেনের কোম্পানীর ব্রাঞ্চ, অনেকেই তা জানে না। যাকগে, ড্রিঙ্কস না হলে জমছে না। ড্রাইভার!'

সে রাতে ঘাবড়ে যাওয়ার ভাবটা কেটে গেলে পরিস্থিতিটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করলো বুলিক মদের ঝোঁকে সে মন্ত্রিসভায় নিজের প্রভাবের কথা বার বার গর্বের সঙ্গে বললো। ব্যাপারটা 'জি'র মনোমত হলেও ক্রমশঃই তার পক্ষে ভদ্রতা বজায় রাখা শক্ত হয়ে উঠছিল।

সন্ধ্যেটা আর একটু গড়ালে বুলিকের কানে কানে নতুন একটা কথা বললো 'জি'। 'র‍্যানজ-ফাইনডা'র নামের যন্ত্র কেনার জন্যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বুলিক কি সাহায্য করবে? নিশ্চয়ই। কিন্তু ইতিমধ্যে বুলিকেরও বুদ্ধি খুলে গেছে। যেহেতু এখন তার সাহায্যের গুরুত্ব প্রমাণ হয়ে গেছে, অগ্রিম কিছু টাকা সে আশা করে।

'জি' এটা আশা করেনি, তবে সে খুবই মজা পেলো এবং তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে দশ হাজার দিনারের আর একটা চেক লিখে দিলো। অর্ডারটা যদি 'জি'র কোম্পানী পায়, তখন আরও দশ হাজার দিনার দেওয়া হবে বুলিককে।

বুঝতেই পারছো, বুলিক তো এখন বড়লোক! তার পকেটে তিরিশ হাজার দিনার। দুদিন পরে এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত এক হোটেলে জনৈক 'ভন্ কিয়েশলিং-এর সঙ্গে বুলিকের পরিচয় করিয়ে দিল 'জি'। বলা বাহুল্য, এই ভন্ কিয়েশলিং-এর আসল নাম দিমিত্রিয়স।

'জি' বললো—

"দিমিত্রিয়সকে দেখে মনে হলো, ও যেন সারাজীবন এইসব ফ্যাশনেবল হোটেলে কাটিয়েছে। একেবারে ফিটফাট, কেতাদুরস্ত আচার-ব্যবহার লোকটার। আমি যখন বুলিককে নৌবিভাগমন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এক অফিসার বলে পরিচয়

করিয়ে দিলাম, ও চমৎকার উপেক্ষা মেশানো ভদ্রতা দেখালো। বুলিকের বউয়ের সঙ্গে ওর ব্যবহারের তো তুলনাই হয় না। দেখে মনে হল, যেন এক রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলছে দিমিত্রিয়স। কিন্তু নীচু হয়ে যখন ও ম্যাডাম বুলিকের হাতের তালুর উল্টোদিকে চুমু খাচ্ছিল, ওর আঙুলগুলো যেভাবে ম্যাডামের হাতের তালুতে ইঙ্গিতপূর্ণ সুড়সুড়ি দিলো, তা আমার নজর এড়ায়নি।'

'জি' বুলিককে বোঝালো, এই ভন্ কিয়েশলিং বিখ্যাত লোক। কিছুটা রহস্য ওঁকে ঘিরে আছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে ওঁর গুরুত্ব নাকি খুব বেশী। উনি বিরাট বড়লোক এবং লোকে বলে, উনি নাকি সাতাশটা কোম্পানীর মালিক। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে বুলিকের প্রচুর উপকার হবে।

বুলিক দম্পতি তো মন্ত্রমুগ্ধ। ভন কিয়েশলিং তাদের টেবিলে এক গ্লাস শ্যাম্পেন খেতে রাজী হয়েছেন, এ তো তাদের পরম সৌভাগ্য। ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় বিশিষ্ট অতিথির মন জুগিয়ে কথা বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো তারা। বুলিক হয়তো ভাবছিল, এই সুযোগের জন্যেই সে সারাজীবন অপেক্ষা করেছে। এতোদিনে সে এমন একজনের সংস্পর্শে এসেছে যে তার ভবিষ্যৎ বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। হয়তো সে কল্পনা করছিল যে সে ভবিষ্যতে ভন্ কিয়েশলিং-এর কোনো একটা কোম্পানীর ডিরেক্টর হবে। সে সুন্দর একটা বাড়ির মালিক হবে। তার অনেক বিশ্বস্ত দাসদাসী থাকবে। পরের দিন যখন সে অফিসের টুলে বসলো, তার মনটা নিশ্চয় খুশি-খুশি ছিল। সামান্য দুশ্চিন্তা বা বিবেকের ছোটোখাট দংশন হয়তো এ-ধরনের আনন্দ বাড়াতেই সাহায্য করে। তাছাড়া, টাকা যেমন খরচ করেছে 'জি', তার কাজও তো তেমনি হয়েছে। বুলিকের নিজের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনাও তো নেই। তাছাড়া কথায় বলে, পুরুষস্য ভাগ্যং……কতো অদ্ভুত অদ্ভুত পথে পুরুষের ভাগ্য খুলে যায়, কে না জানে।

ভন্ কিয়েশলিং কথা দিয়েছেন, দুদিন পরে উনি 'জি'-ও বুলিক দম্পতির সঙ্গে নৈশভোজ খাবেন।

প্রিয় বন্ধু, এখানে একটা কথা বলে রাখি। 'জি'-কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দুদিন দেরী করার দরকারটা কি ছিল? প্রবাদে বলে আগুন তাতে লোহা যখন গরম হয়ে আছে, তখন ঘা মারাই ভালো। বুলিক দম্পতি চিন্তাভাবনা করার সময় পেয়ে মত বদলাতেও তো পারতো।

"ওদের সময় দিলাম কেন জানো?" 'জি' বললো, "ওদের ভাগ্যে কতো কি ভালো ঘটনা ঘটতে চলেছে, দুদিন ধরে তাই ভাবুক ওরা। স্বপ্ন দেখুক, স্বপ্নের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠুক।"

হঠাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গ্যেটের বিখ্যাত সেই উদ্ধৃতি আওড়ালো 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'।

"দেবতারা, বলতে পারো, কেন পৃথিবীর কোন কিছুই ফুরোয় না, শুধু আমাদের সুখই ফুরিয়ে যায়?"

তখন আমি বুঝলাম, 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'-রও এক ধরনের রসবোধ আছে।

সেই নৈশভোজ ছিল 'জি'র কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বুলিকের বউয়ের ওপর প্রভাব ছড়াতে শুরু করলো ভন্ কিয়েশলিং ওরফে দিমিত্রিয়স। সত্যিই, ম্যাডামের মতো আকর্ষণীয় মানুষ খুব কম দেখা যায়। এবং, বলা বাহুল্য, ওঁর স্বামীরও তুলনা হয় না। ম্যাডাম (এবং বলা বাহুল্য, তাঁর স্বামী) যদি আগামী মাসে ব্যাভেরিয়ায় ভন্ কিয়েশলিং-এর বাড়িতে আসেন, তিনি খুবই খুশি হবেন। প্যারীর বাড়ির চাইতে ব্যাভেরিয়ার বাড়িটাই কিয়েশলিং-এর বেশী পছন্দ। কান-এর বাড়িটা আবার বসন্তকালে বড্ড ঠাণ্ডা। ব্যাভেরিয়া খুব ভালো লাগবে ম্যাডামের। এবং বলা বাহুল্য, ম্যাডামের স্বামীরও। অবশ্য তিনি যদি দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে ছুটি পান।

কায়দাটা কিরকম লাগছে?

মোটা বুদ্ধির ব্যাপার? নেহাৎ সরল? কিন্তু বুলিক দম্পতি সরল এবং মাথামোটা। ম্যাডাম মিষ্টি শ্যাম্পেনের সঙ্গে তোষামোদগুলো গিলছে। একটু একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছে তার স্বামী বুলিক।

তারপর এলো সেই পরম মুহূর্ত।

ট্রে-ভর্তি অর্কিড নিয়ে ফুলওয়ালী ওদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। দিমিত্রিয়স ঘুরে দাঁড়িয়ে সব থেকে বড় ও সব থেকে দামী অর্কিডটা তুলে নিয়ে কায়দা-মাফিক ম্যাডামের হাতে তুলে দিলো এবং অনুরোধ জানালো, তার অনুরাগের স্মৃতি হিসাবে ম্যাডাম ওটা যেন নেন। ম্যাডাম নিলেন। মানিব্যাগ বার করে অর্কিডের দাম দিতে গেল দিমিত্রিয়স। এবং তখনই তার বুকপকেট থেকে হাজার দিনারের নোটের একটা পুরু বাণ্ডিল টেবিলে পড়ে গেলো। দুঃখ প্রকাশ করে টাকাটা পকেটে পুরলো দিমিত্রিয়স। 'জি' কায়দাটা বুঝে নিয়ে চট করে বললো, এতো টাকা পকেটে রাখা উচিত নয় এবং ভন্ কিয়েশলিং সবসময় এতো টাকা পকেটে নিয়ে ঘোরেন? না, না। অ্যালেস্‌সান্দ্রিওর জুয়ো খেলার আড্ডায় আজ সন্ধ্যেয় টাকাটা জিতেছেন কিয়েশলিং এবং ওপর তলায় নিজের ঘরে টাকা রেখে আসতে ভুলে গেছেন। ম্যাডাম কি কখনও অ্যালেস্‌সান্দ্রিওর জুয়োখেলার আড্ডায় গেছেন? না? বেলগ্রেডে জুয়োখেলার ওটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জায়গা। কোন কারচুপি নেই।

এই তো, আজই জুয়োখেলায় ভন্ কিয়েশলিং-এর ভাগ্যটা দারুণ ভালো গেছে। এবং কথাটা বলার সময় মখমল মসৃণ চোখে ম্যাডাম বুলিকের দিকে তাকায় দিমিত্রিয়স ওরফে ভন্ কিয়েশলিং। বেশ, বুলিক দম্পতি যখন জায়গাটা দেখেনি, একটু পরেই ভন্ কিয়েশলিং-এর অতিথি হিসেবে তারা ওখানে যাবে।

বলা বাহুল্য. ওরা গেলো। সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল দিমিত্রিয়স। রুলেশো খেলায় লোককে ঠকানো শক্ত। তাই রুলেশোর বদলে তাসের জুয়ো। সর্বনিম্ন বাজীর পরিমাণ? আড়াইশো দিনার।

ড্রিঙ্কস এলো। ওরা খানিকক্ষণ খেলা দেখলো। তারপর 'জি' বললো, সে

খেলবে। 'জি' খেললো এবং দুবার বাজী জিতলো।

তারপর ভন্ কিয়েশলিং প্রস্তাব করলো, ম্যাডাম বুলিক এবার খেলুন। বুলিক দুঃখ প্রকাশ করে বললো, তার কাছে টাকা নেই। কিন্তু এই আপত্তির জন্যে তৈরীই ছিল দিমিত্রিয়স। তাতে কি হয়েছে? ভন্ কিয়েশলিংকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে অ্যালেস্‌সান্দ্রিও। কিয়েশলিং-এর যে কোন বন্ধুকে সে মদত দেবে। কয়েক দিনার যদি হেরেই যান ম্যাডাম, বুলিক একটা চেক বা হ্যাণ্ডনোট দিলেই চলবে।

অভিনয় ক্রমশঃ জমে ওঠে। অ্যালেস্‌সান্দ্রিওকে ডাকা হয় ও ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে অ্যালেস্‌সান্দ্রিও বলে, আরে তাতে কি হয়েছে? ভন্ কিয়েশলিং-এর বন্ধু বলে কথা। তাছাড়া, বুলিক তো এখনও খেলেইনি। হারলে বা ভাগ্য খারাপ হলে তখনই না ওসব প্রশ্ন উঠবে।

'জি'র ধারণা, সেদিন সন্ধ্যায় দিমিত্রিয়স যদি বুলিক ও তার স্ত্রীকে অন্যের অনুপস্থিতিতে এক মিনিট সময় পরস্পরের সংগে কথা বলার সুযোগ দিত, ওরা কিছুতেই জুয়ো খেলতো না। সর্বনিম্ন বাজীর অংক আড়াইশো দিনার। এবং যদিও ভাগ্যের ফেরে ওদের হাতে বেমক্কা তিরিশ হাজার দিনার এসেছে, খাবারের দাম বা বাড়ি ভাড়ার অংকে আড়াইশো দিনার বলতে কি বোঝায়, সে হিসেবটা বুলিক দম্পতির পক্ষে ভোলা শক্ত। কিন্তু দিমিত্রিয়স ওদের পরস্পরের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার কোন সুযোগই দিল না। উল্টে সে বুলিককে ফিসফিস করে বললো, ওই সপ্তাহেরই একদিন মধ্যাহ্নভোজের আসরে সে বুলিকের সঙ্গে ব্যবসাসংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলবে।

এই কথাটা বলার জন্যে চমৎকার একটা মুহূর্ত বেছে নিয়েছিল দিমিত্রিয়স। একেই বলে, ওস্তাদের মার। আমার ধারণা, বুলিকের কাছে কথাটার তাৎপর্য দাঁড়ালা যে ভন্ কিয়েশলিং বলতে চাইছেন: 'মাই ডিয়ার বুলিক, কয়েকশো দিনার কিছুই নয়, কারণ তোমাদের আমার ভালো লেগেছে এবং বিরাট ভবিষ্যৎ তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সুতরাং, তোমাদের সম্বন্ধে আমার উঁচু ধারণাটা ভেঙে দিওনা।'

প্রত্যেক দানে বাজী আড়াইশো দিনার। একঘণ্টায় পাঁচহাজার দিনার বাজী হারলো বুলিকের বউ। দুর্ভাগ্যের জন্যে সহানুভূতি জানিয়ে দিমিত্রিয়স পাঁচশো দিনার বাজীর চিপসগুলো টেনে নিয়ে বললো, এগুলো নিয়ে খেলুন, এবার ভাগ্য ফিরবে।

বুলিক সন্ত্রস্ত। কিন্তু সে বোধহয় ভাবলো, ভন্ কিয়েশলিং এগুলো উপহার হিসেবে দিচ্ছেন। অর্থাৎ বুলিকের বউ পাঁচশো দিনার করে প্রত্যেক বার বাজী হারলে টাকাটা ভন কিয়েশলিংই দেবেন।

ওগুলো যে উপহার নয়, সে একটু পরেই জানতে পারলো। ম্যাডাম বুলিকের মন খারাপ। এলোমেলো খেলছে। দু'একবার জিতলো। তারপর হারলো। রাত আড়াইটার সময় বুলিক অ্যালেস্‌সান্দ্রিওকে বারো হাজার দিনার অংকের হ্যাণ্ডনোট

লিখে দিতে বাধ্য হলো। মদের পয়সাটা অবশ্য 'জি'-ই দিলো।

বন্ধু এবার কল্পনা করো, সে-রাতে বুলিক দম্পতি বাড়ি ফিরলে ওদের দাম্পত্য-কলহ—পরস্পরের নামে অভিযোগ, কান্নাকাটি, তর্কাতর্কি—এসব তো সহজেই কল্পনা করা যায়, তাই না? তবু, পরিস্থিতি খারাপ হলেও এখনও আশা আছে। বুলিক কাল ভন্ কিয়েশ্লিং-এর সংগে লাঞ্চ খাবে এবং তখনই ব্যবসার কথাবার্তা হবে।

ব্যবসার কথাবার্তা হল। অনেক ভরসা দিলো ভন্ কিয়েশলিং ওরফে দিমিত্রিয়স। বড় বড় ব্যবসায়িক চুক্তির কথা। অনেক টাকা কামানো কতো সহজ, যদি সঠিক ধান্দা জানা থাকে। ব্যাভেরিয়ার দুর্গের গল্প শুনতে শুনতে বুলিকের হৃৎস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে। বারো হাজার দিনার জুয়োয় হেরেছে, সেটা যেন কোন ব্যাপারই নয়। লক্ষ লক্ষ দিনারের স্বপ্ন তার চোখের সামনে ভাসে।

অ্যালেস্সান্দ্রিওর কাছে ধারের ব্যাপারটা কিন্তু এরই মধ্যে অতিথিকে স্মরণ করিয়ে দিল দিমিত্রিয়স। ধারটা আজ শোধ করে দিলেই ভালো হয়। তাছাড়া আজ ভন্ কিয়েশলিং নিজেও জুয়ো খেলবে। দুজনে যাওয়াই ভালো। মেয়েরা জুয়োখেলায় সচরাচর জিততে পারে না।

সে-রাতে পঁয়ত্রিশ হাজার দিনার পকেটে নিয়ে জুয়ো খেলতে গেলো। 'জি'র দেওয়া তিরিশ হাজার দিনারের সঙ্গে নিজের সারা জীবনের সঞ্চয় পাঁচ হাজার দিনার

অ্যালেস্সান্দ্রিও 'না, না' করতে থাকলেও প্রথমেই হ্যান্ডনোটের বারো হাজার দিনার ধার মিটিয়ে দিল বুলিক। সে গর্বের সংগে দিমিত্রিয়সকে বললো—'আমি আমার ধার শোধ করতে ভুলি না।' অবশিষ্ট টাকা দিয়ে পাঁচশো দিনার মূল্যের চিপস্গুলো নিলো বুলিক। সে মদ পর্যন্ত খেলোনা। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে আজ রাতে তাকে জুয়োয় জিততে হবে।

গল্পের এই জায়গাটা বলার সময় বিগত দিনের 'মাস্টার-স্পাই' 'জি' হাসছিল হয়তো ঠিকই করছিল। করুণার অনুভূতি আমাদের আনন্দ দেয় না। সত্যি কথা বলতে কি, বুলিকের কথা ভাবলে আমার করুণা হয়। তুমি হয়তো বলবে যে বুলিক নির্বোধ, লোকটার মনের জোর ছিল না। কিন্তু নিয়তি বা ভাগ্য কখনও 'জি' বা দিমিত্রিয়সের মতো ঠান্ডা মাথায় সর্বনাশের প্ল্যান আঁটে না। ভাগ্যবিপর্যয় মানুষকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় কিন্তু বুকের পাঁজরে ছুরির খোঁচা মারে না। বিপর্যয় এড়ানোর কোন সুযোগই পেলো না বুলিক। 'জি' ও দিমিত্রিয়স বুঝে গেছে, বুলিক কি ভাবছে। শয়তানের বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে সেই জ্ঞান ওরা ব্যবহার করছিল প্যাকের সব তাসগুলো বিরুদ্ধে গেলে আমিও কি বুলিকের মতো বোকামি করবো না, আমিও কি মনের জোর দেখাতে পারবো? এক্ষেত্রে একটাই সান্ত্বনা। হয়তো এরকম পরিস্থিতি আমার জীবনে কখনও দেখা দেবেনা।

জুয়োয় হার বুলিকের পক্ষে অবধারিত ছিল। প্রত্যেকটা চিপস্-এর দাম পাঁচশো দিনার। দুঘন্টায় চল্লিশটা চিপস হারলো বুলিক। তারপর চুপচাপ আরও কুড়িটা চিপস্ সে ধার নিলো। ভাবলো, এবার হয়তো ভাগ্য ফিরবে তার। তাকে

যে জোচ্চুরি করে হারানো হচ্ছে, সে একবারও বোঝেনি। সন্দেহ করার কি আছে? ভন্ কিয়েশলিং তো আরও বেশী টাকা হেরেছেন। পাঁচশো দিনারের বদলে প্রত্যেক খেলায় হাজার দিনার করে বাজী ধরলো বুলিক। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে সব চিপস্ খতম। সে-রাতে পকেটের সব টাকা খোয়ানোর পরেও আটত্রিশ হাজার দিনার ধার রইলো বুলিকের। যখন সে খেলা থামালো, তার ফ্যাকাসে মুখে তখন ঘাম জমেছে।

এবার দিমিত্রিয়সের কাজ খুব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরের রাতে বুলিক আবার জুয়ো খেলতে এলো। তাকে তিরিশ হাজার দিনার জিততে দেওয়া হলো। আর আট হাজার দিনার ধার আছে। তৃতীয় রাতেও চোদ্দ হাজার দিনার জুয়োয় হারলো বুলিক। চতুর্থ রাতে ওর ঋণের অংক যখন পঁচিশ হাজার দিনারে দাঁড়িয়েছে, জুয়োর আড্ডার মালিক অ্যালেস্সান্দ্রিও ওকে ধার মিটিয়ে দিতে বললো। বুলিক কথা দিলো, এক হপ্তার মধ্যে সে ধার মেটাবে।

প্রথমেই সে 'জি'-র কাছে সাহায্য চাইলো। 'জি' সহানুভূতি দেখালো। সত্যিই তো, পঁচিশ হাজার দিনার, অনেক টাকা, তাই না? অর্ডারের ব্যাপারে যে টাকা 'জি' খরচ করে, সেটা তো কোম্পানীর টাকা, সুতরাং তার থেকে কিছু দেওয়ার কোন এক্তিয়ার 'জি'-র নেই। তবে সে নিজের পকেট থেকে আড়াইশো দিনার কয়েকদিনের জন্যে ধার দিতে পারে। আরও বেশী টাকা দিতে পারলে 'জি' খুশিই হতো, কিন্তু··· আড়াইশো দিনারই নিলো বুলিক।

টাকাটা দেবার সময় একটা উপদেশও দিলো 'জি'। এই বিপদ থেকে বুলিককে একজনই বাঁচাতে পারে। সে হলো ভন্ কিয়েশলিং। টাকাপয়সা ও কখ্খনো কাউকে ধার দেয় না। এটা নাকি ওর কাছে নীতির প্রশ্ন। কিন্তু বন্ধুরা এই ধরনের বিপদে পড়লে অনেক সময় তাদের উনি টাকা কামানোর অদ্ভুত সব রাস্তা বাৎলে দেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলেই দেখোনা।

বুলিক ও দিমিত্রিয়সের মধ্যে কথাবার্তা হল ডিনারের পরে। ডিনারের বিল মেটালো বুলিক। 'ভন্ কিয়েশলিং'-এর হোটেলের ঘরে ডিনার। পাশের বেডরুমে লুকিয়ে আছে 'জি'।

বুলিক জানতে চাইলো, জুয়োর আড্ডার মালিক অ্যালেস্সান্দ্রিও কি টাকার জন্যে চাপ দেবে? যদি ধার মেটানো না হয়, ও কি করবে?

দিমিত্রিয়স ওরফে ভন্ কিয়েশলিং অবাক হওয়ার ভান করলো। সে কি কথা? অ্যালেস্সান্দ্রিওর ধার না মেটানোর প্রশ্ন ওঠে নাকি? ভন্ কিয়েশলিং-এর ব্যক্তিগত অনুরোধেই বুলিককে টাকা ধার দিয়েছে অ্যালেস্সান্দ্রিও। সুতরাং এ-ব্যাপারে ঝামেলা বাঁধবে···কি ধরনের ঝামেলা? জুয়োর আড্ডার মালিকের কাছে বুলিকের হ্যান্ডনোট আছে। টাকা না পেলে সে যদি পুলিসে যায়···ওসব ঝামেলা না বাঁধলেই ভালো।

বুলিকও তাই চায়। ঝামেলা বাঁধলে তার চাকরী যেতে পারে। সে অর্ডার পাইয়ে দেবে বলে 'জি'র কাছে টাকা নিয়েছে, এই খবরটাও ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

তখন তাকে জেলে যেতে হবে। সে যে কিছু না করেই টাকাটা হাতিয়েছে, এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে ? সুতরাং জুয়োর আড্ডায় মালিকের পাওনা টাকা শোধ না করে উপায় কি ?

ভন্ কিয়েশলিং যদি দয়া করে টাকাটা ধার দেন। না, না। শত্রুর কাছে টাকা ধার করা বরং ভালো, বন্ধুর কাছে টাকা ধার করা আরও খারাপ। দিমিত্রিয়স মাথা নাড়ে। তাছাড়া কাউকে কখনও সে টাকা ধার দেয় না। এটা ব্যক্তিগত নীতির প্রশ্ন। তবে বুলিককে সে সাহায্য করতে পারে। একটা উপায় আছে। তাতে কি রাজী হবে বুলিক ? বুলিক পেড়াপীড়ি করে। নৌ-মন্ত্রক থেকে কিছু খবর জোগাড় করার ধান্দায় আছে কিছু লোক। সঠিক খবর পেলে তারা পঞ্চাশ হাজার দিনার দেবে।

'জি'-র মতে এই অপারেশনে তার সাফল্যের কারণ, সে টাকার অংকগুলো ঠিকমতো কষে রেখেছিল। (অবশ্য কোন কোন সার্জন যেমন রোগী অপারেশন থিয়েটার থেকে জীবিত অবস্থায় বেরোলেই বলেন, অপারেশন সফল হয়েছে, 'জি'ও সাফল্য বলতে ওই ধরনের কিছু বোঝে।) প্রথম কুড়ি হাজার দিনার থেকে শুরু করে প্রত্যেক দিন জুয়োয় হেরে ঠিক কতো টাকা অ্যালেস্‌সান্দ্রিওর কাছে ধার করতে বাধ্য হবে বুলিক, সব আগে থেকে ঠিক করা হয়েছে।

এই অ্যালেস্‌সান্দ্রিও, যে জুয়োর আড্ডার মালিকের ভূমিকায় অভিনয় করছে, সে আসলে কে ? ও 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'-র অধীনস্থ এক ইতালিয়ান স্পাই।

শেষ পর্যন্ত গোপন নথির বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার দিনারের টোপ ফেলা হলো কেন ? ধার মিটিয়ে বুলিকের কাছে যা থাকবে, তা ভন্ কিয়েশলিং-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে বুলিকের পকেটে যা ছিল, তার প্রায় সমান। সুতরাং, এক দিকে ভয়, অন্যদিকে লোভ দেখানো হচ্ছে।

তবুও দিমিত্রিয়সের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়নি বুলিক। কোন্ গোপন খবর ফাঁস করতে বলা হচ্ছে, সেটা শুনে ভয় পেলো বুলিক, চটে উঠলো। এলেমের সঙ্গে সামলালো দিমিত্রিয়স। ভন্ কিয়েশলিং সত্যিই বিশিষ্ট ভদ্রলোক কিনা সে সম্বন্ধে আগেই বুলিকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকলে এখন সেই সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণ হলো। ভন্ কিয়েশলিং-এর সভ্যতা, ভব্যতা এবং শিষ্টাচার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলো।

'নোংরা স্পাই' বলে চীৎকার করে উঠেছিল বুলিক। জবাবে বুলিকের পেটে লাথি মারলো দিমিত্রিয়স। বুলিক যখন সামনে ঝুঁকে বমি করতে গেলো, তখন তার মুখে লাথি মারা হলো। বুলিক হাঁফাচ্ছে, যন্ত্রণায় কাঁদছে, তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। দিমিত্রিয়স ওরফে ভন্ কিয়েশলিং তাকে বোঝাচ্ছে, কথামতো কাজ না করলেই বুলিক বিপদে পড়বে।

নির্দেশগুলো খুবই সরল। সমুদ্রের নীচে কোথায় কোথায় মাইন পোঁতা হয়েছে, মানচিত্রে তা দাগ দিয়ে এঁকে রাখা হয়েছে। সেই গোপন মানচিত্রের কপি দপ্তর থেকে আনতে হবে বুলিককে। সন্ধ্যাবেলা সে মানচিত্র নিয়ে এই হোটেলে আসবে। মানচিত্র একঘণ্টার মধ্যে নকল করা হবে এবং তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে। পরের দিন

সকালে সে যখন অফিসে যাবে, আসল কপিটা সে যথাস্থানে রেখে দেবে। মানচিত্রটা আনলেই তাকে পঞ্চাশ হাজার দিনার দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষকে কিছু জানালে তারই ক্ষতি হবে এবং পঞ্চাশ হাজার দিনারও সে পাবে না।

পরের দিন মানচিত্রের কপি চারভাঁজ করে কোটের নীচে লুকিয়ে নিয়ে এলো বুলিক। তখন রাত নেমেছে। পাশের ঘরে 'জি' লুকিয়ে আছে। বুলিককে বসতে বলে মানচিত্রটা 'জি'কে দিয়ে এসে বুলিকের উপর নজর রাখার জন্যে বসবার ঘরে এসে বসলো দিমিত্রিয়স।

মানচিত্রের ফটোস্টাট কপি তুললো 'জি'। নেগেটিভ ডেভলপ করলো। বুলিক চুপচাপ বসেছিল।

'জি'র কাজ শেষ হতে মানচিত্রের কপি ও পঞ্চাশ হাজার দিনার বুলিকের হাতে তুলে দিলো দিমিত্রিয়স। সে কোনো কথা না বলে চলে গেল।

'জি' এখন বলে যে সেই মুহূর্তে হোটেলের বেডরুমে দাঁড়িয়ে মানচিত্রের নেগেটিভ ফটোকপি আলোয় দেখতে দেখতে সে নিজের ওপর খুশি হয়ে উঠেছিল। খরচা বেশী হয়নি, কোনো বেকার ঝুটঝামেলা বাঁধেনি, বেশী দেরী হয়নি। প্রত্যেকেরই লাভ হয়েছে। এমন কি বুলিকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মানচিত্রটা বুলিক নিরাপদে অফিসে রেখে এলেই কাম ফতে। সেইটুকু কাজ বুলিকের না পারার কোন যুক্তি নেই। যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, 'মাস্টার-স্পাইয়ের' কাজটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।

এবং সেই মুহূর্তে…

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালো দিমিত্রিয়স্ !!!

এবং সেই মুহূর্তে…

'জি' বুঝলো, তার একটা ভুল হয়ে গেছে।

"আমার মাইনেটা দাও"।

দিমিত্রিয়স হাত বাড়ালো।

অধীনস্থ স্পাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ালো 'মাস্টার-স্পাই' 'জি'। তার দরকার একটা পিস্তল। কিন্তু অস্ত্রটা এই মুহূর্তে তার পকেটে নেই।

"চলো, আমার বাড়ি চলো।"

দিমিত্রিয়স আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো।

"আমার মাইনে তোমার পকেটেই আছে।"

"তোমার মাইনে নয়, আমার মাইনেই আমার পকেটে আছে।"

জবাবে রিভলভার বার করলো দিমিত্রিয়স, হেসে বললো, "তোমার পকেটে যা আছে, তাই আমার চাই। হাতদুটো মাথার উপর তোলো।"

'জি' তাই করলো। দিমিত্রিয়স এগিয়ে আসছে। ওর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাদামী চোখদুটোর দৃষ্টি দেখে 'জি' বুঝতে পারলো, তার বিপদ হতে পারে। দুফুট দূরত্বে থামলো দিমিত্রিয়স।

"সাবধান!"

দিমিত্রিয়সের মুখ থেকে হাসিটা হঠাৎ মুছে যায়, হঠাৎ এগিয়ে এসে সে 'জি'-র পেটে রিভলভারের নল ঠেকায়, অন্য হাত দিয়ে নেগেটিভটা 'জি'-র পকেট থেকে তুলে নেয় এবং পিছিয়ে গিয়ে বলে।'

"তুমি যেতে পারো।"

'জি' চলে যায়।

অর্থাৎ·········

দিমিত্রিয়সও ভুল করলো।

সারা রাত ধরে 'জি'-র ভাড়াকরা গুণ্ডারা সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ঘুরে গোটা বেলগ্রেড শহর জুড়ে দিমিত্রিয়সকে খুঁজলো। কিন্তু তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে দিমিত্রিয়স। জীবনে আর কোনদিন তার দেখা পায়নি 'জি'।

মানচিত্র ও চার্টের নেগেটিভটার কি হলো ?

"'জি'-র নিজের কথাতেই বলি তাহলে।

'সকালে যখন আমার লোকেরা এসে খবর দিলো যে দিমিত্রিয়সের খোঁজ পাওয়া যায়নি, আমি বুঝলাম, আমায় কি করতে হবে। আমার খুব খারাপ লাগছিলো। এতো যত্ন নিয়ে কাজ করার পর এরকম নৈরাশ্যজনক ফল হলো। কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। এক হপ্তা আগেই আমি খবর পেয়েছি যে দিমিত্রিয়স ফরাসী সরকারের এক স্পাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সুতরাং এখন নেগেটিভটা ওদের হাতে। আমার আর কোন উপায় নেই। একটা রাস্তাই খোলা ছিল। জার্মান দূতাবাসে আমার এক বন্ধু ছিল, সে আমাকে সাহায্য করতে রাজী হল। তখনও পর্যন্ত জার্মানীর সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া সরকারের সম্পর্কটা ভালো ছিল। সুতরাং যুগোশ্লাভ সরকারকে জরুরী একটা গোপন খবর জানিয়ে দেওয়া জার্মানদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।"

"তার মানে ?" আমি অবাক হয়ে বললাম,

"তুমি যুগোশ্লাভ সরকারকে জার্মানদের মারফৎ জানিয়ে দিলে যে ওই গোপন মানচিত্রের একটা কপির ফটো নেওয়া হয়েছে এবং সেটা অন্য দেশের হাতে গেছে ?"

"তাছাড়া আর কি উপায় ছিল ? ওই মানচিত্রটার যেন আর কোন দাম না থাকে, সেটাই আমাকে দেখতে হবে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে দিমিত্রিয়স ভুল করলো। হয়তো তখনও ওর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়নি। হয়তো ও ভেবেছিল, আমি আবার বুলিককে ব্ল্যাকমেল করে ওই মানচিত্রের কপি জোগাড় করবো। কিন্তু যে খবরটা ফ্রান্সের সরকার আগেই জেনে গেছে, সেটা ইতালি সরকারকে জানালে আমি বেশী টাকা পেতাম না। তাছাড়া আমার সুনামের প্রশ্ন আছে। গোটা ব্যাপারটাই খুব নৈরাশ্যজনক। একমাত্র মজার ব্যাপার কি জানো ? আমার পলিসি বদলানোর ফলে চার্টটার কোন দাম রইলো না। কারণ এবার তো প্ল্যান বদলে সমুদ্রের অন্য জায়গায় মাইন পুঁতবে যুগোশ্লাভ সরকার। কিন্তু এই খবরটা জানার আগেই দিমিত্রিয়সের পাওনা টাকার অর্ধেক ওকে দিয়ে ফেলে ফরাসী সরকারের স্পাই।"

"কিন্তু বুলিকের কি হলো ?"

আমি জানতে চাইলাম।

'জি' মুখ বেঁকিয়ে বললো,

"হ্যাঁ, ওর জন্যে আমি দুঃখিত। আমার হয়ে যেই কাজ করুক তার সম্বন্ধে আমার কিছুটা দায়িত্ব থাকে। বুলিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট হলো। কারণ মানচিত্রের ঠিক কোন্ কপিটা নকল করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। ধাতুর সিলিণ্ডারে জড়িয়ে রাখা হতো ওগুলো। অফিস থেকে নীচে আসার সময় কপিটা ভাঁজ করেছিল বুলিক। তাছাড়া ওই কপিতে ওর আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেল। বুদ্ধিমানের মতো দিমিত্রিয়সের সব কথা খুলে বললো বুলিক। ফলে ওকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হল না, জেলে পাঠানো হল। আমি ভেবেছিলাম, বুলিক হয়তো আমার নামও বলে দেবে। কিন্তু ও তা বলেনি। হয়তো ওকে অসময়ে আড়াইশো দিনার ধার দিয়েছিলাম, সেই কৃতজ্ঞতার দরুন। কিম্বা এমনও হতে পারে, দিমিত্রিয়সের এই ব্যাপারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, এটা ও বোঝেইনি। ও আমার নাম না বলায় আমি খুশি হয়েছিলাম কারণ বেলগ্রেডে আমার আরও কাজ ছিল। পুলিস যদি ভিন্ন নামেও আমাকে খুঁজতো, আমার ঝামেলা বেড়ে যেতো। কোনো রকমের ছদ্মবেশ ধারণ করা আমার কস্মিন্‌কালেও বরদাস্ত হয় না।"

আমি 'জি'-কে আর একটা প্রশ্ন করলাম।

সে বললো, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যুগোশ্লাভ সরকার সমুদ্রের তলায় নতুন জায়গায় মাইন পোঁতার ব্যবস্থা করলো। নতুন চার্ট তৈরী হলো। এবং নতুন একটা কায়দায় আমি তার কপি জোগাড় করে ফটো তুলে নিলাম। সেই ফটো ইতালি সরকার আমার কাছ থেকে কিনলো। অতো টাকা খরচ করার পর আমি তো আর খালি হাতে ফিরতে পারি না। স্পাইয়ের কাজের ধরনই এইরকম। কোন না কোন কারণে ভুল হবে, টাকা নষ্ট হবে। তুমি হয়তো ভাববে, দিমিত্রিয়সের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আমার উচিৎ ছিল। সেটাও ঠিক নয়। আসলে আমি খুব ছোট্ট একটা ভুল করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম, ওর বড্ড বেশী লোভ। আগে ও মাইনের চল্লিশ হাজার দিনার নেবে, তারপর ও ফটোর নেগেটিভ ছিনিয়ে নিতে চাইবে। আমাকে অবাক করে দিলো দিমিত্রিয়স। হিসেবের এই ছোট্ট ভুলটার জন্যে আমাকে অনেক টাকা খেসারৎ দিতে হয়।

আমি একটু রুক্ষভাবে বললাম, "তোমার এই ছোট্ট ভুলটার জন্যে বুলিক তার স্বাধীনতা হারালো।"

খুব নিস্পৃহভাবে 'জি' বললো :

"মসিয় ল্যাটিমার, বুলিক বিশ্বাসঘাতক ছিল, উচিৎ শাস্তি পেয়েছে। তার জন্যে দুঃখ করার কোন মানে হয় না। যুদ্ধে ছোট-খাট দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। বুলিকের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ওই কাজটা সফল হলে আমি আবার কাজে লাগাতাম। একদিন না একদিন সে ধরা পড়তো, তাকে গুলি করে মারা হতো।

তাকে মরতে হলো না। শুধু জেলে যেতে হলো। এখনো সে জেলেই আছে। আমি নিষ্ঠুরতা দেখাতে চাইনা। তবে আমার মতে জেলে থাকাই ওর পক্ষে ভালো থাকা। ওর স্বাধীনতা? রাবিশ্! ওর স্বাধীনতা থাকলে তবে তো হারাবে। ওর স্ত্রী? স্বামীটা জেলে যাওয়াতে ওর ভালোই হয়েছে। নতুন স্বামী জোগাড় করেছে এতোদিনে। তখনই মনে হতো, সেই ধান্দায় আছে। না, আমি বৌটাকে দোষ দিই না। ওই তো স্বামীর ছিরি! খাওয়ার সময় লোকটার মুখ বেয়ে লাল গড়াতো! খুব বিরক্তিকর! দিমিত্রিয়স পঞ্চাশ হাজার দিনার দেওয়ার পরেই ওর তথুখুনি অ্যালেস্সান্দ্রিওর ধার মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না? তা দেয়নি। পরের দিন যখন পুলিস বুলিককে অ্যারেস্ট করলো, ওর পকেটে তখনও পঞ্চাশ হাজার দিনার। টাকাটা জলে গেলো। বন্ধু ল্যাটিমার, জীবনের এইসব মুহূর্তে রসবোধই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, তাই না?"…

প্রিয় মারুকাকিস, আমার কাহিনী এখানেই শেষ। এইসব প্রাচীন অসত্য ভাষণের প্রেতচ্ছায়ার মধ্যে কেন ঘুরছি জানি না। হয়তো তুমি আমায় লিখে জানাবে, এসব খুঁজে বেড়ানোর কোন একটা যুক্তি আছে। আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। গল্পটা বাজে, তাই না? এই গল্পে কোনো হিরো নেই, হিরোয়িন নেই, শুধু নির্বোধ আর শয়তানের গল্প। কিম্বা শুধুই নির্বোধ লোকেদের নিয়ে গল্প।

আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। শুভেচ্ছা নিও।

ইতি

চার্লস ল্যাটিমার।

ব্লু ফিল্ম

জেমস হ্যাডলী চেজ

মে মাসের আলো-উজ্জ্বল প্যারী। সি. আই. এ র ফরাসী শাখার প্রধান জন ডোরি অফিসের জানলা দিয়ে দেখছে, গাছে গাছে সবুজ পাতা, বসন্তের সকালে মাইক্রোমিনিস্কার্ট পরা ফরাসী তরুণী প্লেস দ্য লা কংকর্দের রাস্তা পার হচ্ছে। জন ডোরির বয়স ছেষট্টি, ছোটখাটো মানুষটা পাখির মতো হাল্কা, চোখে রিমলেশ চশমা —গত উনচল্লিশ বছর ধরে সে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে কাজ করছে, এখন সে পদমর্যাদায় সিয়ার ফরাসী শাখার বিভাগীয় ডাইরেক্টর। ফোন বেজে ওঠে। ইউরোপের সিয়া-এজেন্টদের ইনচার্জ, ডোরির ডানহাত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যাপ্টেন টিমু ও হ্যালোরান ফোন করছে।

"গুড মর্নিং স্যার। ওর্লি বিমান বন্দর থেকে আমাদের এজেন্ট অ্যালেক হ্যামার জানাচ্ছে, রাতে যে প্লেন ন্যুইয়র্ক থেকে ছাড়ে ও সকালে প্যারীতে পৌঁছয়, সেই প্লেনে ছদ্মবেশে জাল পাসপোর্ট নিয়ে প্যারীতে এসে পৌঁছচ্ছেন মিস্টার হেনরী শ্যারম্যান !!"

"কি বললে ? ইয়ার্কি মারছো ?"

ডোরীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

হেনরী শ্যারম্যান এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে নির্বাচন প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ওর জেতার সম্ভাবনা বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ভাবী প্রেসিডেন্ট হেনরী শ্যারম্যান ধনী ও ক্ষমতাশালী। উনি আমেরিকান স্টিল করপোরেশন এবং ইউনাইটেড আমেরিকান অ্যান্ড ইউরোপীয়ান এয়ার-ওয়েজের প্রেসিডেন্ট। ব্যক্তিগত জীবনে লোকটা সচ্চরিত্র এবং সবাই স্বীকার করে যে শ্যারম্যানের স্ত্রীকে প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর ভূমিকায় চমৎকার মানাবে। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে শ্যারম্যানকে চেনে জন ডোরি। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় দুজন হোস্টেলে একঘরে রুমমেট ছিল।

শ্যারম্যানের প্রচণ্ড গতিশীল ব্যক্তিত্ব ডোরির ওপরে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। যখন ডোরিকে রিটায়ার করানোর কথা হয়, শ্যারম্যান প্রতিবাদ করেছিল। সে-কথা ডোরি ভোলেনি। যদিও বৈদেশিক নীতির দিক থেকে শ্যারম্যান প্রচণ্ড রাশিয়া ও চীন-বিরোধী এবং যদিও শ্যারম্যানের অনেক শত্রু আছে, কৃতজ্ঞতার খাতিরে ডোরি ওর প্রতি বিশ্বস্ত। শ্যারম্যান লুকিয়ে ছদ্মবেশে প্যারীতে এসেছে জানতে পারলে রিপোর্টাররা

ওকে ছেঁকে ধরবে এবং খবরটা পৃথিবীর প্রত্যেকটা খবরের কাগজে হেডলাইনে ছাপা হবে।

কথাটা ভাবতেই ডোরির মাথা ঘুরে যায়।

"না, স্যার। হ্যামার এককালে শ্যারম্যানের বডিগার্ড ছিল, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যদিও শ্যারম্যান গোঁফ লাগিয়েছে এবং কালো চশমা পরেছে, ওকে ঠিকই চিনেছে হ্যামার। হ্যাঁ, আমি জানি, শ্যারম্যানের এখন ওয়াশিংটনে থাকার কথা। তার নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, তাই কাউকে তার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না মিসেস শ্যারম্যান। আমার ধারণা, এই সুযোগে এফ্‌. বি. আই.-এর লোকজনদের ফাঁক দিয়ে জ্যাক কেইন এর পাসপোর্ট নিয়ে প্যারীতে পালিয়ে এসেছে শ্যারম্যান। আপনার মনে থাকতে পারে, জ্যাক কেইন-এর সঙ্গে শ্যারম্যানের চেহারার খুব মিল থাকায় দু-তিনবার প্রেসকে ফাঁকি দিয়ে শ্যারম্যানকে অন্যত্র নিয়ে যাবার উদ্দেশে সিয়া ওই এজেণ্টকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের এজেণ্ট জ্যাক কেইন হাসপাতালে রয়েছে, গাড়ী চালাবার সময় অ্যাক্সিডেণ্টে তার পা ভেঙে গেছে। জ্যাক কেইনের পাসপোর্ট নিয়ে ওর্লি বিমান বন্দরে নামে শ্যারম্যান।

তার হাতে ছোট্ট একটা স্যুটকেস। সে ট্যাক্সিতে উঠেছে। ট্যাক্সির নাম্বার টুকে নিয়েছে আমাদের এজেণ্ট হ্যামার।"

"ও, কে, টিম। আরও খবর পেলে আমাকে জানিও।"

...একটু পরেই আবার ফোন বাজে।

"স্যার, একজন আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চাইছেন।"

ডোরির সেক্রেটারী মিস্‌ মেভিস পল জানায়।

"নাম বলতে চাইছেন না। শুধু বলছেন, তিনি আপনার সঙ্গে ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন।"

"লাইন দাও।"

"হ্যালো, জন।"

"আমি আপনাকে চিনি। আপনি এখন কোথায়?"

"হোটেল পার্ক, রু মেস্‌লে।"

"নাম কি বলবো? জ্যাক কেইন?"

"ইয়া। তাড়াতাড়ি এসো।"

মিনিট কুড়ি পরে প্লেস দ্য লা রিপাবলিকের একপাশে জাগুয়ার গাড়ি থামিয়ে হোটেল পার্কে ঢুকলো ডোরি।

রুম নং ৩৬। ছোট্ট ঘর, নোংরা, আমেরিকার ভাবী রাষ্ট্রপতি এখানে আছেন, ভাবাই যায় না। হেনরী শ্যারম্যান ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কাঁধ। ইস্পাত নীল চোখের নীচে দুশ্চিন্তার ছাপ। ওর বয়স চল্লিশের কোঠায়।

স্যুটকেস থেকে ৮ মিলিমিটার মুভি-প্রোজেক্টর বার করে ফিল্ম ভরে শ্যারম্যান, ঘরের পর্দাগুলো টেনে দেয়। ঘরের সাদা দেওয়ালের ওপর ফিল্মটা ফুটে ওঠে।

'তুমি দেখো। আমি আর দেখতে চাই না,' গালে হাত দিয়ে মেঝের জীর্ণ ক্যার্পেটের দিকে তাকিয়ে বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী রাষ্ট্রপতি হেনরী শ্যারম্যান।

ডোরি ফিল্ম দেখছে।

ব্লু ফিল্ম। নগ্ন যুবকের মুখে অরণ্যদেবের মতো কালো হুড বা মুখোস। যাতে ছোকরাকে বোঝা না যায়। কুৎসিত, বিকৃত ফিল্ম। যৌনসঙ্গমের ছলাকলা। উলঙ্গ যুবতীর মুখে মুখোস নেই। পর্ণোগ্রাফিক পশুরা যেভাবে সবার চোখের সামনে দেহ মিলনে লিপ্ত হয়, ব্লু ফিল্মের নায়ক নায়িকা তারও চেয়ে কুৎসিতভাবে সঙ্গমের খুঁটিনাটি দেখাচ্ছে। দেখে বৃদ্ধ ডোরি বিরক্ত, আহত, ক্ষুব্ধ।

ব্লু-ফিল্মের নায়িকার বয়স বাইশ-তেইশ, রোদে ট্যান করা বাদামী রং, চেহারাটা সুন্দর ও কামনা জাগায়।

ফিল্ম শেষ হতেই শারম্যান উঠে প্রোজেক্টরের সুইচ্ অফ করে দেয়।

ডোরি চশমা খুলে ফেলেছে।

ঠাণ্ডা অথচ কাঁপা কাঁপা গলায় শ্যারম্যান বলে। "ব্লু-ফিল্মের-নায়িকা আমার মেয়ে !!"

* * *

এজেণ্ট অ্যালেক হ্যামার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হেনরী শ্যারম্যানকে চিনেছে বলে সি· আই· এ'র ক্যাপ্টেন ও হ্যালোরান যেমন খুশি এজেণ্ট বোরিস ড্রিনা শ্যারম্যানকে চিনতে পেরেছে জেনে সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিসের প্যারী শাখার সর্বাধিনায়ক সার্গেই কোভস্কি ঠিক তেমনি খুশি।

সোভিয়েত এজেণ্ট বোরিস ড্রিনা মোটাসোটা লোক, বয়স চল্লিশের কোঠায়, ওরলি, এয়ার পোর্টে কে যাচ্ছে কে আসছে তার ওপর নজর রাখে। লোকটার স্মৃতিশক্তি ক্যামেরার মতো, একবার কাউকে দেখলে সহজে ভোলেনা।

চার বছর আগে হেনরী শ্যারম্যান সস্ত্রীক ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ডিনার খেতে এলে তাকে ওরলি বিমান বন্দরে দেখে ড্রিনা। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদেহী বিশালকায় শ্যারম্যানের হাঁটাচলার ধরন ও গলার স্বর এমন ভাবে তার মনে গেঁথে যায়, এবার শ্যারম্যান গোঁফ লাগিয়ে কালো চশমা পরে আসা সত্ত্বেও সে ওকে চিনতে ভুল করেনি। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে শ্যারম্যান বলেছে—'হোটেল পার্ক', রু মেস্‌লে।' ড্রিনা শুনেছে। ভদকা, পিঁয়াজের স্যুপ ও খুব বেশী রুটি খাওয়ার ফলে ড্রিনা একটুতেই হাঁপিয়ে পড়ে। হাঁফাতে হাঁফাতেই সে কোভস্কিকে ফোন করে।

'এক্ষুণি হোটেল পার্কে যাও।'

রুশ ভাষায় ফোনের জবাব দেয় ড্রিনা, 'আমি ল্যাব্রেকে রেডিও-কারে ওখানে পাঠাচ্ছি।'

'তুমি কাজের কাজ করেছো।'

অনেকদিন পরে কোভস্কির মুখে নিজের প্রশংসা শুনলো ড্রিনা।

* * *

'ব্লু-ফিল্মের নায়িকা আমার মেয়ে।'

শ্যারম্যানের কথা শুনে ডোরি স্তম্ভিত।

'সরি, স্যার।'

'দোষটা আমারই। আমি সন্তান চাইনি। গিলিয়ান যখন ছোট, তখন থেকেই যা চাইতো না পেলে চেঁচামেচি করে ঝামেলা করতো। আর একটু বয়স বাড়লে ও আরও অসহ্য হয়ে উঠলো। পপ মিউজিক, লম্বা চুল, বয়ফ্রেন্ড, চেঁচামেচি—মেয়েটা আমার বাড়িটাকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে তুলছিল। তাই ওকে সুইজারল্যান্ডে একটা ভালো স্কুলে পাঠালাম। উঃ, মেয়েটা বাড়ি থেকে যেতে কি যে শান্তি! উনিশ বছর বয়স অবধি ও স্কুলেই ছিল, বোর্ডিং-এ থাকতো বাড়িতে আসতো না। ইতিমধ্যে আমি ও মেরী ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে যেটুকু অবসর পেতাম, আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আগ্রহী বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম।

'গিলিয়ান স্থাপত্যবিদ্যা পড়তে চাইলো, আমি রাজি হলাম। একজন অধ্যাপকের সঙ্গে ও ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালি ট্যুর করছিল। তারপর আমি ওর অধ্যাপিকার চিঠি পেলাম, গিলিয়ান তার মালপত্র নিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। সত্যিকথা বলতে কি, আমি বা মেরী কেউই দুঃখিত হইনি। আমরা স্বার্থপরের মতো কাজ করেছি, বলতে পারো। তবে সত্যি বলতে কি, আমাদের জীবনে গিলিয়ানের মতো হিপী মেয়ের কোন ঠাঁই নেই। ও টাকা চাইলে আমরা নিশ্চয়ই টাকা দিতাম। কিন্তু ও চায় নি তার বদলে······কদিন আগে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই চিঠি। পড়ে দেখো।'

কাগজটা খুলে টাইপ করা অক্ষরগুলো পড়ে ডোরি ঃ

'যে নির্বোধ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চায় তার উদ্দেশ্যে।'

'আমরা প্যারী থেকে একটা স্যুভেনির তোমাকে পাঠাচ্ছি। এর থেকেও ভালো বা খারাপ তিনটে স্যুভেনির আমাদের কাছে আছে। তুমি নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে না দাঁড়ালে সে তিনটে তোমার বিরোধী পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারপর যা করার তারাই করবে।'

'পড়েছো জন? ওই খামের মধ্যেই ফিল্মটা ছিল। প্যারী থেকে চিঠি এসেছে অর্থাৎ প্যারী থেকে কেউ আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। তুমি এই ব্যাপারটার সমাধান-করতে না পারলে আমার নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নেই। শুধু এই জন্যই আমি মেরী ও জ্যাক কেইনের সাহায্য নিয়ে এখানে এসেছি।'

খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে ডোরি বলে,

'স্যার, ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নিয়ে এই ব্যাপারের মোকাবিলা করতে গেলে আপনার মেয়ে গিলিয়ান যে ব্লু ফিল্মের হিরোয়িন, এই খবরটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আপনি যদি কুড়ি হাজার ডলার খরচ করতে পারেন, মার্ক গারল্যান্ডকে আমি এই ব্যাপারে কাজে নামাবো।

'টাকার জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু মার্ক গারল্যান্ড কে?'

'মার্ক' গারল্যান্ড এক সময় আমার সেরা এজেণ্ট ছিল। কিন্তু আমি ওকে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হই। কেননা লোকটা আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করে। লোকটা বিদ্রোহী মানসিকতার মানুষ, সামাজিক বিবেক বলে তার কিছু নেই, প্রচণ্ড টাকার লোভ, জীবনে তার দুটো নেশা : টাকা আর মেয়ে মানুষ। কিন্তু লোকটা শক্ত মানুষ, এক্সপার্ট ক্যারাটে—লড়িয়ে, ফার্স্ট'ক্লাস পিস্তল ও রাইফেল স্যুটার। লোকটা বিপজ্জনক, বুদ্ধিমান, ধূর্ত। প্যারী শহরের অলিগলি ওর নখদর্পনে। ও গুণ্ডা, বদমাইস, ছিনতাই পার্টি, বেশ্যা ও হোমোদের সঙ্গে মেশে। টাকা দিলে গারল্যান্ড করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। টাকা পেলে ও ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গলকেও কিডন্যাপ করতে পারে।'

*   *   *

পার্ক হোটেলের মুখোমুখি একটা কাফে। টেবিলে বসে আছে সোভিয়েত রাশিয়ার সিক্রেট সার্ভিসের দুই এজেণ্ট ড্রিনা ও পল ল্যাব্রে। পল ল্যাব্রের বয়স পঁচিশ। ওর মা ছিল রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস, বাবা মার্কিন ফৌজী জওয়ান, প্যারীতে অল্পদিনই ছিল। ওর মা মারা গেছে। ছোঁকরা খুব রোগা, লম্বা, মাথায় কাঁধঝুল পুরু চুল, দুধ-সাদা চামড়া, শক্ত মুখ, হেজেল ধূসর ধূর্ত চোখ দুটো ও সব সময় সবুজ রঙের রোদ-চশমায় ঢেকে রাখে। অনেকের ধারণা, ও চশমা পরেই ঘুমোয়। হিপীদের একটা গ্রুপকে কমিউনিজমের থিওরী বোঝাচ্ছিল পল ল্যাব্রে। তখনই ও কোভস্কির একজন এজেণ্টের চোখে পড়ে।

এখন পল ল্যাব্রে ট্যুরিস্ট-গাইড হিসেবে ইয়াঙ্কি ট্যুরিস্টদের প্যারীর উত্তেজক নৈশজীবন দেখিয়ে বেড়ায় এবং ভি. আই. পি. ট্যুরিস্টরা মদের ঝোঁকে নিজেদের মধ্যে যে সব বে ফাঁস কথা বলে, তা কোভস্কিকে জানায়। এর জন্যে ল্যাব্রেকে মাসে আটশো ফ্রাঁ দেয় কোভস্কি। 'তোমার টুপিটা বদলাও, ড্রিনা, ওটা পরলে তোমাকে জলে ডোবা কুকুরের মতো দেখায়।'

'তুমি চুল কাটোনা কেন পল? লম্বা চুলে তোমাকে সমকামী মেয়েদের মতো মনে হয়।'

'হ্যাঁ, নট ব্যাড। ভি-কে কথাটা বলতে হবে।'

সি. আই. এ. চীফ জন ডোরি পার্ক হোটেলে ঢুকছে দেখে সচকিত হয়ে কোভস্কিকে ফোন করতে ছোটে ড্রিনা।

'আমি আরও দুজন লোক পাঠাচ্ছি,' ফোনে বলে কোভস্কি। 'শ্যারম্যান ও ডোরির ওপর নজর রাখো।'

কোভস্কি বেঁটে মোটা মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, মাথায় টাক, নাকটা ভোঁতা, চোখ দুটোতে চালাকির ইঙ্গিত। তার পরণের কাজলা স্যুটে ইস্ত্রি নেই, কোটের ল্যাপেলে ঝোলের দাগ। একটু পরেই আবার ড্রিনার ফোন।

'শ্যারম্যান ওরলি বিমান বন্দরে গেছে। ল্যাব্রে ও অ্যালেক্স তাকে অনুসরণ করছে। ডোরিকে ফলো করছি আমি ও ম্যাকস। ডোরির সঙ্গে একটা ৮ মিলিমিটার

কোডাক ফিল্ম প্রোজেক্টর। খুব সম্ভব শ্যারম্যান ওটা ডোরিকে দিয়েছে। রু দ্য সুইসের বাড়ির ওপর তলায় যাচ্ছে ডোরি। ওই বাড়ির ওপর তলায় থাকে মার্ক গারল্যান্ড। লোকটার সঙ্গে আগেও আমাদের ঝামেলা হয়েছে।'

শুনতে শুনতে স্পাই-চীফ কোভস্কির চোখ দুটো ছোট হয়ে যায়।

'বেশ, শোন ড্রিনা, তুমি গারল্যান্ডকে ফলো করো, ম্যাকস ডোরিকে ফলো করবে, গারল্যান্ড খুব চালাক। সাবধান, ও যেন তোমাকে দেখতে না পায়।'

ফোন রেখে বেলবাটন টেপে কোভস্কি। নোটবুক ও পেন্সিল হাতে মোটা সোটা আধবুড়ী রাশিয়ান স্টেনো ভেতরে যেতেই ও রুক্ষ গলায় বলে—মালিককে পাঠাও।

মালিক এককালে ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সব চেয়ে দুর্ধর্ষ স্পাই। কিন্তু একটা ব্যাপারে মার্ক গারল্যান্ডের সঙ্গে টক্কর দিয়ে না পারায় সে মস্কোর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে ও তার পদাবনতি হয়।

মালিকের চেহারাটা দৈত্যের মতো। দুর্দান্ত অ্যাথলীট, চমৎকার পেশীবহুল ক্ষিপ্র শরীর, মাথার রুপোলী চুল ছোট করে ছাঁটা। চৌকোণা মুখ, শক্ত চোয়াল ও চ্যাপ্টা নাকে শ্লাভ রক্তধারার উত্তরাধিকার এবং তার সমতল সবুজ চোখ দুটোর আড়ালে এমন এক শীতল জিঘাংসা যা দেখলে লোকে তাকে এড়িয়ে চলে।

কোভস্কি এবং মালিক একই সিক্রেট সার্ভিসের কর্মচারী হলেও পরস্পরের শত্রু। এককালে রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সেরা এজেন্ট মালিককে যেদিন ফিল্ডওয়ার্ক থেকে সরিয়ে অফিসের কাজ দিলেন মস্কোর বড় কর্তারা, সেদিনই কোভস্কি মস্কোয় তার বড় কর্তাকে লিখলো, মালিককে যেন প্যারীর অফিসে কোভস্কির অধীনে কাজ করতে পাঠানো হয়। কোভস্কির বসও মালিককে পছন্দ করতেন না। সুতরাং মালিক এখন প্যারীতে কোভস্কির অফিসে সামান্য কেরাণীর কাজ করছে।

"শোনো মালিক, তোমার পুরোনো পদমর্যাদা ফিরে পাবার সুযোগ এসেছে।"

ঘটনাগুলো আনুপূর্বিক বলে যায় কোভস্কি, তার মুখে যদিও বিদ্রুপের হাসি, "শ্যারম্যান কেন এখানে এসে ছিল? ডোরি মুভিপ্রোজেক্টর নিয়ে কি করছে, গারল্যান্ডকে কাজে লাগানো হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চাই। এখুনি কাজ শুরু করো, বুঝেছো?"

"আমার অনেক দোষের মধ্যে কানে কম শোনা একটা নয়—" কথাটা বলেই ঘর ছেড়ে চলে যায় মালিক।

* * *

মে মাসের উজ্জ্বল সকাল। দশটা অনেকক্ষণ বেজেছে। ঘুম থেকে উঠে হ্যাম, ডিম ও কফি খেয়ে এক প্যাকেট তাস নিয়ে জুয়োর ফেরেববাজী প্র্যাকটিশ করছে মার্ক গারল্যান্ড। স্লিম চেহারা, মাথার কালো চুলে দুপাশে একটু একটু পাক ধরেছে, শক্ত মুখ, খাড়া নাক। মুভি প্রোজেক্টর নিয়ে ঢোকে সিয়ার প্যারী শাখার চীফ জন ডোরি।

"মেঝের বুখারা র‍্যাগটা তো চমৎকার।"

"তোমার কাছ থেকে যে পয়সাটা মেরেছিলাম, তাতেই কেনা। থ্যাংক ইউ!"

"একটা কাজ করতে পারলে তুমি দশ হাজার ডলার পাবে। পনেরো বা বিশ হাজারও পেতে পারো। ধবো কাল যদি দশ হাজার দিই কাজ শেষ হলে বাকী দশ হাজার।"

"কাম অন। কাজটা কি? ফিল্ম দেখতে হবে? বেশ……একি, ডোরি, তুমি এই বয়সে ন্যাংটো মেয়ে পুরুষের কেচ্ছার ফিল্ম দেখছো? ছি ছি!"

ফিল্ম শেষ হয়।

"গারল্যাণ্ড, এই ফিল্মের নায়িকাকে এবং সে এরকম যতো ফিল্মে কাজ করেছে, সেই খবরগুলো খুঁজে বার করতে হবে।"

"কাট ইট আউট, ডোরি। আমি এই শহরের অলিগলি চিনি, এককালে আমি তোমার এজেণ্ট ছিলাম। ফিল্মের ওই মেয়েটা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী শ্যারম্যানের মেয়ে গিলিয়ান। এবার বলো।"

"হ্যাঁ।"

মার্ক গাবল্যাণ্ড আসল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে বুঝে ঘাবড়ে যায় ডোরি, "এই ফিল্মগুলো বিপক্ষের হাতে পড়লে নির্বাচনী প্রচার থেকে শ্যারম্যানকে সরে দাঁড়াতে হবে।"

"শ্যারম্যান একটা ক্ষমতা লোভী জানোয়ার। আমি তাকে ভোট দেবো না," গারল্যাণ্ড উঠে দাঁড়ায়। "তবে টাকার জন্যে আমি সব পারি। কাল সকালে দশ হাজার ডলার পাঠিয়ে দিও।"

* * *

দরজার পাশে তামার প্লেটে লেখা ঃ

"বেণী স্লেড, ফটোগ্রাফিক স্টুডিও।"

বেণী স্লেড মোটাসোটা হাসিখুশি হোমোসেক্সুয়্যাল। প্রথম শ্রেণীর ফটোগ্রাফার। প্যারীর মেয়েদের নিয়ে তোলা তার ৮ মিলিমিটার রঙীন ফিল্ম ও স্লাইগডুলো খুব জনপ্রিয় পর্ণোগ্রাফিক নয়, অথচ উত্তেজক। মার্কিন ট্যুরিস্টরা চড়া দাম দিয়ে কেনে।

ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের একটা মেয়ে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টোচ্ছে। মাথায় লম্বা রেশমী চুল, বড় বড় নীল চোখ, ঠোঁটটা সেই ধরনের যা চুম্বনের জন্যেই তৈরী, দীঘল ও স্লিম চেহারা।

"আমি মার্ক গারল্যাণ্ড।"

পরণের ঢিলেঢালা সিল্কের র‍্যাপ একটু সরিয়ে স্তনের ভাঁজ দেখিয়ে যুবতী বলে,— "আমি ভি মার্টিন। বেণীর স্টুডিওয় মডেলের কাজ করি।"

মেয়েটার সঙ্গে শুতে বেশ লাগবে, মার্ক গারল্যাণ্ড ভাবে।

"চেরি, আজ রাত নটায় চেজ গারিন্ রেস্তোরাঁয় আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?"

"ওখানে তো খাবারের দাম খুব বেশী ?"

"সো সো। তবে খাবারটা ভালো। আসবে তো ?"

"ডিনারের পরে তুমি কি আমাকে তোমার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি দেখাবে ?"

দুষ্টু হাসি হাসে ভি।

"না। তবে আমার একটা সুন্দর বুখারা কার্পেট আছে।"

"আমি কখনও মেঝেয় শুয়ে ওই কাজটা করিনি।"

"তাই নাকি ? এই সীজনে প্যারীতে কার্পেটে শুয়ে—করাটাই ফ্যাসন। সুতরাং তুমি কি হারাচ্ছো জানো না।"

দরজা খুলে হাতীর মতো ছুটে আসে বেণী স্লেড। আড়াই মন ওজন, বুকে পেটে চর্বির স্তূপ—ও মার্ককে জড়িয়ে ধরে।

"মার্ক, মাই ডারলিং!"

"থ্রটল ব্যাক, বেণী। ভি ভাববে, আমিও হোমোসেক্সুয়াল।"

"হি, বেবী। এই আমার বয়ফ্রেন্ড মার্ক গারল্যাণ্ড। আজ আর স্যুটিং হবে না। তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যালেক্সের সঙ্গে দেখা করো। ও তোমাকে টাকা দেবে। হ্যাঁ, কাজ না করলেও টাকা দেবে। তুমি জামাকাপড় পরে নাও।"

"অপারেশন বুখারা, রাত ন'টা," যেতে যেতে রাতের এনগেজমেণ্টের কথা ভি-কে মনে করিয়ে দেয় কামুক মার্ক গারল্যাণ্ড।

"শোনো বেণী, তোমার সাহায্য চাই।"

কয়েক মাস আগে একটা ব্ল্যাকমেলারের হাত থেকে বেণীকে জোর বাঁচিয়ে দিয়েছে মার্ক গারল্যাণ্ড। সেই জন্যে বেণী মার্ক গারল্যাণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্টুডিওর ভেতরে ঢুকে ফিল্ম প্রোজেক্টর চালাচ্ছে বেণী। ব্লু ফিল্ম, মিস গিলিয়ান শ্যারম্যান ও মুখোস পরা তার পুরুষ সঙ্গীর নানা ভঙ্গীর সঙ্গম দৃশ্য। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে গারল্যাণ্ড। পোশাক নিতে স্টুডিওয় ঢুকে ভি মার্টিন নামের সেই মেয়েটা যে ফিল্মের খানিকটা দেখে গেল, ওরা কেউ খেয়ালই করলো না।

"বেণী, এই ফিল্ম কার তৈরী বলে মনে হয় ?"

"মার্ক, প্যারীতে ছজন ফটোগ্রাফার আছে, যারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সঙ্গমরত নর-নারীর পর্ণো ফিল্ম তুলে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় স্মাগল করে পাঠিয়ে অনেক টাকা কামায়। এই ফিল্মের ক্যামেরা অ্যাংগল ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছে, এটা পিয়েরে রোসল্যাণ্ডের তৈরী। রু গ্যারিবাণ্ডিতে ওর স্টুডিও। এমনিতে ও মুভিস্টার ও সোসাইটির বড় বড় লোকেদের পোর্ট্রেট তোলে। তবে ভেতরের ব্যাপার হলো ব্লু ফিল্মের। ফিল্মের হিরো কে বলা শক্ত। জ্যাক ডজ নামের একজন আমেরিকান সচরাচর মুখোস পরে পিয়েরে রোসল্যাণ্ডের এই সব ব্লু ফিল্মের মেয়েদের সঙ্গে ক্যামেরার সামনে দেহ মিলনের খেলা দেখায়। লোকটা স্যামির বারে কাজ করে।"

স্টুডিও থেকে যখন বেরিয়ে এলো মার্ক গারল্যাণ্ড, সোভিয়েত এজেণ্ট ড্রিনা কিছুটা অপ্রস্তুত ছিল। দরজার মুখ থেকে আচমকা তাড়াতাড়ি সরে যেতে গিয়ে ও গারল্যাণ্ডের চোখে পড়ে গেলো। ড্রিনার মতো মার্কের স্মৃতি শক্তিও প্রায় ক্যামেরার মতো সব কিছু ধরে রাখে; ড্রিনা সোভিয়েত সিকিউরিটি পুলিস এজেণ্ট। ও চিনে ফেললো। বুলেভার্দ পাস্তুরের দিকে যেতে যেতে খেয়াল করলো, ড্রিনা ওকে ফলো করছে। বিস্ত্রোয় লাঞ্চ খেতে ঢুকলো গারল্যাণ্ড। বাইরের কাফেতে বসে রোল ও ভদকা খেতে খেতে রেস্তোরাঁর দরজার দিকে নজর রাখছে ড্রিনা। স্ট্রীক ও বীয়ারের অর্ডার দিয়েই গারল্যাণ্ডের খেয়াল হলো, রেস্তোরাঁর ভেতর ও কি করছে, ড্রিনা জানতে পারবে না।

সুতরাং টেলিফোন বুথে ঢুকে ডোরির নম্বর ডায়াল করে গারল্যাণ্ড।

"ডোরি, সোভিয়েত এজেণ্ট ড্রিনা আমাকে ফলো করছে। তার মানে ওরা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী শ্যারম্যানের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনতে পেরেছে। কিন্তু ওদের চীফ কোভস্কি পুলিশে ফোন করে জানিয়ে দিলোনা কেন যে শ্যারম্যান মিথ্যে পাসপোর্ট নিয়ে এসেছে। তাহলেই তো কেচ্ছার চূড়ান্ত হত ও সোভিয়েত বিরোধী শ্যারম্যান নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হতো।"

'মার্ক', কোভস্কি একটা উজবুক। কিন্তু ওরা যদি ফিল্মটা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়?'

"রাবিশ! বাজে চিন্তাভাবনা করে বুড়ো বয়সে ব্লাডপ্রেসার বাড়িও না।"

লাঞ্চ শেষ করে বুলেভার্দের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকে গারল্যাণ্ড।

অনেকটা পেছনে ড্রিনা। একটা রেডিওর দোকানের জানলায় অনেকে টি, ভি, দেখছে। হঠাৎ ঘুরে একটা দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ে গারল্যাণ্ড। ড্রিনা ওকে খুঁজে পায় না। মোটাসোটা রাশিয়ান এজেণ্টের আতঙ্কিত ও বিপন্ন মুখ দেখে গারল্যাণ্ডের হাসি পায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

র‍্যু সিঁগারে পুরোনো ধরনের একটা বাড়ির আটতলার ওপরে সব থেকে সস্তা ঘরে থাকে ভি মার্টিন।

এখন তার পরণে শুধু সাদা ব্রা আর প্যান্টি। কথার ফাঁকে গায়ের ঢিলে কাপড় সরিয়ে মার্ক গারল্যান্ডকে দুবার স্তনের ও একবার উরুর ভাঁজ দেখিয়ে লোকটাকে কাৎ করেছে ভি।

লোকটা দেখতে দারুণ, তাছাড়া চেজ গারিনের মতো দামী রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াবে বলেছে, সুতরাং নিশ্চয়ই মালকড়ি আছে। দোকানে ঢুকে ভিড়ের ফাঁকে জিনিসপত্র হাতাবার অভ্যাস আছে ভি-র। সেবার সুইস সিল্কের যে লাল গাউনটা সে চুরি করেছিল, সেটাই আজ পরে যাবে। ডিনারের পর মার্ক গারল্যাণ্ডের ফ্ল্যাটে বুখারা কার্পেটের ওপর দেহ মিলনের অভিজ্ঞতা কেমন হতে পারে, ভাবতে ভাবতে চোখ বন্ধ করে শ্রীমতী ভি মার্টিন।

ট্রানজিস্টারে সুইং মিউজিক। এই ঘরে ভি মার্টিনের সঙ্গে থাকে তার শয্যাসঙ্গী ও সোভিয়েত স্পাই পল ল্যারে। অবশ্য পল যে রাশিয়ার স্পাই, ভি তা জানে না। একটা পার্টিতে আলাপ হওয়ার পর পল ল্যারের সবুজ কাঁচের চশমা ও লম্বা চুল দেখে ভি মার্টিনের মনে হয়েছিল, ছোকরা আল্ট্রা-মড আঁতেল। প্রথম আলাপ থেকে নিয়মিত শয্যাসঙ্গী হতে বেশী দিন লাগেনি পল ল্যারের। শরীরে শরীর মেশাবার অনেক টেকনিক জানে ল্যারে। তবে ছোকরা বদ মেজাজী, মাথার চুল কখনো ধোয় না, হাতের নখগুলোও ভীষণ নোংরা।

লায়নসে বাবা-মার কাছে থাকতো ভি। ওখানকার জীবন তার ভালো লাগতো না। বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সে সোরবোনে ইংরাজী পড়তে আসে।

তার বাবা মা যখন মোটর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে হঠাৎ মারা গেল, খবরটা শুনে বিশেষ দুঃখিত হয়নি মার্টিন। বাবার মৃত্যুর পর তিন লাখ ফ্রাঁ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল ভি, হত্তেল ঘুঘু এক ইয়াংকি সাংবাদিকের পাল্লায় পড়ে পুরো টাকাটাই চোট হয়ে গেছে। পরবর্তী দু-বছর নানান বাজে হোটেলে মালদার রইসদের শরীরের নীচে শুয়ে তাকে কাটাতে হয়েছে। স্রেফ টাকার জন্য।

বেণী ক্লেড দীঘল, স্লিম ও ব্লণ্ডে মডেল খুঁজছিল। এভিনিউ দ্য শাঁপস্ এলিসীতে 'ভি'কে হাঁটতে দেখে তার পছন্দ হয়ে যায়। এখন সে বেণীর কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী মাসে হাজার ফ্রাঁ পায়। ঘরের ভাড়া দেয় পল ল্যারে। পোশাক, জুতো, মোজা বেশীর ভাগই ব্যস্ত দোকান থেকে ভীড়ের মধ্যে চুরি করে জোগাড় করা। মাঝে

মাঝে আমেরিকান ট্যুরিস্ট পাকড়ে দু-এক রাত কাটিয়ে কিছু মালকড়িও জোগাড় করে ভি। এ-ব্যাপারে তার বয়-ফ্রেণ্ড পল ল্যাব্রের কোন আপত্তি নেই।

বেসিনে ঝুঁকে ব্রা আর প্যাণ্টি পরা ভি মার্টিন গরম জলে চুল ধুচ্ছে, ঠিক সে সময় ভেতরে ঢুকলো তার বয়ফ্রেণ্ড পল ল্যাব্রে। এই মুহূর্তে তার দেহভঙ্গী পলের পক্ষে খুব কামোদ্দীপক বুঝতে পেরে ভি বলে—'আমাকে ছুঁলেই আমি কিন্তু জল ছুড়বো।'

কিন্তু পল ল্যাব্রের ফস্টিনষ্টির মুড নেই। হেনরী শ্যারম্যান পুলিশ ব্যারিয়ার পেরিয়ে ওরলি এয়ার পোর্টে ঢুকছে দেখে সে কোভস্কিকে ফোন করে। শ্যারম্যান সত্যিই ওই প্লাইটে দেশে ফিরছে কিনা, কোভস্কি নিশ্চিত হতে চায়। ল্যাব্রে কোন গ্যারাণ্টি না দিতে পারায় কোভস্কি তাকে ফোনে অপদার্থ ইডিয়ট বলে গালি দেয়। তাইতেই ল্যাব্রের মেজাজ খচে আছে।

"আমি চেজ গ্যারিনে ডিনার খেতে যাচ্ছি," ভি জানায়। 'দারুণ একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ডিনারের পর···ও আমাকে ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে বুখারা ব্যাগের ওপরে······"

"মালদার লোক, হোমোও নয়—বেণীর ওখানে কি করতে এসেছিল ?"

"একটা ব্লু-ফিল্ম দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছিল, ওটা কে তুলেছে ?"

রঙীন কাচের আড়ালে ল্যাব্রের চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে ওঠে।

'লোকটার নাম ?'

'মার্ক গারল্যাণ্ড।'

'হোয়াট !' ঠক করে ভি-র পাছায় থাপ্পড় মারে ল্যাব্রে, ভি চীৎকার করে ওঠে।

* * *

জন ডোরির সুন্দরী সি, এ, মেভিস পল ভালো মেয়ে ; অতীতে ওকে দেখলেই চুমু খাবার চেষ্টা করেছে মার্ক গারল্যাণ্ড। এখন তাই মার্ককে দেখে রুলার ওঠায় মেভিস।

'হ্যালো, বিউটিফুল, আমার ফ্ল্যাটে একটা সুন্দর বুখারা কার্পেট আছে। যাবে নাকি দেখতে ?'

'অন ইওর ওয়ে, রোমিও ! ডোরি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

ডোরির অফিসে সিয়া-চীফ ডোরি ও স্পাই মার্ক গারল্যাণ্ড।

'রাশিয়ানরা তোমাকে ফলো করছে, গারল্যাণ্ড ! সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী শ্যারম্যান প্যারীতে এসেছিল, আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি, ফিল্ম প্রোজেক্টর নিয়ে তোমার ওখানে গেছি, তুমি আবার ওটা নিয়ে বেণী স্লেডের ওখানে গেছো— এসব রাশিয়ান এজেণ্টরা জেনে গেছে। আসল ব্যাপারটা কী তা জানবার জন্যে ওরা বেণী স্লেডের ওপরে চাপ দিতে পারে বুঝে আমি বেণীর ওপরে নজর রাখতে আমার এজেণ্টদের অর্ডার দিয়েছি। বেণী এখন নিরাপদ। কিন্তু গারল্যাণ্ড একটা দুঃসংবাদ আছে। তোমার পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী মালিক এখন প্যারীতে এবং খুব সম্ভব,

কোভস্কি ওকে এই কেসে তোমার বিরুদ্ধে নামাবে।'

*　　　　*　　　　*

মালিক ॥ ল্যারে, ভি নামের ওই মেয়েটাকে বিশ্বাস করা যায় কি ?

ল্যারে ॥ মালিক, কোন মেয়েকেই বিশ্বাস করা যায় না।

মালিক ॥ ওকে ব্ল্যাকমেল করার কোন উপায় আছে কি ?

ল্যারে ॥ আছে। ও দোকান থেকে চুরি করে।

মালিক ॥ যথেষ্ট নয়। ওকে মাসে দশ হাজার ফ্রাঁ দেওয়া হবে। ও যদি তাতেও আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি না হয়, ভয় দেখাও, তাতে কাজ হবে। বুঝেছো ?

*　　　　*　　　　*

ল্যারে চলে যাবার পর ডেস্কের নীচের ড্রয়ারে রাখা টেপরেকর্ডার অন করে মালিক। বোতামের মতো ছোট্ট অথচ শক্তিশালী একটা মাইক্রোফোন ও রিস্টওয়াচের সঙ্গে আটকে নেয়। তারপর রাশিয়ান সিক্রেট-সার্ভিসের প্যারী শাখার প্রধান ও মালিকের শত্রু কোভস্কির অফিসে ঢোকে।

কোভস্কি ॥ দরজায় নক না করে ঢুকছো কেন ?

মালিক ॥ শ্যারম্যান আর পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কেনেডী এয়ারপোর্টে পৌঁছুবে। ও এখানে এসেছে মিথ্যা পাসপোর্ট নিয়ে এবং ছদ্মবেশে। শ্যারম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার শত্রু এবং আমরা জানি, সে প্রেসিডেণ্ট হলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও রাশিয়ার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব তুমি আমেরিকান এয়ারপোর্টে পুলিশকে জানাও যে, শ্যারম্যান মিথ্যে পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরছে। পুলিশ অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেস খবর পাবে। চূড়ান্ত স্ক্যাণ্ডাল হবে। শ্যারম্যান প্রেসিডেণ্ট হতে পারবে না।

কোভস্কি ॥ কি করতে হবে আর কি করতে হবে না তা তোমায় বলতে হবে না। শ্যারম্যান কেন প্যারীতে এসেছিল এবং ডোরি কেন গারল্যাণ্ডকে কাজে লাগাচ্ছে, তুমি তারই খোঁজ নাও।

মালিক ॥ শ্যারম্যান মিথ্যে পরিচয়ে মিথ্যে পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরছে, এই খবরটা কেনেডী এয়ারপোর্টে মার্কিন পুলিশকে জানানো তোমার কর্তব্য।

কোভস্কি ॥ তুমি আমাকে কর্তব্য শেখাচ্ছ ?

মালিক ॥ হ্যাঁ।

কোভস্কি ॥ সাবধান! তোমাকে আমি সাইবেরিয়ায় পাঠাতে পারি, জানো ? তোমার মতামতের কোন মূল্য নেই। তুমি আগেই অনেক ভুল করেছো। তুমি নির্বোধ। গেট আউট, ইডিয়ট! তোমাকে যা বলেছি তাই করো।

মালিক ॥ তুমি যেহেতু আমার চেয়ে পদমর্যাদায় বড়ো, আমি বাধ্য হয়ে তোমার আদেশ তামিল করছি।

নিজের অফিসে ঢোকে মালিক। টেপটা শোনে। তারপর খামে পুরে খামের ওপর লেখে : কমরেড কোভস্কি ও আমার মধ্যে কথোপকথন। তারিখ ৫ই মে, বিষয় : হেনরী শ্যারম্যান।

টেপটা এখন ব্যাঙ্কে জমা রেখে আসবে মালিক। কোভিস্কির কফিনে আর একটা পেরেক·········

*   *   *

"এক্সকিউজ মী, শুনলাম মিস্টার রোসল্যান্ড বাইরে গেছেন। ওঁর সেক্রেটারী কিছু বলতে চাইছে না। ওঁর কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। উনি কোথায় গেছেন আপনি যদি জানেন—",

ব্লু ফিল্মের ফটোগ্রাফার রোসল্যান্ডের স্টুডিও যে বাড়ির পাঁচ তলার ফ্ল্যাটে, সেই বাড়ির নীচের তলায় বুড়ী বাড়িউলির জানলায় দুটো দশ ফ্রা-ব নোট বাড়িয়ে দিয়ে খুব মিষ্টি হেসে বলে মার্ক। "মসিয়, কাল সেক্রেটারীর কাছে চিঠি দিয়েছে রোসল্যান্ড।"

বুড়ী ফিস ফিস করে বলে, "রোসল্যান্ডের ঠিকানা দ্য আন্সেপন হফ হোটেল, গারমিশ্।

*   *   *

রু্য বেরীতে স্যামিজ বার।

নিজের ও বারম্যান জ্যাক ডজের জন্যে দুটো রাই হুইস্কি ও জিনজার এলের অর্ডার দিয়েছে মার্ক গারল্যান্ড। বালি রং চুল, রোদে-পোড়া চামড়া, ভারী কাঁধ, পেশী-বহুল শরীর—জ্যাক ডজ খুশি হয়ে মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। দশটা দশ- ডলারের নোট বাড়িয়ে দিয়ে মার্ক গারল্যান্ড বলে—

"তুমি পিয়েরে রোসল্যান্ডের স্টুডিওর ক্যামেরার সামনে মেয়েদের সঙ্গে যৌন মিলনে মাতো এবং সেই ব্লু ফিল্মগুলো রোসল্যান্ড বিদেশে পাচার করে—দ্যাখো, তুমি ভয় পেয়োনা, এসবই আমি জানি। আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে আমি ফরাসী ভাইস স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর ডুপুয়সকে খবরটা জানাবো। ঠিকঠাক জবাব দিলে তুমি একশো ডলার পাবে। 'এ স্যুভেনির ফ্রম প্যারী' নামের একটা আট মি, মি, ফিল্মে এবং এরকম আরও তিনটে ব্লু ফিল্মে তুমি একটি মেয়ের সঙ্গে কাজ করছো। এ ব্যাপারে তুমি কি জানো?'

"মেয়েটা এমেচার এবং রোসল্যান্ডের প্রেমিকা।"

"কি করে বুঝলে?"

"হাবভাবে বুঝলাম।"

"তাহলেও তোমাকে মেয়েটার সঙ্গে ওর চোখের সামনে দেহ মিলনে·········?"

"বিজনেস। অনেকের স্ত্রী আমার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে মাতে, স্বামী ফিল্ম তোলে। তবে এই মেয়েটা নেশা করেছিল। এল. এস ডি।"

"সিওর?"

"ড্যাম্ সিওর!"

"ওরা কি কথা বলছিল?"

"শীগগিরই ওরা গারমিশে যাবে।"

"রোসল্যাণ্ড সম্বন্ধে আর কি জানো ?"

"ও যুদ্ধ বিরোধী 'ব্যান ওয়ার' নামের একটা সংগঠন গড়েছে।"

* * *

ওরলি বিমান বন্দরে হেনরী শ্যারম্যান। হৃৎপিণ্ডটা বুকের মধ্যে ধক ধক করছে, হাত ঘামছে। নীল ইউনিফর্ম পরা অফিসার পাসপোর্টের ফটো ও শ্যারম্যানের মুখ দেখে গরমিলটা টের পায়নি। এখন আবার লাউডস্পীকারে ঘোষণা—নু্য ইয়র্কের প্লেন ছাড়তে এক ঘণ্টা দেরী হবে। যদি এরই মধ্যে কেউ তাকে চিনে ফেলে।

"ক্লান্তিকর, তাই না ?"

ঠাণ্ডা গলার স্বর শুনে ফিরে দাঁড়ায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হেনরী শ্যারম্যান। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কোটিপতি হারম্যান র‍্যাডনিজ।

চোখের পাতা হুডের মত চোখের ওপর নেমে এসেছে, ভোঁতা হুকের মত নাক, মাথায় কালো হ্যাট, পরণে কালো ইংলিশ—বাটিং দামী টুইড স্যুট, কাঁধের ওপরে হাল্কা কালো ওভারকোট, টাইক্লিপে মস্তো বড় একটা হীরে জ্বলজ্বল করছে। অনামিকায় সোনার আংটিতে আর একটা বড় হীরে, পায়ে সরীসৃপের চামড়া থেকে তৈরী দামী কালো জুতো—এই হারম্যান র‍্যাডনিজ, পৃথিবীর সব থেকে ধনী কোটিপতিদের একজন। অক্টোপাশের শুঁড়ের মতো তার আঙ্গুল ব্যবসায়িক দুনিয়ায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যেন বিষাক্ত একটা মাকড়সা জালের মাঝখানে বসে, দাবা খেলোয়াড় যেমন ঘুঁটি নাড়ায় তেমনিভাবে ব্যাঙ্কার, রাজনীতিবিদ ও কোন কোন ছোট দেশের রাজাদের নিয়েও ইচ্ছেমতো নাড়া-চাড়া করছে। জন্মসূত্রে জার্মান, হ্যারম্যান র‍্যাডনিজ এক আন্তর্জাতিক ভয়াল আততায়ী চক্রের সর্বেসর্বা। ব্যবসায়িক স্বার্থে মার্ডার, এস্পিয়নেজ, কিডন্যাপিং—এমন কোন কাজ নেই, যা র‍্যাডনিজের আততায়ী চক্র করে না।

এখন ভি. আই. পি.-দের ওয়েটিং রুমে শিল মাছের চামড়ার তৈরী সিগার-কেস থেকে সিগার বার করে সোনার কাটার দিয়ে সিগারের মুখ কেটে আগুন ধরাচ্ছে হারম্যান র‍্যাডনিজ।

'মাই ডিয়ার শ্যারম্যান, তুমি যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হতে পারো, সেজন্যে আমি সাড়ে তিন কোটি ডলার তোমার ইলেকশন ফাণ্ডে দিয়েছি। বিনিময়ে তুমি প্রেসিডেণ্ট হলে আমাকে অর্কোডিয়া বাঁধ তৈরীর কণ্ট্রাক্ট দেবে। ৫০ কোটি ডলারের কনট্রাক্ট। এই অবস্থায় তুমি ইডিয়টের মতো এই ছদ্মবেশে জাল পাসপোর্ট নিয়ে প্যারীতে এসেছো। কোন সাংবাদিক তোমাকে চিনে ফেললে স্ক্যাণ্ডাল হবে, তোমার প্রেসিডেণ্ট হবার সম্ভাবনা নির্মূল হবে এবং আমার টাকা ও পরিকল্পনা জলে যাবে। নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে····· যাই হোক, তুমি আমার বদলে সিয়ার প্যারী শাখার ডাইরেক্টর জন ডোরির সাহায্য নিতে গেলে কেন ? প্রেসিডেণ্ট হওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তোমার আছে কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুমি কি জানো না যে এ-ধরনের বিপদে তোমার ডোরির মতো বন্ধুর কাছে যাওয়ার

বদলে আমার মতো কারো কাছে আসা উচিত যে তোমার নির্বাচনে টাকা খাটিয়েছে এবং যে এই ধরনের ঝামেলা সামলাতে অভ্যস্ত?'

জবাবে শ্যারম্যান একটু ইতস্ততঃ করে মেয়ের ব্লু ফিল্ম সংক্রান্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বলে ফেলে।

'মার্ক গারল্যাণ্ড এই অপারেশনে নেমেছে? লোকটা চতুর, বুদ্ধিমান, বিপজ্জনক। একবার ওকে বিশ্বাস করে আমি দারুণ ঠকেছিলাম। আমার ধারণা টাকা পেলে মার্ক গারল্যাণ্ড নিশ্চয়ই ব্লু ফিল্মগুলো উদ্ধার করবে এবং তোমার মেয়েরও খোঁজ আনবে। তারপর কি হবে?'

'আমি ব্লু-ফিল্মগুলো নষ্ট করে ফেলবো ও আমার মেয়েকে কনট্রোলে আনবো...... বুঝিয়ে সুঝিয়ে......'

'শ্যারম্যান, তোমার মেয়ের সঙ্গে পিয়েরে রোসল্যাণ্ড নামের একটা লোকের আশনাই আছে। লোকটা যুদ্ধ বিরোধী, 'ব্যান ওয়ার' সংগঠনের প্রধান। তুমি ভিয়েতনাম যুদ্ধ তুঙ্গীকরণের স্বপক্ষে। তুমি প্রেসিডেণ্ট হও, ও চায় না। তুমি তোমার মেয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো নি। এজন্যে সে বদলা নিতে বদ্ধ পরিকর। দরকার হলে ওরা আবার নতুন ব্লু-ফিল্ম তুলবে। এই সমস্যার একটাই সমাধান। গারল্যাণ্ড তোমার মেয়েকে খুঁজে পেলে আমার এজেণ্টরা তোমার মেয়েকে খুন করবে! আমি জর্জ ফিফত হোটেলে আছি। এখন তোমার মেয়ে কোথায়, ডোরি জানালেই তুমি আমাকে ফোন করবে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আতঙ্কে কাঁপছে ডি মার্টিন। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'শোন ডি, মার্ক গারল্যাণ্ড এখন সিয়ার এজেণ্ট। আমি সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিসের স্পাই। এখন তোমাকেও আমাদের হয়ে কাজ করতে হবে।'

চশমার সবুজ কাচের আড়ালে ল্যাব্রের চোখ দুটো জ্বলছে।

'আজ রাতে তুমি রেস্তোরাঁয় গারল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করবে। ও কোথায় যাচ্ছে তোমাকে জানতে হবে। নাহলে...... মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার দুটো রাস্তা সচরাচর বেছে নেয় রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস। রাস্তায় হঠাৎ একটা লোক স্প্রে-গান থেকে তোমার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে পালাবে। তোমার মুখের চামড়া লেবুর খোসার মতো উঠে আসবে। নয়তো ওরা তোমাকে আচমকা গাড়িতে তুলে কোথাও নিয়ে যাবে। সেখানে ওরা তোমাকে যা করবে তারপর তোমাকে সারাটা জীবন পা ফাঁক করে হাঁটতে হবে।'

* * *

গারল্যাণ্ড। ডোরি, শ্যারম্যানের মেয়ে গিলিয়ান ও তার বয়ফ্রেণ্ড এবং ব্লু ফিল্মের প্রয়োজক ফটোগ্রাফার পিয়েরে রোসল্যাণ্ড 'ব্যান ওয়ার' নামের একটা যুদ্ধ বিরোধী

সংগঠনের লোক। ওরা গারমিশের আলপেনহফ হোটেলে আছে। বাই দ্য ওয়ে, মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলে আমি কি করবো ?

ডোরি॥ ব্লু ফিল্ম তিনটে পুনরুদ্ধার করবে। মেয়েটা যতো টাকা চায়, দেবে। ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

গারল্যাণ্ড॥ মেয়েটা যদি টাকা না চায় ? যদি ও আমাকে জাহান্নামে যেতে বলে ? আমি কি ওকে কিডন্যাপ করবো ?

ডোরি॥ মেয়েটা ও ব্লু ফিল্মগুলো হাতে পাওয়ার জন্যে আমি তোমাকে কুড়ি হাজার ডলার দিচ্ছি। তুমি কি ভাবে কি করবে, সে তুমি বোঝো।

গারল্যাণ্ড॥ অফকোর্স। কাল সকালে আমি মিউনিখে যাচ্ছি, তারপর হার্জ রেণ্ট্যাল এজেন্সীর ভাড়া করা গাড়িতে সাড়ে এগারোটা নাগাদ গারমিশে পৌঁছুবো। আলপেনহফ হোটেলে আমি রুম বুক করেছি।

*　　　*　　　*

বয়ফ্রেণ্ড ল্যারে ঠাট্টা করে বলেছে, বঁড়শিতে গাঁথলে মাছের যে অবস্থা হয়, এখন মার্ক গারল্যাণ্ডের সঙ্গে আলাপ করে ও সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিসের খপ্পরে পড়ে ভি মার্টিনের একই অবস্থা। এখন চেজ গারিন রেস্তোরাঁর মালিক জর্জ গারিন মার্ক গারল্যাণ্ডকে বোঝাচ্ছে, ওদের রেস্তোরাঁর সেরা ডিশ কিভাবে রান্না হয়। 'ট্রাউট মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে ভেতরে পাইকের গুঁড়ো করা কিমা ভরে মাখনে ভেজে সস্, বাদাম আর কিসমিস মিশিয়ে······তার আগে সদ্য সেঁকা স্যামন মাছ আর মাখন ভাজা কুচো চিংড়ি খান।' ল্যারের ঠাট্টাটা মনে পড়ে যাওয়ায় ভি আঁৎকে ওঠে। চারটে পারপল হার্ট পিল খেয়ে নেশা করে এসেছে ভি। তার ক্ষিধে ডকে উঠে গেছে। এখন আর গারল্যাণ্ডেরও তাকে ভালো লাগছে না।

'কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?'

'না, কাল আমি এ-সময় গারমিশে থাকবো।'

*　　　*　　　*

ল্যারে॥ গারমিশ, জার্মানী ?

ভি॥ হ্যাঁ, গারল্যাণ্ড তো বলেছিলো—

ল্যারে॥ ও, কে। কাল সকালে তুমি ওরলি এয়ার পোর্টে যাবে। তোমার হাতে থাকবে ব্যাগ ও এক কপি প্যারী ম্যাচ ম্যাগাজিন--যা দেখে সোভিয়েত স্পাই মালিক তোমাকে চিনতে পারবে। তারপর তোমরা বেলা দুটোর ফ্লাইটে মিউনিখে যাবে। মালিককে গারল্যাণ্ড চেনে। সুতরাং সে গারল্যাণ্ডের সঙ্গে এক প্লেনে যেতে পারবেনা। আমাকে গারল্যাণ্ড চেনে না। সুতরাং আমি সকাল সাড়ে সাতটার ফ্লাইটে গারল্যাণ্ডের সঙ্গেই মিউনিখ যাচ্ছি। পরে মিউনিখ থেকে গারমিশ······

*　　　•　　　*

কেনেডী এয়ার পোর্টে কোন ঝামেলা হয়নি। এখন নিজের বাড়িতে স্ত্রী মেরীর মুখোমুখি মার্কিন প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী হেনরী শ্যারম্যান। চতুর, ঠাণ্ডা মেজাজের দীর্ঘদেহ

ওসুদশ্বর চেহারার মেয়ে মেরী। বয়স চল্লিশের কোঠায়।

স্বামীর জন্যে এবং নিজের জন্যে তার জ্বলন্ত উচ্চাশা। ডোরির সঙ্গে ফোনে কথা বলছে শ্যারম্যান। * * *

ডোরি॥ আংকল্ জো-কে মনে আছে? তার ভাইপোরা এ ব্যাপারে আগ্রহী।

শ্যারম্যান॥ ফিল্মের ব্যাপারটা ওরা জানে না, তবে খোঁজ নিচ্ছে।

শ্যারম্যান॥ আর কোন খবর?

ডোরি॥ যে পার্টির আপনি খোঁজ নিচ্ছেন, তারা জার্মানীর গারমিশে আলপেনহফ হোটেলে উঠেছে। আমার লোক সেখানে যাচ্ছে।

…একটু আগেই হারম্যান র‍্যাডনিজের প্রস্তাবটা মেরীকে শুনিয়েছে হেনরী। উচ্চাশার যুপকাষ্ঠে মেয়েকে বলি দিতে কোন আপত্তি নেই মেরীর।

স্বামীকে না বলে, রাতে শ্যারম্যান ঘুমিয়ে পড়তেই প্যারীর জর্জ ফিফত হোটেলে হারম্যান র‍্যাডনিজকে ফোন করে মেরী জানিয়ে দেয়, হেনরীর মেয়ে গিলিয়ান এখন জার্মানীর গারমিশে আলপেনহফ হোটেলে আছে এবং জন ডোরির এজেণ্ট মার্ক গারল্যাণ্ড সেখানে যাচ্ছে।

* * *

জর্জ ফিফত হোটেল। চালতলার ঘর। হারম্যান র‍্যাডনিজের আন্তর্জাতিক আততায়ী—সংগঠনের সেরা পেশাদার খুনি লু সিল্ক ভেতরে ঢোকে। লম্বা রোগা, বয়স চল্লিশ, কোদাল খোঁড়া মুখ, মাথায় ক্রুকাট সাদা চুল, পরণে কালো ফ্ল্যানেলের স্যুট, বাঁ চোখটা কাচের, বাঁ গালে সাদা দগদগে ক্ষতচিহ্ন—একটা খুনের জন্য ১৫ হাজার ডলার ফী নেয় সিল্ক, তাছাড়া বছরে ৩০ হাজার ডলার মাইনে।

র‍্যাডনিজ॥ তোমাকে মিউনিখ যেতে হবে। সেখান থেকে গারমিশ। আমি খবর পেয়েছি যে মার্ক গারল্যাণ্ড তিনটে ব্লু ফিল্ম উদ্ধার করতে ওখানে যাচ্ছে। তার কাজ হয়ে গেলে তোমাকে দুটো খুন করতে হবে। প্রথম, একটা মেয়ে গিলিয়ান শ্যারম্যান। দ্বিতীয়, একটা পুরুষ, তার নাম পিয়েরে রোসল্যাণ্ড।

লু-সিল্ক॥ অফকোর্স!

র‍্যাডনিজ॥ মিউনিখ এয়ার পোর্টে তোমার সঙ্গে দেখা করবে আমার বিশ্বস্ত এজেণ্ট কাউণ্ট হ্যানস ভন গলজ। ওবারেমারগাউ-এ সে আমার একটা এস্টেটের দেখাশুনা করে। এস্টেট পাহারা দেবার জন্য তিরিশ জন লোক আছে। তুমি তাদের সাহায্য পাবে। এই নাও টিকিট ও ট্র্যাভেলার্স চেক। দুটো খুনের এই কাজ শেষ হলে এবার তুমি তিরিশ হাজার ডলার পাবে।

……দুঃখের বিষয়, সোভিয়েত এজেণ্টরাও যে এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে, খবরটা র‍্যাডনিজকে মেরী জানায়নি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিউনিখে পৌঁছে হার্জ রেণ্ট্যাল-কার-সারভিসের গাড়ি ভাড়া করলো সিয়া-এজেন্ট মার্ক গারল্যান্ড। একই প্লেনে এসেছে সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিস এজেণ্ট পল ল্যাব্রে।

সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিস হাড়কঞ্জুস। সুতরাং ল্যাব্রের গাড়ি ভাড়া করার প্রশ্ন ওঠে না। কৌশলী ল্যাব্রে এয়ারপোর্টের বাইরে নরম রোদ্দুরে গারল্যাণ্ডের কাছে যায়।

'এক্সকিউজ মী, স্যার। আপনি কি গারমিশে যাচ্ছেন?'

'সিওর। কেন, লিফট চাই? হপ্ইন্।'

লম্বা ব্লণ্ড চুল-ওলা, রোগা, ঢ্যাঙা, চোখে সবুজ কাচের রোদ চশমা-পরা পল ল্যাব্রে গারল্যাণ্ডের ভাড়া করা মারসিডিজ ২৩০ মডেলের গাড়ীর পেছনের সীটে উঠে বসে। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলে। মিউনিখ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে গারমিশ। গারল্যাণ্ড অ্যালপেনহফ হোটেলে উঠলো, নিজের চোখে দেখেই গেল পল ল্যাব্রে।

হোটেলে লবিতে প্রথম গিলিয়ান শ্যারম্যানকে দেখলো মার্ক। কামোদ্দীপক চেহারা, পরণে কালো স্ট্রেচ-প্যাণ্ট এবং সাদা সোয়েটার। সঙ্গে ক্যানারী রঙের পোলো-নেক সোয়েটার ও সাদা স্ল্যাকস পরা পিয়েরে রোসল্যাণ্ড। ওরা একটা লাল টি. আর. ৪ গাড়িতে উঠে বেড়াতে গেল।

লাঞ্চ খেয়ে জার্মানীর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাচীন রোসোকো চার্চ দেখতে যায় গারল্যাণ্ড। ওসব তার ভালো লাগে না। বরং বাইরের পাহাড়, বন ও বসন্তের বনফুলে ঢাকা তৃণভূমি অনেক বেশী সুন্দর। টি. আর. ৪ গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। পেশীবহুল শক্ত শরীরের পুরুষ পিয়েরে রোসল্যাণ্ড ইঞ্জিনের ভেতরে উকিঝুঁকি দিচ্ছে। ওদের সাহায্য করতে এগিয়ে যায় গারল্যাণ্ড। মিনিট দশেক যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে ইঞ্জিন চালু করে গারল্যাণ্ড।

'ইউ আর ওয়ানডারফুল—'খুশি হয়ে বলে রোসল্যাণ্ডের সঙ্গিনী গিলিয়ান শ্যারম্যান।

হোটেলে রোসল্যাণ্ড ও গিলিয়ান শ্যারম্যানের ঘরের মুখোমুখি সবটাই নিয়েছে গারল্যাণ্ড। করিডরে রোসল্যাণ্ডের সঙ্গে আবার দেখা হতেই সে খুশি হয়ে ওকে ডিনারে নেমন্তন্ন করে।

'আমার বান্ধবী গিলিয়ান শ্যারম্যান। আমার নাম বলতে ভুলেই গেছি। আমি পিয়েরে রোসল্যাণ্ড। আর ইনি মার্ক গারল্যাণ্ড।'

গিলির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে মার্ক। গিলির চোখের চাউনিতে দুষ্টুমী ও সেক্সের প্রলোভন।

ঠিক সেই সময় বারে ঢুকলো দীর্ঘদেহী বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক।

পরণে বটল-গ্রীন ভেলভেটের স্মোকিং-জ্যাকেট, সাদা সার্ট, সবুজ টাই, কালো ট্রাউজার, পেশী বহুল বাঁ কব্জিতে ভারী প্ল্যাটিনাম চেন, ডান কব্জিতে প্ল্যাটিনামের ওমেগা ঘড়ি। শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে মনোগ্রাম করা সোনার সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করেন ভদ্রলোক।

'আমার নাম কাউণ্ট হ্যানস ভন গলজ···মিস শ্যারম্যান, আপনি ও আপনার বন্ধুরা যদি আমার এস্টেটে আতিথ্য গ্রহণ করেন, আমি খুবই আনন্দিত হব। ওখানে আপনাদের ভালো লাগবে। গরম জলের ব্যবস্থা, সুইমিং পুল, বন, বাগান, শিকারের ব্যবস্থা, ঘোড়ায় চড়তে চাইলে······'

'মার্ভেলাস্ !'

হাততালি দিয়ে বলে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হেনরী শ্যারম্যানের সেক্সি ও বেচাল মেয়ে গিলিয়ান শ্যারম্যান। সত্যিকারের অভিজাত এক কাউণ্টের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় গিলি দারুণ খুশি।

গারল্যাণ্ডের গাড়িতে আট কিলোমিটার দূরের রেঁস্তোরাঁয় ডিনার খেতে যাচ্ছে গারল্যাণ্ড, রোসল্যাণ্ড ও গিলিয়ান শ্যারম্যান। কথা আছে পরের দিন তারা কাউণ্ট হ্যানস ভন গলজের এস্টেটে যাবে এবং পাঁচ ছদিন থাকবে···উল্টো দিকের কাফেতে বসে ওদের দেখে সোভিয়েত এজেণ্ট মালিক ও ল্যাব্রে !!

* * *

মিউনিখ এয়ারপোর্টে পৌঁছেছে মালিক, ম্যাকস লিনজ ও ভি মার্টিন।

মাথায় ব্লণ্ড চুল, পরণে হাল্কা নীল হিপস্টার ও লাল পশমের সোয়েটার—ভি মার্টিনকে বিশালকায় দৈত্যাকার মালিকের পাশে খুব ছোট-খাটো মনে হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সেরা এজেণ্ট মালিকের মাথায় কদম ছাঁট রুপো রং চুল ইস্পাতের হেলমেটের মত দেখাচ্ছে, পরণে চামড়ার তৈরী কালো কোট ও কালো কর্ডরয় ট্রাউজার। দ্বিতীয় সোভিয়েত স্পাই ম্যাকস লিনজের মাথায় বাদামী উলের ক্যাপ, গায়ে বাদামী সোয়েটার ও বাদামী প্যাণ্ট।

হারজ রেণ্ট্যাল সার্ভিস থেকে ভোকসওয়াগন ১·০০ মডেলের গাড়ি ভাড়া করে মালিক। একটা চোখ কাচের—মাথায় সাদা চুল, লম্বা রোগা একটা মাঝবয়সী লোক মার্সিডিজ গাড়িতে উঠলো—মালিক দেখেছে। লু সিলকও ঠাণ্ডা শক্ত চাউনিতে মালিককে এক নজর দেখে নিয়েছে। কিন্তু সে সোভিয়েত স্পাই মালিককে চেনে না।

একটু পরেই ল্যাব্রে এসে খবর দেয়, মার্ক গারল্যাণ্ড অ্যাল্পেনহফ হোটেলে উঠেছে।

কাফেতে বসে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে নজর রাখছে লিনজ, ল্যাব্রে ও মালিক। ভি-র হাত ঘড়ি ও পাসপোর্ট মালিকের কাছে। মেয়েটা হোটেলের বেডরুমে বিশ্রাম নিচ্ছে।

বীয়ার খেতে খেতে সোভিয়েত স্পাইরা দেখে, রূপোলী—ধূসর রোলস রয়েস চড়ে কাউণ্ট ভন গলজ চলে গেলো।

কিন্তু কাউণ্টকে ওরা চেনে না। দশ মিনিট পরে গারল্যাণ্ড, গিলিয়ান শ্যারম্যান ও পিয়েরে রোসল্যাণ্ড মারসিডিজ গাড়িতে উঠে চলে যেতেই হোটেলের লবিতে ঢুকে রিসেপশন ক্লার্কে'র কাছে যায় মালিক। সে বলল, 'এক তরুণী মহিলা—লাল ট্রাউজার পরে ছিলেন—একটু আগে গাড়িতে ওঠার সময় এই হাত ঘড়িটা রাস্তায় ফেলে গেছেন। আমি নিজে এই হাত ঘড়িটা ওকে ফেরৎ দিতে চাই।'

'উনি মিস্ গিলিয়ার শ্যারম্যান। কাল দশটায় কিন্তু ওঁরা হোটেল ছেড়ে কাউণ্ট ভন গলজের এস্টেটে যাচ্ছেন। এস্টেটের নাম ওবারমিংটেন লজ।'

'ঠিক আছে। আমি কাল সকাল দশটার আগেই আসবো।'

সঙ্গে সঙ্গে প্যারীতে সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভি'স এজেণ্ট কোভস্কিকে ফোন করে মালিক। কোভস্কি জানায়, ওই এস্টেটের মালিক হ্যারম্যান র‍্যাডনিজ। খবরটা শুনে মালিক চিন্তিত। কেননা আন্তর্জাতিক এক ভয়াল পাপচক্রের নায়ক কোটিপতি র‍্যাডনিজ সংক্রান্ত সব খবরই রাখে সোভিয়েত এজেণ্ট মালিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডিনার সেরে গিলিয়ান ও রোসল্যাণ্ডের সঙ্গে হোটেলে ফিরে স্নান করে শুয়ে পড়েছে গারল্যাণ্ড। একটু পরেই গিলিয়ান শ্যারম্যানের ফোন।

'মার্ক', আমরা দুজনে একা-একা থাকতে পারি ?'

'তখন আমরা কেউই তো একা থাকবো না !'

'আমি ৪৬২ নম্বর ঘরে আছি।'

'বড্ড দূরে। ঘুমিয়ে পড়ো।'

একটু পরে গারল্যাণ্ডের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে আসে মার্কি'ন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হেনরী শ্যারম্যানের মেয়ে গিলিয়ান। পায়ে নীল চপ্পল, ছোট্ট নাইট ড্রেসের ওপরে সাদা র‍্যাপার।

'ইউ পিগ, তুমি এলে না কেন ?'

'কম্বলের ভেতরে ঢুকে পড়ো। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।'

সুইচ টিপে আলো নেভায় গারল্যাণ্ড।

নাইট ড্রেস খুলে উলঙ্গ গিলিয়ান কম্বলের ভেতরে ঢুকতেই ওর নগ্ন পিঠ দু'হাতে জড়িয়ে নিজের শরীরের নীচে ওকে টেনে আনে, মার্ক' গারল্যাণ্ড। ততোক্ষণে গিলিয়ান মার্কে'র পাজামার বোতাম খুলছে। মার্ক' গারল্যাণ্ডের হাত গিলিয়ানের পিঠ ছুঁয়ে নগ্ন ও নিটোল নিতম্বে নেমে আসে। সুখে দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে গিলিয়ান,

গারল্যাণ্ডের ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। সহস্র রমণীরমণ রণের বিজয়ী যোদ্ধা মার্ক গারল্যাণ্ড গিলিকে উপভোগ করে অশেষ এক তৃপ্তির স্বাদ পায়। তারপর রমণক্লান্ত শরীরে ওরা পাশাপাশি শুয়ে থাকে। শাটারের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে কার্পেটের ওপরে আলোছায়ার প্যাটার্ণ বোনে। রাস্তা থেকে গাড়ির শব্দ আসে। উল্টো দিকের কাফে থেকে সুইং মিউজিকের সুর ভেসে আসছে। গিলিয়ানের একটা দীঘল পা গারল্যাণ্ডের পায়ের ওপর, মুখের কাছে মুখ, মেয়েটার উষ্ণ ও সুগন্ধি নিঃশ্বাস তার কাঁধ ছুঁয়ে যায়। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

শাটারের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসতে গারল্যাণ্ডের ঘুম ভাঙে।

উদম উলঙ্গ গিলি তার পাশে শুয়ে আছে। এক চিলতে রোদ মেয়েটার ঈষৎ রক্তাভ স্তনবৃন্তে এসে পড়েছে। মেয়েলী উরুর গভীরে হাল্কাভাবে হাত রাখে গারল্যাণ্ড। অস্ফুট গলায় কি যেন বলে ওকে আবার জড়িয়ে ধরে গিলি। আধো-ঘুম আধো-জাগরণে এই দেহমিলন রাতের মতো তীব্র না হলেও তৃপ্তিকর। ন'টা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় গারল্যাণ্ড বলে, 'গিলি, ঘরে ফিরে যাও।' গিলি রাতে মার্ক গারল্যাণ্ডের সঙ্গে শুয়েছিল, এটা পিয়েরে রোসল্যাণ্ডের না জানাই ভালো।

* * *

ল্যাব্রে জুতো পরছে। ব্রা ও প্যাণ্টি সদ্য পরেছে ভি। মালিক এই সময় ভেতরে ঢুকলো। তাড়াতাড়ি চাদরে গা ঢেকে ভি মার্টিন বলে, 'তোমার কি কোন ভব্যতাজ্ঞান নেই ?'

একান্ত অবহেলায় পাসপোর্ট ও নোট-ভর্তি একটা ওয়ালেট বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে মালিক বলে, 'ভি, তুমি ও ল্যাব্রে প্যারীতে ফিরে যাও। কোভস্কির কাছে রিপোর্ট করো।'

ল্যাব্রে ও ভি চলে যেতে কাফের টেবিলে বসে ভিনুজ জানতে চায়, 'এবার আমরা কি করবো ?'

'গারল্যাণ্ড, গিলিয়ান শ্যারম্যান ও পিয়েরে রোসল্যাণ্ড আগামীকাল সকালে ওবারমিটেন লজ নামের এস্টেটে যাচ্ছে। এবার ধাঁধার উত্তরগুলো আমি বুঝতে পারছি। আমি জানি যে গিলিয়ান শ্যারম্যান আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হেনরী শ্যারম্যানের একমাত্র মেয়ে এবং বাপের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক ভালো নয়। মেয়েটির বয়ফ্রেণ্ড পিয়েরে রোসল্যাণ্ড। লোকটা পর্ণোগ্রাফিক বু-ফিল্ম তোলে। হেনরী শ্যারম্যানের সঙ্গে একটা মুভী প্রোজেক্টর ছিল, যেটা সে ডোরিকে দেয় ও ডোরি ওটা দেয় গারল্যাণ্ডকে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, গিলিয়ান বু ফিল্ম তুলে পিয়েরে রোসল্যাণ্ড ও গিলিয়ান, হেনরী শ্যারম্যানকে ব্ল্যাকমেল করছে। আমরা জানি যে কোটিপতি হারম্যান র‍্যাডনিজ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে হেনরী শারম্যানকে সমর্থন করছে। প্রতিদানে শ্যারম্যান প্রেসিডেণ্ট হতে পারলে র‍্যাডনিজকে বড় একটা কনট্রাক্ট দেবে। সুতরাং, হেনরী শ্যারম্যানকে তার মেয়ে গিলিয়ান ব্ল্যাকমেল করুক ; এটা নিশ্চয়ই হারম্যান র‍্যাডনিজের মনঃপুত হবে না। গিলিয়ান, রোসল্যাণ্ড ও

গারল্যান্ডকে র‍্যাডনিজের এস্টেটে নেমন্তন্ন করা হলো কেন? র‍্যাডনিজকে আমি যতোদূর জানি, ওদের গলা কাটা হবে ওখানে।'

'তাতে আমাদের কি?' লিনজ জানতে চায়।

'আপত্তি আছে। কারণটা যদিও তোমাকে বলবো না।'

'ভি মেয়েটা কিন্তু সুন্দরী।'

'বেশ্যা', উদাসীন ভঙ্গীতে বলে সোভিয়েত রাশিয়ার স্পাই মালিক।

'তবে ভবিষ্যতে কাজে আসবে।'

*　　*　　*

হারম্যান র‍্যাডনিজের এস্টেট ওবারমিটেন-এ প্রকাণ্ড হলের বাইরে পার্ক, বাগান ও বন। মুখোমুখি বসে আছে কাউণ্ট হ্যানস ভন গলজ ও লু সিল্ক।

কাউণ্ট হ্যানস ভন গলজ কোটিপতি ও আন্তর্জাতিক আততায়ী চক্রের প্রধান হারম্যান র‍্যাডনিজের ভাগ্নে।

ষোল বছর বয়সেই খুন ও বলাৎকারের চার্জে অভিজাত পরিবারের উত্তরাধিকারী কাউণ্ট হ্যানস ভন গলজের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারতো। যে অস্ট্রিয়ান হিচহাইকার ট্যুরিস্ট যুবতীকে পাশবিক অত্যাচারের পর সে নিজের হাতে গলা টিপে খুন করে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে তার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা খুঁজে পায় একজন গেমকীপার। লাশের পাশে ভন গলজের ঘড়িটাও সে পেয়েছিল। ভন গলজের সৌভাগ্য, ঠিক সেই সময় কোটিপতি হারম্যান র‍্যাডনিজ তার বোন অর্থাৎ ভন গলজের মায়ের বাড়িতে ছিল। ভন গলজের বাবা ভগ্নিপতির শরণাপন্ন হওয়ায় গেমকীপারকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে ও চীফ অফ পুলিশের পদোন্নতির সুযোগ করে দিয়ে ভাগ্নেকে বাঁচিয়ে দেয় হারম্যান র‍্যাডনিজ। পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমা বর্ষণে মারা যায় ভন গলজের বাবা—মা ও এস্টেটটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যুদ্ধের পর র‍্যাডনিজ ব্যাভেরিয়ার এস্টেট দেখা শোনার জন্যে ভন গলজকে ডাকে। খুবই আরামে ও স্বচ্ছলতায় দিন কাটাচ্ছে হারম্যান র‍্যাডনিজের ভাগ্নে। তবে প্রতিদানে তাকে মাঝে মাঝে পূর্ব বার্লিনে গিয়ে র‍্যাডনিজের জন্য রহস্যজনক কিছু প্যাকেট বা চিঠি আনতে হয়।

গত কালই চিঠি দিয়েছে র‍্যাডনিজ।

'গিলিয়ান শারম্যানের কাছ থেকে ফিল্ম তিনটে জোগাড় করতেই হবে। তারপর পেশাদার খুনী লু সিল্ক মেয়েটাকে ও তার বয়ফ্রেণ্ডকে খুন করবে।'

শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে ভন গলজ বলে, 'সিল্ক, কাজটা তোমার পক্ষে সহজ হয়ে গেল। ওরা এখানেই আসছে। একবার এলে আর বেরোতে পারবে না। আমি শুধু ফিল্ম তিনটে জোগাড় করব: তারপর তুমি ওদের খুন করবে।'

'ও, কে। কিন্তু ভন গলজ, ওরা যে তোমার এখানে আসছে, হোটেলের লোকেরা জেনে গেল। ওরা তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'সে তোমার ব্যাপার, সিল্ক। আমার কাজ ফিল্ম তিনটে জোগাড় করা।'

'রাইট, কিন্তু গারল্যাণ্ডকে সাবধান, লোকটা বিপজ্জনক।'
'হ্যাঁ, মামাও সাবধান করে দিয়েছেন।'

*   *   *

ওবারমিটেন নামের এস্টেটের চার পাশে কুড়ি ফিট উঁচু পাথরের দেওয়াল। ওপরে কাঁটাতারের বেড়া। লোহার গেটের দুপাশে কালো ধাতুর শীল্ডের মধ্যে সোনালী আখরে লেখা : 'এইচ. আর.'। একটু অবাক হয় গারল্যাণ্ড। ভন গলজ যদি মালিক হয়, 'এইচ. ভি. জি.' লেখা থাকা উচিত। এইচ, আর, কেন? সামনে ছুটে চলেছে মার্ক গারল্যাণ্ডের মার্সিডিজ। পেছনে টি. আর. ফোর গাড়ীতে পিয়েরে রোসল্যাণ্ড ও গিলিয়ান শ্যারম্যান। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ। বার্চ গাছের ঘন ছায়া। তারপর ঘাসের লন, ফোয়ারা, ড্যাফোডিল ও টিউলিপ ফুলের বাগান। ওপরে স্বচ্ছ নীল আকাশে হাল্কা সাদা মেঘ ভাসছে। দুর্গপ্রাকার, টেরাস, শ্বেতপাথরের স্ট্যাচু।

যে ঘরে লাঞ্চ খাওয়া হলো, সেখানে অন্ততঃ দুশো জন লোক ধরবে। ফুটম্যানদের পরণে সবুজ ও সোনালী রঙের ইউনিফর্ম। প্রথমে সাদা ক্যাভিয়ার আর ঠাণ্ডা ভদকা, তারপর ওয়াইন সসে ডোবানো বুনো হাঁসের মাংস, ১৯৪৯-এর ক্যারেট মদ, হট-হাউসে ফলানো স্ট্রবেরী আর শ্যাম্পেন। রুপোর কাঁটা-চামচ-প্লেটে ইনিশিয়্যালে লেখা : 'এইচ. আর।'......

গারল্যাণ্ড ॥ এইচ. আর. কে?

ভন গলজ ॥ আমার মামা হারম্যান র‍্যাডনিজ। তুমি তাঁকে চেনো।

গারল্যাণ্ড ॥ অফকোর্স। আমি একবার ওঁর সঙ্গে বিজনেস করেছি।

ভন গলজ ॥ মিস্টার গারল্যাণ্ড, বুঝতেই পেরেছ, তোমরা ফাঁদে পড়েছ।

গিলিয়ান শ্যারম্যান ॥ তার মানে?

গারল্যাণ্ড ॥ কাউন্টের মামা হারম্যান র‍্যাডনিজ পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে শয়তান লোকদের মধ্যে একজন। আসল নাম হেনরিখ কুনজলি। ওর অতীত ইতিহাস অনেকে জানে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী ও জাপানীদের সাবান, সার ও গান-পাউডার সাপ্লাই করে ও বড়লোক হয়েছে। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিহত লক্ষ লক্ষ ইহুদীর হাড়, চুল, চর্বি ও দাঁত ওর ইনডাস্ট্রিতে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঠিক বলছিতো, তাই না, কাউন্ট?

ভন গলজ ॥ ও সব পুরোনো ইতিহাস। মার্ক গারল্যাণ্ড, অন্যের ব্যাপারে এভাবে তোমার নাক গলানো এবার বন্ধ হবে।

গিলিয়ান ॥ ব্যাপারটা কি?

ভন গলজ ॥ বুঝিয়ে বলছি। তুমি তোমার বাবাকে ব্লাকমেল করছ। অর্থাৎ, তাঁকে তুমি—

'ভয় দেখাচ্ছো, তোমার তিনটে পর্ণোগ্রাফিক ব্লু-ফিল্ম তুমি হেনরী শ্যারম্যানের বিরোধী পক্ষের হাতে তুলে দেবে, যদি না উনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান। ওই ফিল্ম তিনটে আমার চাই।'

গিলি ॥ পাবে না। পিয়েরে চলো, এখান থেকে চলে যাই।

পিয়েরে রোসল্যাণ্ড ॥ সিট ডাউন অ্যাণ্ড শাট আপ, ইউ ফুল!

…হঠাৎ দরজা খুলে ছুটে যায় গিলি। ছ'টা ভারিক্কী চেহারার ইউনিফর্ম'পরা লোক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চাবি তালা লাগানো ভারী দরজার বল্টু নিয়ে সে বৃথাই নাড়াচাড়া করে। ড্রাইভ ওয়েতে লাল টি. আর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ছুটে যায় গিলি। সিঁড়ির নীচে প্রকাণ্ড দুটো কালো অ্যালসেসিয়ান কুকুর দাঁত মেলে দাঁড়িয়ে। ওরা ওপরে উঠে আসতেই ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে আসে গিলি। ভন গলজ হেসে ওঠে।

গিলি ॥ ফিল্মগুলো আমি দেব না। আমি পুলিশ ডাকব।

ভন গলজ ॥ কিভাবে ডাকবে?

গিলি ॥ গারল্যাণ্ড, তুমি না পুরুষ?

গারল্যাণ্ড ॥ চারটে টেক্কাই ভন গলজের হাতে। ফিল্মগুলো দিয়ে দাও।

গিলি ॥ রোসল্যাণ্ড কিন্তু কিছু বোলো না।

ভন গলজ ॥ আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের ওপর অত্যাচার করে ফিল্মগুলো আদায় করতে পারি। কিন্তু তা আমি চাই না। ঠাস করে চড় মারে গিলির গালে, তারপর বলে—এই বোকা মেয়েটা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝছে না বলে ওকে চড় মারতে বাধ্য হলাম। বলো, পিয়েরে রোসল্যাণ্ড, ব্লু-ফিল্মগুলো কোথায়?

রোসল্যাণ্ড ॥ প্যারীর ব্যাঙ্কে।

গিলি ॥ য়ু স্টিংকিং কাওয়ার্ড!

গারল্যাণ্ড ॥ প্লে ইট কুল, বেবী।

ভন গলজ ॥ মিস্টার রোসল্যাণ্ড, পত্রবাহকের হাতে তিনটে ফিল্ম দিতে ব্যাঙ্কে চিঠি লেখো। প্যারী থেকে আমার লোক ওগুলো নিয়ে ফিরলে তোমরা ছুটি পাবে। ইতিমধ্যে তোমরা বিলিয়ার্ড রুম ও সুইমিং পুল ব্যবহার করতে পার। তবে পালাবার চেষ্টা করোনা। আমার কুকুর দুটো হিংস্র ও বিপজ্জনক!

খোলা জানলা দিয়ে টেলিস্কোপিক রাইফেলের নিশানা পরীক্ষা করে দেখছে লু সিল্ক। একটা গালে দগদগে ক্ষতের দাগ।

ভন গলজ ॥ ওদের এখানেই খুন করবে?

সিল্ক ॥ ইয়া! লাসগুলো কোথায় পুঁতবো?

ভন গলজ ॥ জঙ্গলে রাবিশের একটা স্তূপে সব সময়ই অল্প অল্প আগুন জ্বলে। ওরই নীচে…কিভাবে মারবে?

সিল্ক ॥ লনে পাঠিয়ে দিও। খরগোসের মতো এক একটাকে গুলি করে মারব।

ভন গলজ ॥ গারল্যাণ্ডকে সাবধান!

সিল্ক ॥ ওকেই প্রথমে খুন করব।

ঘরটা সার্চ করা হয়েছে। দরজায় চাবি লাগিয়ে স্যুটকেস খোলে গারল্যাণ্ড। যে

সার্চ করেছে, সে এমেচার। ছোট্ট একটা স্প্রিং টানে গারল্যান্ড। স্যুটকেসের লাইনিং-এর আড়ালে ছোট্ট একটা ট্রে। অটোমেটিক পিস্তল, আট রাউন্ড গুলি, ক্ষুরের মতো ধারালো ডবল ব্লেড ছোরা এবং টিয়ার গ্যাস বম্ব। আলো নিভে আসছে। ঠান্ডা হাওয়া। হঠাৎ দরজা খুলে ছুটে আসে গিলি। ততোক্ষণে অস্ত্রগুলো রেখে পোশাক পরে নিয়েছে গারল্যান্ড।

"ওকে বাঁচাও," গিলি আর্তনাদ করে ওঠে, "পিয়েরে রোসল্যান্ড পালাবার চেষ্টা করছে।"

করিডরের দেয়াল থেকে মধ্যযুগীয় একটা কুঠার তুলে হাতে নিয়ে ছুটে চলেছে রোসল্যান্ড। দুর্গের ছাদ থেকে হঠাৎ সার্চ-লাইটের আলো জ্বলে ওঠে ···

* * *

একটু আগে।

দেয়ালের ওপরে আঁটা লোহার কাঁটাগুলোর দিকে নজর রেখে পকেট থেকে একটা নাইলনের দড়ি বার করছে রাশিয়ার সেরা স্পাই মালিক। দড়ির প্রান্তে রবারের হুক। দড়িটা ছুঁড়তেই হুকটা কাঁটায় গেঁথে যায়। পাথুরে দেয়াল বেয়ে দড়ি ধরে উঠতে থাকে মালিক। ওপরে হুক সমেত নাইলন খুলে নিয়ে সাবধানে কাঁটাতার ডিঙিয়ে দেয়ালের উল্টোদিকে শ্যাওলা ঢাকা সবুজ জমির ওপর লাফিয়ে পড়ে রাশিয়ান স্পাই। তার হাতে এখন সাইলেন্সার লাগানো মসার পিস্তল। ছায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে বনের পথ ধরে হেঁটে চলেছে সোভিয়েত এজেন্ট। তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পিস্তল হাতে নিয়ে দুর্গের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

এক ঘণ্টা পরে······

একটা লোক ব্যালকনির রেলিং ডিঙিয়ে নীচে পড়লো। দুর্গের মাথার ওপরে সার্চলাইট জ্বলে উঠলো······

* * *

অন্ধকার থেকে ছুটে এলো হিংস্র অ্যালসেসিয়ান কুকুর। সার্চ লাইটের আলো রোসল্যান্ডের হাতের কুঠারের ফলায় ঝলসে উঠল। কুঠার কুকুরের মাথায় লাগল। মাথাটা চুরচুর হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় কুকুরটা ছুটে আসছে। কুঠার আবার দুলে উঠল। পা ভাঙা কুকুর তীব্র আর্তনাদ করে মাটিতে গড়াচ্ছে। রক্তাক্ত কুঠার হাতে ছুটছে রোসল্যান্ড! সার্চ লাইটের আলো তাকে অনুসরণ করছে।

ব্যালকনির ওপরে দাঁড়িয়ে লু সিল্ক রাইফেলের নল নামায়। গুলির শব্দের সঙ্গে হাওয়ায় উড়ে গেল রোসল্যান্ডের শরীর। গুলি তার মাথা ফুঁড়ে গেছে!

জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছে মার্ক গারল্যান্ড ও গিলিয়ান—

দুর্গের বাইরে গাছের আড়াল থেকে দেখছে মালিক—

পিয়েরে রোসল্যান্ডের মৃত দেহ ধরাধরি করে দুর্গের ভেতর নিয়ে যাচ্ছে দুটো লোক।

* * *

ততোক্ষণে গিলির হাত ধরে অন্ধকার করিডর ও সিঁড়ি বেয়ে ছুটছে মার্ক

গারল্যাণ্ড। চারতলার একটা ভারী আসবাব ভর্তি অন্ধকার বড় ঘরে ওরা লুকোয়ঃ তারপর আরও ভেতরের দিকে একটা ছোট্ট ঘর।

মাইক্রোফোনে ভন গলজের কণ্ঠস্বর ঃ

'মার্ক গারল্যাণ্ড এবং গিলিয়ান শ্যারম্যান, তোমরা দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছ, আমরা জানি। কিন্তু দেওয়াল ডিঙোবার চেষ্টা করো না। কাঁটাতারে এখন বিদ্যুত প্রবাহ চালু করা হয়েছে। ফিরে এসো।'

'রিল্যাক্স, গিলি!'

ফিসফিস করে বলে মার্ক গারল্যাণ্ড।

'ওরা ভাবছে, আমরা দুর্গ ছেড়ে বনের মধ্যে পালিয়েছি। তুমি কথা দিয়েছ যে তুমি আর এই 'ব্যান ওয়্যার' নামের যুদ্ধ বিরোধী সংগঠনে মাথা গলাবে না, কোন ব্লু-ফিল্মের হিরোয়িন হবে না এবং তোমার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করবে না। তাই আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। ওই ব্লু-ফিল্ম তিনটে আমার চাই। ও তিনটে নিতে পারলে তোমার বাবা বা ডোরি আমাকে আরও দশ হাজার ডলার দেবে।'

* * *

শটগান ও ফ্ল্যাশলাইট হাতে এক দঙ্গল লোক বনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে গাছের ডালে উঠে বসে সোভিয়েত স্পাই মালিক। সঙ্গী লিনজকে সে প্যারীগামী ভন গলজের গাড়িতে ভন গলজের যে অনুচর ব্যাঙ্ক থেকে ব্লু-ফিল্ম আনতে যাচ্ছে, তাকে ফলো করতে পাঠিয়েছে। এখন সে একা।

নীচে ভন গলজ তার কোন ভৃত্যের সঙ্গে কথা বলছে।

ভন গলজ ॥ ওয়েল।

ভৃত্য ॥ অসম্ভব, এক্সেলেন্সী, অন্ধকারে ওদের খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। বরং আমরা না হয় কাল সকালে······

···ডাইনিং হলে সিঙ্কের মুখোমুখি ভন গলজ।

সিল্ক। এমনও তো হতে পারে, গারল্যাণ্ড ও গিলি দুর্গের ভেতরেই লুকিয়ে আছে?

ভন গলজ ॥ অসম্ভব···বেশ, তুমি যখন বলছ, সার্চ করে দেখি।

ভৃত্য ॥ ইওর এক্সেলেন্সী, ওপরের তলাগুলোয়তো বৈদ্যুতিক আলো নেই। টর্চের আলোয়···তার চেয়ে বরং দিনের বেলা সব জানলা খুলে···

সিল্ক ॥ ঠিক আছে। তবে রাতে সিঁড়ির মুখে পাহারা থাকবে। সকালে ওপরের তলাগুলো সার্চ করা হবে।

* * *

ইতিমধ্যে দুর্গের ওপরতলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে গারল্যাণ্ড ও গিলিয়ান শ্যারম্যান। দরজা থেকে উঁকি দিয়ে গারল্যাণ্ড দেখে, নীচে সিঁড়ির মুখে ইউনিফর্মপরা প্রহরী বসে আছে। তার হাঁটুর ওপরে একটা শটগান।

পর্দাটা ছিঁড়ে পর্দা টাঙানোর ভারী কর্ড বেঁধে বেঁধে প্রায় আট মিটার লম্বা দড়ি তৈরী করে জানলা দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় মার্ক গারল্যান্ড। পাশের একটা ঘরের ভেতরে চারপাশে ইতালি, জার্মানী ও ইংল্যান্ড থেকে সংগৃহীত বর্ম ও শিরস্ত্রাণ। এরই মধ্যে ঢুকে পড়ে গিলি ও মার্ক গারল্যান্ড।

* * *

সিয়া এজেন্ট মার্ক গারল্যান্ড জানলা থেকে দড়ি ঝোলাচ্ছে, দুর্গের বাইরে গাছের ডালে বসে দেখে সোভিয়েত স্পাই মালিক। দুজন দুই শত্রু পক্ষের সেরা এজেন্ট হলেও গারল্যান্ড সম্বন্ধে দৈত্যাকার বিশালাকায় মালিকের মনে একটা নরম কোণ আছে। একবার, যখন ইচ্ছে করলেই মালিককে গুলি করে খতম করতে পারত মার্ক গারল্যান্ড, কিন্তু মালিককে তার বন্দুক ফিরিয়ে দেয় এবং যে মেয়েটা মালিককে খুন করতে চাইছিল, তাকে বলে, 'মালিককে খুন করার কথা ভুলে যাও, বেবী। আমরা দুজনেই পেশাদার, একই নোংরা ব্যবসায় নেমেছি। এমন একটা সময় আসে যখন ওপরতলায় বসে যে এমেচার অপদার্থগুলো আমাদের পুতুল নাচে নাচায়, তাদের আমরা ভুলতে পারি…'

মালিক জানে, মার্ক গারল্যান্ডকে ওরকম অসহায় অবস্থায় ফাঁদে ফেলতে পারলে সে কখনও অতোটা উদারতা দেখাতে পারত না। হ্যাঁ গারল্যান্ড ঠিকই বলেছিল। সার্গেই কোভস্কির মতো অপদার্থ এমেচাররা অফিসে বসে যে অর্ডার দেয়, মালিকের মতো ধুরন্ধর পেশাদার স্পাইকে তাই মানতে হয়।

উপকারীর প্রত্যুপকার করতে জানে মালিক। একদিন তার জীবন বাঁচিয়েছে গারল্যান্ড। আজ গারল্যান্ড ও ওই মেয়েটা অসহায়, মরতে চলেছে। ওঁদের বাঁচাবে মালিক। হাতে মসার পিস্তল, টেরাসের সিঁড়ি বেয়ে উঠে ব্যালকনির রেলিং ধরে ভল্ট খেয়ে দেয়ালের ড্রাগন মূর্তিতে পা রেখে দড়িটা ধরে ধরে ওপরে ওঠে শক্তিধর অ্যাথলীট মালিক। অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে ইংরাজীতে বলে, 'গারল্যান্ড, আমি মালিক।'

সাড়া না পেয়ে ও বোঝে, এ-ঘরে নেই গারল্যান্ড…পা টিপে টিপে ও ব্যাংকুয়েট হলের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

* * *

পাহাড়ের পেছনে সূর্য ওঠে। জানলা থেকে ঝোলানো দড়িটা দেখতে পায় ভন গলজের অনুচররা। লু সিস্কের একটা মাত্র ভালো চোখ তীক্ষ্ন শীতল চাউনি।

ভন গলজ। সিস্ক, তুমি ঠিকই বলেছিলে। কাল রাতে ওরা এখানে ছিল। দড়ি বেয়ে বনে পালিয়েছে।

লু সিস্ক। ভন গলজ, তোমার সমস্ত অনুচরদের বলো, সবাই বনে গিয়ে ওদের খুঁজুক। একজনও যেন দুর্গে না থাকে।

ভন গলজ। কেন? তুমি কি বলতে চাইছ?

লু সিস্ক। আমার ধারণা ওরা এখানেই আছে এবং সবাই চলে গেছে দেখলেই ওরা পালাবার চেষ্টা করবে। তুমিও তোমার অনুচরদের সঙ্গে যাও। এখন এই দুর্গে

আমি একা থাকব।

* * *

ব্যাংকুয়েট হলের দরজা আস্তে আস্তে খুলছে। গিলি টের পায়নি। কিন্তু গারল্যাণ্ড সজাগ।

'গারল্যাণ্ড আমি মালিক।'

'ডোণ্ট মুভ। আমার পিস্তল আছে।'

'ওটা দরকার হবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় গারল্যাণ্ড দেখে, হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে মালিক।

'ইয়েস, গারল্যাণ্ড, তোমার কাছে আমি ঋণী। আজ ঋণ শোধ করার সুযোগ দাও।'

পিস্তল পকেটে রেখে মালিকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে গারল্যাণ্ড।

'অনেক দিন হলো···তোমার কথা মনে পড়তো আমারও। যখন আমরা পরস্পরের বিরুধে লড়তাম, জীবনে রোমাঞ্চ ছিল। শেষবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আর জীবনে কোন আনন্দ পাইনি।'

'গিলি, আমার পুরোনো শত্রু সোভিয়েত ইনটেলিজেন্সের বিখ্যাত ও কুখ্যাত স্পাই মালিক। মালিক, গিলি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ভাবী প্রেসিডেণ্ট হেনরী শ্যারম্যানের মেয়ে গিলিয়ান।'

'চিনি। সিগারেট খাও। ব্লু-ফিল্ম সংক্রান্ত সব ব্যাপারই আমি জানি। চলো না, পালানো যাক। আমার পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো আছে। গেটে তিনটে মোটে লোক। কাঁটাতারে কারেণ্ট চালানোর সুইচ কোথায়, তাও আমি জানি। ভন গলজের যে মেসেনজার ব্যাঙ্ক থেকে রোসল্যাণ্ডের তোলা ব্লু-ফিল্ম তিনটে আনতে গেছে সে কাল ছ'টার আগে ফিরবে না।'

'ব্লু-ফিল্ম তিনটে শ্যারম্যানকে ফেরৎ দিলে আমি দশ হাজার ডলার পাবো। সুতরাং আমি অপেক্ষা করবো।'

'গারল্যাণ্ড, তুমি টাকার ব্যাপারটায় বড্ড বেশী গুরুত্ব দাও।'

'তুমি?'

'আমার দেশের স্পাই খুব কম টাকা পায়। তাই টাকার মূল্য বোঝার সুযোগ আমরা পাই না। গারল্যাণ্ড, তুমি ও গিলি ঘুমোও আমি পাহারা দিচ্ছি।'

* * *

সকাল হলো। ভন গলজ তার সমস্ত লোকজন নিয়ে জঙ্গলের ভেতরে গিলিয়ান ও গারল্যাণ্ডকে খুঁজতে বের হলো।

একটা পা অন্য পায়ের ওপরে, কোলে টেলিস্কোপিক রাইফেল, একটা চোখ কাচের, অন্য চোখ আধখোলা দরজার দিকে—পেশাদার আততায়ী লু সিল্ক অপেক্ষা করছে। তার কান খাড়া। যদিও ভন গলজ বলেছে, গারল্যাণ্ডের কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই, দুর্গের দেয়ালে তরোয়াল, ছোরা, কুঠার ইত্যাদি অনেক সাবেকী ধরনের অস্ত্র আছে।

তিনঘণ্টা সময় কেটে গেছে। হলের দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। টারেটের ওপরে বনের দিকে চোখ রেখে লুকিয়ে আছে গিলি।

গারল্যাণ্ড সিঁড়ির মুখের কাছে লুকিয়ে আছে।

করিডর বেয়ে পা টিপে টিপে হেঁটে গিয়ে আস্তে আস্তে একটা দরজা খুলে ব্যালকনির মুখোমুখি একটা ঘরের ভেতরে ঢোকে মালিক। অসীম ধৈর্য, অনেকটা সময় নিয়ে সে নিঃশব্দে জানলা খুলে ব্যালকনির ওপর শুয়ে পড়ে।

হাতের পিস্তলের বাঁটটা দিয়ে খুব আস্তে আস্তে রেলিং-এ ঠোকে মালিক।

ট্যাপ ট্যাপ!

সচকিত লু সিল্ক প্রথমে ভাবে কাঠঠোকরা জাতীয় কোন পাখি গাছের ডালে ঠোঁট ঠুকছে। কিন্তু শব্দটা কেমন যেন ধাতব কোন কিছু ঠোকার শব্দ। শব্দ বাইরে থেকে আসছে। খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর বাইরে উঁকি দেয় লু সিল্ক।

অমনি শব্দ থেমে যায়। আবার চেয়ারে এসে বসে লু সিল্ক।

ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ! ! !

রেলিং-এ পিস্তলের বাঁট ঠুকতে থাকে মালিক। সন্ত্রস্ত লু সিল্ক রাইফেল হাতে টেরাসে এসে দাঁড়ায়। জোরে দুবার রেলিং-এ পিস্তল ঠুকে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে যায় ধুরন্ধর মালিক।

রেলিং-এ দুবার জোরে পিস্তলের বাঁট ঠোকার শব্দ শুনেই বুদ্ধিমান মার্ক গারল্যাণ্ড নিঃশব্দে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় পৌঁছায়। লু সিল্কের ঘর, আধ খোলা দরজা ও শূন্য চেয়ার লহমার মধ্যে দেখে নিয়ে মার্ক গারল্যাণ্ড করিডরে লুকিয়ে পড়ে।

সিল্ক ওপরের ব্যালকনিগুলোর দিকে তাকায়। কোথাও সন্দেহজনক কিছু নেই। টানটান স্নায়ু রোগের চোটে অসাবধান হয়ে যায় পেশাদার খুনী সিল্ক।

ব্যালকনিগুলো ভাল করে দেখবে বলে টেরাসে এসে দাঁড়ায় সিল্ক।

হাসতে হাসতে পিস্তল তোলে মালিক। কিন্তু ব্যালকনির রেলিংগুলোর জন্যে দৃষ্টি অবরুদ্ধ—এ-অবস্থায় নিশানা ঠিক রাখা শক্ত।

পিস্তল না দেখতে পেলেও কিছু একটা নড়ছে দেখেই ফায়ার করেছে সিল্ক। মালিকের মাথার নীচে কংক্রীটে বেঁধে গুলি। কংক্রীটের একটা টুকরো মালিকের নাকে লাগে। সে চমকে পিছিয়ে যায়। শত্রু কোথায় আছে বুঝতে পেরে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সিল্ক।

ভন গলজ বলেছে, গারল্যাণ্ডের কাছে পিস্তল নেই। লোকটা চার তলায় আছে। সুতরাং এতটুকু ইতস্তত না করে সিঁড়ি বেয়ে দুমদাম লাফিয়ে উঠছিল সিল্ক। ওকে আসতে দেখেই গারল্যাণ্ড করিডর থেকে একটা ঘরে ঢুকে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে পড়ে তার পায়ের গোড়ালী ধরে টান মারে। পিস্তল সিল্কের হাত থেকে হাওয়ায় ছুটে যায়। ডিগবাজী খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উল্টে পড়ে সিল্ক। শাঁ করে ঘুরে সিল্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গারল্যাণ্ড।

ক্লাইং ট্যাকল। গারল্যাণ্ডের নীচে সিল্ক। প্রচণ্ড আওয়াজে দেয়ালের অস্ত্রগুলো পর্যন্ত ঝনঝন করে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য গায়ের জোর সিল্কের। গারল্যাণ্ডকে ছাড়িয়ে মেঝেতে গড়িয়ে যাচ্ছে সিল্ক। সিল্ক ওঠার আগেই গারল্যাণ্ডের ডান হাতের ক্যারাট চপ সিল্কের ঘাড়ে লাগে। স্ম্যাশ! গলা মোমবাতির মতো নিভে যায় সিল্ক। ততোক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নামছে মালিক। তার নাকে রক্ত।

'চোট লেগেছে?'

'ও কিছু না। এই মালটা কে?'

'হারম্যান র‍্যাডনিজের এজেণ্ট। নাম জানি না। কি বিচ্ছিরি দেখতে।'

পর্দার কর্ড দিয়ে হাত-পা বেঁধে সিল্কের অচেতন দেহটা একটা বিছানার ওপর তুলে দেয় মালিক ও গারল্যাণ্ড।

দশ মিনিট পরে মার্সিডিজ-২০০ গাড়িতে ওঠে মালিক ও গারল্যাণ্ড।

গিলি ড্রাইভ করে। গেট থেকে বেশ কিছুটা দূরে গাড়ি থামিয়ে গারল্যাণ্ড গিলিকে বলে: 'বেবী, এখানে অপেক্ষা কর। আমার হুইসল শুনলে গাড়ি স্টার্ট দেবে।'

লজের তিনটে প্রহরী তারিয়ে তারিয়ে সরষের সস দিয়ে সসেজ খাচ্ছিল।

লাথি মেরে দরজা খোলে গারল্যাণ্ড। তার হাতের উদ্যত পিস্তল দেখে আঁতকে ওঠে ওরা। ততোক্ষণে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে মালিক। তারও হাতে পিস্তল। হিংস্র দুটো সবুজ চোখ জ্বলছে।

'ইলেকট্রিক বেড়ার কারেণ্ট অফ করো।'

আতঙ্কিত হেড গার্ড দেয়ালের সুইচ টেপে। প্রত্যেকটা লোককে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলে মালিক ও গারল্যাণ্ড।

মালিক ছুটে গিয়ে গেট খোলে। গারল্যাণ্ডের শিস শুনে ছুটে আসে গিলি।

গিলির টি. আর. গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। মার্সিডিজের পেছনে বসে মালিক বলে: 'ভন গলজের যে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্যারীর ব্যাংক থেকে ব্লু-ফিল্ম আনতে গেছে, সে তোমাদের চিনে ফেলতে পারে। ওকে খতম করার কাজটা আমাকে দাও।'

প্যারী ফেরৎ প্লেন থামতে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সেফটিবেল্ট খোলে ফ্রিজ। ভন গলজের তরফে সে প্যারীর ব্যাংক থেকে পিয়েরে রোসল্যাণ্ডের তোলা গিলিয়ান শ্যারম্যানের ব্লু-ফিল্ম আনতে গিয়েছিল। সেদিন ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে প্যারীর নৈশজীবনের অভিজ্ঞতা উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছে। এখন এস্টেটে ফিরতে তার ভাল লাগছে না। সে কাস্টমস ব্যারিয়ার পেরোতেই মাথায় রুপোলী চুল দৈত্যাকার একটা পুরুষ এগিয়ে এসে বলে, 'তোমার নাম?'

'ফ্রিজ কার্স্ট, স্যার।'

'গুড। কাউন্ট আমাকে পাঠিয়েছেন।'

কাউন্টের গাড়ি চালাচ্ছে মালিক। তাই তেমন কিছু সন্দেহ করে না কার্স্ট। তবু একবার গাড়িতে উঠে বলতে গিয়েছিল। 'এক্সকিউজ মী স্যার……'

'গাড়ি চালানোর সময় কথা বোলো না,' মালিক ধমক দেয়।'

হাইওয়ে ছেড়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে বাঁদিকে ঘুরে গাড়ি থামে।

টি· আর· ফোর গাড়িটা পেছনেই থামে। কার্স্ট, গারল্যান্ড ও গিলিয়ানকে দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে।

'ব্যাংক থেকে আনা প্যাকেটটা দাও', মালিক হুকুম দেয়। কার্স্ট একটু ইতস্তত করে মালিকের হাতে প্যাকেটা তুলে দেয়।

মালিককে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না গারল্যান্ড। তার হাতে পিস্তল দেখে মালিক বলে, 'তুমি আমারই মতো····· কাউকে বিশ্বাস করো না।'

'অভ্যাসের দোষ', কথাটা বলে লজ্জিত গারল্যান্ড পিস্তল পকেটে রাখে।

'মার্ক, ফিল্মগুলো আমাকে ফিরিয়ে দাও, ওগুলো বাবা দেখলে লজ্জায় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে,' গিলি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মেয়েটা অনেক বদলে গেছে দেখে প্যাকেটটা টি· আর· ফোর গাড়ির ভেতরে রাখে মার্ক, গিলির স্যুটকেসটা টি· আর· ফোরে তুলে দিয়ে সে মার্সিডিজে ফিরে আসে।

'গারল্যান্ড, মেয়েটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ব্লু-ফিল্মের প্যাকেট নিয়ে চলে যাচ্ছে। তুমি ওগুলো ডোরিকে দিলে টাকা পেতে,' মালিক মনে করিয়ে দেয়।

গারল্যান্ড কিছু বলে না। ব্রিজের হাত-পা বেঁধে ওকে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয় মালিক। বিদায় নেবার সময় সে বলে, 'আমি সব সময় দেশের স্বার্থ দেখেছি, নিজের কথা কখনও ভাবিনি। কিন্তু আজ আমি বুঝেছি, তোমার কথাই ঠিক। আমি কোভস্কিকে গিয়ে বলব, গিলিয়ান শ্যারম্যান তার ব্লু-ফিল্ম পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর মস্কোতে আমার ও কোভস্কির কথোপকথনের একটা টেপরেকর্ড পাঠাব। মস্কো বুঝবে, এতো ঝামেলা না করে নির্বোধ কোভস্কি যদি আমার কথা মতো মার্কিন এয়ারপোর্ট-পুলিশকে জানাত যে হেনরী শ্যারম্যান জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করছে, ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে পারত না। কোভস্কির বারোটা বাজবে, আমার পদোন্নতি হবে। এরপর কিন্তু ফিল্ডে আবার দেখা হলে আমি তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে বাধ্য হব। গুড—বাই!'

* * *

গারল্যান্ড॥ ডোরি, মেয়েটা বদলে গেছে। সে ব্লু-ফিল্মগুলো পুড়িয়ে ফেলবে। বাবাকে আর ব্ল্যাকমেল করবে না। হেনরী শ্যারম্যান তার নিজের মেয়েকে খুন করার জন্যে হারম্যান র‍্যাডনিজকে কাজে লাগিয়েছিল।

ডোরি॥ বিশ্বাস করা শক্ত। গারল্যান্ড, ট্যানজিয়ার্সে আমাদের একটা কাজ আছে। অ্যাকশন, সেক্স। তুমি করবে? এবার কিন্তু কম টাকা পাবে।

গারল্যান্ড॥ না, দশ হাজার ডলারের কম ফিতে আমি কাজ করি না।·········মারিতো গন্ডার, লুটিতো ভান্ডার—এই হলো আমার জীবনের মূল মন্ত্র।

সিয়া এক স্পাই চক্র

এডওয়ার্ড এস. আরনস

ফ্ল্যাট থেকে বের হবার আগে প্রত্যেকটা জানলায় লাগানো সূক্ষ্ম তন্তুগুলো পরীক্ষা করে দেখে স্পাই স্যাম ডুরেল। কফি গুঁড়ো করার মেশিনে লুকোনো টেপ রেকর্ডারটাও অন করে দেয়। দরজায় চাবি লাগানোর সময় সে চাবিটা আধবার বেশী ঘোরালো। সঙ্গে সঙ্গে 'কে' সেকশনের হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে তালার কনেকটিং সারকিট চালু হয়ে যায়। স্যাম ডুরেলের অনুপস্থিতিতে কেউ তার ঘরে ঢুকলে 'কে' সেকশনের ২০ নং অ্যানাপোলিস স্ট্রীটের হেড কোয়ার্টারে অ্যালার্ম সিগন্যাল বেজে উঠবে।

বাইরে এপ্রিলের রোদ উজ্জ্বল সকালে ইট রঙ লাল বাড়ির সামনে ছোট্ট রাস্তাটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শুধু দুদিন আগে রাস্তার বাঁকের কাছে যে নীল বুইক কনভার্টিবল্ গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, আজও সেটা দাঁড়িয়ে আছে। এই দুদিনে রোজ তিনবার গাড়িতে অপেক্ষমান লোকগুলোর শিফ্ট ডিউটি বদল হয়েছে। ওরা স্যাম ডুরেলের ওপর নজর রাখছে।

পিকিং ও মস্কোর এস্পিয়নেজ হেড কোয়ার্টারে ডুরেলের নাম-লেখা ফাইলে লাল দাগ আছে। ওরা মার্কিন স্পাই ডুরেলের মৃত্যু চায়।

দুপুর একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। ওয়াশিংটন শহরের রক্-ক্রীক্ পার্ক। জেনারেল ডিকিনসন ম্যাকফী কাঠবিড়ালীদের খাওয়াতে খাওয়াতে মুখ তুলে বললেন: 'তোমার আধমিনিট দেরী হয়েছে।'

'ওরা এখনও আমার দিকে নজর রাখছে।'

'ওরা কে জানো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

গত পনেরো বছর ধরে জেনারেল ম্যাকফীর নির্দেশ মতো কাজ করছে স্যাম ডুরেল। অথচ সি. আই. এ.-র 'কে' সেকশনের ফিল্ড-চীফদের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাকফী কোথায় থাকেন, তিনি বিবাহিত না অবিবাহিত—কিছুই বলতে পারবে না ডুরেল। তবে জেনারেলের কালো ওয়াকিং স্টিকটাকে সে চেনে এবং ভয় করে। ওটা ছোটখাট একটা অস্ত্রাগার। ওই ছড়িটার মধ্যে আছে বিশেষ ধরনের বন্দুক, ছোরা এবং ফসফরাস বোমা। ছোরাটার ডগাটা বিষাক্ত। হাতল দিয়ে মারলে লোকের মাথা গুঁড়িয়ে যাবে। ম্যাকফীকে ছড়িটা কখনও ব্যবহার করতে দেখেনি স্যাম ডুরেল।

তবে ওয়াকিং স্টিক ছাড়া লোকটা কোথাও যায় না এবং জেনারেলের হাতে ওটা দেখলেই ডুরেলের স্নায়ুতে কাঁপন ধরে।

"কোটিপতি ক্লিফটন সি. বি. রিডল তার চুরি যাওয়া পেণ্টিংটা ফেরৎ পাওয়ার জন্যে তোমার সাহায্য চাইছে। তোমার বান্ধবী দেইদ্রের বন্ধুদের একজন রিডলের মেয়ে লিন্ডা। লিন্ডাই নাকি একসময় তার বাবার কাছে তোমার কথা বলেছিল। তোমার সাহায্য পাওয়ার জন্যে কোটিপতি রিডল বিভিন্ন সিনেটর, কংগ্রেস-সদস্য, প্রেসিডেণ্টের সেক্রেটারী ও সৈন্যাধক্ষ্যদের মাধ্যমে ন্যাশানাল সিকিউরিটি এজেন্সির ওপর চাপ দিচ্ছে। ও তোমাকে মোটা টাকা ফী দেবে।"

"আপনার ওপর চাপ আসছে বলে দুঃখিত স্যার। কিন্তু কোটি ডলার দিলেও আমাকে কেনা যাবে না। ওই বেজন্মা রিডলের হয়ে কাজ করার চাইতে আমি সেকশন 'কে' থেকে পদত্যাগ করবো।"

"তুমি পদত্যাগ করতে পারো না," খুব আস্তে বললো জেনারেল ম্যাকফী। "তুমি রাষ্ট্রের অনেক গোপন কথা জানো। তোমাকে আমরা অসামরিক জীবনে ফিরে যেতে দিতে পারি না।"

"আপনাদের এমন কোন এজেণ্ট নেই, যে আমাকে খতম করতে পারে।"

"কারো দরকার হবে না। দ্যাখো স্যামুয়েল, এই মুহূর্তে আমার হাতের ছড়ির ডগাটা তোমার জুতো ছুঁয়ে আছে। আমি একটু চাপ দিলে বিষাক্ত ধারালো ডগাটা তোমার জুতো ফুঁড়ে···লোকে বলবে হার্টফেল করে মারা গেছে স্যাম ডুরেল। স্যামুয়েল, তুমি আমাদের সেরা এজেণ্ট, আমি চাই না······"

"স্যার, আপনি এখুনি এখানেই নিজের হাতে আমাকে খুন করবেন?"

"হ্যাঁ। যদি তুমি ক্লিফটন রিডলের হারানো পেণ্টিং খুঁজে বার করার কাজটা না নাও।"

ওয়াকিং স্টিকের বিষাক্ত সূচালো ডগায় আর একটু চাপ পড়লে এই এপ্রিলের সকাল, পল্লবে ভরা গাছের সারি, স্ফটিকের মতো আকাশে মেঘ—এই সব ফুরিয়ে যাবে।

"বেশ, আমি রাজি," আহত কণ্ঠে বলে ওঠে ডুরেল।

* * *

২০ নম্বর অ্যানাপোলিস স্ট্রীট। সেকশন 'কে'র হেড কোয়ার্টার। ছোট্ট ঘরের হলুদ দেয়াল, একটা মোটে দরজা, জানলা নেই। ভেতরে ইস্পাতের খাটের ওপরে শুয়ে আছে এক মার্কিন তরুণ। আলো তার মুখে এসে পড়েছে। পাশে ডেস্কের ওপরে একটা টেপ রেকর্ডার। অন্য ঘরে বসে আয়নার ভেতর দিয়ে ওকে দেখছে ম্যাকফী ও ডুরেল।

'ওর নাম ডেনিস ডিকিন। ক্যাল-টেক্ ও এম. আই. টি-র ডিগ্রীধারী তরুণ বিজ্ঞানী। নাসায় চাকরী করতো, পরে ক্লিফটন সি. বি. রিডলের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবোরেটরীতে চাকরী নেয়। দেখতে এমন কিছু নয়, কিন্তু আই. কিউ. কতো জানো? একশো আটষট্টি। নাসায় ও 'নিউট্রিনো' নিয়ে রিসার্চ করছিল।

'নিউট্রিনো' কি বোঝো ? এক ধরনের প্রায় অস্তিত্বহীন সাব-অ্যাটমিক পদার্থ কণা, যার পদার্থকে ভেদ করার ক্ষমতা বিস্ময়কর। ভাবতে পারো, নিউট্রিনো নামের পদার্থ কণা অবিকৃত অবস্থায় আলোর সমান গতিতে যে কোন পদার্থ ভেদ করে যেতে পারে ? ডেনিস ডিকিন মহাজাগতিক রশ্মির ক্ষীয়মান অণু থেকে এই প্রায় অস্তিত্বহীন অণুকণাকে পৃথক করে নিউট্রিনো সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে নেভাদায় চুণ-পাথরের বিশেষ ধরনের গুহা ও সুড়ঙ্গ তৈরী করেছিল। প্রধান সমস্যা ছিল নিউট্রিনো চেম্বারকে মহাকাশের মহাজাগতিক অন্যান্য পদার্থ কণার আঘাত থেকে রক্ষা করা। নিউট্রিনো সম্বন্ধে গবেষণার লক্ষ্য কি, জানো ডুরেল ? মহা-জাগতিক শক্তিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের এমন একটি পথ খুঁজে পাওয়া, যার ফলে স্টীম-ইঞ্জিনের যুগে গরুর গাড়ির যা অবস্থা হয়েছে, আগামী দিনে পারমাণবিক বোমার সেই অবস্থাই হবে। এই তরুণ বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন যখন নিউট্রিনো নিয়ে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে রিসার্চ করছে, তখনই টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে নিজের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাবোরেটরীতে সরিয়ে নিয়ে যায় কোটিপতি ক্লিফটন রিডল—'

'ডেনিসকে কী ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে ?' জেনারেলের কথার স্রোত থামিয়ে দেয় ডুরেল।

'ইউ এইচ ব্রি হেভী'

'লোকটা সব বলেছে ?'

'হ্যাঁ। এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলে কোটিপতি রিডলের ঘরে ফিরে যাবে ডেনিস ডিকিন। এখানকার কথা কিছুই ওর স্মৃতিতে থাকবে না। স্যামুয়েল, এবার তুমি পৃথিবীর সব থেকে ধনী চারজন লোকের নাম বলো।'

'প্রথম, ক্লিফটন রিডল, আমেরিকান। দ্বিতীয়, উলরিখ হ্যানস ভন্ গলজ, পশ্চিম জার্মানী। তৃতীয় ইউসুফ হাদাদ ফজিল, তুরস্ক এবং চতুর্থজন হলো হ্যান ফেই উ, সিংগাপুর ও হংকং।

'ঠিক বলেছো। ওরা ফ্লোরিডায় রিডলের এস্টেট থেকে আসছে। প্রশ্ন হল, কেন আসছে ওরা ?'

'কেন ?'

'ডেনিসও রিডলের সঙ্গে ওখানে যাবে। আরও একটা কথা জেনে রাখো। ওদের প্রত্যেকেরই একটি করে মেয়ে এবং চার কোটিপতির চার মেয়েও সান মিরাবেলে আসছে। ক্লিফটন রিডল চায়, তুমিও ওখানে যাও।'

'চুরি যাওয়া অয়েল পেন্টিং পুনরুদ্ধারের জন্যে ?' বিরক্ত গলায় বলে স্যাম ডুরেল।

'স্যামুয়েল, ওটা সাধারণ কোন শিল্প কর্ম নয়। ওটা কে চুরি করেছে বলতে পারো ?'

'আন্দাজ করতে পারি। কোটিপতি ক্লিফটন রিডলের মেয়ে লিনডা ডেনিস ডিকিনের সাহায্য নিয়ে ওটা চুরি করেছে।'

'ঠিক বলেছো '

*   *   *

বিকেল চারটে।

যে বাড়িতে ডুরেলের ফ্ল্যাট, তার সামনের রাস্তার কোণে সেই ব্যুইক গাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে মেঘ। এক্ষুণি বৃষ্টি নামবে।

ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা। ডুরেল গাড়ির দরজায় হাত দিতেই গাড়ির ভেতরে একটা লোক পকেটে হাত দিয়ে পিস্তল বার করতে চেষ্টা করে।

'রিল্যাক্স। আমাকে মিস্টার রিডলের কাছে নিয়ে চলো!'

হোটেলের সবচেয়ে উঁচু তলার ঘর। ক্লিফটন সি. বি. রিডলের ভারী পাথুরে মুখে জিঘাংসার ক্ষীণ ইঙ্গিত। লোকটা জাতে টেক্সান, যৌবনে খুনের মামলার আসামী ছিল, ছাড়া পেয়েছে। এখন ও অনেকগুলো তেলের খনি ও জাহাজ কোম্পানীর মালিক। ভারী চোয়াল, পাথরের মতো চোখ, মাংসল হাত।

'মিস্টার ডুরেল, দু হপ্তা আগে হ্যারী নামের এক ভবঘুরে আর্টিস্টের আঁকা একটি পেন্টিং আমি সানফ্রানসিস্কো শহরে একশো ডলারের বদলে কিনি। আধুনিক, বর্ণাঢ্য, পপ্ পেন্টিং। নগ্ন রমণীর ছবি। তবে দেখলে তা মনে হবে না। ক্যানভাসের মাপ তিন ফিট বাই পাঁচফিট। পেন্টিংটার টাইটল 'দ্য নিউক্লীয়ার ন্যুড।' ফ্রেম থেকে কেটে ছবিটা কেউ চুরি করেছে। আমার মেয়ে লিনডা আমাকে পছন্দ করে না, সে সানফ্রানসিস্কোয় পালিয়ে গিয়ে হিপীদের সঙ্গে মিশছে। তারই সূত্রে আমার সঙ্গে হিপী আর্টিস্ট হ্যারীর পরিচয় হলো। আমার ধারণা, হ্যারীই লিনডার সাহায্য নিয়ে তার নিজের আঁকা পেন্টিংটা চুরি করিয়ে আমার ওপর চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে চায়। কারণ পেন্টিংটা আমার পছন্দ আর ওটা আমি যে-কোন মূল্যে ফেরৎ পেতে চাই। তার জন্যে যদি কাউকে খুন করতে হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

'মাত্র একশো ডলার দামের একটা পেন্টিংয়ের জন্যে?' স্যাম ডুরেল অবাক হয়ে বলে।

'ওটা নীতির প্রশ্ন। আমি চাই, তুমি পেন্টিংটা পুনরুদ্ধার করে আমার হাতে তুলে দাও। দ্যাখো, ফ্লোরিডারে আমি একটা দ্বীপের মালিক। কাল সেখানেই যাচ্ছি। তুমি কী ওয়েস্টে যাও। পরশু আমার ওখানে লাঞ্চ খাবে। আর্টিস্ট হ্যারীও ওখানেই যাচ্ছে। ওর সঙ্গে আমার মেয়ের মেলামেশা আমার আদৌ পছন্দ নয়। বুঝেছো?'

'তুমি কি চাও আমি হ্যারীকে খুন করি?'

'করতে পারো। যাতে তোমার কোন ঝামেলা না হয়, আমি তা দেখবো।'

'মিস্টার রিডল, তুমি একটা কুত্তার বাচ্চা!'

'আমরা পরস্পরকে চিনেছি বলে আনন্দিত', ক্লিফটন রিডল হেসে ওঠে।

*   *   *

'মিস্টার ভুরেল ! ?'

হোটেলের লবিতে স্যাম ভুরেলকে পেছন থেকে ডাকে কোটিপতি ক্লিফটন রিডলের একমাত্র মেয়ে লিনডা রিডল। পরণে হিপস্টার, গোল গলা সোয়েটার, পায়ে জুতো নেই—হিপীদের মতোই, তবে চেহারাটা সুন্দর এবং মহিলা অ্যাথলীটদের মতো। বয়স প্রায় উনিশ, স্বচ্ছ ধূসর চোখ, মাথায় হাল্কা সোনালী রঙের চুল, গলায় সোনার হারে গাথা সূর্যমুখী ফুলের মতো দেখতে দামী পাথরের পেনড্যান্ট। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ-বিরোধী নানা সমাবেশে ওকে প্রায়ই দেখা যায়। বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে কয়েক বার অ্যারেস্টও হয়েছে লিনডা।

'হ্যালো, লিনডা! তুমি নাকি তোমার বাবার নিউক্লীয়ার ন্যুড নামের একটি পেন্টিং চুরি করতে কাউকে সাহায্য করেছো?'

'রাইট। বাবা পেন্টিং ফিরে পাবার জন্যে তোমাকে কাজে লাগাতে চায়? আচ্ছা, কথাটা সত্যি? তুমি সান মিরাবেলে যাচ্ছো? ওকি, ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন?'

'লিনডা, তুমি চাইলে খুবই সুন্দরী সাজতে পারো।'

'তোমার মতামতে আমার কিছু যায় আসে না। ভুরেল, তোমার মতো সাম্রাজ্যবাদী-দের পদলেহী ভৃত্যদের আমি ঘৃণা করি, জানো কি?'

'পায়ে ময়লা লেগেছে। ধুয়ে নিও,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে স্যাম ভুরেল।

দুই

মিয়ামি থেকে সান মিরাবেল। ফোর-সীটার হেলিকপ্টারে স্যাম ভুরেলকে নিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় এজেন্ট জুয়ান পিয়েদ্রা। জুয়ান রোগা, কালো, জাতে কিউবান—ফিদেল কাস্ত্রো রাশিয়ার সাহায্যে কিউবায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি তৈরী করছে, এই খবরটা ফাঁস হওয়ার কিছুদিন পরেই পিয়েদ্রাকে সেকশন 'কে'র কাজে নেওয়া হয়।

নীচে নীলাভ সমুদ্র, প্রবাল-পাহাড়, জেলেরা মাছ ধরছে। দক্ষিণে 'সুন্দরী' গাছের জলজঙ্গল। বড় একটা প্রমোদপোত দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ থেকে দেখলে সান মিরাবেল দ্বীপ প্রবাল ঘেরা এক টুকরো সবুজ পান্নার মতো।

জাহাজঘাটা, সবুজ ঘাসের লন, স্প্যানিশ স্থাপত্যের বাড়ি। ছোট্ট প্লেন ও রেডিও স্টেশনও আছে।

জুয়ান বলে: 'বিশেষ ব্যাণ্ডে কোটিপতি ক্লিফটন রিডল পৃথিবীর নানা দেশে কোড মেসেজ পাঠায়। কোডটা আমরা ভাঙতে পারি নি। সম্ভবতঃ ব্যবসা সংক্রান্ত খবরাখবর।'

জুয়ানকে বিদায় জানিয়ে পয়েন্টসেটিয়া হোটেলে ঘর ভাড়া নেয় ভুরেল।

স্নান ও ডিনার সেরে সে জেনারেল ম্যাকফীর দেওয়া ফাইলটা পড়তে থাকে।

* * *

ফাইল এস. ২৫৪২ এন. সি…

ক্লিফটন ক্যালটন, বেনজামিন রিডল। জন্ম : ১৯১১। বিদ্যাশিক্ষা সামান্য। ফিল্ডহ্যান্ড, সেলসম্যান, পরে ম্যানেজার, আরও পরে তেলের কোম্পানীর মালিক। প্রথমা স্ত্রী অ্যালিস কোবার্ন (মৃত্যু : ১৯৩৭)। দ্বিতীয় স্ত্রী জুডিথ মিচেল (ডিভোর্স : ১৯৪১)। তৃতীয়া স্ত্রী লিজ ওয়াশবার্ন (আত্মহত্যা, ১৯৪৫)। চতুর্থা স্ত্রী মার্গারেট অ্যাশবারী (ডিভোর্স : ১৯৫৬)। এখন কোথায় আছে কেউ জানে না।

ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান : দুটি দলেই প্রভাব। 'আমেরিকান পেট্রিয়ট' নামের ছোট্ট সংস্থার সমর্থক। নির্বাচনী লড়াইয়ে দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকেই প্রচুর অর্থ সাহায্য করে।

সখ : মডার্ণ আমেরিকান পেণ্টিং সংগ্রহ। উল্লেখযোগ্য ছবি : বেসার ও ক্যালডার-এর আঁকা পেণ্টিং। রিডল কতো টাকা ও সম্পত্তির মালিক, কেউ সঠিক জানে না।

* * *

উলরিখ হ্যানস ভন্ গলজ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসীদের সমর্থক। প্রথমা স্ত্রী ইহুদী শিল্পপতির মেয়ে।

আর্য রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার হিটলারী আইন অনুযায়ী স্ত্রীকে ডিভোর্স করে ভন্ গলজ। তারপরেই কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে ওর প্রথমা স্ত্রীকে খুন করে নাৎসীরা। প্রথম বিবাহে কোন সন্তান নেই।

ভন্ গলজের নাকটা বাজপাখির মতো, মাথায় সাদা চুল, কালো বাঁকা ভুরুর নীচে শীতল ও নিষ্ঠুর দুটো চোখ।

ওর দ্বিতীয় বিবাহের একমাত্র সন্তান আনালিসা। ফটোয় দেখা যাচ্ছে, মেয়েটা ব্লণ্ডে, বাবার মতোই শক্ত সমর্থ টিউটনিক চেহারা। লিনডা রিডলের মতো এরও গলায় সোনার হারে গাঁথা সূর্যমুখী ফুলের আকারের একটা পেনড্যাণ্ট।

* * *

ইউসুফ হাদদ্ ফজিল।

আনাতোলিয়ার পাহাড়ী এলাকায় মানুষ হয়েছে। সিরিয়া ও লেবানন থেকে নেপলসের রিফাইনারী ও সেখান থেকে আমেরিকায় হেরোয়িন ও মরফিয়ার চোরাই চালানে লিপ্ত ছিল। বয়স চল্লিশ, রোগা, দেখতে মন্দ নয়। লোকটা এখন জাহাজ কোম্পানীরও আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসার মালিক। ইজিয়ান উপসাগরে একটা দ্বীপ কিনেছে, প্রমোদপোত ও নিজস্ব প্লেন আছে, সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে অনেকবার বদনাম হয়েছে।

ওর একমাত্র মেয়ে রায়না ফজিল। বেঁটেখাটো, মাথায় কালো চুল। ওরও গলার হারে গাঁথা সূর্যমুখী ফুলের মতো পেনড্যাণ্ট।

* * *

হ্যান ফেই উ।

প্রায় সত্তর বছর বয়সের চীনাম্যান। ছোট্ট দাড়ি, চোখে বার্ধক্যের প্রজ্ঞা।

মাও সে-তুং-এর কমিউনিস্ট চীন থেকে পালিয়ে হংকং-এ আসে। এখন সিঙ্গাপুরে থাকে। অনেক রেস্তোরাঁ ও সিনেমার মালিক। স্ত্রীর সংখ্যা—সঠিক জানা যায়নি, অন্ততঃ পাঁচজন। এখন রবার, টিন ও তেল আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করে। জাহাজ কোম্পানীর মালিক।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এম. আই. সিক্স জানাচ্ছে, গত পঞ্চাশ বছরে চীনে রাজনৈতিক হাওয়া যখন যেদিকে নুইয়েছে, সেদিকেই নুইয়ে পড়েছে হ্যান ফেই উ। সান ইয়াৎ সানের সমর্থক। তারপর চিয়াং কাইশেকের লুটেরা বাহিনীর একটা বন্দুক বাজ গ্যাং-এর লীডার। ইদানিং সম্ভবতঃ চীনের ঐতিহাসিক বিপ্লবী-ত্রয়ী সংগঠনের অবক্ষয়িত রূপ ফাইভ রুবিজ সোসাইটি নামের ক্রাইম সিণ্ডিকেটের সর্বাধিনায়ক হ্যান ফেই উ-র একমাত্র মেয়ে প্যান লিয়াং।

প্যান লিয়াং-এর গলাতে সোনার হারে গাথা সূর্যমুখী—পেনড্যাণ্ট।

*   *   *

সেকসন 'কে'র এজেণ্ট স্যাম ডুরেলের বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক নীচে ছোট্ট একটা লাল দাগ। আতস কাচের নীচে দেখলে দেখা যাবে, পাঁচটা ছোট চুনি আঁকা। ওটা ফাইভ রুবিজ সোসাইটির প্রতীক।

কয়েক বছর আগে ডুরেল যখন সিঙ্গাপুরে ছিল, সেকসন 'কে'-র নির্দেশে ও ফাইভ রুবিজ সোসাইটির সদস্য হয়। এই গোপন সংগঠনের কাজ হলো—ব্ল্যাকমেল, মার্ডার, জুয়া ও লটারি সংগঠন এবং চীন থেকে পলাতক উদ্বাস্তুদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। স্যাম ডুরেলকে এই সংগঠনে ঢোকার জন্য সাজতে হয় নকল চাবি বানাতে এক্সপার্ট একটা চোর। ডুরেলকে বিশেষ একটা আততায়ী স্কোয়াডের সদস্যপদ দেওয়া হয়। এখন স্যাম ডুরেল ফাইভ রুবিজ সোসাইটির সিঙ্গাপুর লজের টাইগার জেনারেল। প্রাচীন বিপ্লবী-ত্রয়ী সংগঠনের ঐতিহ্য অনুযায়ী নতুন সদস্যকে শপথ নিতে হলে স্বর্গ, মর্ত ও মনুষ্যত্বের মিলনের প্রতীক এক ত্রিকোণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথমে ছোরার পাহাড়, তারপর লাল পাথরের প্যাভিলিয়ন, তারপর 'ইন' ও 'ইয়াং' অর্থাৎ স্বর্গ ও মর্তের প্রতীক বাঁশের তৈরী বৃত্তের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে 'পাঁচ পূর্বপুরুষ'-এর স্মারক বেদীর সামনে নতজানু হতে হয়েছিল ডুরেলকে।

সোসাইটির কিছু কোড ও পারস্পরিক ইঙ্গিত এখনও ডুরেলের মনে আছে।

তলোয়ার ছুঁয়ে যে শপথ নিয়েছে ডুরেল, সেই অনুযায়ী সে যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সোসাইটির সর্বাধিনায়ক মিস্টার হ্যান্ ফেই উ-র নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। অন্যদিকে ত্রয়ী-সোসাইটির আইন অনুযায়ী ডুরেলের কোনো কোনো দাবী মানতে বাধ্য হ্যান্ ফেই উ।

ডোসিয়ারে ক্রীম রং খামের মধ্যে জেনারেল ডিকিনসন ম্যাকফীর ব্যক্তিগত চিঠি।

প্রিয় স্যামুয়েল,

সিঙ্গাপুর থেকে পুলিশ জানাচ্ছে যে মিস্টার হ্যান্ ফেই উ-র সাম্প্রতিকতমা বান্ধবী, সহযোগিনী বা রক্ষিতা মাদাম হং তা পো। উনি সিঙ্গাপুরের কাছে একটা 'প্রমোদ-দ্বীপের' মালকীন। ইরানে তোমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার পর তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছো, মাদাম হুং 'কে' সেকসনের এজেন্টদের হত্যা করতে কতো ভালোবাসেন। সাবধানে থেকো।

ডিকিনসন ম্যাকফী।

ডুরেলের মনের মধ্যে নিষ্ঠুর, হিংস্র, প্রায় অমানবিক এক চীনা মহিলার মুখ জেগে ওঠে। সে ভয়ে কেঁপে ওঠে। ডুরেলের ধারণা ছিল ইরানের মরুভূমিতে মরে গেছে মাদাম হুং তা পো।

মাদাম হুং বলেছিলো :

"যদি আমি মরি, পৃথিবীও ধ্বংস হবে।...স্যাম ডুরেল, একদিন না একদিন আমি তোমাকে খুন করবো। একটু একটু করে, আস্তে আস্তে, যন্ত্রণা দিয়ে এবং আনন্দ পেয়ে। অপেক্ষা করো। একদিন আমার দিন আসবে।"

আজ মাদাম হুং তা পোর কথা বিশ্বাস করতে পারে স্যাম ডুরেল।

কমিউনিস্ট চীনের সিক্রেট সার্ভিসের কিলার স্কোয়াড 'ব্লু লাইন' নামক আততায়ী চক্রের সর্বাধিনায়িকা মাদাম হং তা পো। পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো, আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত, অথচ মন ও মননহীন আততায়ীদের এক ঊর্ণনাভ চক্রের কেন্দ্রে বসে থাকা মেয়ে-মাকড়সা!!

* *

কী ওয়েস্টের আর্ট গ্যালরী। আর্টিস্টদের স্টুডিও। ডুভ্যাল স্ট্রীটের বারে বেশ্যা ও নাবিকের ভীড়। পুরানো শহরের অলিগলি। ভাঙা বেড়া, পাম গাছ। টিনের ছাদ, বাহামিয়ান বাড়িতে স্থানীয় কনচ্‌দের বাস। যেখানেই যায়, আর্টিস্ট হ্যারীর খোঁজ নেয় ডুরেল। গলায় পুঁতির মালা, কপালে চামড়ার ফেট্টি, পরণে ডানিস্ গাউন—সুন্দরী এক নিগ্রো মেয়ে ওকে হ্যারীর ঠিকানা জানায়।

হ্যারী নেই। বাড়িটা তালা বন্ধ। পাথরের দেয়ালের ওপরে বাগানটা জঙ্গলের মতো। আশেপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে হাভানা রেডিওর বীট্-সংগীতের ঝনঝনা। বোকাচিকা থেকে যে জেট পেট্রল প্লেনগুলো ফিরছে, তাদের গর্জনে কেঁপে উঠছে সারা আকাশ।

পয়নসেটিয়া মেটেলে নিজের ঘরে ফিরে স্যাম ডুরেল দেখে, তার দরজার নীচে উঁকি দিচ্ছে এক টুকরো সাদা কাগজ।

কাগজে লেখা আছে :

ডুরেল,

তোমাকে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। বাড়ি যাও। সান মিরাবেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করা হলো।

সি. সি. বি. রিডল্।

তিন

ভ্যাপসা গরম দিন। চোখে কালো চশমা, কী ওয়েস্ট থেকে গাড়ি চালিয়ে ওভারসীজ হাইওয়ে ও বাহিয়া হোনডা ব্রীজ পেরিয়ে 'সুন্দরী' গাছের জল-জঙ্গল, লাগুন ও প্রবাল প্রাচীরের ধার দিয়ে উঁচু নীচু রাস্তা ধরে চলেছে 'কে' সেকসনের এজেন্ট স্যাম ডুরেল। দুটো ব্রীজ, একটা কংক্রীটের কজওয়ের মুখে আরেকটা ইস্পাতের পোল; দিয়ে ব্যারিকেড। ব্যারিকেডের পেছনে সেমি অটোমেটিক রাইফেল হাতে দুজন প্রহরী।

"ফিরে যাও। মিস্টার রিডলের অর্ডার।"

ডুরেল বিনা প্রতিবাদে গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসে। সিকি মাইল পরে গাড়িটা প্রবালের প্রাচীরের ধারে সরিয়ে কাশবনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সে জল-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। মশার ঝাঁক তাকে ঘিরে ধরে। পায়ের নীচে কাদা, সমুদ্রের জল এখানে দুধ সাদা।

সুন্দরী গাছের শেকড়গুলো কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো। তার ওপরে জল চকচক করছে। দুবার পিছলে পড়ে গেছে ডুরেল। হাঁটু অবধি কাদা-জলে ডুবিয়ে আবার উঠে এসেছে। তার পায়ের নীচে প্রবাল গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ছে, ধুলো উড়ছে। পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটু দূরেই সান মিরাবেল। লাল টিলার ছাদ, স্প্যানিস স্থাপত্যের বাড়ি, সমুদ্রের মাঝখানে সবুজ একটা পান্নার মতো দেখাচ্ছে দ্বীপটাকে। মাথার ওপরে প্লেন ঘুরছে।

কে যেন ডুরেলের ওপর নজর রাখছে, ওর সন্দেহ হয়।

ও অনেকবার থেমেছে।

কিন্তু জলপাই ধূসর পাতায় পাতায় পাখিদের আনাগোনা, 'সুন্দরী' গাছের শেকড়ে জলের ঢেউ ভাঙার মৃদু শব্দ, মশার ভনভন, পতঙ্গের গুঞ্জন—এ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। এক সেকেন্ডের জন্যে ছোট একটা হরিণও দেখেছে ডুরেল। দ্বীপের ধারে দাঁড়িয়ে যখন সে দেখছে, রিডলের ওই দুর্গের মতো দ্বীপ থেকে কেউ তার দিকে নজর রাখছে কিনা ···

ঠিক তখনই সমুদ্র থেকে উঠে এলো উদম উলঙ্গ চারজন কিশোরী !!! —

* * *

যেন সোনা রোদের রৌদ্রোজ্জ্বল ঝিকিমিকি গায়ে মেখে জল থেকে উঠে আসছে সৌন্দর্যের গ্রীক দেবী আফ্রোদিতির মতো বিবসনা চারজন কিশোরী। তন্বী এবং ফরসা লিনডা রিডল। সম্পূর্ণ নগ্না। দীঘল শরীর, সু-উচ্চ স্তন, শক্ত কাঁধের মেয়ে আনালিসা ভন গলজ। বিবস্ত্র ও লজ্জাহীনা শ্যামলা রং-এর মেয়ে প্যান। দুর্মূল্য রত্নের মতো তুর্কী মেয়ে রায়না ফজিল।

ন্যুড। চীনের কুয়াশা ঢাকা যৌবনের দেবী পান। উলঙ্গ ও উন্মোচিত যৌবন। প্রত্যেকেরই বুকে উন্নত স্তন দুটোর মাঝের উপত্যকায় সূর্যমুখীর

মতো দেখতে রত্নখচিত পেনড্যাণ্ট দুলছে। বিবস্ত্র যুবতীরা হাসছে। প্রথমে লিনডা রিডল বললো, "স্যাম, তুমি কেটে পড়ো।"

রায়না ফজিলের নিতম্ব ওর বান্ধবীদের চেয়ে চওড়া ও সুগঠিত। সে ফিসফিস করে বলে, "মিস্টার ডুরেল, তোমার এখানে আসা সত্যিই উচিত হয়নি।"

আনালিসার পা ও কোমরের গড়ন সত্যিই চমৎকার। তার হাতে একটা চকচকে বর্শা-বন্দুক, বর্শার ডগায় রক্তের মতো লাল হিবিসকাস ফুল।

"হের ডুরেল, তুমি চলে যেতে রাজি না হলে আমরা তোমাকে খুন করবো।"

চীনা মেয়ে প্যান 'সুন্দরী' গাছের ডালে গজিয়ে ওঠা পরভৃৎ উদ্ভিদের ডাল থেকে অর্কিডের ছোট্ট ফুল তুলে স্যাম ডুরেলের হাতে দিয়ে বললো, "আমরা তোমাকে ভালোবাসি।"

চারটে মেয়ে—কাঁধ থেকে পা অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ডুরেল। বিশেষ করে সমুদ্রের লোনা জলে সদ্য ধোয়া উত্তুঙ্গ স্তন, ভারী কোমর ও দীঘলপা।

তারপর বলল, "লিনডা, বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন সান মিরাবেলে এসেছে এবং সেই কারণেই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"না—না—না—না," চারজন নগ্ন যুবতী সমস্বরে বললো।

"কেন নয়?"

"কেননা আমরা তোমাকে ভালোবাসি এবং ডেনিসকেও।"

চীনা মেয়ে প্যান বললো, "তুমি ডেনিসের ক্ষতি করতে পারো। তমি আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষে..."

"আর তোমরা তোমাদের বাবাদের বিরুদ্ধে?"

"কোন আলোচনা নয়। ফিরে যাও।"

"আমাকে কি করে থামাবে? ফুলের ঘায়ে?"

"এইটা দিয়ে," বর্শা-বন্দুক তুলে বললো জার্মান মেয়ে আনালিসা।

"শান্তি!" ডুরেল বললো।

"ভালোবাসা," আনালিসা জবাব দিলো।

মাথার উপরে আলো উজ্জ্বল তপ্ত আকাশে গর্জন তুলে নেভী জেট চলে গেল। পায়ের নীচ কাদা। পেছনে 'সুন্দরী' গাছের বনে ডাল ভাঙার শব্দ।

"লিনডা, আমাকে ডেনিস ডিকিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।" সামনে পা বাড়ালো ডুরেল।

তুঙ্গ স্তন দুটোর পাশে বাদামী সাদা ভিজে দীঘল চুল—স্পীয়ার গান তুললো আনালিসা। হয়তো ইচ্ছে করেই ওর গায়ে বর্শাটা লাগালো না মেয়েটা। স্প্রিং-এর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে আনালিসার কব্জি ঘুরিয়ে বর্শা বন্দুকটা একপাশে ফেলে দিলো ডুরেল। সঙ্গে সঙ্গে চারটে উদম উলঙ্গ মেয়ের তরতাজা ভিজে শরীর ডুরেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুস্কিলটা হলো, ডুরেল ওদের কাউকেই শারীরিক আঘাত দিতে চায় না। ওদের একজন চালাকি করে তাকে ল্যাং মারতেই এক হাঁটু মুড়ে

বসে পড়ে ডুরেল। চারটে মেয়ে তার ঘাড়ে। মুখের সামনে মেয়েদের লম্বা চুল, রায়না ফজিল ও প্যানের নিটোল স্তনের রক্তিম বৃন্ত তাকে খোঁচা মারছে, লম্বা ঠ্যাং বাড়িয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে স্পীয়ার গানের হাতল দিয়ে মারছে আনালিসা। বাধ্য হয়ে হাত খুলে আনালিসাকে মারলো ডুরেল। মেয়েটা চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

"র‍্যাট্—টাট্—টাট্!!"

পেছনের সুন্দরী গাছের জল-জঙ্গলের আড়াল থেকে সাইলেন্সার লাগানো বন্দুকের চাপা আওয়াজ। ওদের মাথার অনেকটা ওপর দিয়ে এক ঝাঁক গুলি উড়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে চারটে উলঙ্গ মেয়ে এক সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটু পরে ওদের আর দেখা গেলো না। ডুরেল স্তম্ভিত, একা।

সামনের জল-জঙ্গলে বন্দুক হাতে একটা মানুষের ছায়া।

ডুরেল জানে, ওকে আটকে রাখাই মেয়েগুলোর উদ্দেশ্য ছিল। ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী চারজন কোটিপতি ওদের বাবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

কোটিপতি চারজন অবশিষ্ট পৃথিবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কিন্তু আসল বিপদ এবার আসছে। সুন্দরী গাছের জঙ্গলের মধ্যে ডাইভ দিয়ে লুকিয়ে যায় ডুরেল। আর এক ঝাঁক গুলি! বালি ও প্রবাল গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো হয়ে উড়ে যায়। হামাগুড়ি দিয়ে 'সুন্দরী' গাছের মূলগুলোর ভেতর দিয়ে চলেছে স্যাম ডুরেল। উল্টোদিকের সমুদ্র সৈকত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বন্দুক হাতে আততায়ী। সাবধানে জঙ্গল থেকে একটা লতাগাছের খানিকটা ছিঁড়ে হাতে জড়িয়ে নেয় ডুরেল। উল্টোদিকের লোকটা লাগুন পেরিয়ে এদিকে আসে। পাখিরা ভয় পেয়ে উড়ে যায়। দমবন্ধ করা ভ্যাপসা গরম। মশার ভন্ ভন্ আওয়াজ। ডুরেল ঘামছে। বন্দুক হাতে লোকটা এগিয়ে আসছে। চীনা যুবক, মাথায় কালো চুল, পরণে হাফস্লিভ খোলা-গলা সার্ট, খাকি প্যান্ট ও মোজায় কাদা লেগেছে, মাংসল শক্ত হাত, কনুইয়ের ভাঁজে রাখা বন্দুক, টিগারে আঙুল। এই বন্য পরিবেশে অভ্যস্ত নয় চীনা যুবক। সিঙ্গাপুরের চায়না টাউনের অন্ধকার অলিগলিতে কাউকে ফলো করতে হলে তার অনেক সুবিধে হতো। জঙ্গলের দিকে তাকাতে তাকাতে ডুরেলের পাঁচ পা আগে এগিয়ে গেলো চীনা আততায়ী। ডুরেলের হাতের লতার ফাঁসটা ওর—গলায় এঁটে বসলো। লোকটা লাফালো, পা ছুঁড়লো, বন্দুকটা ওর হাত থেকে পড়ে যেতে ডুরেল লাথি মেরে ওটা কাদা-জলে ডুবিয়ে দিল। চীনাটার মুখে রসুন ও মাছের গন্ধ। লোকটা ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঘোরাচ্ছে, ছটফট করছে। ওর পেটের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসলো স্যাম ডুরেল।

"তুমি কি মরতে চাও? বিকেল পাঁচটার সময়," ডুরেল বলল।

[ফাইভ রুবি সোসাইটির কোড সিগন্যাল] চীনা যুবক চমকে ওঠে। ফাঁসের বাঁধন একটু শিথিল করে ডুরেল। চীনা যুবক কোড সিগন্যালের জবাব দেয়।

"তার মানে—কাল—পাঁচটার সময়?"

"তোমার কী পাঁচটা গুণ আছে ?"

"আছে, পাঁচটি চুণীর মতো।"

চীনা যুবকের বাঁ কনুইয়ের নীচে রেড রুবি সোসাইটির লাল প্রতীক চিহ্ন।

নিজের হাত ঘুরিয়ে উল্কি দিয়ে আঁকা একই প্রতীক চিহ্ন দেখায় স্যাম ডুরেল।

"তোমার নাম ? তোমার টাইগার-জেনারেল কে ?"

"লিমু সিং। আমি ফাইভ রুবি সোসাইটির চীফ মিস্টার হ্যানের সেক্রেটারী। তুমি আমাদেরই একজন ?"

"হ্যাঁ, কথাটা মিস্টার হ্যানকে বোলো। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

লিনের গলা থেকে ফাঁস খুলে নেয় স্যাম ডুরেল।

"বলবো, তুমি আমার ভাইয়ের মতো। আজ সান মিরাবেলে যেও না, সাবধানে পালাও, আমাদের সবাইকে তোমাকে খুন করার অর্ডার দেওয়া হয়েছে।"

"কিন্তু তুমি আমার ভাই," ডুরেল হেসে বলে।

কুড়ি মিনিট পরে গাড়িতে ওঠে ডুরেল। গাড়িতে শ্ল্যাকস ও ব্লাউজ পরে বসে আছে লিনডা রিডল।

"লিন্, তোমার কোন ক্ষতি করিনি তো ?"

"না। তুমি কি ভয় পেয়েছিলে ?"

"আমরা চারজন ভেবে দেখলাম, তোমাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। তাই এখন আমি তোমাকে হ্যারীর কাছে নিয়ে যাবো।"

* * *

ম্যালরী স্কোয়ারের ওধারে ছোট্ট গলি। কলকে ফুলের দুটো ঝোপের মধ্য দিয়ে রাস্তা। প্রবালের নীচু দেয়ালে ঘেরা উঠোন। ফোয়ারার জল পড়ার শব্দ। উঠোনের মাঝখানে বুড়ো বটগাছ। ড্যালাডুমরি-পাকানো বটের গুঁড়িতে হেলান দেওয়া কাঠের মই। প্রবালের দেয়ালে হেলান দেওয়া এক ডজন পেণ্টিং। গাছের ডালের মধ্যে তালপাতার ছাওয়া কাঠের-ঘর।

তার পাশে কাগজের ঠোঙা, কলার খোসা, ফলের ছিবড়ে, মাছির ভন্ভন্। মাঝখানে পা ভাঁজ করে যোগীর মতো বসে আছে আর্টিস্ট হ্যারী। ছোকরা দারুণ মোটা, কোমরের নীচে নোংরা কৌপিন, ভোঁতা নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে চোখের চশমা, চোখ বন্ধ, মুখ খোলা, চিবুকে রামছাগলের মতো দাড়ি।

"কি সুন্দর !" লিনডা বলে।

"কতো কাল স্নান করেনি হ্যারী ?" স্যাম ডুরেল নাক কোঁচকায়।

"মানে ওর আত্মা, প্রেম, মানুষের সঙ্গে এক হওয়ার প্রেরণা…"

"হ্যারী এখানে নেই…"

"তার মানে ?"

"ও এল. এস. ডি-র নেশায় বুঁদ হয়ে এখন অন্য কোন মুলুকে পাড়ি দিচ্ছে।"

"হ্যারী, ডিয়ার, ওঠো," ফিস ফিস করে বলে লিন্‌ডা।

হ্যারী নড়ে না। একটা মাছি হ্যারীর নাকের বাঁদিকের ফুটোয় ঢুকেই বেরিয়ে আসে। মাছিটার জন্যে সহানুভূতি হয় ডুরেলের। ও জুতো-পরা পা দিয়ে হ্যারীর পায়ে চাপ দেয়। যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে হ্যারী।

"গেট্ আপ, ইউ সন অফ এ বীচ !!"

"তুমি কে ?" চোখ খুলে বলে হ্যারী।

"স্যাম ডুরেল। নাউ গেট আপ !!"

"আমি দুঃখিত, হ্যারী," লিন্‌ডা ফিস্‌ফিস করে বলে।

"শাট আপ !" ঠাস করে ওর গালে থাপ্পড় ঝাড়ে হ্যারী। মেয়েটা স্তম্ভিত। ডুরেল হ্যারীকে বাধা দেয় না।

"পেণ্টিংটা দাও," ডুরেল বলে।

"তুমি ফাজ !!"

"রাইট !"

"তুমি ভেচ্ !!"

"ইয়া !"

"তুমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের নোংরা ফ্যাসিস্ট অনুচর !"

"সিওর !"

"পুঁজিবাদী শয়তান !"

"হ্যারী, নিউক্লিয়ার ন্যুড নামের পেণ্টিংটা এখুনি আমার চাই।"

"অল রাইট।"

হ্যারীর স্টুডিও। ঠোঙা, কৌটো, মদের বোতল, তেল মাখা ন্যাবড়া গড়াগড়ি যাচ্ছে। দুর্গন্ধ, অসহ্য গরম। দেয়ালে জানলার ধারে অসমাপ্ত কয়েকটা পেণ্টিং।

"মার্ডার-ম্যান, আমার স্টুডিও তোমার পছন্দ !"

"পেণ্টিংটা আমায় দাও।"

ইজেলের ওপরে রাখা পেণ্টিংটার দিকে দেখায় হ্যারী।

"ওই নাও। নিউক্লিয়ার ন্যুড !"

হ্যারী হো হো করে হাসছে।

৫ ফিট বাই ৪ ফিট ক্যানভাস, কিউবিস্ট ঢঙে আঁকা নগ্ন রমণী [লিন্‌ডা উলঙ্গ হয়ে হ্যারীর মডেল হয়েছিল কিনা কে জানে], পারমাণবিক প্রতীক, মৃত্যুবহ রমণীর কামার্ত মুখ থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ উড়ছে, যেন নগ্ন রমণীর অন্তরালে ধ্বংস, বিপর্যয় ও দুর্দম শক্তির প্রেরণা। চাপা রঙ, সজীব অন্ধকার। মরবিড, কিন্তু সুন্দর।

আঙুলের কোণ দিয়ে ক্যানভাস ছোঁয় ডুরেল। আঙুলে রঙ উঠে আসে। মেঝে থেকে নোংরা ন্যাবড়া তুলে নেয় ডুরেল। হো হো করে হাসতে হাসতে টারপেনটাইন

ভর্তি একটা কৌটো তুলে ধরে ডুরেল। ক্যানভাসে টারপেনটাইন ছিটিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে থাকে। সব রং মুছে ফেলে। তেল রং-এর নীচে কিছু নেই।

ততোক্ষণে হ্যারী ছুটে পালাচ্ছে। পেছনে ছুটছে ডুরেল। তার পেছনে লিন্‌ডা।

"তুমি ওর সুন্দর ছবিটা নষ্ট করলে? তার চেয়ে মানুষ খুন করাও বোধ হয় ভালো।"

"লিন্‌ডা, হ্যারী তোমাদের মতো হিপী নয়। ও তোমাকে বোকা বানিয়ে পেণ্টিংটা বিক্রী করে দিয়ে আজ সকালেই এই পেণ্টিংটা এঁকেছে। পেণ্টিং-এর রঙ শুকোবার আগেই আমরা এসে পড়েছি। লিন্‌ডা, তুমি কি হ্যারীকে ভালোবাসতে?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে ভুলে যাও।"

"কেন?"

"আমার ধারণা হ্যারী মরে গেছে।"

চার

বাড়ির পেছন দিকে প্রবালের উঁচু প্রাচীর দেওয়া। ছাদ থেকে পুরোনো পাইপ পাতালপুরীর আনডার গ্রাউণ্ড ট্যাঙ্কের দিকে নেমে গেছে। এককালে যখন সমুদ্রের জলের নুন বাদ দিয়ে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হয়নি, তখন 'কী ওয়েস্টে' সব বাড়িতেই ছাদ থেকে পাইপ ধরা ও আনডার গ্রাউণ্ড ট্যাঙ্কে জমানো বৃষ্টির জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এখন অব্যবহৃত আনডার গ্রাউণ্ড ট্যাঙ্কের ঘরের ট্র্যাপ-ডোর শ্যাওলায় ঢাকা, সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। জলের শব্দ। দেশলাই জ্বালে স্যাম ডুরেল। পাতালের গভীরে সুইমিং পুলের মতো পাথরে ঘেরা কালো জলে বহু যুগের নোংরা ও ময়লা।

"ফিরে যাও, লিন্‌ডা।"

"না।"

আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালে স্যাম ডুরেল। কংক্রীট ভল্টের এক কোণে হ্যারী। চোখ খোলা, চশমা নাকের ওপরে। অনেক রক্ত! রামছাগলের মতো দাড়ির নীচে হ্যারীর গলাটা কেটে দু'ফাঁক!! তার পাশে লুটিয়ে পড়ে আছে একটা মেয়ে। তারও গলা কাটা!!! ওই মেয়েটার পরণে হাল্কা সবুজ মিনিস্কার্ট, ঠ্যাং দুটো বিসদৃশভাবে ছড়ানো। ওর কালো চুল হ্যারীর উরুর ওপরে এসে পড়েছে।

তুর্কী মেয়ে রায়না ফজিল খুন হয়েছে। গলা কাটার আগে কেউ তার গলার হার ও সূর্যমুখী ফুলের মতো দেখতে পেনড্যাণ্টটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

* * *

ফোনে কথা বলছে সেকসন 'কে'-র দুই এজেন্ট স্যাম ডুরেল ও জুয়ান পিয়েদ্রা।

"জুয়ান, আমার ধারণা, বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিনের নিউট্রিনো সংক্রান্ত রিসার্চের ফল স্কেচ ও ডায়গ্রামের মাধ্যমে ক্যানভাসে আঁকা হয়. তারপর রিসার্চ পেপার পুড়িয়ে ফেলা হয়। ওই স্কেচগুলোর ওপরে অয়েল পেন্টে একটা উলঙ্গ মেয়ের কিউবিস্ট ছবি আঁকে হ্যারী ও ছবিটার নাম দেওয়া হয় 'নিউক্লিয়ার ন্যুড'। আমার যতোদূর মনে হয়, এই মুহূর্তে পেন্টিংটা কিউবায় পাচার হয়েছে। এরপর ওটা রাশিয়া বা চীনে যাবে নিশ্চয়ই ! ওখানে কোনো রাশিয়ান বা চীনা প্লেন বা জাহাজ আছে কিনা খোঁজ নাও।"

"ডুরেল. কাজটা শক্ত, তবে চেষ্টা করে দেখছি। একঘণ্টা পর তোমার বাড়িতে ফোন করবো।"

* * *

হোটেলে ডুরেলের ঘরে লিনডা, ডুরেল ও বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন। মাথার চুলে খড়ের রং, চোখে চশমা, ভেজা শার্ট, প্যান্ট দুটো পায়ের সঙ্গে সেঁটে আছে, পায়ে জুতো নেই।

ডুরেল ॥ ডেনিস কি করে জানলো, আমি এখানে আছি ?

লিনডা ॥ আমি বলেছি।

ডেনিস ॥ মিস্টার রিডল ও তার সঙ্গীরা আমাকে বন্দী করে রেখেছিল। আমি আণ্ডারওয়াটার সুইমিং জানি। অ্যাকুয়ালাং ব্যবহার করে জলের তলায় সাঁতার দিয়ে পালিয়ে এসেছি। আমি যে এখানে এসেছি, কেউ জানে না।

ডুরেল ॥ হ্যারীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

ডেনিস। না, দেখা হলে ওকে আমি খুন করবো।

ডুরেল ॥ খুন করেছো কি ?

ডেনিস ॥ হোয়াট ?

লিনডা ॥ হ্যারী ও রায়না ফজিল খুন হয়েছে।

ডুরেল ॥ ডিকিন, হুইস্কি খাও।

* * *

আবার ফোনে কথা বলছে সেকসন 'কে'-র দুই এজেন্ট জুয়ান পিয়েদ্রা ও স্যাম ডুরেল।

ডুরেল ॥ ডিকিন নিউট্রিনোর ব্যাপারে যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কার করেছে, যা যুদ্ধের কাজে লাগালে পৃথিবী ধ্বংস হবে, শান্তির কাজে লাগালে পৃথিবী বদলে যাবে। ফরমুলা আবিষ্কার করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে, এখন আবার নতুন করে কাজ করতে হলে ডিকিন ফরমুলাটা আবার বার করতে পারবে কিনা সন্দেহ। রিডল ওর রিসার্চ পেপারের কপি কেড়ে নিয়েছে, ওকে এই জন্যে কোন টাকা পয়সাও দেয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা একা সামলানো যাবে না বুঝতে পেরে রিডল ওর সিণ্ডিকেটের অন্য তিনজন সদস্য উলরিখ ভন গলজ, ইউসুফ হাদাদ ফজিল ও হ্যান ফেই উকে নিউট্রিনো

সংক্রান্ত ডাটার এই একচেটিয়া কারবারে পার্টনার হিসেবে নেয়। ইতিমধ্যে রিডলের মেয়ে লিনডা [চার কোটিপতির চার মেয়েই বাবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত] 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের সেই পেন্টিংটা যার তেল রঙের আড়ালে নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলা, সেটা চুরি করে সাবধানে লুকিয়ে রাখার জন্য হ্যারীকে দেয়। এর ভেতরে একটা মজার ব্যাপার আছে।

এই চারটে মেয়ে হিপী, আণবিক যুদ্ধ বিরোধী। কিন্তু হ্যারী উগ্র বামপন্থী, চীনা কমিউনিস্টদের এজেন্ট। সে পেটিংটা চীনা কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিয়ে লিনডাকে বোকা বানানোর জন্য 'নিউক্লিয়ার ন্যুড-এর মতো দেখতে আর একটা অয়েল-পেন্টিং এঁকে রাখে। এই অবস্থায় পেন্টিংটা পুনরুদ্ধার করার জন্যে প্রথমে সিক্রেট-সার্ভিসের জেনারেল ম্যাকফীর উপর চাপ দিয়ে আমাকে কাজে লাগায় রিডল। কিন্তু ওর পার্টনার মালয়েশিয়ার রেড রুবি সোসাইটির চীফ ও কমিউনিস্ট চীনের স্পাই রিং-এর প্রধান মাদাম হুং-এর সহযোগী মিস্টার হ্যানের পরামর্শে আমাকে ছাঁটাই করে দেয় রিডল। জুয়ান, এবার বলো, পেন্টিংটা কোথায় ?

জুয়ান। চীনে পাঠানো হয়েছে। সিস্ক ব্রাদার্স নামের চিংড়িমাছ-ধরা নৌকো থেকে ফ্লোট-প্লেনে কিউবায় গেছে, কাল জেট-প্লেনে সিঙ্গাপুরে যাবে। সিঙ্গাপুর মাদাম হুং-এর হেডকোয়ার্টার। রিডল, ফজিল, ভন, ও হ্যান চারজন কোটিপতিই সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে প্লেনে রওনা হয়েছে।

ডুরেল। টাকা, ভিসা-পাসপোর্ট চাই এবং আমি, তিনটি মেয়ে ও ডেনিস ডিকিনের জন্যে সিঙ্গাপুরের পরবর্তী প্লেনে পাঁচটা সীট চাই।

পাঁচ

প্লেনে লিনডা, আনালিসা, প্যান, বিজ্ঞানী ডেনিস ও স্পাই স্যাম ডুরেল। রায়না ফজিলের মৃত্যুতে মেয়ে তিনটিই আঘাত পেয়েছে। ডেনিস ডিকিন লিনডাকে ভালোবাসে, কিন্তু ডেনিস হিপী নয় বলে ওকে পাত্তা দিতে চাইছে না লিনডা। 'সিঙ্গাপুর' কথাটা প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ 'সিংহপুর' থেকে এসেছে, ডুরেল বোঝায়। মেয়েরা শোনে···

লিনডা। আমি বা অন্য মেয়েরা কোটিপতিদের সিন্ডিকেটের বিরোধী, নিউট্রিনো সংক্রান্ত রিসার্চ-ডাটার ওপর তাঁরা একচেটিয়া আধিপত্য চাইছেন। তার ফলে যুদ্ধ বাঁধবে। সারা পৃথিবীর ক্ষতি হবে। তবে তুমি যদি ওটা পেন্টাগণের হাতে তুলে দিতে চাও, তাহলে আমরা বাধা দেবো। ফরমুলাটা আমরা পুড়িয়ে ফেলতে চাই।

ডুরেল। তোমাদের গলার হারের পেনড্যান্টে হলুদ সূর্যমুখীটা কিসের প্রতীক ?

লিনডা। বোলবো না।

ডুরেল। তোমরা চারজন কোটিপতির চার মেয়ে এক হলে কি করে ?

আনালিসা। আমরা সুইজারল্যান্ডে একই স্কুলে পড়তাম। স্যাম ডুরেল,

ডোনিসের ফরমূলা পিকিং-এর হাতে যাক, এটা যেমন আমরা চাইনা তেমনি মার্কিন যুদ্ধবাজদের অনুচর, তোমার হাতে আসুক, এটাও আমাদের কাম্য নয়। আমরা ওটা পুড়িয়ে ফেলবো। তোমার প্রভুরা পৃথিবীকে যুদ্ধ ও বিভীষিকার যে দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঢেকে রেখেছে, আমাদের মতো তরুণ-তরুণীরা তার থেকে মুক্তি চাই।

বোয়িং ৭০৭ বিমান পালেমবাং-এর অরণ্য ঢাকা দ্বীপ, নগরী, সমুদ্রসমতল খাল, শরকাঠির ছাদ-ঢাকা বাড়ি ও সমুদ্রের সবুজ খাড়ির আড়ালে নোঙর করা সাম্পান-গুলোর ওপর দিয়ে ঘুরে বিমান-বন্দরে নামে।

স্যুটপরা চীনা যুবক এগিয়ে এসে বলে, "দু নম্বর দালাল ?" ["কে" সেকসনের সিগন্যাল্-কোড।]

"যদি তাই হই ? বাজার তো খারাপ।"

"আমি চুকো লিয়াং চীনা বাজার থেকে আসছি, এবার বলো, লেডী লিসকম্ব কোথায় ?

"এশিয়ান ফ্লু হয়েছে।"

চুকো লিয়াং-এর মাথায় পানামা-হ্যাট, পরণে কড়া ইস্ত্রি করা সার্ট, কালো নেকটাই, কোটের নীচে হলস্টারে পিস্তল আছে বোঝা যাচ্ছে, ডান হাতের আঙ্গুলের আংটিতে লালচুণী।

"মিস্ প্যান, আপনার বাবা মিস্টার হ্যান আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"লিয়াং, ওঁরা জানেন, আমরা এখানে আসছি ?" ডুরেল সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়।

"হ্যাঁ, মিস্টার ডুরেল, তবে ভয়ের কোন কারণ নেই।"

"প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো বলে নিশ্চিত না হলে আমি চীৎকার করি না।"

"ভেরী গুড্, স্যার, আপনি তাহলে আমাদের চীনা প্রবাদ জানেন। লেডী লিসকম্ব নিজেকে বলে সান উ। জানেন কি স্যার ?"

"জানি। সান উ চীনা ইতিহাসে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বিখ্যাত স্পাই। আমি আরও জানি যে গেরিলা লড়াই ও স্পাইং-এর টেকনিক সম্বন্ধে লেখা তার বিখ্যাত বইয়ের নাম ইংরেজী অনুবাদে "আর্ট অফ্ ওয়ার।"

"আঃ হা ! আসুন স্যার, গাড়ি অপেক্ষা করছে !"

ওরা লিলিয়াক্ রং-এর লম্বা ক্যাডিল্যাক গাড়ির পেছনের সীটে ওঠে। গাড়ি ড্রাইভ করছে চুকো।

নিউ ওয়ার অ্যামিউজমেণ্ট পার্কের পাশ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও জলদস্যুদের প্রিয় নগরীর দিকে গাড়ি চলে। রাস্তায় চীনা, মালয়ী, ভারতীয়, ব্রিটিশ, ইন্দোনেশীয়া ও আরব নাগরিকদের ভীড়। চীনা যুবক-যুবতীদের সংখ্যাই বেশী। ঘণ্টার শব্দ, যন্ত্রসঙ্গীত, ট্রাফিকের আওয়াজ। চীনা ব্যানারের বিজ্ঞাপন, ভারতীয়দের দোকানপাট। সিক্স সিসিল স্ট্রীট।

আমেরিকান দূতাবাস। কনটড্রাইভ, র‍্যাফলস হোটেল। পামগাছ, সবুজ লন।

কিন্তু গ্রেট চীনা বাজারের যে এলাকায় 'কে' সেকসনের কন্ট্রোল অফিস, সেখানে গাড়ি থামলো না। ডুরেল নিশ্চুপ, তার স্নায়ু স্প্রিং-এর মতো টানটান। শহর পেরিয়ে মাঠের ধার দিয়ে মালয়ের জোহর শহরের দিকে গাড়ি ছুটছে। স্পীডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘরে।

"গাড়ি থামাও।"

কাচের পার্টিশন খুলে পয়েন্ট থ্রি-এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েশন পিস্তলের নল চু কোর মাথায় ঠেকালো স্যাম ডুরেল।

"এটা লেডী লিসকম্বের কাছে যাবার রাস্তা নয়।"

"না, স্যার।"

চু কো ভয় পায় না, গাড়িটা স্পীডে বাঁক ঘোরে।

"আপনি যদি আমাকে গুলি করেন, অ্যাক্সিডেন্ট হবে, আমরা সবাই মরবো।"

"তুমি কি মাদাম হুং-এর এজেন্ট?"

জবাব না পেয়ে পিস্তলের কুঁদো দিয়ে চু কোর মাথায় মারে ডুরেল। পর মুহূর্তেই লাফিয়ে বাঁ হাত দিয়ে হুইল ধরে। প্যান চীৎকার করে ওঠে। চু কো'র কনুইয়ের ধাক্কা লেগে দরজা খুলে যায়, লোকটা বাইরে ছিটকে পড়ে।

ব্রেক প্যাডেলে বাঁ পা, গাছপালা খানাখন্দ ছুটে আসছে, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত প্যান পেছন থেকে ওকে ঘুঁষি মারছে, লিনডা, আনালিসা ও ডিকিন চেঁচাচ্ছে। প্রাণপণে ব্রেক চাপছে ডুরেল। কাচ ভাঙা, ধাতু গুঁড়ো হওয়ার শব্দ, পাতাসমেত প্রকাণ্ড একটা গাছের ডাল উইণ্ডশীল্ডের সামনে, গাড়িটা থেমে গেলো।

যেন বিদ্রূপ করে কোথায় একটা পাখি ডাকলো। ইঞ্জিন থেকে এখনও হিস্‌হিস্ করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ভাঙা দরজা দিয়ে বাইরে এলো ডুরেল। ডিকিনের মাথাটা সামান্য কেটেছে, রক্ত বেরোচ্ছে। আর কারো বিশেষ কিছু হয়নি। অনেকটা দূরে রাস্তার ধারে মরে পড়ে আছে চু কো লিয়াং। লোকটার ঘাড় ভেঙে গেছে।

প্যান ॥ ডুরেল, তুমি ওকে খুন করলে?

ডুরেল ॥ হয়তো তাই। কেন, ওকি তোমার চেনা?

প্যান ॥ না।

ডুরেল ॥ সত্যি বলছো তো?

আনালিসা ॥ মিস্টার ডুরেল, এসবের মানে কি?

ডুরেল ॥ কেউ আমাদের খতম করতে চাইছে। না, তোমার বা অন্য কোন মেয়ের বাবা নয়। অন্য কেউ।

ছয়

শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিতে ওরা সিঙ্গাপুর শহরে ফিরলো। মেয়েরা ক্লান্ত। লিনডার কাটা কাটা কথা ও দুর্ব্যবহারে ডেনিস বিমর্ষ। শহরের রাস্তায় ভীড়। মালয়ী চাষী,

ভারতীয় দোকানদার, চীনা ব্যবসায়ী। খাবারের স্টলে পিকিং ডাক্, নুডল, সিলোনীজ কারী, কাবাব, মুরগী। মালয়ী, ইংরেজী, চীনা ও তামিল ভাষায় অনর্গল কথা বলছে পথচারীরা। চীনা গাইয়ের নাকিকান্না থামতেই ঝকঝকে তরোয়াল নিয়ে ইন্দোনেশীয়-বালিনীজ পুরুষ নর্তকদের নকল দ্বন্দ্বযুদ্ধের তালে ঘণ্টা ও ঝাঁঝরের শব্দ। "মেয়েদের নিয়ে এখানে দাঁড়াও," ডেনিস ডিকিনকে বলে ডুরেল। ডেনিসের মুখ দেখে মনে হয় তিন তিনটে হিপী মেয়েদের সামলানো তার পক্ষে সহজ ব্যাপার নয়। একটা হিন্দু রেস্তোরায় ঢুকে 'কে' সেকসনের হেডকোয়ার্টারে স্থানীয় এজেন্ট লেভী লিসকম্বকে ফোনে ডাকে ডুরেল।

"ব্রোকার টু [কোড] লেভী, শত্রুরা এতো তাড়াতাড়ি আমার পেছনে লাগলো কি করে?"

"কাজুন [ডুরেলের ডাকনাম], আমি কুড়ি মিনিট তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

"লেভী, তোমার ড্রাইভার চু কো লিয়াং শত্রুদের সঙ্গে ভীড়ে আমাদের কিডন্যাপ করার তালে ছিল। সে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। ভন্ গলুজ ফজিল, হ্যান ও রিডল পৌঁছেছে?"

"রাইট, কাজুন। তোমার একটু আগে ওদের প্লেন সিঙ্গাপুরে এসেছে। ওরা শহরের বাইরে চোংগি-র সমুদ্র সৈকতের কাছে হ্যানের বাড়িতে গেছে।"

"লেভী, অফিসেই থেকো। দু ঘণ্টা পরে যাচ্ছি।"

ডেনিস ও তিনটি মেয়েকে হোটেলে তাদের জন্যে আগে থেকে রিজার্ভ করা ঘরে পাঠালো ডুরেল। আধ ঘণ্টা পরে সে মিস্টার হ্যানের বাংলোয় চারজন কোটিপতির মুখোমুখি। বাইরে বাগান, ভেতরে বোম্বাইয়ে তৈরী চেয়ার-টেবিল, দরজার মুখোমুখি তাং-যুগের বহুমূল্য ফুলদানী।

রোগা পাতলা বৃদ্ধ চীনা কোটিপতি হ্যান শান্ত ও ভদ্র। জার্মান বিজনেস্ ম্যাগনেট ভন্ গলজ্ মোটাসোটা ভারী স্যুট পরে দরদর করে ঘামছে। রিডল যথারীতি—শক্তিমান, ধূর্ত ও সমস্ত পরিস্থিতি ওর অনায়াস দখলে। সব শেষে ভেতরে এলেন রায়নার বাবা তুর্কী কোটিপতি মিস্টার ফজিল। কালো গোঁফ, ফ্যাকাসে কপালের ঘাম, হাতের পুঁতির মালাটা নার্ভাস আঙুলে নাড়াচাড়া করছেন তুর্কী ভদ্রলোক। প্রথমেই রিডল ওদের দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ তুললো, যে ডুরেল নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে।

ওদের কথায় কান না দিয়ে ডুরেল বলে, "মিস্টার ফজিল, আপনার মেয়ে রায়না কোথায় জানেন?"

"না, আমি খোঁজ নিয়েছি। অন্য মেয়েদের সঙ্গে রায়না এলো না কেন, কেউ বলতে পারছে না।"

তুর্কী কোটিপতির উচ্চারণে অক্সফোর্ডের টান।

"রায়না সুন্দরী যুবতী, কিন্তু ভুল পথে চলছিল…"

"হ্যাঁ, ও আমার চোখের মণি। কি বললেন ? ভুল পথে চলছিল ? তার মানে ?"

"হ্যাঁ, রায়না কি-ওয়েস্টে খুন হয়েছে।"

"রিডল, তুমি তো আমাকে বলো নি"

"আমি জানতাম না, ফজিল। আমি দুঃখিত।"

"রিডল মিথ্যে কথা বলছে।" ডুরেল বলে, "রিডল, মিস্টার হ্যানের পরামর্শেই তুমি যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে এড়িয়ে চলার জন্যে আমাকে বরখাস্ত করেছ, তাই না।"

"ইউ সন অফ এ বীচ !!!"

"রায়না মারা গেছে। লিনডা, আনালিসা ও প্যান তোমাদের নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলার ওপরে একচেটিয়া অধিকার বিস্তারের ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর। তোমরা পৃথিবী জয় করতে পারো কিন্তু নিজেদের মেয়েদের হারাবে। কথাটা ভেবে দেখো।

"দ্বিতীয়তঃ তোমাদের মধ্যে একজন বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেন্টিংটা আর্টিস্ট হ্যারীর কাছ থেকে কিনেছো। প্রথমে রিডল নিউট্রিনো সংক্রান্ত ডেনিসের ফরমুলার ওপরে ক্যানভাসে আর্টিস্ট হ্যারীকে দিয়ে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের অয়েল পেন্টিংটা আঁকায়। তারপর নিউট্রিনো সংক্রান্ত মনোপলি একা করায়ত্ত করা যাবে না বুঝে রিডল তোমাদের বাকী তিনজনের শরণ নেয়। ইতিমধ্যে যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের দরুণ লিনডা তার বাবার কাছ থেকে পেন্টিংটা চুরি করে সাবধানে লুকিয়ে রাখার জন্যে হ্যারীকে দেয়।

"তোমাদের মধ্যে একজন, যে অন্যদের চেয়ে বেশী লোভী, নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলার একচেটিয়া অধিকার একা করায়ত্ত করবে বলে বন্ধুদের না জানিয়ে পেন্টিংটা হ্যারীর কাছ থেকে কেনে।

"তারপরই হ্যারী খুন হয় এবং তার খুনের সময় আততায়ীকে দেখে ফেলেছিল বলে রায়না ফজিলও খুন হয়েছে।

"মিস্টার হ্যান, আপনার টাইগারম্যান লিন সিঙ কোথায় ? রায়নার আততায়ী কে ? কেই বা হ্যারীর কাছ থেকে পেন্টিংটা কিনে নিয়েছে ? কেউ না জানলেও যে কিনেছে সে জানবে। তারও দাম পাঁচটা রুবির সমান, আমারও ঠিক তাই !"

হ্যানের কোঁচকানো মুখটা হলুদ আইভরির মতো হয়ে যায়।

"যাই হোক, ওই পেন্টিংটা আমি পিকিং-এ পৌঁছুতে দেবো না। তোমাদের মধ্যে একজন অন্যদের ডবল—ক্রশ করছে। মিস্টার ফজিল, তুমি মেয়েকে হারিয়েছো। তোমার মেয়ের খুনীকে আমি খুঁজে বার করবো।"

সাত

গ্রেট চায়না বাজারের কাছে ট্রাফিকের ভীড়ে ডুরেলের রিক্সা থামতেই তার কানে

এলো ফায়ার-ইনজিনের সাইরেণ। দমকল ছুটছে। 'কে' সেকসনের কণ্ট্রোল অফিস থেকে দুর্গন্ধময় ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। সন্ধ্যারাতের আলো আঁধারিতে আগুনের লেলিহান শিখা।

শত্রুরা দ্বিতীয়বার আঘাত হেনেছে।

হ্যালসী ক্লিনিক।

'কে' সেকসনের এজেণ্ট লেভী লিংকেশের পায়ে ফ্যাকচার, সারা গায়ে কাটা ছেঁড়া-পোড়া, নাক ভাঙা, মাথায় ক্ষত। অবস্থা খারাপ। এখনই অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়।

'প্লাস্টিক বোমা। হংকং থেকে পাঠানো জেড পাথরের পার্সেলের মধ্যে ছিল। আমি বুঝতে পারিনি। কাজুন, তোমারও বিপদ হবে। লাকি মাউনটেন ট্রায়াড সংগঠন তোমাকে খুঁজছে। এক ঘণ্টা আগে জেনারেল ম্যাকফী তোমার নামে রেড কোড মেসেজ পাঠিয়েছে। শুধু পেন্টিংটা পুনরুদ্ধার করলে চলবে না, মাদাম হুংকে খুন করতে হবে। মাদাম হুং কোথায়, রেড রুবি সোসাইটির চীফ্ মিস্টার হ্যান জানে। ক্যাথে এয়ার লাইনসের প্লেনে পরশু ফ্লাইট টু বাই টুতে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামে পেণ্টিংটা বোধহয় এখানে আসছে," লেভী আহত অবস্থাতেই বলে।

বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যায় লেভী। তাকে ডাক্তার ও নার্সরা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যায়।

* * *

ফোনে লিনডার সঙ্গে কথা বলছে ডুরেল।

"বিপদ! আমাদের হোটেল ছেড়ে নিরাপদ কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে। তোমার বান্ধবী প্যানকে কনেকশন দাও।"

একটু পরে প্যানের মিষ্টি গলা ভেসে আসে। "আমার বুড়ি আয়া চীনা এলাকায় থাকে। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা ওখানে আশ্রয় নিতে পারি।"

* * *

প্যানের বুড়ি আয়া লী ইয়োন সকলের জন্য কাঠের পাত্রে ভাত ও মুরগীর ঝোল এবং কাপে ফ্যাকাসে রঙের মদ এনেছে। ডুরেলের দারুণ খিদে পেয়েছে। লী ইয়োন প্যানকে দারুণ ভালবাসে। বুড়ির পরণে সাদা কোট, ঢলঢলে প্যান্ট, খটখটে জুতো, মাথার পাকা চুল পেছনে চুড়ো করে বাঁধা, কোঁচকানো মুখে স্ফূর্তি ও পরিহাসপ্রিয়তা। চীনা এলাকায় অনবরত চেঁচামেচি, রেডিও ও টেলিভিশনের শব্দ, মাহ জং খেলার আওয়াজ, বাচ্চাদের হুড়োহুড়ি, বুড়োদের ফিস্‌ফিস্ কথা, মেয়েদের চেল্লামেল্লি। মেয়েদের পশ্চিমী পোশাক ছাড়িয়ে চীনা ছাত্রীদের ইউনিফর্ম পরতে দিয়েছে লী ইয়োন। ডুরেলকে পরতে দিয়েছে রং চটা প্যাণ্ট, সিংগলেট, সস্তা চপ্পল ও সস্তা রোদ-চশমা।

"কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তুমি নাবিক, জাহাজ থেকে পালিয়ে এসেছো। মনে থাকবে তো, ছোকরা? তোমারই ডাক নাম কাজুন?"

"হ্যাঁ ?"

"তোমার জন্যে আমার ছোট্ট মেয়ে প্যানের বিপদ হবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না। খারাপ লোকেরা—গুণ্ডা, গ্যাংস্টার, তোমার দলের লোক—এরা কিন্তু এখন তোমাকে খুঁজছে। ক্যাথে সিনেমার দোতলায় গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করো।"

* * *

ক্যাথে সিনেমায় হংকং-এ তৈরী চীনা ভাষার ফিল্ম্ দেখানো হচ্ছে।

ল্যান্ডিং-এর মুখোমুখি তিনটি ড্রাগনের প্রতিকৃতি। বড় ড্রাগনটার মুখ বড় বাচাল, দেখতে ঘণ্টার মতো। দ্বিতীয় ড্রাগনটা সন্ন্যাসী—বৈরাগ্যের প্রতীক। তৃতীয় ড্রাগনটা দেখতে বাঘের মতো। প্রথম ড্রাগনের ঘণ্টাটা তিনবার বাজায় স্যাম ডুরেল, বাঘ ড্রাগনের ল্যাজটা দরজায় ছবার ঠোকে। তারপর অপেক্ষা করে। নীচের সিনেমা হল থেকে মেয়েলী গলার তীব্র আওয়াজ ও সাউণ্ডট্র্যাকে তাম্বুরিনের কান ফাটানো ঝন ঝনা কানে আসে। দরজা খুলে যায়।

কুৎকুতে চোখ, সূচোলো নাক, মঙ্গোলিয়ান মুখের লম্বা চীনাম্যানের পরণে আটসাঁট খয়েরী-রং এর পশ্চিমী কাটিং-এর স্যুট।

"তুমি যদি ডুরেল হও, ভেতরে এসো। আজ নতুন একটা ছেলে সোসাইটিতে শপথ নেবে। সুতরাং উইলো নগরীতে তোমাক আমন্ত্রণ জানাই।"

ইতিহাস ধরে বিচার করলে এই ফাইভ রুবি সোসাইটি বহু শতাব্দী আগে সাম্রাজ্যবাদী চীনের বর্বর বিজেতাদের বিরুদ্ধে যে মহান চীনা বিপ্লবীরা লড়াই করেছিল, তাদের উত্তরাধিকারী। প্রথম দিকের প্রত্যেকটা গ্রুপে, যেমন সাদাপদ্ম, হলুদ পাঁপড়ি বা মিলিত মুষ্ঠির সোসাইটি—সবাই দাবী করে, তারা প্রাচীন সংগ্রামী সন্ন্যাসীদের উত্তরাধিকারী। এই সন্ন্যাসীরা ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য অস্ত্র ব্যবহার করতো না। তাদের এক প্রচলিত প্রবাদ ঃ তোমার আঙ্গুলকে ছুরিতে পরিণত করো, তোমার হাত বর্শা হোক এবং তোমার হাতের তালুই হোক তরবারি। এই আদর্শ থেকেই জ্‌ডোর জন্ম।

এই সন্ন্যাসীরা ছিল সে-যুগের রবিনহুড, তারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়তো। যেহেতু কনফুসিয়স বলেছিলেন, স্বর্গ মানবিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, চিনের বিপ্লবী সন্ন্যাসী উত্তরে 'টং সোসাইটি'তে এবং দক্ষিণে 'ত্রয়ী সোসাইটিতে' ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। এখনও স্যাম ডুরেলের মাথার কাছে ব্যানারে ত্রয়ী সোসাইটির প্রাচীন শ্লোগান চীনা অক্ষরে লেখা ঃ 'চিং অপশাসকদের উৎখাত করো। সিঙ রাজাদের ক্ষমতা ফিরিয়ে দাও।' কিন্তু আজ হংকং ও সিঙ্গাপুরে প্রাচীন ত্রয়ী সোসাইটির উত্তরাধিকারী ফাইভ রুবি সোসাইটির বিভিন্ন ডেরায় সেই সম্মানিত প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছুই চোখে পড়ে না। এখন এই সোসাইটির সদস্যেরা সশস্ত্র গুণ্ডা—তাদের কাজ ব্ল্যাকমেল, মার্ডার, কিডন্যাপিং, জুয়া ও বেশ্যার দালালী।

"মাননীয় টাইগার জেনারেল, এদিকে আসুন।"

"আমি আমার পবিত্র আসনে অনেকদিন বসিনি⋯"

ডুরেল জানায়।

"আমি সামান্য একটা কাজ করেছিলাম বলে সোসাইটি সেবার আমাকে এই সম্মান দেখিয়েছিল।"

"কিন্তু এখনও অনেকে ভয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে মনে রেখেছেন।"

উইলো নগরীর দরজায় স্বর্গ, মর্ত্য ও মনুষ্যত্বের প্রতীকী ত্রিকোণ। ভেতরে ধূপের গন্ধ। প্রাচীন তাওবাদী পরিবেশের এই জগৎ আধুনিক সিঙ্গাপুর থেকে ততোটা দূরে, চাঁদ আমাদের পৃথিবী থেকে যতো দূরে। অনেকের মুখে মুখোস। মন্ত্র উচ্চারণ চলেছে। হেডম্যানের মুখে ড্রাগনের মুখোস, পাঁচটা ফাঁসওয়ালা লাল হেডব্যান্ড—চীনা পরাবিদ্যার পাঁচটি অপার্থিব অস্তিত্বকে পাঁচটি ফাঁস দিয়ে বোঝানো হয়েছে—কাঠ, আগুন, ধাতু, পৃথিবী ও জল।

লাল পোশাক প্রাচীন 'রক্তাভ আঁখি পল্লব' নামক সংগঠনের প্রতীক। ফাইভ রুবি সোসাইটির আধ্যাত্মিক সংখ্যাতত্ত্বের সঙ্গে তাল রেখে সংগঠনের পাঁচজন টাইগার জেনারেলের জন্য পাঁচটি চেয়ার। একটা খালি। সেটাতে বসে পঞ্চম টাইগার জেনারেল স্যাম ডুরেল।

"আমি সোসাইটির সব গোপন রহস্য গোপন রাখার শপথ নিচ্ছি। শপথ না রাখলে যেন পাঁচ বজ্র ও দশ হাজার ছুরিকার আঘাতে আমার মৃত্যু হয়। আমি চিং বংশের পাপ অপেক্ষা মিং বংশের পুণ্যকে শ্রেয় বলে মনে করি। আমি পৃথিবী ও স্বর্গের এই বৃত্তে নিজেকে একান্ত দীনহীন বলে মনে করছি।"

শপথ বাক্য আওড়ায় ডুরেল।

অন্য টাইগার-জেনারেলদের মুখে রত্ন খচিত মুখোস, পরণে আলখাল্লা, সঙ্গে লম্বা ছোরা ও তরোয়াল। তাদের অভিবাদন জানায় ডুরেল।

বেঁটে খাটো এক চীনা যুবককে সোসাইটির নতুন সদস্য হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে তাকে প্রতীকী 'ছোরার নদী', 'পদ্মঘর' বাঁশের তৈরী পৃথিবী ও স্বর্গের প্রতীক বৃত্ত, জলন্ত ফারনেসের প্রতীক সুগন্ধ কাগজ—এই সব পেরিয়ে অবশেষে বেদীতে আসতে হয়।

"অপদার্থ।"

হেডম্যানের বাঁ হাত বুকের বাঁ-দিকে মুঠো করা, দুটো আঙুল পদ মর্যাদা বোঝাতে সামনে বাড়ানো এক পায়ে পশ্চিমী জুতো, আর এক পায়ে মহান জেন বৌদ্ধধর্মের নিয়ম অনুযায়ী খড়ের স্যান্ডেল, মঠে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত সন্ন্যাসীদের অনুকরণে ট্রাউজার হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গোটানো। ডুরেল ভাবে, এই সব আচার অনুষ্ঠান কমিউনিস্ট চীন থেকে পলাতক এইসব গুণ্ডা, গ্যাংস্টার, জলদস্যু ও স্মাগলার-দের পক্ষে কতো নিরর্থক।

"অপদার্থ মানুষ স্বর্গের পোশাকে লুকিয়ে থাকা একটা উকুনের মতো তুচ্ছ।"

হেডম্যান বলছে—

"তুমি যেমন তুচ্ছ পতঙ্গের প্রার্থনা শুনবে না তেমনি দেবতারা মানুষের কথা

শোনে না। তুমি পথের সন্ধান পেয়েছো, বিনা ভাবনায় এবং বিনা প্রতিবাদে সেই পথ অনুসরণ করো। সব কিছুর অস্তিত্ব থাকে। মনে রেখো, দক্ষিণ ছাড়া বামের অস্তিত্ব নেই, অশুভ ছাড়া মঙ্গল নিরর্থক, পৃথিবী ছাড়া স্বর্গ থাকে না।"

অনুষ্ঠান শেষ।

"এসো..."

ডুরেলকে ডাকে ড্রাগনের মুখোস পরা হেডম্যান। বেদীর পেছনে ছোট্ট একটা দরজা। ভেতরে ড্রেসিংরুম। মুখোস খোলে হেডম্যান। বয়স চল্লিশের কোঠায়। মাথার চুলে পাক ধরেছে, নিখুঁত কামানো গাল, মালয়ী ক্রিস্ ছোরার মতো ঠাণ্ডা ও ধারালো চোখ। দামী ধুসর শার্কস্কিন কোট, সাদা সার্ট ও কালো টাই পরা চীনা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের মতো ওকে দেখতে।

"ডুরেল, তুমি শীগগিরই মরবে।"

"আমি কি তোমার শত্রু ?"

"না, তবে শহরে অনেকে..."

"ফাইভ রুবিজের সদস্যদের কেউ কেউ ?"

"খুব সম্ভবত..."

"আমি মিস্টার হ্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"চলো।"

লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। সিনেমা শো শেষ। স্ক্রীনের পেছনে ছোট করিডর।

"তুমি একা ভেতরে যাও। মিস্টার হ্যান তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

হঠাৎ মাথায় পিস্তলের নলের খোঁচা। অচেনা প্রহরীর মুখে পচা সয়াবীন তেলের গন্ধ। ডুরেলের ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়ে প্রহরী বলে, "স্যার, এবার আপনি ভেতরে যেতে পারেন।"

ভেতরে লম্বা টেবিলের পেছনে এক ডজন চামড়ায় ঢাকা চেয়ার, ব্লটার, পেন, হাই-ফি স্টিরিও সেট, ঝকঝকে কাচের বাসন, কাটগ্লাসের ডিক্যাণ্টার, দুটো লম্বা মিং যুগের মৃৎপাত্রে অর্কিড। দেয়ালে সম্রাট উ-র তীর্থযাত্রার ছবি...পাহাড়, কুয়াশা, মহীরুহ।

মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব। কোটিপতি হ্যান ফেই উ একা। সমুদ্রের জলে ক্ষয়ে যাওয়া বেলা ভূমির মতো কোঁচকানো মুখ, কালো চোখে কিন্তু জীবনের স্পন্দন।

"মিস্টার ডুরেল, আমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব থেকে ধনী ও সফল ব্যবসায়ী। পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, লাল চীনের কমিউনিস্ট দস্যুদের আমি পছন্দ করি না। সেই কারণেই আমি আপনার নিয়োগ কর্তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বি-তাকে ভয় করি। আপনি কি আপনার চাকরী ছেড়ে আমার অধীনে কাজ নেবেন ? আমি আপনাকে এতো টাকা দেবো...সম্ভব নয় বলছেন ? হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি রিডলের কাজ নেওয়ার চাইতে 'কে' সেকসন থেকে পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, আপনি আমাদের অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন। মিস্টার ফজিল

আমাদের চুক্তি থেকে নাম প্রত্যাহার করে তুরস্কে ফিরে গেছেন। আমি হ্যারী বা রায়না ফজিলের মৃত্যুর জন্যে দায়ী নই। তবে ওরা নিহত হয়েছে, এটা মানতেই হবে। যেহেতু আমি র বি সোসাইটির অধিনায়ক, ভন গলজ ও রিডলের সন্দেহ, ওদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেণ্টিংটা একা হাতাবার তালে আছি। মিস্টার ডুরেল, আমরা ব্যবসায়ী। আপনার সরকার বা আমাদের মেয়েরা যাই ভাবুক, নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলা নিয়ে আরও অনেক বছর রিসার্চ চালানোর পর আমরা এই রিসার্চ থেকে লাভবান হতে পারবো। এবং তখনো আমাদের উদ্দেশ্য হবে সৃজনশীল প্রয়োগবিদ্যা ও ব্যবসায়িক কারণে ফরমুলার ব্যবহার। মিস্টার ডুরেল, আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবী ধ্বংস করা উন্মাদের কাজ।"

"মিস্টার হ্যান!" আস্তে আস্তে বলে ডুরেল, "মাদাম হুং কোথায়?"

সাপ যেমন অতর্কিতে ফণা তোলে, তেমনি চকিতে কেঁপে উঠলো মিস্টার হ্যানের ডান হাত। জামার হাতার মধ্যে রাখা ছোরাটা উঠে এলো বুড়োর পার্চমেণ্টের মতো পাতলা আঙুলে! আর একটু হলে থ্রোয়িং নাইফ ছুঁড়ে মারতো হ্যান। তার আগেই ওর পাতলা হাড্ডিসার মণিবন্ধ ডুরেলের হাতের মুঠোয়। ডুরেল মোচড় দেয়। ছোরাটা মেঝেয় পড়তে ওটা তুলে নিয়ে হ্যানের গলায় ফলা ঠেকায় ডুরেল।

"মিস্টার হ্যান, মাদাম হুং তোমার স্ত্রী?"

"না আমি বুড়ো মানুষ, বয়সের ভারে দিন দিন নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম। মাদাম হুং আমার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে আমার অনেক গোপন রহস্য জেনে নেয়। ক্রমশঃ সে রেড রুবি সোসাইটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এখন বলা শক্ত, এই সংগঠনের কে কে তার অনুচর। মাদাম হুং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লাল চীনের বৃহত্তম গুপ্তচর চক্রের প্রধান। সিঙ্গাপুর পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। স্থানীয় কোন আইন ভাঙেনি মাদাম হুং। ওর আর্ট কালেকশন পৃথিবীর মধ্যে সেরা। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে এজেণ্টদের হাত ঘুরে অজস্র দামী পোর্সেলিন ও ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু এবং অয়েল পেন্টিং ওর হাতে আসে। টাকা ওর কাছে কোন সমস্যাই নয়। আমার ধারণা, এস্পিয়নেজ সংক্রান্ত খবরাখবর, নক্সা, ডায়াগ্রাম ফরমুলা এই সব শিল্প দ্রব্যের আড়ালেই সিঙ্গাপুরে আসে। ডেনিস ডিকিনের নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলা ক্যানভাসে এঁকে তার ওপরে তেলরঙে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড', আঁকার জন্য আর্টিস্ট হ্যারীকে নিয়োগ করার প্ল্যান রিডলকে কে দেয়, আমি জানিনা। তবে আমার সন্দেহ হয়, মাদাম হুং-এর এজেণ্টরা টাকা দিয়ে হ্যারীকে বশ করে। কিন্তু কোটিপতিদের একজন অন্য পার্টনার-দের ঠকিয়ে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেণ্টিংটা হ্যারীর কাছে কিনতে চেয়েছিলো। আসল কথা জানেন? হ্যাঁ, মিস্টার ডুরেল, আমি কিনতে চেয়েছিলাম। নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলার ব্যবসায়িক প্রয়োগের জন্য যতো টাকা ক্যাপিটল দরকার, রিডলের তা নেই। কিন্তু আমার পক্ষে টাকা কোন সমস্যাই নয়। প্রথমতঃ আমি ওদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী। দ্বিতীয়তঃ এশিয়ার এমন অনেক ধনী ব্যবসায়ী আছে যারা আমাকে এজন্যে টাকা দেবে।

"তাই আমি অন্য পার্টনারদের ডবল-ক্রশ করে আর্টিস্ট হ্যারীকে টাকা দিয়ে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড', নামের পেণ্টিংটা কিনে নিই। ওটা কী-ওয়েস্ট থেকে মাছ-ধরা নৌকোয় নিরাপদে কিউবায় পৌঁছোয়। অ্যাজোরেস, ক্যাসাবিংকা ও কায়রো হয়ে ওটা সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর কথা। কখন কোথায় কিভাবে ওটা পৌঁছুবে, তা আমি বলবো না। তবে এমন সন্দেহ করার কারণ ঘটেছে যে এই ব্যাপারে আমি ব্লেড রুবি সোসাইটির যে চীনা এজেণ্টদের কাজে লাগিয়েছি তারা আসলে মাদাম হুং-এর কমিউনিস্ট স্পাই-চক্রের হয়ে কাজ করছে। মিস্টার ডুরেল, আমিও আমাদের 'কোংশি, বা সিণ্ডিকেটের অন্য সদস্যদের আমাদের মেয়ে প্যান, আনালিসা ও লিনডা রিডলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত। ওদের আপনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন বলুন তো?"

"যেখানেই থাক, তারা নিরাপদে আছে," ডুরেল সংক্ষেপে বলে।

আট

মাদাম হুং। পিকিং-এর এল্-ফাইভ বিভাগের দুর্ধর্ষ স্পাই ও ডুরেলের পুরানো শত্রু। তার কথাই ভাবছে সিয়ার এজেণ্ট স্যাম ডুরেল। তার ডিপার্টমেণ্টের ডোসিয়ার অনুযায়ী এই দুর্ধর্ষ চীনা কমিউনিস্ট মহিলা এজেণ্ট সিঙ্গাপুরের অদূরে 'সেভেন আইলস্' নামক দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলো প্রমোদভবন তৈরী করেছে। প্রমোদের উপকরণ খুঁজতে ট্যুরিস্ট মহিলা-পুরুষরা সেখানে যায়। সেখানে যে যার ইচ্ছামতো আনন্দের উপকরণ পায়। মদ, হেরোয়িন, হাশিশ, জুয়া, মেয়েমানুষ, পুরুষমানুষ।

প্রথমেই প্যান-এর আয়া বুড়ি লী ইয়োনকে বুঝিয়েছে ডুরেল, আজ শত্রুরা এই এলাকা সার্চ করতে পারে।

জবাবে লী ইয়োন বলেছে, আজ চীনা উৎসব উপলক্ষে স্কুলের চীনা ছাত্রীরা শোভাযাত্রায় মিশে যাবে।

লিন্ডা রিডলের অনুরাগী বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন লিনডাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায়নি, শেষ পর্যন্ত স্যাম ডুরেলের ধমক খেয়ে সে হ্যালসী ক্লিনিকে বোমা বিস্ফোরণে আহত 'কে-সেকসন-এজেণ্ট লেভী লিসকম্বের কাছে গেছে।

এখন বুড়ি লী ইয়োনের মাসতুতো ভাই চার্লির আউটবোর্ড মোটর চালিত সাম্পানে মাদাম হুং-এর 'সেভেন আইলস' প্রমোদ দ্বীপপুঞ্জে চলেছে স্যাম ডুরেল। বুড়ো চার্লির পরণে ফুলকাটা ঢিলে সার্ট, রঙ চটা প্যাণ্ট, টেনিস স্যু, মাথায় খড়ের টুপী। সমুদ্রের পশ্চিম দিগন্তে হাল্কা সবুজ আলোর রোশনাই।

বোট স্টার্ট দেওয়ার পর কয়েকবার নার্ভাস হয়ে সাম্পানের সামনের দিকের কেবিনে তাকিয়েছে চার্লি। বন্দরের আলো ঘুরতে ঘুরতে সাম্পানের কেবিনের আধ খোলা দরজা দিয়ে কেবিনের ভেতরে পড়ে। একটা মেয়ের পায়ে আলো ঝিলিক দেয়।

"চার্লি, মেয়েটাকে ডেকে আসতে বলো," পিস্তল বার করে স্যাম ডুরেল।

মেয়েটা বাইরে আসে। জার্মান কোটিপতির মেয়ে আনালিসা ভন গলজ! লম্বা,

বাদামী চুল, তন্বঙ্গস্তন হাঁটু ঝুল ফুলকাটা কোটে ঢাকা, ভেতরে হ্রস্বতম স্নুইমিং স্যুট।

“আমি চীনা ভাষা জানি,” আনালিসা হাসে, “লী ইয়োনের সঙ্গে তোমার কথাবার্তা আমি শুনেছি। এদিকে এসো সাম্পানের এককোণে।” মাথার ওপরে অন্ধকার আকাশ। সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে এক ঝলক গরম হাওয়া আসে। কোট খুলে ফেলে আনালিসা।

“ডুরেল, তোমাকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না, তবে আমার শরীর দিয়ে···” দুহাত তুলে ডুরেলের ঘাড় জড়িয়ে ধরে আনালিসা। উদ্ধত স্তন দুটো ডুরেলের বুকে লাগছে।

“চার্লি দেখে ফেলবে,” ডুরেল আপত্তি করে।

“স্ক্রু চার্লি! আমার প্রস্তাবে রাজি থাকলে আমার এই সুন্দর শরীর তুমি ভোগ করতে পারো।”

“প্রস্তাবটা কি?”

“ইয়াংকি, গো হোম! পশ্চিম জার্মানীর একদল ব্যবসায়ী আমার বাবার ওপর চাপ দিচ্ছে। নিউট্রিনো সংক্রান্ত ফরমুলাটা ওদের হাতে তুলে না দিলে হিটলারের নাজী রাজত্বে বাবার কীর্তিকলাপ ওরা ফাঁস করে দেবে,” ডুরেলের বুকে তরুণী স্তনের বৃন্ত উষ্ণমধুর চাপ দেয়, “আমি চাই, ফরমুলাটা আমার বাবা একা করায়ত্ত করুক। বিনিময়ে আমার শরীর আমি তোমাকে···”

হঠাৎ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ডুরেল। ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে মোচড় দেয়, মেয়েটা ওর মুখে থুথু ছোঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ডেকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়।

“চার্লি, একটা দড়ি দাও।”

আনালিসাকে বেঁধে ফেলে ডুরেল, তারপর বলে, “চার্লি, তুমি যখন সিঙ্গাপুরে ফিরে যাবে, একেও ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেও।”

ট্যুরিস্ট পাবলিকের ওয়াটার-ট্যাক্সিগুলো দ্বীপের যেখানে থামে, সেখান থেকে প্রায় সিকিমাইল দূরে সেভেন আইলস্ দ্বীপপুঞ্জের নিরালা কোণে অন্ধকারে চার্লির সাম্পান থামলো। সাম্পানে হাত-পা বাঁধা আনালিসাকে নিয়ে চার্লির সাম্পান দূরে মিলিয়ে গেল। ‘সুন্দরী’ গাছের জঙ্গলে মৃদু মৃদু শব্দ, মাথার ওপরে পাম গাছের পাতার মর্মর, কোন আগন্তুকের পায়ের শব্দ। ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে ডুরেল। রাত্রির বাতাসে ঘণ্টার টুং টুং শব্দ ভেসে আসে, লাল-কালো গালার তৈরী ছোট্ট বুদ্ধ মন্দির, প্যাভিলিয়ন, ব্রিজ, ব্রিজের ওপরে আলো, স্মার্ট পোশাক পরা পশ্চিমী ও প্রাচ্য দেশীয় মেয়েপুরুষের ভীড়। সাতটা দ্বীপের মধ্যে এটাই বড়ো। প্রকাণ্ড চীনা রেস্তোরাঁয় নিখুঁৎ পশ্চিমী পোশাক পরা মেয়েপুরুষ ডিনার খাচ্ছে। ডুরেলের পোশাক নাবিকদের মতো, ময়লা ও রঙ চটা দেখে রেস্তোরাঁর দারোয়ান নাক কোঁচকায়। রেস্তোরাঁয় ঢোকার কোন চেষ্টাই করে না ডুরেল। পাশেই জুয়ার আড্ডা। সেখানে ঢোকে ডুরেল।

ভারী বুকের চীনা মেয়ের বুক খোলা-টপলেস !!! ওর ট্রে থেকে ককটেলের গ্লাস তুলে অনেক টাকা টিপস দেয় ডুরেল।

"কি খেলবেন ?"

"রুল্যো হুইল।"

"ইংলিশ ?"

"না, আমেরিকান।"

"আপনাকে একা ও নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। তিন নম্বর দ্বীপে আমার মামাতো বোন মিস জ্যাসমিন-এর খোঁজ করবেন। স্ফূর্তির ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট।"

"বেশ, তাই হবে।"

রুলো হুইলে চল্লিশ ডলার হারলো ডুরেল, পাশা খেলায় দুশো ডলার জিতলো। ব্যাকারাট্, ব্ল্যাকজ্যাক। ক্যাসীনোয় জুয়াড়ীদের ভীড়।

ভারতীয়, চীনা, ইউরেশিয়ান ও প্রবাসী ইংরেজ।

"সেলর, এবার তুমি তিন নম্বর দ্বীপে গিয়ে শ্রীমতী যুঁইফুলের সঙ্গে দেখা করো।"

টপলেস্ হোস্টেস খোলা বুক দেখিয়ে বলে।

"তোমাদের বস মাদাম হুং কোথায়, মিস্ টপলেস ?"

বুক খোলা মেয়েটার মুখে যেন কেউ ঘোমটা টেনে দেয়।

"সেলর৲ তুমি বোধহয় ভুল করেছো।"

"হতে পারে। আমি তোমার বোন শ্রীমতী যুঁইফুলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

"গুড্! ও স্যানফ্রানসিসকো থেকে নতুন এসেছে।"

ওয়েস্টব্যাণ্ডের পিস্তলে হাত রাখে সেকসন 'কে'র সেরা এজেণ্ট স্যাম ডুরেল। দু নম্বর দ্বীপে লতাপাতা ও বাগানের আড়ালে ছোট ছোট বাংলো।

নাকি সুরে চীনা গানের আওয়াজ, সামিসেনের টুং টাং শব্দ, মেয়েলী গলার হাসি, একটা মেয়ের আর্তচীৎকার হঠাৎ চাপা পড়ে যায়।

ব্রিজ পেরিয়ে তিন নম্বর দ্বীপ। পাতায় ছাওয়া ছাদের নীচে সিনেমা-হল। পর্দায় দেহমিলনরত যুবক যুবতীর ক্লোজ আপ। দর্শক মেয়ে পুরুষের উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত মুখ।

"আপনি কি আমাকে খুঁজছেন স্যার ?" দীঘল চেহারার চীনা মেয়ে স্যাম ডুরেলের কাঁধ ছুঁয়ে বলে।

সোনালী ও কালো মেশানো গলাবন্ধ চিয়াংসানের পাথর-বসানো কলার, কিন্তু নীচে দু ফাঁক, বর্তুল নিতম্ব ও নিটোল উরু দুটোর অনেকটাই দেখা যাচ্ছে।

"আমি মিস জ্যাসমিন, আপনার গাইড হতে পারি ?"

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দ্বীপ। আলো ক্রমশঃ কমছে। গার্ডেন-লণ্ঠনের হলুদ অনুজ্জ্বল আলোয় প্রমোদরত নরনারীর মুখে কাঁপছে লোভ, কামনা, ফুর্তির উম্মাদনা। দুটো পুরুষ, একটা মেয়ে। সঙ্গমরত। হেরোয়িনের নেশা করতে একটা প্যাভিলিয়নে ঢুকছে ব্যগ্র যুবক যুবতী। সপ্তম ও শেষ দ্বীপে যাবার ব্রিজের মুখে লোহার চেন।

"ওখানে কি আছে ? স্পেশ্যাল গেস্টদের জন্যে রিজার্ভড ?" প্রশ্ন করে স্যাম।

"কেন ? তুমি কি পুলিশের লোক ?"

"যুইফুল আমি যেই হই, তোমার সঙ্গে শুতে এখানে আসিনি।"

ডুরেলকে চড় মারতে হাত তুলেছিল জ্যাসমিন। তার আগেই জোরে ওর মুখে মারে ডুরেল। কলকে ফুলের একটা ঝোপের মধ্যে উল্টে পড়ে যায় যুইফুল। তার চিয়াংসান ছিঁড়ে লম্বা পা ও চওড়া পাছা দুটোর অনেকটাই বেরিয়ে পড়ে। টপ ছিঁড়ে ভারিক্কী স্তন দুটো দেখা যায়। গলায় সোনার হার। দুই স্তনের মাঝখানে হারে গাঁথা সূর্যমুখী পেনড্যাণ্ট। লিনডা ও তার বান্ধবীদের গলায় যেমনটি দেখেছে ডুরেল।

* * *

অর্ধনগ্না প্রায় অচেতন যুইফুলকে কোলে তুলে অন্ধকার লনের এক কোণে প্যাভিলিয়নের মধ্যে নিয়ে আসে স্যাম ডুরেল। মাথার ওপরে গালার তৈরী ড্রাগন। দূরে থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টার টুং টাং শব্দ, সমুদ্র হাওয়ায় কেঁপে ওঠে গাছের পাতার দীর্ঘশ্বাস।

"জ্যাসমিন, সব খুলে বলো। চীৎকার করলে আমি তোমাকে খুন করবো।"

বিস্ফারিত দুটো বাঁকা চোখে ভয় ও উত্তেজনা। জ্যাসমিন ফিসফিস করে বলে : "আমার মা চীনা, আমার বাবা কালিফোর্ণিয়ার বন্দর এলাকার এক ভবঘুরে। পেশায় বেশ্যা। পরে জর্জ লিম নামের একটা বুড়ো লোকের রক্ষিতা হয়েছিল। বুড়োর বিকৃত যৌনকামনা মেটাতে অনেক নোংরামি করতে হতো বটে, তবে আর রাস্তায় খদ্দের ধরতে হতো না। জর্জ লিম পেশায় ছিল আর্ট ডীলার। এশিয়ায় ছবি ও শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করতো। তার কেনা ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটা ব্রাক-এর আঁকা, একটা পিকাসোর।"

"সিঙ্গাপুরের কোটিপতি হ্যান ফেই উ ওর কাছ থেকে পেণ্টিং কিনতো ?"

"হ্যাঁ।"

"মাদাম হং ?"

'উনি বেশীর ভাগ ছবি ও স্ট্যাচু কিনতেন। যে ছবি ও স্ট্যাচুগুলো জর্জ লিম কিনতো, ইনফ্রা রেড রশ্মি ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সেগুলো নিয়ে কি সব করতো লিম।"

"বুঝেছি। লিম এখন কোথায় ?"

"খুন হয়েছে। একটা পেণ্টিং-এর দাম নিয়ে মাদাম হং-এর সঙ্গে দরাদরি করছিল লিম। লোকটা লোভী ও কৃপণ। ত্রয়ী বা রেড রুবি সোসাইটির গুণ্ডারা যখন তাকে খুন করে, আমি লিমের প্রাইভেট গ্যালারীতে ঘুমুচ্ছিলাম। খুনটা আমি দেখে ফেলায় গুণ্ডরা আমাকে কিডন্যাপ করে। পরে আমাকে ট্র্যাংকুইলাইজার ইনজেকশন দিয়ে নেশায় অচেতন করে কায়রো, করাচী ও বোম্বাই হয়ে প্লেনে এমন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে হাতী আছে, জঙ্গল আছে। মোটাসোটা এক নবাব আমাকে একটা

ঘরে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন করে……বুঝতেই পারছো, নবাব ফুর্তি করার পর ওরা আমাকে সেদিন ঘুমের ইনজেকশন দিতে ভুলে যায়। ফলে ওদের প্লেনে আঁকা প্রতীক চিহ্নটা আমি দেখে ফেলি।"

"প্রতীকটা কি বলতো, যুঁইফুল ?"

"সূর্যমুখী ফুল। তারপর আমাকে এখানে আনা হয়। মাদাম হুং-এর সহযোগী মিস্টার ডেন আমাকে সূর্যমুখী পেনড্যাণ্ট সমেত ওই হারটা পরতে বলে ও তোমাকে আটকাতে বলে। আমি চীৎকার করলেই ওদের গুণ্ডারা ছুটে আসতো।"

আচমকা যুঁইফুলের মাথায় ঘা মারে ডুরেল। মেয়েটা সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যায়। অন্ধকারে অনেক মানুষের চীৎকার, পায়ের শব্দ। ততোক্ষণে স্যাম ডুরেল প্যাভিলিয়নের রেলিং ডিঙিয়ে পাথরের নীচু দেয়াল পেরিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চ্যানেলের ঈষদুষ্ণ জল। মাছ ভেসে যাচ্ছে। পেছনে প্যাভিলিয়নে অজ্ঞান মেয়েটাকে খুঁজে পেয়ে গুণ্ডারা চেঁচাচ্ছে। সপ্তম ও কেন্দ্রীয় দ্বীপের মাঝখানে প্যাগোডা। পাথরের লণ্ঠন জ্বলছে। ডুরেলের ভিজে সার্টপ্যাণ্ট শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে। হঠাৎ……ছায়া থেকে এগিয়ে এলো আর একটা মানুষের ছায়া ; মাথা কামানো, প্রকাণ্ড গোঁফ, হাতে তরোয়াল !

"চিং বংশের পতন হোক," প্রহরী গর্জন করে।

"মিং বংশ শাসন ক্ষমতা ফিরে পাক," ডুরেল জবাব দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল ঘোরালো প্রহরী। লাফিয়ে ইস্পাতের ফলার তলা দিয়ে গলে গিয়ে লোকটার পেটে ঘুষি মারলো ডুরেল। লোকটা পড়ে যেতেই ওর মুখে এক লাথি। লোকটার মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। তরোয়ালটা হাতে তুলে নিয়ে ছোটে স্যাম ডুরেল। গোস্তেদ চাঁদ উঠছে। প্যাগোডার চার পাশেই নীচু দেয়াল। মাথা নীচু করে ছুটতে ছুটতে দেয়ালের একধারে জঙ্গলের মধ্যে বড়ো বট গাছটা দেখে থমকে দাঁড়ায় ডুরেল। ঝুরি বেয়ে গাছের মাথায়, লাফিয়ে গাছ থেকে দেয়ালে, ভল্ট খেয়ে দেয়াল থেকে ভেতরের কম্পাউণ্ডে। ভেতরে সাম্রাজ্যবাদী চীনা স্থাপত্যের বাড়ি, আঁকাবাঁকা উঠোন ও ছাদওলা করিডরের গোলক ধাঁধা, ছোট ছোট বাগান, কার্প মাছ জিইয়ে রাখার ছোট পুকুর। মাঝখানে প্যাগোডা। সাতটি ক্রম—উচ্চ সমতলে তৈরী। অসহায় মাছি যেমনভাবে মাকড়সার জালে ধরা দিতে যায়, ঠিক তেমনিভাবে কমিউনিস্ট চীনের স্পাই মাদাম হুং-এর স্পাই চক্রের গোপন আড্ডার দিকে চলেছে মার্কিন স্পাই স্যাম ডুরেল। ঘণ্টার শব্দ উষ্ণ বাতাসে ভেসে আসে। বাঁকা ছাদের নীচে বুদ্ধমূর্তি। পায়ের তলায় নুড়ি-পাথরের খসে পড়ার শব্দ। পাথরের তৈরী লণ্ঠনের আলো। ছোট্ট বাংলোর মধ্যে একদল উদম ন্যাংটো ছেলে মেয়ে বসে কি যেন খেলছে। প্যাগোডার নীচের তলায় অনেকগুলো স্তম্ভ। ছায়া গাঢ় হয়ে আসে।

আচম্বিতে………একটা কণ্ঠস্বর……ইলেকট্রনিক, কাঁপা কাঁপা স্বর……

"কাজুন ! তুমি শেষ অবধি এসেছো ? জানো ডুরেল, আমি অনেকদিন ধরে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি !"

যেন ডাকিনীর মধুমাখা গলা! কে কোথা থেকে বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

"মাদাম হুং?"

ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে ডুরেল, "ইউ বিচ, অনেকদিন হলো…"

তিন নম্বর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে ডুরেল। দরজার দুপাশে পাথরের ড্রাগন। ভেতরে চীনামাটির দামী শিল্পদ্রব্য।

পাথরের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। আলো জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে ডুরেল।

"ডুরেল, তুমি কি ভেবেছিলে, নাবিকের ছদ্মবেশে আমি তোমায় চিনতে পারবো না?"

"না।"

"তুমি সিঙ্গাপুর আসার পর থেকে তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি আমি জানি।"

"আমিও তা জানতাম।"

দোতলায় ছ'কোণা আর্ট গ্যালারী। রেনোয়া প্রমুখ ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীর ছবি, ইতালীর বিখ্যাত শিল্পীদের এনগ্রেভিং এবং ভারতীয় ও পারসিক শিল্পের নানা নিদর্শন। উজ্জ্বল আলো। ধূপের গন্ধ। এরই মধ্যে অত্যন্ত বেমানান একটা শব্দ! আমেরিকান হিপ মিউজিকের ইলেকট্রনিক ঝনঝনা।

শব্দটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে।

"ডুরেল, ওপরে ওঠো। আমার আর্ট-কলেকশনের সবশেষ ছবিটা দেখবে।"

"মাদাম হুং, 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেন্টিং, যার আড়ালে বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিনের আবিষ্কার নিউট্রিনো সংক্রান্ত যুগান্তকারী ফরমুলা লেখা আছে…"

"সেটা তো এখনো সিঙ্গাপুরে পৌঁছয় নি। শীগগির আসবে, ডুরেল। আপাততঃ তার বদলে অন্য একটা পেন্টিং তুমি দেখতে পারো। প্লীজ, ওপরের তলায় ওঠো।"

তেতলায় উঠতেই ইলেকট্রনিক গীটার ও অরগ্যানের ঝনঝন আরও উত্তাল হয়ে ওঠে। পুরানো টিক কাঠের মেঝে। দুটো স্পট লাইট বারবার রঙ বদলাচ্ছে। মেঝেতে একটা মাত্র পেন্টিং। লম্বা শ্যাডোবক্স। হ্যারীর আঁকা নিউক্লিয়ার ন্যুড পেন্টিং-এর নকল। পটভূমিতে পারমাণবিক প্রতীক। কিন্তু পেন্টিং-এর কেন্দ্রে উলঙ্গ রমণী—ছবি নয়, সজীব ও সচল।

যেন কল্পনাতীত অমঙ্গলের এক দুঃস্বপ্ন! উদম উলঙ্গ রমণীর শরীর উত্তাল শব্দ তরঙ্গের উদ্দাম তালে পুতুলের মতো কাঁপছে, দুলছে, নাচছে। পাছা ও হাত, কোমর ও স্তন দুলছে, লাফাচ্ছে।

যদিও মেয়েটার পা শ্যাডোবক্সের মেঝে ছেড়ে যাচ্ছে না।

শ্যাডোবক্সের ভেতরে জীবন্ত রমণী, জীবন্ত 'নিউক্লিয়ার ন্যুড'কে চেনে ডুরেল। কোটিপতি রিডলের মেয়ে লিনডা রিডল—জীবনের শেষ নাচ নাচছে!!!

* * *

বিবসনা লিনডা রিডলের চোখ বন্ধ। নাচের ছন্দে দুলছে কাঁপছে লিনডা।

তরুণীর মুখে অনুভূতির রেশ নেই। যেন মুখের বদলে আত্ম-প্রতারণার এক মুখোস। শরীর ও হাত-পায়ে নাচের ছন্দ উদ্দাম, একবারও থামছে না। মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। মাথার লম্বা সোনালী চুল রেশম-মসৃণ, তুঙ্গ স্তন দুটোর ওপরে ঝাপট খাচ্ছে বারবার।

"লিণ্ডা! লিণ্ডা!" ভুরেল ডাকে।

"ও তোমার কথা শুনতে পাবে না, ভুরেল", অদৃশ্য মাদাম হুং-এর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "ওখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করলে লিনডা মরে যাবে। ফ্রেমের চারপাশে হাই-ভল্টেজ ইলেকট্রিক সারকিট। লিনডা বেরোতে চাইলে বা তুমি ওই শ্যাডোবক্স থেকে ওকে বার করার চেষ্টা করলে ইলেকট্রিক শকে মৃত্যু অনিবার্য। ঘণ্টাখানেক আগে তোমার নামে ওর কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিটা তুমি লিখেছো ভেবে ও এখানে আসে এবং আমার হাতে ধরা পড়ে। এক ধরনের হিপনোটিক ইনজেকশন দিয়ে ওকে আমি উলঙ্গ করে শ্যাডোবক্সের ভেতরে পুরে দিয়েছি। তারপর থেকে ও নগ্ননৃত্য নেচে চলেছে।"

"মেয়েটা মরে যাবে। তুমি কি চাও, মাদাম হুং?"

"আসল 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' পেণ্টিংটা যখন সিঙ্গাপুর পেঁছুবে, ওটা আমার হাতে চাই। তুমি বাধা দিতে পারবে না। ওয়াশিংটন থেকে একটু আগে তোমার নামে যে ফটো-কেবল এসেছে, সেটাও আমাকে দিতে হবে। নইলে লিনডার নাচ থামবে না। নাচতে নাচতে ও মরবে।"

প্রকাণ্ড শ্যাডোবক্সের দিকে এগিয়ে যায় স্যাম ভুরেল। অদৃশ্য মাদাম হুং চীৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গের বিশাল আর্ক শ্যাডোবক্সের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যায়। লাফিয়ে পিছিয়ে আসে ভুরেল।

"কারেণ্ট বন্ধ কর, হুং। লিনডা মরে যাবে।"

"ভুরেল, তুমি ওকে ধরতে না চাইলে কিছুই হবে না। লিনডা চোখ বন্ধ করে এখনো নাচছে। তার উলঙ্গ শরীরের একটু দূরে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছুটে গেল সে জানে না।"

পিছিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্যাগোডার শূন্য মেঝে খুঁটিয়ে দেখতে যায় ভুরেল। বাজনার শব্দ আরও জোরে বাজে। সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যায়। অন্ধকারে ভুরেলের ঘাড়ে ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা। ঘাড়ে হাত রেখে ছোট্ট সূঁচটা বার করে ভুরেল। অন্ধকার দেওয়ালের কোন অদৃশ্য ফোকর থেকে ওটা ছোঁড়া হয়েছে। আলো জ্বলে ওঠে।

"গুডবাই, মিস্টার ভুরেল…" অদৃশ্য মাদাম হুং-এর হাসির শব্দ।

টীক কাঠের মেঝের ওপরে অজ্ঞান হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরা স্পাই স্যাম ভুরেল!

নয়

ঘণ্টাখানেক পরে স্যাম ডুরেলের জ্ঞান ফেরে। অন্ধকার। ডুরেলের বন্দুক, পোশাক ও বেল্ট ওরা কেড়ে নিয়েছে। ডুরেল এখন সম্পূর্ণ নগ্ন। যাতে ওর নিজেকে অসহায় মনে হয়, তাই এই ব্যবস্থা করেছে মাদাম হুং-এর অনুচরেরা।

অন্ধকারে অদৃশ্য মাদাম হুং-এর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"কেমন আছো, মিস্টার ডুরেল ?"

"ফাইন। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো, মাদাম হুং ?"

"অফকোর্স। ইনফ্রা-রেড লাইট, বুঝতেই পারছো ?"

"আমিও তোমাকে দেখতে চাই।"

"বেশ।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেলের ভেতরে স্যাম ডুরেলের বাঁদিকে তার চোখের সমতলে বেগুনী রঙের আলোর ঝিলিক। আলোর মধ্যে একটা মুখ ভেসে ওঠে।

ইলেকট্রনিক ইল্যুশন!

বয়স বোঝা যাচ্ছে না। নন্দন কাননের অশুভ সাপের মতো প্রাচীনা কিংবা গতকালের মতো তরুণী কে বলতে পারে ? কালো চুল। ত্রিকোণ মসৃণ মুখ। পলকহীন দুটো চীনা চোখে তীব্র ঘৃণা। কানে জেড পাথরের ইয়ারিং, গলায় রত্নখচিত কলার। মুখের হাঁ-টা ছোট্ট, দীঘল ভুরু দুটো বাঁকা! মাদাম হুং!!!

"সেবার ইরাণে···তুমি ভেবেছিলে আমি মরে গেছি ? তুমি তো বোকা নও। মার্কিন নয়া সাম্রাজ্যবাদের অনুচর ডুরেল, তুমি বোকার মতো এখানে এলে কেন ?"

"আমাকে উদ্ধার করতে ফাইভ রুবি সংগঠনের লোকেরা আসবে।"

ফাইভ রুবি সোসাইটির অর্ধেক লোক আমার অনুচর। বাকী অর্ধেক মিস্টার হ্যানের লোক।"

"তুমি ভুলে যাচ্ছো, আমি ওদের পাঁচজন টাইগার-জেনারেলের একজন।"

"কিন্তু সাম্পানের মাঝি ছাড়া কেউ জানেনা যে তুমি এখানে এসেছো, তার মুখ বন্ধ করা যায়। আনালিসা তার কোটিপতি বাবার মতোই নিষ্ঠুর ও বুদ্ধিমতী। সে মুখ খুলবে না। হ্যান ফেই উ আমার প্রেমের বাঁধনে বাঁধা, যা ইস্পাতের থেকেও শক্ত। শেষ পর্যন্ত সে আমার কথা শুনতে বাধ্য। এবং, জেনে রাখো, তোমাদের 'কে' সেকসনের স্থানীয় এজেন্ট, বোমা বিস্ফোরণে আহত লেভী লিসকম্বকে ভুল ইনজেকশন দেওয়ার ফলে অজ্ঞান। কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তোমাকে আস্তে আস্তে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে মেরে ফেলা হবে।"

মাদাম হুং-এর মুখটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

* * *

সেলের দরজা খুলে গেল। উজ্জ্বল আলোয় ডুরেলের চোখ ঝলসে যায়।

দুটো বিশালকায় মাণ্ডু গুণ্ডা, বুক খোলা, মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠছে। মাথা

কামানো, পেছনে মাঞ্চুদের মতো বেণী। কোমরে চামড়ার বেল্টে প্রকাণ্ড তরোয়াল, হাতে চাবুক।

"আমি তোমাদের কিছু বলবো না" ডুরেল বলে, "মাদাম হুং, যে ড্রাগন বা ডাকিনী তোমাদের পুরুষত্ব কেড়ে নিয়েছে আমি তার সঙ্গেই কথা বলতে চাই।"

জবাবে দুটো চাবুক ঝলসে ওঠে। ডুরেল দ্রুত সরে গেলেও একটা চাবুক উরুতে লাগে। আচমকা ডাইনে ঘুরে একটা গুণ্ডার মণিবন্ধ ধরে অর্ধবৃত্তের মতো ঘোরে ডুরেল। ওর তরোয়ালের হাতল ততোক্ষণে স্যামের বাঁ হাতের মুঠোয়। দ্বিতীয় গুণ্ডাটা দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। দু হাতে তরোয়াল তোলে ডুরেল। হিস!!! লোকটার গলার চামড়া, মাংস ও হাড় কাটার শব্দ। কাটা মুণ্ডুটা ছিটকে পড়ে। কবন্ধ লাসের গলা থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরে। অন্ধকারে মাদাম হুং-এর গলার ফিস-ফিস আওয়াজ। আলো নিভে যাওয়ায় দ্বিতীয় গুণ্ডা বা ডুরেল কেউই কিছু দেখতে পাচ্ছে না। দ্বিতীয় গুণ্ডার হাতেও তরোয়াল। প্রথম গুণ্ডার মাথায় লাথি মারে ডুরেল। ফুটবলের মতো কাটা মুণ্ডু ছুটে আসতেই দ্বিতীয় গুণ্ডা তরোয়াল চালায়। ততোক্ষণে ডুরেলের তরোয়াল দুবার ঝলসে ওঠে। দ্বিতীয় গুণ্ডা পড়ে যেতেই রক্তরাঙা তরোয়াল হাতে খোলা দরজা দিয়ে ছোটে ডুরেল। করিডর। একটা বেডরুমে তিনটি পুরুষ ও দুটো মেয়ে উলঙ্গ হয়ে যৌন ক্রীড়ায় মত্ত। দেয়ালের প্যানেলে অনেক ফুটো।

প্রত্যেক ফুটোয় কামুক নরনারীর চোখ। ছুটতে ছুটতে গ্যালারীতে পৌঁছয় ডুরেল। হিপ-মিউজিকের উদ্দাম ছন্দ। শ্যাডোবক্সের ভেতরে নাচছে লিনডা রিডল। নগ্ন, চোখ বন্ধ। জীবন্ত 'নিউক্লিয়ার ন্যুড'। সামনে মেঝের ওপরে ছায়ায় সেই মেয়েটা। যুঁইফুল! মিস জ্যাসমিন জোনস। পরণে ঢিলে পোশাক, পোশাকে এমব্রয়ডারি করে ড্রাগন আঁকা। মেয়েটার জিভ ও ঠোঁট দুটো লম্বা সরু স্টেনলেশ স্টিলের তার দিয়ে সেলাই করা!!

যারা বেশী কথা বলে, তাদের সাজা দেওয়ার প্রাচীন চীনা প্রথা।

"জ্যাসমিন!" চীৎকার করে ডুরেল। মেয়েটার জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলার উপায় নেই। আচম্বিতে বাজনা থেমে যায়। শ্যাডোবক্সের ভেতরে নাচ বন্ধ করে লিণ্ডা রিডল। তুঙ্গ স্তন, হাত দুটো সামনে বাড়ানো, লম্বা চুল পাছা অবধি নেমেছে—বিস্ফারিত চোখ মেলে ডুরেলকে দেখেই সামনে এগোতে যায় লিণ্ডা। ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। তীব্র আলোর ঝলক। তারপর দেখা যায়, শ্যাডোবক্সের ভেতর থেকে অদৃশ্য হয়েছে লিণ্ডা। সেখানে চেয়ারে বসে আছে মাদাম হুং। দীঘল শরীর পীচ ও সোনার রঙে রাঙানো 'ম্যানডারিন' নামের চীনা পোশাকে ঢাকা, বাঁকা ভুরু, কালো চুল, রোগা হাত দুটোর নখে রুপোর রং।

"মিস্টার ডুরেল, আজ রাতে তোমার ও আমার মধ্যে একজনকে মরতে হবে। মহান মাও সে-তুং বলেছেন, একই আকাশে দুটো সূর্য থাকতে পারে না।"

"মাদাম হুং, তুমি যুঁইফুলের ওপরে অত্যাচার করছো কেন?"

"ও সুন্দরী। কিন্তু ও আর কাউকে চুমু খাবে না, কারো কানে ফিসফিস করে গোপন কথা বলতে পারবে না।"

"ও আমাকে কিছুই বলেনি।"

"ও তোমার সঙ্গে বড়ো বেশী সময় ছিল। তার জন্যেই ওর শাস্তি। ডুরেল, তুমি চীনা দার্শনিক সুয়ান্ জুর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত?"

"হ্যাঁ। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ স্বভাবতঃ অশুভ। কিন্তু তাঁর শিষ্য হ্যান ফেই একথা স্বীকার করেন নি। কনফুসির পরিভাষায় তোমার 'লী' নেই, মাদাম হুং। তুমি কারো ভালো করতে জানো না। তুমি যখন হেরে যাবে পিকিং তোমার নিন্দা করবে এবং স্বর্গও তোমাকে ত্যাগ করবে। কিন্তু হঠাৎ দর্শনের কথা বলছো কেন, মাদাম হুং?"

"আজ পিকিং-এ আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের বন্ধু সুং বংশের উত্তরাধিকারী-দের উদ্দেশ্যে সাতশো বছরের পুরানো একটা প্রবাদ প্রায়ই বলি। 'দাঁত ঠোঁটের যতো কাছে, আমরাও তোমাদের ততোটা অন্তরঙ্গ। ঠোঁট না থাকলে ঠাণ্ডায় দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপবে'। ঠিক সেইভাবে, মিস্টার ডুরেল, আমিও ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে বাঁধা। কিন্তু তুমি যখন এই পৃথিবীতে থাকবে না, তখনও আমি হাসবো এবং মদ খেয়ে ফুর্তি করবো। তুমি আমার সামনে নগ্ন ও অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছো। ইচ্ছে করলে আমি আমার অনুচরদের দিয়ে তোমার হাঁটুর মালাইচাকি ও হাতের কনুই ভেঙে ফেলতে পারি, তোমার নাক, হাত ও পা কেটে নিতে পারি, গরম ব্রোঞ্জের সিলিণ্ডারে ঢুকিয়ে তোমার মাথাটা আগুনে সেঁকতে পারি তোমার চামড়া পুড়িয়ে ছাড়িয়ে নিতে পারি, তোমাকে চাবকাতে পারি, বাঁশ দিয়ে দলতে পারি, কেটে টুকরো টুকরো করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দিতেও পারি। প্রতিদানে তোমাকে বলতে হবে, কি ভাবে তুমি আমার প্রাইভেটপ্লেন রুটের খোঁজ নিয়ে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেণ্টিংটা হাতিয়েছো? ওটা এখন কোথায়? পেণ্টিংটা ফেরত পেলে তোমাকে যেতে দেবো।"

"জ্যাসমিন ও লিণ্ডাকেও ছেড়ে দেবে?"

'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেণ্টিংটা কিভাবে মাদাম হুং-এর হাত ছাড়া হয়েছে, ডুরেলের জানার কথা নয়। কিন্তু সে সুযোগটা ব্যবহার করতে দেরি করে না।

"ওরা যেতে পারে। আমার কাছে ওদের কোন দাম নেই।"

"আগে আমার পোশাক ফেরৎ দাও।"

"নিশ্চয়ই।"

ছোট্ট একটা রুপোর ঘণ্টা বাজায় মাদাম হুং। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বেণী ঝোলানো এক মাণ্ডু গুণ্ডা সার্ট ট্রাউজার ও টেনিস স্যু মেঝেয় রেখে যায়। দ্রুত পোশাক বদলে নেয় ডুরেল। "বন্দুকটা?"

"ওটা পাবে না। আগে বলো, পেণ্টিংটা কোথায়? পেণ্টিংটা আমার প্রাইভেট প্লেনে এখানে পেঁাছুবার কথা। কিন্তু কি ভাবে যেন প্লেনটা হাইজ্যাক করা হয়েছে। এর পেছনে নিশ্চয় তোমার ষড়যন্ত্র। ইচ্ছে করলে অবশ্য তোমার সাহায্য ছাড়াও—"

"তাহলে সে চেষ্টাই করছো না কেন ?"

"পিকিং ধৈর্য হারাচ্ছে"

"মাও সে-তুং তোমাকে টাকা দিচ্ছে ?"

"ওঁর সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বলো।"

"আমি কোন কথাই বলতে চাই না।"

শ্যাডোবক্সের ভেতরে পেছন দিকে 'নিউক্লিয়ার নূড' নামের অরিজিন্যাল পেণ্টিং এর মতো পারমাণবিক প্রতীক আঁকা এবং সেখানেই প্যানেলে লুকানো একটা দরজা, যেটা খুলে ভেতরে ঢুকেছে মাদাম হুং। সেই দরজাটা খুলেছে !!!

আচমকা হাতের রক্তমাখা ভারী তরোয়ালটা ছুঁড়ে মারে ভুরেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মাদাম হুং বুঝতে পারে, পেছন দিয়ে কেউ ঢুকেছে। ভুরেলের তরোয়াল শ্যাডোবক্সের ফ্রেমে ঢুকছে, পেছনে কেউ ঢুকেছে বুঝতে পেরে আর্ত চীৎকার করে ফ্রেমের দিকে পিছিয়ে যায় মাদাম হুং। তরোয়াল ছুটে আসছে, ইলেকট্রিক সারকিট চালু হয়, উজ্জ্বল নীল বিদ্যুৎ, স্ফুলিঙ্গের পর স্ফুলিঙ্গ ছুটে আসে তরোয়ালের ইস্পাতের ফলার দিকে। ভুরেলের তরোয়াল হুং-এর গায়ে লাগলো না। কিন্তু মাদাম হুং ফ্রেমের সামনের খোলা দিকটা দিয়ে পড়ে গেলো। সেকেণ্ডের জন্য মনে হয়, বিদ্যুৎ তরঙ্গের জ্বলন্ত জালে জড়িয়ে গেছে মাদাম হুং। পর মুহূর্তে তার চুলে আগুন ধরে যায়, মেঝেতে জ্যাসমিন জোনসের পাশে লুটিয়ে পড়ে মাদাম হুং। দেখে মনে হয়, ও মরে গেছে ! ! !

…পেছনের দরজা দিয়ে ডুবুরীর পোশাক পরা যে লোকটা শ্যাডোবক্সের ভেতরে ঢুকেছিল, তার উদ্দেশ্যে ভুরেল বলে, "হ্যালো, ডেনিস ডিকিন, এতো দেরী হলো কেন ?"

সমুদ্রের নীচে সাঁতার দিয়ে এসেছে বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন। পরণে ডুবুরীর কালো পোশাক, চোখে গগলস, মুখোসটা মাথার ওপরে তোলা। ছোকরা হাসছে।

তার বক্তব্য হলো, প্রথমে বুড়ি লী ইয়োন এবং পরে আনালিসার মুখ থেকে ডেনিস শোনে যে স্যাম ভুরেল সেভেন আইলস্ দ্বীপপুঞ্জে গেছে। ইতিমধ্যে লিণ্ডা নিরুদ্দেশ হওয়ায় লিনডার অনুরাগী ডেনিস এখানে এসে হাজির হয়েছে।

ইলেকট্রিক স্ক্রীনটা নিশ্চল। ভুরেল ইস্পাতের তরবারী ছোঁড়ার ফলে শর্ট্ সারকিট হয়েছে। জ্যাসমিনকে ডেনিসের কোলে তুলে দেয় ভুরেল।

মাদাম হুং-কে দেখে মনে হচ্ছে, মরে গেছে।

অন্য সময় হলে ওর মাথাটা রক্তমাখা তরোয়ালের এক কোপে কেটে রেখে যেতো ভুরেল। কিন্তু এখন মুখ সেলাই করা শ্রীমতী যুঁইফুলের চিকিৎসার দরকার।

কোথাও কোন অ্যালার্ম বাজছে না। এঃটা বেডরুমে বিছানার ওপর লিনডা, ইতিমধ্যে একটা পোশাক জোগাড় করে নিজের নগ্নতা ঢেকেছে, এখনও কিছুটা নেশার ঘোর আছে। ওকে ধরে তোলে ডিকিন।

"ডেনিস, আমি কখ্খনো ভাবিনি তুমি আমাকে উদ্ধার করবে……আমি ভাবতেই পারিনি যে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে…"

"কিছু ভেবোনা, বেবী। আমরা নিরাপদে দেশে ফিরে যাবো।"

লিন্ডাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ডেনিস ডিকিন। জ্যাসমিন জোন্স্ ড্রেলের কোলে। ডেনিসের আণ্ডার ওয়াটার ফ্ল্যাশ লাইটের আলোর সংকেত পেয়ে চার্লির সাম্পান তীরে ভেড়ে। সাম্পানে উঠে ড্রেলের মনে হয়, তরুণ বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিনের সম্বন্ধে তাকে মত বদলাতে হবে। লোকটা শুধু আঁতেল নয়, কাজের লোক. ওর ব্যক্তিত্বে একটা পুরুষালী ও আক্রমণাত্মক দিক আছে, যা কয়েকদিন আগেও বোঝা যায়নি। যে লিনডা ওকে পাত্তা দিতে চাইতো না, এখন সে এই নতুন ডেনিস ডিকিনকে দেখে মুগ্ধ ও বশীভূত।

তীরে পৌঁছে যুঁইফুল এবং লিন্ডাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো ড্রেল ও ডেনিস ডিকিন। মুখ সেলাই করা যুঁইফুলকে দেখে চমকে ওঠে হ্যালসী ক্লিনিকের ভারতীয় ডাক্তার ঘিনড়ুরা।

"এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে। 'কনট্যুশন, ইডিমা '।"

'ডক্টর, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। লেডী লিসকম্বকে ঘুম থেকে জাগাবার ওষুধ দিন। আপনি বোধহয় জানেন না, এই হাসপাতালের অর্ধেক খরচ এবং আপনার মাইনের অর্ধেক দেয় লেডী লিসকম্ব এবং সেই টাকাটা আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী তহবিল থেকে।"

ডক্টর ঘিনড়ুরা চুপ করে যায়। একটু পরে লেডী লিসকম্বের ঘুম ভাঙে। তার পায়ে প্লাস্টার এবং পা-টা ট্র্যাকশনে ঝুলছে। নাকে এবং বিস্ফোরণের দরুন শরীরে যেসব জায়গায় আঘাত লেগেছে, সেখানে ব্যানডেজ বাঁধা।

"লেডী, মাদাম হুং-এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমি ওর হাতে বন্দী হয়েছিলাম। ডেনিস আমাকে উদ্ধার করে। ইলেকট্রিক শকে আহত হয়েছে মাদাম হুং, তবে মরেছে কিনা সন্দেহ আছে। বোম্বাই, রেঙ্গুন ও কুয়ালালামপুরে আমাদের এজেন্টদের কাছে কোড মেসেজ পাঠানোর কোন উপায় আছে ?"

"হ্যাঁ, অফিস, অফিসের সিন্দুক বা স্পেশ্যাল টেলিফোন অক্ষত আছে। কিন্তু কাজুন, আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে এবার পেরে ওঠা শক্ত মনে হচ্ছে।'

একটু পরে·········

ড্রেল॥ সূর্যমুখী ফুল আঁকা পেনড্যাণ্ট গলায় ঝোলাবার আইডিয়াটা কে তোমাকে প্রথম দেয় ?

লিন্ডা॥ আমাদের বান্ধবী প্যান।

ড্রেল॥ ফাইন্! ডেনিস, ট্যাক্সি ডাকো।

···ডক্টর ঘিনড়ুরা শ্রীমতী যুঁইফুলের মুখ ও জিভ সেলাই করা ইস্পাতের তারগুলো কেটে ওকে অ্যাণ্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিয়েছে। পরে প্লাস্টিক সার্জারীর ব্যবস্থা হবে। সারামুখে ব্যানডেজ, ভালো করে কথাই বলতে পারছে না শ্রীমতী জ্যাসমিন।

ড্রেল বলে, "জ্যাসমিন, তুমি এখন নিরাপদে হাসপাতালে থাকবে। মাদাম হুং আহত বা নিহত। তোমার কোন ভয় নেই। এবার বলো, মাদাম হুং-এর প্রাইভেট

এয়ার লাইন—যার প্রত্যেকটা প্লেনে সূর্যমুখী ফুল আঁকা—ওই এয়ার লাইনের প্লেনের সংখ্যা কতো ?"

"তি—ন। আ-র এ-ক-টা হে-রি-ক-প্...."

"হেলিকপ্টার ?"

"হুঁ।"

"সিঙ্গাপুরের আগে শেষ কোথায় থামে ? কুয়ালালামপুর ?"

"হুঁ।"

"কবে প্লেন আসার কথা ? আজ না কাল ?"

"আ-জ। প্লে-ন-হা-রি-য়ে গে-ছে।"

আরো খানিকক্ষণ পরে......

লেভী লিসকম্বের অফিস্ঃ লেভীর দেওয়া কম্বিনেশন বের করে সিন্দুক খুলে কোড মেসেজের বই বার করে ডুরেল। বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছে লিন্ডা, ডিকিন। কুয়ালালামপুরে 'কে' সেকসনের এজেণ্ট হ্যাংক সুইনীকে ফোন করে স্যাম ডুরেল।

সুইনী॥ হ্যালো, কাজুন, ওয়াশিংটন তোমার খোঁজ না পেয়ে খুব চিন্তিত!

ডুরেল॥ সুইনী, সূর্যমুখী ফুলের প্রতীক আঁকা একটা প্লেন সম্ভবত কাল কুয়ালালামপুরে নেমে আবার অজানা কোন বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে গেছে। কোথায় গেছে, আমি জানতে চাই।

একটু পরে সুইনী ফোন করে।

সুইনী॥ কাজুন, ওই প্রাইভেট এয়ার লাইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের মিচেল বম্বার কিনে কিছুটা রদবদল করে ব্যবহার করে। প্লেনগুলো আসে ভারতবর্ষ বা বার্মা থেকে, যায় ডফোনং।

ডুরেল॥ ডফোনং ? সেটা কোথায় ?

সুইনী॥ প্রাক্তন রবার প্ল্যানটেশন। মেন্ল্যাণ্ডে। সিঙ্গাপুর থেকে আশি মাইল দূরে। এই প্লেনটাও সেখানেই গেছে। কাজুন, তোমার সঙ্গে যোগাযোগের দরকার হলে কোথায় খবর দেবো ?

ডুরেল॥ ডফোনং-এ।

লেভীর অফিসের আধপোড়া জিনিসপত্রের মধ্যে দক্ষিণ মালয়েশিয়ার একটা ম্যাপ। সিঙ্গাপুর দ্বীপের দক্ষিণে মালাক্কার খাঁড়ি, তারপর ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ। উত্তরে জোহর প্রণালী ও মালয়েশিয়ার মূল ভুখণ্ড। সিঙ্গাপুর থেকে বুকিট টিমা রোড ব্রিজ ও কজওয়ের ওপর দিয়ে রেললাইনের সমান্তরালে জোহর প্রণালী পেরিয়ে জোহর বারু শহরে গেছে। সেখান থেকে ছোট একটা রাস্তা গেছে ডফোনং বিমান-বন্দরের দিকে।

ট্যাক্সিতে উঠে লিন্‌ডা, ডেনিস ডিকিন ও ডুরেল লী ইয়োনের আস্তানায় যায়।

হলের সামনেই একটা বেড়ালের গলা কাটা। চেয়ার টেবিল হাই ফি সেট এমনকি রান্নার বাসনপত্র ভাঙা, ইতস্তত ছড়ানো।

"প্যান?"

ডুরেল ডাক দিতেই উন্মাদের মতো ছুটে আসে বুড়ী লী ইয়োন। সারা গায়ে রক্ত, মুখে কালশিরে, একটা চোখ বন্ধ, হাতে রক্তমাখা মাংস কাটা ছুরি। ডুরেল চমকে সরে যায়।

"ডুরেল, তোমার জন্যে, সব তোমার জন্যে..." ফুঁপিয়ে কাঁদে লী ইয়োন।

"ওরা প্যানকে ধরে নিয়ে গেছে। আনালিসা আগেই চলে গেছে। প্যানকে ওরা ধরতে এলে আমি বাধা দিয়েছিলাম, ওরা আমাকে মেরেছে।"

"প্যানকে মেরেছে?"

"না।"

"প্যান বাধা দিয়েছিল?"

"না। ও ছোট্ট মেয়ে..."

"না লী ইয়োন, প্যান মাদাম হুং-এর এজেন্ট। ওর জন্যেই এতো ঝামেলা..."

একটু পরে কোটিপতি হ্যান ফেই উ-কে ফোন করে ডুরেল।

"মিস্টার ডুরেল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি মরে গেছো। বাঘের মুখে মাথা গলালে..."

"না, আমি বেঁচে আছি। তোমার মেয়ে প্যানকে তোমার প্রাক্তন শয্যাসঙ্গিনী মাদাম হুং-এর এজেন্টরা কিডন্যাপ করেছে। তোমার মেয়েকে ফিরে পেতে আমি সাহায্য করবো, বিনিময়ে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' নামের পেন্টিংটা আমি চাই। ফাইভ রুবি সংগঠনের যে সব লোক এখনও তোমার বিশ্বস্ত, মাদাম হুং-এর সঙ্গে যোগ দেয়নি, তাদের সাহায্য চাই। রেড রড তোমার দলে আছে?"

"হ্যাঁ। তুমি ওকে ভোলোনি? ও আমার প্রতি বিশ্বস্ত।"

"ওকে দু'ডজন লোক নিয়ে তৈরী থাকতে বলো। সবাই সশস্ত্র হওয়া চাই। অনেকগুলো গাড়িও চাই। কুড়ি মিনিট পরে উইলো সিটিতে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

দশ

ফাইভ রুবি সোসাইটির হেড কোয়ার্টার উইলো সিটিতে বেদীর ওপর লাল ড্রাগনের প্রতীক আঁকা লণ্ঠন জ্বলছে। হেডম্যানের চেয়ারে স্যাম ডুরেলের পুরোনো বন্ধু রেড রড। মালয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী কিলার স্কোয়াডের কম্যাণ্ডার ছিল রেড রড। তার অধীনে পাঁচজন টাইগার জেনারেল, প্রত্যেকের এক একটা কিলার স্কোয়াড। এই টাইগার জেনারেলের একজন ছিল স্যাম ডুরেল।

রেড রড খুব রোগা, নিখুঁত কামানো মাথা, হলুদ মুখ, বাঁকা চোখ, হাতের আঙুলগুলো কাঠের মতো শক্ত ও কড়া পরা গালে কাটা দাগ।

রেড রড ॥ স্যাম ডুরেল, মাই টাইগার ফ্রেণ্ড, অনেক বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো। মালয়ের জঙ্গলে পিকিং-এর অধীনে টোয়েনটি ফোর গ্যাং-এর সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে, আমি ভুলিনি।

ডুরেল ॥ রেড রড, সে-যাত্রায় তুমিও আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলে। মাদাম হুং-এর সঙ্গে লড়াইয়ের কি ব্যবস্থা হলো ?

রেড রড ॥ কুড়িজন লোক, জীপ, নৌকো, অস্ত্র, বাইসাইকেল পাম্প, পারাং, পিস্তল, মোটর বাইকের চেনে ব্লেড লাগানো, আলোর বাল্বের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভরে তৈরী অ্যাসিড বোমা।

ডুরেল ॥ রাস্তায় মারপিটের পক্ষে যথেষ্ট, তবে এক্ষেত্রে নয়।

রেড রড ॥ চারটে ইসরাইলি ৯ মিলিমিটার উজি সাবমেশিন-গান, দুটো সুইডিশ 'কে' গান, পাঁচটা ম্যাডিসন পি. পি. এস. ফরটিওয়ান বন্দুক, রাশিয়ান অ্যাসাল্ট-গান। এই তো, মিস্টার হ্যান এসে গেছেন।

বৃদ্ধ চীনা কোটিপতি হ্যান ফের উ-র পরণে যোধপুর ব্রীচেস, হাতে ছড়ি।

হ্যান ॥ ঝড়-বৃষ্টিতে ডফোনং থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা প্লেন ক্র্যাশ-ল্যাণ্ডিং করতে বাধ্য হয়েছে। আমার কাছে চার্ট আছে।

রেড রড ॥ ওটা স্যাম ডুরেলকে দিন।

হ্যান ॥ ডুরেল, তুমি ঠিক জানো সানফ্লাওয়ার মারা গেছে ?

ডুরেল ॥ কে ?

হ্যান ॥ মাদাম হুংকে ভালোবেসে আমিই ওকে ওই নামে ডাকতাম।

ডুরেল ॥ মরেছে কি না ঠিক জানিনা। তোমার মেয়ে প্যানও মাদাম হুং-এর দলে যোগ দিয়েছে। কোটিপতি রিডল, ভন গলজ ও তার মেয়ে আনালিসা কোথায় ?

হ্যান ॥ কজওয়ের কাছে অপেক্ষা করছে। তুর্কী কোটিপতি ইউসুফ হাদাদ ফজিল আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে দেশে ফিরে গেছে।

*　　*　　*

ডেনিস ও লিনডা রিডল। প্রেমিক-প্রেমিকারা। স্যাম ডুরেল ও রেড রড। ওরা দুজনে একদা ছিল রেড রুবি সোসাইটির কিলার-স্কোয়াড কম্যাণ্ডার ও টাইগার জেনারেল।

পাঁচজন টাইগার জেনারেলের দুজন এবং রেড রুবি সংগঠনের অর্ধেক সদস্য এখন কমিউনিস্ট চীনের সেরা এজেণ্ট মাদাম হুং-এর প্রভাবাধীন। এবারের ঝামেলাটা মিটে গেলে হ্যান ফেই উ আর রেড রুবি সংগঠনের সর্বাধিনায়ক থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। কেননা সে যে মাদাম হুংকে এই সংগঠনে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিয়েছে, সেজন্য তার সমর্থকরাও তাকে ঘৃণার চোখে দেখছে।

মালয়েশিয়ার মেনল্যাণ্ডে সিঙ্গাপুরের চেয়ে অনেক বেশী গরম। সমুদ্র খুব বেশী

দুরে না হলেও সকাল নটার সময়ই দরদর করে ঘামছে ডুরেল। ছোট্ট কনভয়টা নারকেল গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়ায়। কম্যান্ড-কারের কাছে মার্কিন কোটিপতি রিডল, জার্মান কোটিপতি ভন গলজ ও তার মেয়ে আনালিসা।

"হের ডুরেল, তুমি আমাদের হয়ে কাজ করবে?"

"হের ভন্ গলজ, 'নিউক্লিয়ার নুড পেশিটংটা তোমরা পাবে না।"

সাম্পানে ডুরেলকে নিজের যুবতী শরীর ভোগ করতে দিতে চেয়েছিল আনালিসা, করেনি বলে ডুরেলের এখন অনুশোচনা হয়। "তুমি হৃদয়হীন", ফিস ফিস করে বলে আনালিসা, "তুমি মরে গেলে আমি খুশি হবো।"

পেছনের গাড়িতে লিন্ডা, ডুরেল, ভন্‌গলজ, আনালিসা এবং বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন। সামনের কম্যান্ড-কার ড্রাইভ করছে রেড রড। সঙ্গে স্যাম ডুরেল ও কোটিপতি হ্যান ফেই উ।

জঙ্গলের রাস্তা। মাঝে মাঝে রেড রুবি সোসাইটির গুণ্ডারা নেমে লতাপাতা কেটে রাস্তা সাফ করছে। বন এতো গভীর, সূর্যের আলো ঢোকে না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল। রঙিন স্কার্ট হাঁটুর ওপর গুটিয়ে মালয়ী মেয়েরা হাঁটু জলে ধান ক্ষেতে কাজ করছে। তাদের মাথায় খড়ের টুপী। ইঞ্জিনের গর্জনে মোষগুলো চমকে ওঠে। উত্তর ও দক্ষিণে পাহাড়। মাঝের উপত্যকায় ডুফোনং।

শহরের বড় রাস্তা খালি। একটাও মানুষ নেই, মোষ নেই, বাচ্চা ছেলে নেই। একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

দেখলে মনে হচ্ছে…ডুফোনং শহর সদ্য মরে গেছে।

*　　　*　　　*

গরম হাওয়ায় পাতায় ছাওয়া কাঠের ঘরগুলোর আশপাশ থেকে ধুলো ওড়ে। বটগাছের নীচে খাবারের স্টল ফাঁকা। ভাতের হাঁড়ি থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

"টু লেট!"

রেড রড গাড়ি থামিয়ে বলে, "টায়ারের দাগগুলো দেখছো? কমিউনিস্টরা আগেই এসে গেছে।"

চোখে সান গ্লাস, হাতে সাব-মেশিনগান, ভেতরে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরা গোলমুখ ন্যাড়ামাথা বৌদ্ধ পুরোহিত। সেই শুধু পালায়নি।

"গুণ্ডারা এসেছিল। একটা প্লেন অ্যাক্সিডেণ্টের ব্যাপারে ওরা মেয়র ও অন্য কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সবাই ভয় পেয়ে ধানের ক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে, তা প্রায় ঘণ্টা চারেক হলো।"

ততোক্ষণে রেড রড ও ডুরেল আবার জীপে উঠেছে। জীপ এয়ার স্ট্রীপের দিকে ছুটে চলে। হ্যাঙ্গার শেডে পাইপার কোমানচে ফোর-টু সীটার প্লেন। প্লেনের ডানায় সূর্যমুখী ফুল আঁকা। ইগনিশন কী নেই।

অপারেশনস অফিসে মেঝেয় পড়ে কাৎরাচ্ছে লাল চুল খাকি পোশাক পরা ইংরেজ অফিসার। দু পায়ের মধ্যে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। লোকটার তলপেটে গুলি লেগেছে।

"ব্লাডি বাস্টার্ড চাইনিজ কমিউনিস্টরা আমার এই হাল করেছে। ওদের একটা মেয়ে...উইচ্...বীচ—বয়স বেশী নয়, আমাকে গুলি করে। ওরা রেডিও মেসেজ পাঠাতে চাইছিলো, আমি রাজি হইনি..."

লোকটা মরে যায়।

রেড রডের হাতের পি. পি. এস. ফরটিওয়ান গানের নল তখন ডুরেলের মাথার দিকে উঁচিয়ে আছে।

"কি হয়েছে বন্ধু!"

"ফাইভ রুবি সংগঠন দ্বিধাবিভক্ত। আমি এখানে কি করছি? আমাকে কেন ডাকা হয়েছে? পুলিশ কোন ঝামেলা করবে কিনা? বলো, এম. আই. সিক্স..."

"পুরোনো দিনের মতো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো রেড রড। কোন ঝামেলা হবে না।"

"ঠিক আছে," বন্দুক নামিয়ে হাসে রেড রড, তারপর প্রেতের মতো পেছনের দরজা দিয়ে মিলিয়ে যায়।

সামনে রেডিও ট্র্যান্সমিটার। স্পেশ্যাল ওয়েভলেংথে কুয়ালালামপুরে সেকসন 'কে'-র এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডুরেল।

"ব্রোকার টু, রেড সিগন্যাল! ন্যারো গেজ লাইনে নেক্সট ট্রেন কখন?"

"বিকেল সাড়ে চারটে! তুমি আসতে পারবে?"

"সময় নেই, স্যার। প্লেন যেতে পারে। কতোজন লোক চাই?"

"যতোজন জোগাড় করতে পারো। আমি না থাকলে ডুফোনং এয়ারস্ট্রীপে অপেক্ষা করো।"

রাট.. টাট্...টাট্! হঠাৎ জানলা দিয়ে এক ঝাঁক বুলেট ছুটে আসে।

উজি সাব-মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল, গড়াতে গড়াতে মেঝের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে যায় ডুরেল। কম্যাণ্ড-কার ও দুটো জীপই অদৃশ্য। রেড রুবি সংগঠনের তিনজন লোকের লাশ পড়ে আছে। তেলের ড্রামের পেছন থেকে বেরিয়ে আসে রেড রড। তার গাল থেকে রক্ত পড়ছে।

"কোটিপতি রিডল, ভনলগজ ও মিস্টার হ্যান তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ডুরেল। দুজন টাইগার জেনারেল ও রেড রুবির অন্য লোকেরা সবাই ওদের সঙ্গে কেটেছে। যারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়নি, তাদের ওরা খুন করেছে। ডেনিস ডিকিন ওদের হাতে বন্দী। এখন তুমি আমি একা। অবশ্য একটা জীপ আছে।"

* * *

কুড়ি মিনিট আগে স্টার্ট দিয়েছে বিশ্বাসঘাতক কোটিপতিরা ও তাদের সঙ্গী রেড রুবি-গুণ্ডারা। এখন ন্যারো গেজ রেল লাইনের সমান্তরাল সরু রাস্তা দিয়ে ওদের পেছনে জীপ চালাচ্ছে রেড রড ও স্যাম ডুরেল। উপত্যকা ক্রমশই সরু হচ্ছে,

পাহাড়ের ঢাল্‌ সানুদেশে ধানের ক্ষেত, তারপর টীকের বন এবং পরিত্যক্ত চা-বাগান। ক্রমশঃ রাস্তাটা রেল লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

একটা ঝুলন্ত ব্রিজ। ওটার ওপর দিয়ে শুধু রেল লাইন গেছে।

"প্লাস্টিক এক্‌সপ্লোজিভ থাকলে ব্রিজ উড়িয়ে দিতাম," ডুরেল বলে।

"কেন? ট্রেন আসতে দিতে চাও না? বলতো গাছ কেটে ব্যারিকেড করে...... জীপে একটা কুড়ুল আছে।"

"সময় নেই, রেড রড।"

কমিউনিস্ট গেরিলারা যে সব গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেগুলো দেখায় রেড রড।

হঠাৎ গুলির শব্দ ভেসে আসে।

"রেড রড, গাছ কাটা যাক," ডুরেল বলে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে দুটো গাছের গুঁড়ি কেটে ওরা ব্রিজেব মুখে ফেলে দেয়।

তারপর আবার জীপে স্টার্ট দেয়। উত্তরে জঙ্গলের ঠিক মুখে একটা পরিত্যক্ত জীপ। রাস্তার ঠিক মাঝখানে চীনা কোটিপতি হ্যান ফেই উ-র লাশ!! তার মাথার ঠিক পেছনে গুলি লেগেছে। ওদের দেখে একটা কাক লাশ ছেড়ে উড়ে যায়। প্রায় চার ফুট দূরে জার্মান কোটিপতি ভন্‌ গলজের মৃতদেহ!!

বুলেটে তার মাথা চুরমার!!!

"হোল্ড ইট্‌! গেট দেম, আনালিসা!"

রিডলের কণ্ঠস্বর। মার্কিন কোটিপতি সি. সি. বি. রিডলকেও ফাইভ রুবির গুণ্ডারা খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু গুলি তার মেরুদণ্ড ফুটো করার বদলে চামড়া ছুঁয়ে গেছে মাত্র। ঝোপের মধ্যে তার পাকা চুলে ঢাকা মাথাটা উঁচু হয়, তার সাবমেশিনগানের টার্গেট এখন রেড রড।

"স্ট্যান্ড স্টিল!!" পেছন থেকে বলে আনালিসা। তার হাতেও রাশিয়ান মডেল পি. পি. এস. ফরটি ওয়ান বন্দুক।

"কি হয়েছে? আমাদের দুজনকে ফেলে তোমরা চলে এলে? তারপর..."

"দুজন টাইগার জেনারেল যে রেড রুবি সোসাইটির চীফ হ্যান ফেই উ-র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাদাম হুং-এর কমিউনিস্ট স্পাই চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, আমরা বুঝতে পারিনি।"

"ডিকিন ও লিন্‌ডা কোথায়?"

"ওদের রেড রুবি সোসাইটির টাইগার জেনারেল দুজন হোস্টেজ হিসেবে আটকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

"তোমরা এখন কি করতে চাও?"

"ফরমুলা এবং পেণ্টিংটা আমার। আমি পয়সা দিয়েছি!"

উন্মাদের মতো চীৎকার করে রিডল।

"কিন্তু কি ভাবে তুমি 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' পেণ্টিংটা পাবে? যে প্লেন এখানে এসে পৌঁছোবার কথা, সেটা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু আমরা এখানে আসার আগেই মাদাম

হুং-এর এজেন্টরা যেখানে প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে, সেখানে পৌঁছে পেন্টিংটা পেয়ে গেছে। এখন কিভাবে ওটা আমরা মাদাম হুং-এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবো?"

"আনালিসা, তুমি কি বলো?" রিডল জানতে চায়।

"ডুরেল ও রেড রডকে খুন কর। ওদের বিশ্বাস করা যায় না।"

"আনালিসা, তুমি সত্যিই মিষ্টি মেয়ে," স্যাম ডুরেল বলে।

রাগের চোটে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ডুরেলের মুখে মারতে যায় আনালিসা। নিমেষের মধ্যে ডাইভ খেয়ে বন্দুকটা ধরে পাহাড়ী রাস্তার ওপরে গড়াতে থাকে ডুরেল। ততোক্ষণে রিডলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রেড রড। গুলির শব্দ। পাহাড়ী খাদের মধ্যে পুতুলের মতো ঝুলছে আনালিসা। ওর চুল ধরে টেনে তোলে ডুরেল।

"ইউ সন্ অফ এ বীচ্!!!" আনালিনা কাঁদছে, "তুমি আমাকে ফেলে দিলে না কেন?"

"অল ইজ্ ওয়েল্।"

নিরস্ত্র রিডলের দিকে তাকিয়ে রেড রড বলে, "তবে মেয়েটাকে ফেলে দেওয়া উচিৎ ছিল।"

"রিডল, এবার তো আমরা বন্ধু হতে পারি?"

"আমাদের কোন চান্স নেই।"

"আছে," রিডলকে একটা বন্দুক দিয়ে ডুরেল বলে, "জীপে নাইলনের একটা কয়েল আছে। ওটা কোমরে বেঁধে আমাদের পাহাড়ী উত্‌রাই বেয়ে নামতে হবে।"

পাহাড়ী চড়াই ও উত্‌রাই। পাথর গড়িয়ে পড়ছে। প্রথমে অদৃশ্য হয়ে গেলো রেড রড। দাঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিল ডুরেল। এ-যাত্রা আনালিসা তাকে বাঁচায়। সব শেষে উঠে আসে রিডল। নীচে পাহাড়ী উপত্যকার খাঁজে দাঁড়িয়ে আছে রেড রুবি সংগঠনের লোকদের কম্যাণ্ড-কার ও দুটো জীপ। বন জঙ্গলের ভেতরে লতাপাতা ও শ্যাওলায় ঢাকা প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। একদা মালয়েশিয়ার কমিউনিস্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এখানে আশ্রয় নিয়েছিল রেড রড ও স্যাম ডুরেল। সেই অভিযানের সময় গ্রেনেড, প্লাস্টিক বোমা ও ফিউজ সমেত একটা ব্যাগ, কেরোসিন ল্যাম্প ও এক টিন কেরোসিন এখানে ওরা ফেলে গিয়েছিল। এখন সাবধানে তেলের লণ্ঠন জ্বালায় ডুরেল। জলের শব্দ। পাথরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে রেড রড দেখে, পাথুরে খাঁজের নীচে গভীর কালো জলের ঘূর্ণি।

"এতো বৃষ্টিতে পাতাল হ্রদ নিশ্চয়ই উপছে পড়ছে," কথাটা বলেই পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় রেড রড। একটু পরে ও ফিরে আসে।

"ডুরেল হ্রদের জল পাহাড়ের একটা ফাঁক দিয়ে ডাইনে বয়ে যাচ্ছে। ওটা বন্ধ করে দিলেই সব জল এই দিকে বয়ে যাবে। দশ মিনিট সময় লাগবে। দশ মিনিটের টাইম ফিউজ। সব প্লাস্টিক একস্‌প্লোজিভ আমি ব্যবহার করেছি।"

ডুরেল অপেক্ষা করে। দশ মিনিট অনন্তকাল বলে মনে হয়। নীচের গিরিবর্তে শত্রুদের ভীড় বাড়ছে। পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে ওরা উপরে উঠছে। কুলী সার্ট পরা মাদাম হুং। তরুণী প্যান।

"রিডল, ওদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি করো," কথাটা বলেই প্যান্ ও হুং এবং তাদের অনুগামীদের মাঝখানে একটা গ্রেনেড ছোঁড়ে ডুরেল, পর মুহূর্তেই উজি সাব-মেশিনগান তুলে ওদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালায়।

রিডল আকাশে গুলি করছে। আর একটা গ্রেনেড ছোঁড়ে ডুরেল। প্যান ও হুং এখন তাদের অনুগামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। কেননা গ্রেনেডের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ওরা পিছিয়ে গেছে। রেড রডের বন্দুকের গর্জন। দুটো গ্রেনেড পর পর ছুঁড়েই পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেয় রেড রড। অনেক মানুষের আর্তনাদ। একটা বুলেট ডুরেলের কানের পাশে দিয়ে বেরিয়ে যায়। চকিতে তাকিয়ে ডুরেল দেখে, মাদাম হুং-এর হাতে বন্দুক। মাদাম হুং ও প্যানের থেকে ডুরেল ও রিডলের দূরত্ব এখন পঞ্চাশ ফুট। পাথরের সঙ্গে গা মিশিয়ে আছে রেড রড। বুলেট পাথর ছুঁয়ে শ্যাওলা ও পাথরের টুকরো ছিটিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

কর্ডাইটের ধোঁয়া উড়ছে। আবার বুলেট। উজি বন্দুকের গর্জন। মাদাম হুং-এর মাথার কুলি-হ্যাটটা উড়ে যায়। হঠাৎ ডুরেলের পায়ের নীচে পাথর কেঁপে ওঠে। সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। জলের গর্জন। পাতাল হ্রদের গতি বদলাবার জন্যে রেড রড যে একসপ্লোজিভ-টাইম ফিউজ ব্যবহার করেছে, তারই বিস্ফোরণ। পাথর গড়িয়ে পড়ে। জলের শব্দ প্রচণ্ড উত্তাল। পাথর ও শেকড়-ওপড়ানো গাছগুলো ভাসিয়ে ছুটে আসে পাহাড়ের অতলে দীর্ঘকাল বন্দী জলের স্রোত, মন্দিরের গেট থেকে নায়গ্রা জলপ্রপাতের মতো প্রচণ্ড গতিতে ফেনার তরঙ্গ তুলে বয়ে যায় মাদাম হুং ও প্যান এবং তাদের সহযোগীদের ঠিক মাঝখান দিয়ে। যারা মাদাম হুং ও তরুণী প্যানকে সাহায্য করতে পারতো, তারা এখন এই প্রচণ্ড উত্তাল বহমান জলস্রোতের ওপারে। ততোক্ষণে পাথর, জল, কাদা তুচ্ছ করে মাদাম হুং-কে মন্দিরের দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেছে ডুরেল। প্যান এগিয়ে আসতেই ওকে ধরে ফেলে রিডল।

"নিউক্লিয়ার নোড' পেন্টিংটা দাও, মাদাম হুং!"

"না," হিস্‌হিস্ করে বলে হুং।

ওর ব্লাউজটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে ডুরেল। ব্লাউজের ভেতরে মোড়া ক্যানভ্যাস। ক্যানভাসটা হুং-এর শরীর থেকে খসে পড়তেই কনুই দিয়ে ওটা চেপে ধরে ডুরেল। ছাড়া পেয়ে পেছন দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলের স্রোতের মধ্যে হারিয়ে যায় মাদাম হুং। অচেতন প্যান রাস্তার একধারে পড়ে থাকে। তরুণীর রগে কালশিরের দাগ ফুটে উঠছে।

"ডুরেল, পেন্টিং আমাকে দাও," বন্দুক তুলে রিডল বলে।

"তুমি আমাকে খুন না করলে পেন্টিংটা পাবে না, রিডল," ডুরেল ওর দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ যেন খুব ক্লান্ত হয়ে বন্দুক নামিয়ে নেয় রিডল। তারপর

প্যানের শরীরটা কাঁধে তুলে হাঁটতে থাকে মার্কিন কোটিপতি। সে হার মেনে নিয়েছে তার পেছনে ডুরেল, তার আঙ্গুল থেকে রক্ত ঝরছে।

মন্দিরের শ্যাওলা ঢাকা মেঝেয় বুদ্ধের মতো পা মুড়ে বসে আছে দুঃসাহসী রেড রড। তার কোলে পি. পি. এস. ফরটিওয়ান বন্দুক। লিনডা ও ডুরেলকে কোলে নিয়ে বসে আছে তরুণ বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন।

"ডেনিস আবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে," লিনডা বলে।

"আনালিসা কোথায় ?" ডুরেল জানতে চায়।

"শেষ মুহূর্তে আমাদের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পালিয়েছে," লিনডা জানায়।

"তোমরা সবাই ভুল করেছো। তোমরা আন্তর্জাতিক শান্তির জন্যে কাজ করছো এবং তোমাদের লোভী পুঁজিবাদী বাবাদের বিরুদ্ধে লড়ছো ? আসলে মাদাম হুং-এর প্রাইভেট এয়ার লাইনের প্রতীক সূর্যমুখী পেণ্ডেন্ট সমেত নেকলেস গলায় ঝোলানো থেকে বাকী সব কিছু কমিউনিস্ট চীনের স্পাই মাদাম হুং-এর এজেন্ট ও তোমাদের বান্ধবী প্যান-এর প্ল্যান।"

প্যানের জ্ঞান ফেরে।

"প্যান, মাদাম হুং তোমার মা, তাই না ?"

"হ্যাঁ। স্যাম ডুরেল, মা যা পারেনি, আমি তাই করবো। একদিন না একদিন আমি তোমাকে খুন করবো।"

ট্রেনের হুইসলের শব্দ। আহত হাতে রুমাল বেঁধে উঠে দাঁড়ায় স্যাম ডুরেল।

"চলো, ট্রেন ধরতে হবে।"

* * *

সিঙ্গাপুরের হ্যালসী ক্লিনিক।

মুখে টেপ ও গজ · কালচে…লাল পোশাক পরেছে শ্রীমতী যুঁইফুল ওরফে মিস্ জ্যাসমিন্ জোন্স্। সেকসন 'কে'র এজেণ্ট লেভী লিসকম্বের ভাঙা পা যদিও এখনো ট্র্যাকশনে ঝোলানো, ওর সঙ্গে যুঁইফুলের ভাব জমে গেছে। লেভী কথা দিয়েছে, সেরে উঠে ও জ্যাসমিনকে তার কণ্ট্রোল-অফিসে চাকরী দেবে।

"ডেনিস, পেণ্টিং এর তেল রঙের নীচে আঁকা তোমার ফরমুলাটার মাইক্রোফটোগ্রাফ আমি হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিয়েছি," ডুরেল জানায়। "নিউট্রিনো সত্যিই শক্তির উৎস হতে পারে কিনা, তা জানতে অনেক বছরের রিসার্চের দরকার হবে।"

তরুণ বিজ্ঞানী ডেনিস ডিকিন হেসে বলে, "এন. এস. এ. কেবল্ পাঠিয়েছিল। আমি ওদের চাকরী নিয়েছি।"

"কাজুন, শীগগিরই আমাদের বিয়ে হবে", লিনডা রিডলও হাসছে।

ক্লিনিকের ইনসিনারেটারে 'নিউক্লিয়ার ন্যুড' পেণ্টিংটা পোড়ানো হল। ডুরেলের আহত হাতে ভারতীয় ডাক্তার স্টিচ্ ও ব্যাণ্ডেজ লাগিয়েছে। তারপর সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এম. আই, সিক্সের অফিসে যায় ডুরেল।

"প্যান কে ছেড়ে দিতে হয়েছে। তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। মাদাম

হুং-এর ডেড বডিও খুঁজে পাওয়া গেলো না। তবে রেড রুবি সংগঠনের বেশীর ভাগ গুণ্ডাকে ধরা হয়েছে", ব্রিটিশ এজেণ্ট জানালো।

* * *

সাবধানে ভেতরে অন্য কেউ নেই বলে নিশ্চিৎ হয়েই হোটেলের ঘরে ঢুকেছিল ডুরেল।

"হ্যালো, ওল্ড ফ্রেণ্ড!" বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো রেড রড।

"রেড রড, হুং-এর ডেডবডি পাওয়া যায়নি। প্যানও নিরুদ্দেশ।"

"ডুরেল, হুং-এর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারিণী হিসেবে প্যান এখন সেভেন আইলের প্রমোদ দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা চালাবে। ডুরেল, প্যান বা মাদাম হুংকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। ওরা তোমার আমার হাতের বাইরে। জঙ্গলে তোমার সঙ্গে ছুটি কাটানো মন্দ লাগেনি। তবে এখন আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে হবে। আমার স্ত্রী তোমাকে আমাদের বাড়িতে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। আর একজন সুন্দরী তরুণী আসবে। তাকে হয়তো তোমার পছন্দ হবে।"

"তোমার বাড়িতে নিমন্ত্রিত হওয়া আমার পক্ষে সম্মানের ব্যাপার।" যথোচিত ভদ্রভাবে বলে ডুরেল, "আমি নিশ্চয়ই যাবো।"

শিয়রে যখন মৃত্যু

এরলি স্ট্যানলী গার্ডনার

আতংক—সত্যিকার আতংক এর আগে একবারই অনুভব করেছে মেয়েটি। যে আতংক স্নায়ুকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়। সেবার···পাহাড়ী এলাকায় ক্যাম্পের শর্টকাট রাস্তা খুঁজতে যেয়ে পথ হারিয়ে তার মনে হয়েছিল, নিস্তব্ধ পাহাড় এবং গভীর অরণ্য তার শত্রু, শুধুমাত্র পালাতে পারলেই বাঁচা যাবে। কিন্তু সে অবস্থায় পালানোর মতো খারাপ কাজ কিছুই হতে পারে না। এখন ট্র্যানসকনটিনেনট্যাল ট্রেনের যাত্রী মেয়েটি একই আতংক অনুভব করছে। পালিয়ে যাবার একটা ইচ্ছা সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না।

যখন সে ডিনার খেতে গিয়েছিল, কে একজন তার কম্পার্টমেণ্ট সার্চ করেছে। নিশ্চয়ই কোন পুরুষ। মেয়েটির কোচের পেছন দিকটা ছিল দরজার দিকে। ফিরে এসে মেয়েটি দেখেছে, উল্টো দিকের বোতামগুলো সামনের দিকে। ছোটখাট ব্যাপার। কিন্তু প্রথমেই তফাৎটা চোখে পড়েছে মেয়েটির। সেই মুহূর্তে শীতল শিহরণ তার শরীরে জেগেছে। এখন সে কম্পার্টমেণ্টের সীটে বসে বাইরের নিরুত্তেজ ভাবটা বজায় রাখার চেষ্টা করছে নিজের আঙুলগুলোর দিকে চোখ রেখে।

সে বয়সে যুবতী, তার শরীরের রেখাগুলো মসৃণ, চোখ দুটো সুন্দর, শরীরের ভাঁজগুলো সম্পূর্ণ এবং সাধারণ অবস্থায় তার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি খেলা করে। সুতরাং কম্পার্টমেণ্টের প্রত্যেকটি পুরুষ তাকে দেখছে।

তার উল্টোদিকে বসে আছে মোটাসোটা একটা লোক। ধ্যানী বুদ্ধের মতো বসে আছে। আধবোজা চোখের অলস পাতা। চোখদুটো দূরের দিগন্তের দিকে। অথচ মেয়েটি যা কিছু করছে, সে সম্বন্ধে লোকটার ঔৎসুক্য আছে। লোকটাকে দেখলে ভয়ংকর মনে হয়। ডান হাতের মধ্যমায় মস্ত বড় হীরের আংটি এবং মোটাসোটা ভুঁড়ি ঢেকে রেখেছে যে ভেসট, তার থেকেও চোখ কেড়ে নিচ্ছে পঁচিশ ডলার দামের বড্ড বেশী চকচকে নেকটাই।

মেয়েটার ডানদিকে যে লোকটা বসে আছে, তার মুখের রং রোদে ঝলসানো ব্রোনজ, তার চোখদুটো ইস্পাতনীল। স্ট্যানডের গ্লাসে হাত দিতে গিয়ে সে মেয়েটির স্কার্টের দিকে তাকায়। যদিও গ্লাসের জল ছলকে পড়েনি স্কার্টে। অর্থাৎ, স্রেফ আলাপ জমাবার চেষ্টা।

"সরি।"

"জল ছলকে পড়েনি।"

"কতোদূর যাবেন ? শীতের সকালে আমাকে ওয়াইওমিং স্টেশনে নামতে হবে।"

তাহলে হয়ত এই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। যে পুরুষ মেয়েটির লাগেজ সার্চ করেছে, আসল ডকুমেণ্ট সে পায়নি। স্পাইটা জানেনা, আসল ডকুমেণ্ট নিপুণভাবে ভাঁজ করে মেয়েটার জুতোর ভেতরে বাঁ পায়ের সঙ্গে অ্যাডহেসিভ টেপ আঁটা অবস্থায় আছে। সুতরাং শত্রুপক্ষের সেই স্পাই এখন তাকে ফলো করবে। তার ওপর নজর রাখবে। ক্রমশঃ বেপরোয়া হয়ে উঠবে শত্রুপক্ষের স্পাই। শেষ অবধি হয়ত রাত গভীর হলে······ও সহজে থামবে না, ওরা একটা খুন করেছে, প্রয়োজন হলে ওরা আবার খুন করবে।

শিয়রে যখন মৃত্যু······

কিন্তু এই লোকটা ওয়াইওমিং স্টেশনে নেমে যাবে। মেয়েটি যে ডকুমেণ্ট লুকিয়ে রেখেছে, সেটার ব্যাপারে ওর কোন আগ্রহ নেই। হয়ত এই যুবক ওকে বাঁচাতে পারবে। মেয়েটির হঠাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখে যুবক একটু অবাক হয়ে যায়। মেয়েটি আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে এবার। "ট্রেন অত ভোরে কোথাও থামবে, আমি জানতাম না।"

"ওটা ফ্ল্যাগ স্টপ।"

উল্টোদিকের সেই মোটা লোকটা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে এবং দেখছে, ওর চোখদুটো চকচক করছে, যদিও ওর মাংস নলী সামান্য নড়ছে না।

"তুমি ওয়াইওমিং-এ থাক ?"

"ওখানেই বড় হয়েছি। আমি এখন ওখানে ফিরে যাচ্ছি। চাষের ক্ষেত আর গোরু মোষ চরাবার জমি মিলিয়ে একটা র‍্যানচ আছে আমার কাকার। কাকা মারা গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে ওটার মালিক আমি। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমি ওটা বেচে দোব। কিন্তু শহরের জীবন আমার খারাপ লাগছে। আমি গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। আমি ওখানেই থাকব।"

"ওখানে খুব একা লাগে না ?"

"কখনও কখনও।'

এটা ক্লাব-কার। একটু পরে নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে যেতে হবে মেয়েটিকে, সেই মুহূর্তটাকেই তার ভয়। ট্রেনের কর্মচারীদের কাছে মাস্টার কী থাকে, যা দিয়ে যে কোন কম্পার্টমেণ্ট বা কিউবিকলের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হলেও বাইরে থেকে খোলা যায়। কোন প্যাসেনজার হঠাৎ খুব অসুস্থ হলে ওটার দরকার হতে পারে। সুতরাং দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে আগল লাগালেও দরজা খুলবে।

শিয়রে যখন মৃত্যু······

মৃত্যুর আগে তাকে সাবধান করে দিয়েছে ফ্র্যাংক হার্ডউইক। "মনে রেখ···," সে বলেছিল, 'শত্রুপক্ষের স্পাইরা সর্বত্র রয়েছে। তুমি বুঝতেও পারবে না যে ওরা তোমার ওপর নজর রাখছে। যখন তুমি ভাববে, তুমি নিরাপদ, তখনই হয়ত তুমি ওদের সযত্নে পাতা ফাঁদে পা ফেলতে ছুটে চলেছ।"

"আচ্ছা, গোরুঘোষ পোষার ব্যবসাটা কী ধরনের, বলতো"—ডানদিকে বসা সেই যুবককে বলে যুবতী। আগের দিন রাতে এই ট্রেনেই নিজের কম্পার্টমেণ্টের ভেতরে গুঁড়ি মেরে সারারাত বসে কাটিয়েছে মেয়েটি। দরজার নব ঘুরছে, দরজা খুলতে যাচ্ছে, বুঝতে পারলেই সে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে, কম্পার্টমেণ্টের দেয়ালে হাত ঠুকবে, এভাবে আতংকের সংকেত ছড়াতে চেষ্টা করবে। কিন্তু সারা রাতের মধ্যে কিছুই ঘটল না। হয়ত শত্রুপক্ষের স্পাইদের এটাই প্ল্যান।

শিয়রে যখন মৃত্যু···

পাশের ওই যুবকের নাম হাওয়ার্ড কেন্। ক্যাটল-র‍্যানচের মালিক, বয়স আঠাশ, অবিবাহিত। গোটা ট্রেনে এই একটা মানুষ যাকে বিশ্বাস করা যায়।

ওকে দেখলেই মনে হয়, লোকটা কাজের, লোকটা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে। সকাল ছটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকী এবং একটু পরেই ওয়াইওমিং স্টেশনে নেমে যাবে।

কিন্তু···এ পর্যন্ত শত্রুপক্ষের স্পাইরাই সব ব্যাপারে প্রথম চাল চেলেছে। তাই মনে হয়েছে ওরা অপরাজেয়, এখন···এখন হঠাৎ যদি মেয়েটি নিজে একটা চাল দেয়, তা শত্রুর কাছে অভাবনীয় ?

ভাববার সময় নেই। কোটের ফারের তৈরী কলার গলা অবধি তুলে দেয় মেয়েটি। ট্রেন থামার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হতেই সে কম্পার্টমেণ্টের দরজা খুলে দেখে, করিডর ফাঁকা। করিডর দিয়ে উল্টোদিকে ছুটে ভেসটিবুলের দরজা খুলতেই পাহাড়ী এলাকার ভোরে ঠাণ্ডা হাওয়া তার মুখে লাগে। ট্রেন চলতে শুরু করতেই সে লাইনের ধারের নুড়িপাথরের ওপর লাফিয়ে নামে। ট্রেন স্পীড নিয়েছে। অন্ধকার, নিঃশব্দ কম্পার্টমেণ্টগুলো দ্রুত সরে যাচ্ছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইস্পাতের তৈরী রেল লাইন থেকে প্রতিবাদের মৃদু শব্দ ওঠে। পূব আকাশে আগামী সূর্যের আলোর প্রথম রেশ। কাছাকাছি কোথাও কোন শহর নেই। দুটো লোক কথা বলছে। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ হতেই সে চীৎকার করে ছুটে যায়—"দাঁড়াও! আমার জন্যে দাঁড়াও!"

তখন ট্রেনে পুরোপুরি পোশাক পরা এবং সদ্য দাড়ি কামানো সেই মোটাসোটা লোকটা ভেস্টিবিউলের খোলা দরজা ছেড়ে কম্পার্টমেণ্টে ফিরে এল। মেয়েটির কম্পার্টমেণ্টে। মেয়েটির মালপত্র সে আর সার্চ করল না। চেয়ারে বসে ম্যাগাজিনের ওপর টেলিগ্রাম ফর্ম খুলে সে লিখল—

"সার্চ কাজ হয়েছে। মেয়েটি ট্রেন থেকে নেমে গেছে। ফাঁদে বন্দী হওয়াই শুধু বাকী এখন। পরের স্টেশনে নামছি আমি। প্লেন ভাড়া করব। শেরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

দশ মিনিট পরে পোর্টারকে ডেকে লোকটা বলল, "এত উঁচুতে নিশ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি ট্রেন থেকে নেমে যাব। ডাক্তার দেখান, হার্ট স্টিমুল্যাণ্ট ইনজেকসন নেওয়া দরকার। আমি নেমে যাব। কনডাকটারকে ডাক।"

ওর আঙ্গুলের ভেতর কুড়ি ডলারের বিলটা এতক্ষণ দেখতে পেল পোর্টার।

হয়ত তখনই·········

গাড়ির ভেতরে আরামদায়ক উত্তাপ। দুটো পুরুষের মাঝখানে বসে কেন সে এখানে নামল তার একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প ফাঁদতে চেষ্টা করছে মেয়েটি। হাওয়ার্ড কেন্ তার সঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করে মেয়েটির, "এর নাম বাক ডর্কাস। তোমার নাম কাল রাতে কী যেন বললে?"

"নীল্ লিনডসে।"

"আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আনন্দিত হলাম, মাদাম্।"

ওর হঠাৎ এই স্টেশনে নামার কারণ জানতে আগ্রহী হাওয়ার্ড কেন। হাসতে হাসতে মেয়েটি বলে, "ভাবলাম, একবার প্লাটফর্মে নেমে তাজা হাওয়ায় শ্বাস নেব। ট্রেন থামতে রিস্টওয়াচে সময় দেখেই বুঝেছি, এখানে তুমি নামবে। ভেবেছিলাম, এখানে কয়েক মিনিট থামবে গাড়ি। ভেস্টিবিউল খোলার জন্যে পোর্টার না আমি নিজেই ওটা খুলে লাফিয়ে নীচে নামলাম। ওটাই আমার ভুল হল।"

"বলে যাও।"

"স্টেশন সচরাচর সমতল হয়। এই ফ্ল্যাগস্টপ ঢালু জমির উপর নুড়িপাথর বিছানো। নামতে যেয়ে পড়ে গেলাম, উঠে দেখি, ট্রেনের সিঁড়ি এত উচুতে···স্কার্ট পরতে হলে তুমি ব্যাপারটা বুঝতে।"

গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল কেন্।

"স্কার্টটা প্রথমেই কোমর অবধি গোটালে হয়ত সিঁড়ির নাগাল পেতাম। কিন্তু তার আগেই ট্রেন চলতে শুরু করল। এখন আমি কি করব?"

"আমাদের অতিথি হবে।"

"এটা স্টেশন নয়, ফ্ল্যাগস্টপ। প্যাসেঞ্জারদের নামানোর দরকার হলে ট্রেন থামে। নাহলে থামে না।"

"আমার বলতে লজ্জা করছে। কিন্তু আমার বড্ড খিধে পেয়েছে।"

"গাড়ির পেছনে কফি আছে। বাক কয়েকটা ডিম এনেছে সঙ্গে।"

"তার মানে খোলা আকাশের নীচে রান্না হয়?"

"মাদাম, এখানে সবই খোলামেলা", বাক বলে।

বাক ওকে পছন্দ করছে না, কেন্ করছে। মেয়েটি বুঝতে পারে। সে বলে, "ডিম ধোয়া, রান্না করা আমার কাজ। আমি মেয়ে।"

"মেয়েরা······"

কী যেন বলতে যেয়ে থেমে যায় বাক।

গাড়ি থেমেছে। খাওয়া শেষ ডিশ যখন ধুচ্ছে মেয়েটি তখন শোনা গেল খুব-নীচুতে-ওড়া একটা প্লেনের মোটরের গর্জন।

"টু-সীটার প্লেনের দুই যাত্রীর একজনের চোখে দূরবীণ। ও আমাদের দেখছে,

গোরু ঘোষ কেনার আগে লোকে যেমন খুঁটিয়ে দেখে। "বস, ঝামেলাটা কী এবার তো দেখা দরকার।"

"তাইতো মনে হচ্ছে।"

নিমেষের মধ্যে ডকসির ব্রোঞ্জ রং ইস্পাত-কঠিন আঙুলগুলো মেয়েটির বাধা অগ্রাহ্য করে রানিং-বোর্ডের ওপরে-রাখা পার্সটা খোলে। ডকসি বলে :

"ড্রাইভিং লাইসেন্সে ওর আসল নাম জেন মারলো। এখানে রয়েছে অনেক টাকা। আর এই নিউজপেপারকাটিং। খবরটা হল—'ফ্র্যাংক হারডউইকের রহস্য-জনক মৃত্যুর পর শবব্যবচ্ছেদকারী সার্জনের রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশ তার সুন্দরী সেক্রেটারী জেন মারলোর খোঁজ করছে। মৃত্যুর আগের রাতে রেস্তোরাঁয় ফ্র্যাংক জেনের সঙ্গে ডিনার খেয়েছিল। তারপর নাকি ইভা ইনগ্রাম নামে একটি মেয়ের ফ্ল্যাটে যায় ফ্র্যাংক। পুলিস নিশ্চিত যে সেই সময় সুন্দরী মেয়ে ইভা তার ফ্ল্যাটে ছিল না। জেন মারলো নাকি ফ্র্যাংকের সঙ্গে ইভার বাড়ির দরজা অবধি যায়। পরে আটতলার জানলা থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা যায় ফ্র্যাংক। তার অফিসের মেঝেয় লুকোনো সিন্দুক থেকে কয়েক হাজার ডলার তার মৃত্যুর পর সরানো হয়েছে। তাই পুলিশ জেন মারলোকে সন্দেহ করছে। বৈজ্ঞানিক ফ্র্যাংক হারডউইকের সঙ্গে তার মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে জেন মারলোর ঝগড়া হয়েছিল, সঙ্গীরা বলছে। এছাড়া…এইতো, খবরের কাগজে এই মেয়েটির ছবি।"

প্লেনটা হঠাৎ উত্তরের দিকে চলে গেল। উত্তরের দিকেই দ্রুত ছুটছে ডকসির গাড়ি। বাক ডকসি বলছে, "ওটা শেরিফের প্লেন। আমরা তোমায় শেরিফের হাতে তুলে দেব।"

"আমি সব খুলে বলছি। তোমরা যদি দেশপ্রেমিক হও—বিজ্ঞানী ফ্র্যাংক হারডউইক কসমিক রে নিয়ে রিসার্চ করছে। শত্রুপক্ষের স্পাইরা এই রিসার্চের রহস্য জানতে চায়। ফ্র্যাংক আমায় বলেছিল, তার কিছু হলে ওই সিন্দুক খুলে টাকা ও একটা ডকুমেণ্ট নিয়ে বোস্টনে আর একজন বৈজ্ঞানিকের হাতে পৌঁছে দিতে। ফ্র্যাংক হারডউইক আত্মহত্যা করেনি, ওকে খুন করেছে শত্রুপক্ষের স্পাইরা।"

ওরা কেউ বিশ্বাস করল না।

গাড়ি থামল কাঠের তৈরী কয়েকটা কেবিনের সামনে। হাওয়ার্ড কেনু দরজা খুলতে ভেতরে যায়। বন্দুক, হরিণের শিং। বাইরে শেরিফের প্লেন থেমেছে। ভেতরে ঢুকল মোটা লোকটা ও তার সঙ্গী। মোটা লোকটা তার আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে বলে, "আমি এফ· বি· আই· এজেণ্ট জন ফিনডলে।"

"মিথ্যে কথা", জেন বলে, "ওটা জাল।"

ওর সঙ্গী বলে, "আমি শেরিফ। তোমার পারসে…এইতো, সব টাকা…তোমাকে আমি অ্যারেস্ট করছি।"

মোটা লোকটা বলে, "শেরিফ, তোমার প্লেনে তিনজন ধরবে না। আমি প্লেন চালাতে পারি। ওকে রেখে ফিরে আসব।"

"না", জেন চিৎকার করে, "ও অফিসার নয়। ও আমাকে খুন করবে।"

শেরিফ বলে, "আমি এফ. বি. আই.-এর লস এঞ্জেলসের অফিসে ফোন করে খবর নিয়েছি।"

জেন বলে, "ফোন নম্বর ওই বলেছে তোমাকে ?"

"কেন বলবে না ? নিজের অফিসের ফোন নম্বর ও জানবে না ?"

ফিনডলে বলে "জেন ফ্র্যাংককে ভালোবাসত। ফ্র্যাংক অন্য মেয়ের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করায় চটে যেয়ে ও ফ্র্যাংককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ও পরে তার টাকা সরায় সিন্দুক থেকে।"

হাওয়ার্ড কেন্ বলে, "ওকে কিন্তু ক্রিমিন্যাল বলে মনে হয় না।"

শেরিফ বোঝায়, "আমি আর বাক ডর্কাস প্লেনে যাচ্ছি। পুলিশের গাড়ি পাঠাব আমরা। তোমরা অপেক্ষা কর।"

বাক বলে, "তার আগে ঘোড়াটা সাজিয়ে রেখে যাই। কেন্ যদি ঘোড়ায় চড়ে র‍্যানচ দেখতে যায়..."

একটু পরে লাগাম সমেত বিচ্ছিরি রোগা একটা টাট্টুঘোড়া সামনে এনে রাখল বাক। বাক, ডর্কাস ও শেরিফ প্লেনে উঠল।

হাওয়ার্ড কেন্ বলল, "মিস্ মারলো, শেরিফ আইনের প্রতিনিধি। কিন্তু এই ভদ্রলোক...মিস্টার ফিনডলে, শেরিফকে তো বেশ বোঝালেন। কিন্তু আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।"

জবাবে ফিনডলের হাতে দেখা দিল উদ্যত পিস্তল, পরমুহূর্তেই হাওয়ার্ড কেনের ঘুঁষি খেয়ে স্পীডে ঘুরে পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে মোটা লোকটা বলল, "হ্যানডস আপ।"

হাওয়ার্ডের হাত দুটো চামড়ার ফাঁসে বাঁধল ফিনডলে। জেন বাধা দেবার চেষ্টা করে মার খেল।

"তুমি যেভাবে হাঁটছ, মনে হচ্ছে, ডকুমেন্ট তোমার বাঁ জুতোর তলায়।" জুতোমোজা টেনে খুলে টেপ ছাড়িয়ে ডকুমেন্টটা নিল ফিনডলে। গাড়িটা স্টার্ট করতে যেয়ে ও দেখল, চাবি শেরিফ নিয়ে গেছে। ও ঘোড়ায় উঠতে গেল ঘোড়াটা হঠাৎ চিঁহি করে চিৎকার করে উঠল প্রচণ্ড রাগে! ঘোড়াটা এতক্ষণ ঝিমুচ্ছিল, হঠাৎ সামনের দুপা তুলে হাওয়ায় লাফিয়ে উঠল! কোনমতে লাগাম ধরে ঝুলছে মোটা লোকটা।

কেন্ বলল, "জেন, আমার বাঁধন খোল।"

ফিনডলে মাটিতে পড়েছে। কিন্তু তার হাতে পিস্তল। ব্র্যাম! হাওয়ার্ড কেনের রাইফেলের গুলিতে পিস্তলটা উড়ে গেল।

"জেন, ওর পকেট থেকে ডকুমেন্টটা নাও।"

মোটা লোকটার হাত বেঁধে তার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে রেখেছে কেন্। বলছে, "আমার সন্দেহ হয়েছিল। বাকের সঙ্গে ওর প্রেমিকা পারলের ঝগড়া হবার

পর থেকে ও মেয়েদের বিশ্বাস করে না। পার্ল মেয়েটা কিন্তু ভাল।" ড্রয়ার ঘেঁটে প্রথমে ছেঁড়া ও পরে আঠা দিয়ে জোড়া পার্লের ফটো ও ঠিকানা খুঁজে পেল জেন।

একটু পরেই প্লেনের আওয়াজ। বাক ও শেরিফ ছুটে এল।

শেরিফ বলল, "আমারও সন্দেহ হয়েছিল। ফিনডলে আসলে শত্রুপক্ষের স্পাই।"

বাক হেসে বলল, "ফাঁদ হিসেবে ওই বেয়াড়া ঘোড়াটাকে আমি সামনে রেখে গিয়েছিলাম।"

গ্রাই বনাম শার্লক হোমস

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

স্কুল জীবনে আমি পারসী ফেলপস নামের দুবছরের উঁচু ক্লাসের একটি ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করেছিলাম। সে খুব ভালো ছেলে ছিল। ও স্কলারশিপ পেয়ে কেম্ব্রিজে পড়তে যায়। ছোটবেলাতেই আমরা জানতাম যে বিখ্যাত রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ হোল্ডহার্স্ট তার মামা হন। মামার প্রভাব তাকে বৈদেশিক বিভাগে ভাল পদে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

এই চিঠিটা এসে পৌঁছোন না পর্যন্ত তাকে আমি ভুলেই ছিলাম একরকম।

ব্রিয়ারব্রেরী, ওকিং

বন্ধু ওয়াটসন,

তোমার হয়তো মনে আছে তুমি যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র—'ব্যাঙাচী' ফেলপস তখন পঞ্চম শ্রেণীর। তুমি হয়তো শুনে থাকবে যে মামার জোরে আমি বৈদেশিক দপ্তরে ভাল চাকরী পেয়েছিলাম। বর্তমানে এক ভয়ংকর দুর্ভাগ্য আমার জীবনের সম্মান ও প্রতিষ্ঠাকে ধ্বংস করতে চলেছে।

সেই ভয়ংকর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লেখার কোন দরকার নেই। আমি ন'সপ্তাহ ব্রেন ফিভারে ভুগে সবে মাত্র সেরে উঠেছি। খুব দুর্বল। তুমি কি তোমার বন্ধু শার্লক হোমসকে আমার কাছে আনতে পারবে? ঘটনাটার সম্পর্কে আমি তার মতামত জানতে চাই। যদিও ওপরওয়ালারা জানিয়েছেন, এ সম্বন্ধে আর কিছুই করার নেই। যত তাড়াতাড়ি পারো, তাকে নিয়ে এসো। তা আঘাতটা আসার পর থেকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখন আমার মন আবার সেরে উঠেছে। যদিও অসুখের ভয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করতে ভয় পাই + আমি এতই দুর্বল যে অপরকে দিয়ে চিঠিটা লেখাতে হয়েছে। নিশ্চয় চেষ্টা করে হোমসকে সংগে নিয়ে আসবে।

তোমার স্কুলের বন্ধু
পারসী ফেলপস্।

……চিঠিটার মধ্যে হোমসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে আবেদন ছিল, তা আমাকে অভিভূত করল। স্ত্রীর পরামর্শমত আমি বেকার স্ট্রীটের সেই পুরোনো ঘরে আবার গিয়ে পৌঁছুলাম।

হোমস তার পাশের টেবিলে ড্রেসিং-গাউন গায়ে কোন এক শক্ত রাসায়নিক পরীক্ষা চালাচ্ছিল। আমি ঢুকতেই শুধু একবার তাকিয়ে দেখল। আমি একটা আর্ম-চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কাজ সেরে ডেস্কে ফিরে গিয়ে কয়েকটা টেলিগ্রাম লিখে বাচ্চা চাকরটার হাতে দেবার পর আমার উল্টোদিকে চেয়ারটায় হোমস গা এলিয়ে বসে হাঁটু দুটোকে জড় করতে থাকল।

"এটা খুব সাধারণ একটা হত্যার ব্যাপার।" হোমস বলল, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি আরও কিছু ভাল খবর এনেছ। কি ব্যাপার ?"

আমি চিঠিটা দিতে সে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ল। তারপর চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "এতে বেশী কিছু বলা হয়নি, তাই নয় কি ?"

"প্রায় কিছুই বলা হয়নি।" আমি বললাম। "তবুও চিঠিটা আকর্ষণীয়। কিন্তু চিঠি তার নিজের লেখা নয়। অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছে।"

"কোন মেয়ের লেখা ?"

"না, কোন পুরুষের," আমি চেঁচিয়ে বললাম।

"না। কোন স্ত্রীলোকের এবং অদ্ভুত চরিত্রের স্ত্রীলোক। তোমার মক্কেল কোন মহিলার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছে। এবং সেই মহিলার চরিত্র ভালই হোক আর খারাপই হোক অসাধারণ। তুমি যদি রাজি থাক, তাহলে আমরা এখনি ওকিং-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সেই কূটনীতিবিদ আর যে মহিলা শ্রুতিলিখন লিখেছেন, তাঁকে দেখতে চাই।"

ওয়াটারলুতে একটা ট্রেন ধরে এক ঘণ্টার মধ্যেই ওকিং-এ হাজির হলাম।

কার্ড পাঠাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটি তাগড়া চেহারার লোক আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কিন্তু তার গাল এবং চোখদুটো দেখে মনে হয়, দুষ্টু ছেলে!

"আমি খুব আনন্দিত যে আপনারা এসেছেন। সকাল থেকেই পারসী আপনাদের সম্বন্ধে খোঁজ করছিল।"

হোমস বলল, "আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই এই পরিবারের কেউ নন ?"

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হয়ে তারপর হাসিতে ফেটে পড়লেন, "নিশ্চয়ই আপনি আমার লকেটের জে. এইচ. মনোগ্রামটা লক্ষ্য করেছেন। জোসেফ হ্যারিসন আমার নাম। পারসী আমার বোনকে বিয়ে করবে, এখন ওকে তার ঘরে পাবেন। আমার বোনই তাকে ছমাস ধরে সেবা করছে। চলুন, পারসী অপেক্ষা করছে।"

খুব ফ্যাকাশে ও রোগা একটি যুবক খোলা জানলার ধারে একটা সোফায় শুয়েছিল। জানলা দিয়ে বাগানের ফুলের সুগন্ধ এবং গ্রীষ্মের তাজা হাওয়া আসছিল। তার পাশে বসে থাকা ভদ্রমহিলা আমরা আসতে উঠে দাঁড়ালেন।

"আমি কি চলে যাবো ?" ভদ্রমহিলা বললেন।

পারসী হাত ধরে তাকে আটকে রেখে বললো, "কেমন আছ, ওয়াটসন ? আন্দাজ করছি, ইনিই তোমার বিখ্যাত বন্ধু শার্লক হোমস !"

তাগড়া চেহারার লোকটি চলে গেল। কিন্তু বোনটি রয়ে গেল। ভদ্রমহিলা একটু মোটা ও বেঁটে। কিন্তু গায়ের চামড়ায় জলপাই-রং, সুন্দর বড় বড় কালো ইতালিয়ান চোখ এবং ঘন কালো চুল ওঁর মাথায়।

সোফার ওপর উঠে বসে পারসী বলল, "আমি খুব সুখী এবং সফল লোক ছিলাম, মিঃ হোমস ! কিন্তু বিয়ের ঠিক আগেই এই ভয়ংকর দুর্ভাগ্য আমার জীবনের সব তছনছ করে দিয়েছে।"

"ওয়াটসন হয়তো বলে থাকবে যে আমি মামার জোরে বৈদেশিক দপ্তরে দায়িত্বশীল পদে ছিলাম। আমার মামা লর্ড হোল্ডহার্স্ট বিদেশ মন্ত্রী হবার পর আমাকে অনেক গোপন দৌত্যকার্যের ভার দিয়েছিলেন। আর আমিও তাঁর কাজে সফল হয়েছি। কিন্তু দশ সপ্তাহ আগে, গত ২৩শে মে আমাকে উনি অফিস ঘরে ডেকে বললেন যে আমাকে আর একটা গোপন দৌত্যকার্য করতে হবে। তারপর একটা কাগজের রোল বার করে বললেন, এটা ইতালি আর ইংলন্ডের গোপন চুক্তির আসল কপি। খবরের কাগজে এই চুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন উঠেছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

"সুতরাং কোন কথাই যেন ফাঁস না হয়। ফ্রান্স আর রাশিয়ার দূতাবাস এর বিষয়-বস্তু জানার জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে রাজি। তোমার নিতান্ত একটা নকলের দরকার না হলে এটাকে অফিস থেকে বার করতাম না। অফিসে তোমার ডেস্ক আছে ?

"হ্যাঁ।

'তাহলে সেখানে চাবি দিয়ে রাখ। সবাই চলে গেলে সময় মতো বার করে নকল করার পর আসল আর নকল দুটোই আবার চাবি দিয়ে রাখবে এবং আগামীকাল সকালে আসলটা আমায় ফেরৎ দেবে।"

হোমস প্রশ্ন করল, "কথাবার্তার সময় কি আপনি একাই ছিলেন ?"

"নিশ্চয়।"

"ঘরটা কি খুব বড় ?"

"লম্বা চওড়ায় ত্রিশ ফুট।"

"ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে কথা হচ্ছিল কি ?"

"হ্যাঁ। আমার মামার গলার স্বর এমনিতেই খুব মৃদু।"

"ঠিক আছে ! বলে যান," হোমস্ বলল।

"কথামতো সবাই চলে যাবার পর আমি চুক্তিটা পরীক্ষা করতেই বুঝলাম, যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ফরাসী নৌবহর ভূমধ্যসাগরে ইতালির ওপর সম্পূর্ণ দখলদারী করতে পারে—তাহলে গ্রেট ব্রিটেন কি নীতি অবলম্বন করবে—সেই ব্যাপার। এর ভেতরকার সব বিষয়ই ছিল নৌবাহিনী সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

"এই বিরাট দলিলটি ফরাসি ভাষায় লেখা এবং ছাপিখশটা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নকল করেও রাত্রি নটার সময় মাত্র নটা পরিচ্ছেদ শেষ করতে পারলাম সারাদিনের ক্লান্তির জন্যে আমার ঘুম পাচ্ছিল।"

"ভাবলাম, এক কাপ কফি খেলে হয়ত মাথাটা সাফ হবে।"

"একজন সংবাদবাহক নীচে ছোট ঘরে সারারাত থাকে এবং স্পিরিট ল্যাম্পে কফি বানিয়ে দেয়। তাকে ডাকবার জন্যে ঘণ্টা বাজালাম।"

"এ্যাপ্রণ-পরা কর্কশ মুখের এক মোটাসোটা চেহারার স্ত্রীলোক আমার ঘণ্টার জবাবে জানালো যে সে সংবাদবাহকের স্ত্রী। আমি তাকেই কফি আনতে বললাম।

"আরো দুটো পরিচ্ছেদ নকল করার পর আরো বেশী ঘুম পেল আমার। কিন্তু তখনো কফি না আসায় দরজা খুলে দেখতে গেলাম। আমি যে ঘরে কাজ করেছিলাম সেখান থেকে মৃদু আলোকিত একটা প্যাসেজ ওই—ঘর থেকে একমাত্র বেরোবার রাস্তা। প্যাসেজটা বাঁকের মুখে সিঁড়ির কাছে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির নীচে সংবাদবাহকের ঘর। সিঁড়ির মাঝামাঝি ছোট একটা চাতাল। সেই চাতালের সঙ্গে আর একটা প্যাসেজ এসে মিশেছে। এই দ্বিতীয় প্যাসেজটা একটা ছোট সিঁড়ি হয়ে খিড়কি দরজার দিকে চলে গেছে। চাকর-বাকর ও কেরানীরা ওটাকে সর্টকাট রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করে।

"অবাক হয়ে দেখলাম, সংবাদবাহক চেয়ারে বসে ঘুমুচ্ছে। আর স্পিরিট-ল্যাম্পের ওপর বসান কেটলিতে জল শোঁ শোঁ করে ফুটছে। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতেই শুনতে পেলাম মাথার ওপর একটা ঘণ্টা জোরে বেজে উঠল। সংবাদ-বাহক আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

"তারপর ঘণ্টাটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল, 'আপনি এখানেই, তাহলে আপনার ঘরের ঘণ্টা কে বাজাল?'

"হঠাৎ যেন একটা ঠাণ্ডা হাত আমার হৃৎপিণ্ডটাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল!!!

"দলিলটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে। পাগলের মতো আমি ঘরের দিকে ছুটে গেলাম। শূন্য করিডরে কেউ নেই। ঘরের ভেতরেও না। সবই ঠিক আছে। শুধু আসল কপিটা টেবিল থেকে উধাও হয়ে গেছে।"

হোমস চেয়ারে সোজা হয়ে বসে হাত দুটো ঘষে নিয়ে বলল, "তারপর আপনি কি করলেন?"

"আমি বুঝতে পারলাম যে চোর খিড়কির দরজা দিয়ে এসেছে। কারণ করিডর বা ঘরের মধ্যে একটা ইঁদুরেরও লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই।

"সংবাদবাহকটিও ছুটে এসেছিল।

"আমরা দুজনে খিড়কির দরজা দিয়ে চার্লস স্ট্রীটে বেরিয়ে পড়লাম। দরজা ভেজান ছিল, কিন্তু চাবি দেওয়া ছিল না। সে-সময় আমরা পাশের চার্চের তিনটি ঘণ্টা-ধ্বনি শুনতে পাই।"

"এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার," হোমস বললো।

পারসী বলল, "রাতটা অন্ধকার, ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা ফুটপাত দিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন পুলিস কনস্টেবলকে দেখতে পেলাম। আমি হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে প্রশ্ন করলাম, 'বৈদেশিক দপ্তরের একটা মূল্যবান দলিল চুরি গেছে। এ রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছ?'

"একজন বয়স্ক মহিলা শাল গায়ে দিয়ে এ-পথ দিয়ে গেছেন।

"তাহলে সে নিশ্চয় আমার স্ত্রীই হবে।" সংবাদবাহকটি জিজ্ঞেস করল, "অন্য কেউ যায় নি?

"না।

"তাহলে অন্য দিক দিয়ে গেছে।

"আমি কনস্টেবলটিকে জেরা করলাম, মহিলা কখন গেছেন, কোন দিকে গেছেন?

"সংবাদবাহক চেঁচিয়ে বলল, 'আমার স্ত্রীর ঐ জিনিস নিয়ে কিছু করার নেই। অন্য দিকে চলুন। নয়ত আমি যাচ্ছি।' বলে সে অন্য দিকে ছুটল।

"আমি ছুটে তাকে ধরে ফেলে বললাম, 'তুমি কোথায় থাক?'

"ষোল নম্বর আইভি লেন, ব্রিক্সটন। কিন্তু মিথ্যে সন্দেহ করবেন না। আসুন, রাস্তার অন্য দিকটা দেখি। দেখা যাক, আমরা যদি কিছু খুঁজে পাই।

"তার উপদেশ শুনে আমার ক্ষতি হবার কিছুই ছিলনা। কনস্টেবলকে নিয়ে আমরা অপর দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু রাস্তাটি গাড়ি ঘোড়া লোকজনে ভর্তি।

"তারপর আমরা অফিসে ফিরে এলাম।

"কনস্টেবলকে নিয়ে তন্ন তন্ন করে সব পরীক্ষা করলাম। কিন্তু কোন পায়ের ছাপ, সিগারেটের টুকরো বা গন্ধ বা চুলের কাঁটার মতো তুচ্ছ কোন জিনিসই দেখলাম না।

"না! কোন সূত্রই পাওয়া গেল না। শুধু একটা জিনিসই বোঝা গেল যা সংবাদবাহকের স্ত্রী শ্রীমতী ট্যাংগে খুব দ্রুত এ-জায়গা ছেড়ে চলে গেছে কেন। আমি আর পুলিসটি ঠিক করলাম যে মহিলাটিকে ধরা চাই। আমরা অনুমান করেছিলাম সেই নিয়েছে।

"স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও এর মধ্যে খবর চলে গিয়েছিল। ডিটেকটিভ মিঃ ফরবেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে কাজ শুরু করে দিলেন। আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে আধ ঘণ্টার ভেতরেই মহিলার ঠিকানায় পৌঁছলাম। শ্রীমতী ট্যাংগের বড় মেয়ে দরজা খুলে দিল। তার মা তখনও ফিরে আসেনি।

"মিনিট দশেক পরে দরজায় করাঘাত হতেই আমরা মেয়েটিকে দরজা খুলতে পাঠালাম।

"আমরা শুনতে পেলাম সে তার মাকে বলছে, বাড়িতে দুজন লোক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরমুহূর্তে প্যাসেজে ছোটার আওয়াজ পেলাম। ফরবেশ সশব্দে দরজা খুলে রান্না ঘরের দিকে দৌড়ল। কিন্তু তার আগেই মহিলাটি পৌঁছে গেছে! আমাকে চিনতে পেরে অবাক বিস্ময়ে বলল, 'আরে মিঃ ফেলপস না!'

"আমার সঙ্গী বললেন 'তুমি ছুটে পালাচ্ছিলে কেন?'

"আমি ভেবেছিলাম তোমরা দালাল বা তার লোক, কারণ একজন ব্যবসাদারের সঙ্গে আমাদের একটু ঝঞ্ঝাট চলছে।

"ফরবেশ বলল, বৈদেশিক দপ্তর থেকে মূল্যবান কাগজটি তুমি নিয়ে এসেছ এবং এখানে সেটা লুকিয়ে রেখেছ। তোমাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে আসতে হবে তল্লাসীর জন্যে।

"আমরা রান্নাঘরের উনুন ইত্যাদি সমস্ত কিছু দেখার পর তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিয়ে এলাম। কিন্তু তল্লাসীর পর কিছুই পাওয়া গেল না।

"তারপর আমি ঘটনার ভয়াবহতা বুঝতে পারলাম। আমি ভাবলাম আমার মামার এবং ক্যাবিনেটে তাঁর সঙ্গীদের কথা। নিজের ওপর, তাঁর ওপর এবং আমার সঙ্গে জড়িত সকলের ওপর কি প্রচণ্ড কলংক। আমি ধ্বংস হয়ে গেছি, ওয়াটসন।

"আসার সময় স্টেশনে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম এবং জোসেফের বাড়ি পৌঁছোবার আগে থেকেই আমি পাগলের মতো প্রলাপ বকা শুরু করে দিয়েছিলাম।

"মিঃ হোমস, এখানে আমি ন'হপ্তা ব্রেন ফিভারে প্রলাপ বকেছি। মিস হ্যারিসন এবং ডক্তারের সেবা শুশ্রূষা ছাড়া আমি কথা বলতে ও সেরে উঠতে পারতাম না।

"ডিটেকটিভ ফরবেশ আমায় জানিয়েছে, এ পর্যন্ত সে কোন সূত্রই আবিষ্কার করতে পারেনি। মিঃ হোমস, আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনিই আমার শেষ আশা। আপনিও যদি আমায় হতাশ করেন তাহলে আমার সুনাম চিরকালের মতোই নষ্ট হয়ে যাবে।"

হোমস বলল, "আপনার বর্ণনা নিখুঁত। আপনি কি কাউকে বলেছিলেন যে আপনাকে এই বিশেষ কাজটা করতে হবে?"

"না। এমন কি মিস হ্যারিসনকেও বলিনি। কারণ ঐ সময়ের মধ্যে আমি ওকিং-এ ফিরেই আসিনি।"

"সংবাদবাহক সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"সে কোল্ডস্ট্রীম গার্ডস রেজিমেণ্টের একজন প্রাক্তন সৈনিক।"

"ধন্যবাদ। বাকিটুকু ফরবেশের কাছ থেকে পাওয়া যাবে," বলে হোমস জানলাটা খুলে দিল। সে গোলাপ সম্পর্কে লেকচার শুরু করল। ফুল সম্পর্কে তার আগ্রহ আগে কখনও দেখেছি বলে আমার মনে হল না।

পারসী ফেলপস আর এ্যামি হতাশ হয়ে পড়ল। শেষে এ্যামি বলল, "রহস্যটা সমাধান হবার কোন চান্স আছে কি, মিঃ হোমস?"

"ও, রহস্যটা! দেখুন, এতো কথার মধ্যে আপনি সাতটা সূত্র দিয়েছেন, কিন্তু এগুলো আমার খুঁটিয়ে দেখতে হবে।"

"কাউকে সন্দেহ করেন কি?"

"নিজেকেই শুধু সন্দেহ করি।"

"মানে?"

"দ্রুত সিদ্ধান্তে আসাটাই সন্দেহজনক। তাই নয় কি?"

হ্যারিসন আমাদের স্টেশনে পেঁাছে দিল এবং আমরা পোর্টস মাউথের ট্রেনে চড়ে বসলাম।

হোমস বলল, "মেয়েটিকে কেমন দেখলে ?"

"খ্ুব শক্ত চরিত্রের মেয়ে।"

"হ্যাঁ, মেয়েটি সত্যিই ভালো। মেয়েটি ফেলপসের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছিল। আর তখনই এই দ্ুর্ঘটনা। সুতরাং শশ্রূষা করার জন্যে থাকতে হল। ভাই জোসেফও রয়ে গেল। যাই হোক, ফরবেশের সঙ্গে দেখা করা থেকে শ্ুর্ু করা যাক, কি বল ?"

"তুমি বলছিলে যে তুমি একটা সূত্র পেয়েছো ?"

"হ্যাঁ। এখন আমাদের দেখতে হবে. এই ঘটনায় কে লাভবান হচ্ছে ? ফরাসী রাজদ্ুত আর রাশিয়ার রাজদ্ুত রয়েছেন। যে কেউ তাদের একজনের কাছে এটা বিক্রি করতে পারে এবং এছাড়া রয়েছেন লর্ড হোল্ডহার্স্ট স্বয়ং!"

"লর্ড হোল্ডহার্স্ট ?"

"আমরা আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করে দেখব, তিনি কিছ্ু বলতে পারেন কিনা। এর মধ্যে অবশ্য আমি অন্ুসন্ধান শ্ুর্ু করে দিয়েছি। আমি ওকিং স্টেশন থেকে লন্ডনের প্রতিটা সান্ধ্য পত্রিকায় একটা করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি।" নোট ব্ুকের একটা ছেঁড়া পাতা আমার হাতে দিয়ে হোমস বলল, "বিজ্ঞাপনটা এই রকম হবে, পড়ে দেখ।"

'দশ পাউন্ড প্ুরস্কার—২৩মে চার্লস স্ট্রীটে বৈদেশিক দপ্তরে রাত পৌনে দশটার সময় যে ট্যাক্সিটি জনৈক আরোহীকে নামিয়ে দিয়ে গেছে তার নম্বর চাই। ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটে যোগাযোগ কর্ুন।'

"তুমি কি মনে কর, চোর ট্যাক্সিতে এসেছিল ?"

"নম্বর পাওয়া না গেলে ক্ষতি নেই। কিন্তু মিঃ ফেলপস যদি ঠিক বলে থাকেন যে করিডরে ল্ুকোবার কোন জায়গা নেই—তাহলে ব্ৃষ্টির রাতে তাকে ট্যাক্সিতেই আসতে হয়েছে—যেহেতু কোন পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। এ হচ্ছে প্রথম কথা।"

"দ্বিতীয়তঃ ঘণ্টাটা কেন বাজবে ? চোর কি বীরত্ব দেখাতে ঘণ্টা বাজিয়েছিল ? না আচমকা ওটা বেজে গেছে ? নাকি চোরকে অন্য কেউ বাধা দেবার জন্যে ওটা বাজিয়েছিল ? কিংবা…?" হোমস হঠাৎ ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল।

* * *

হোমসের তার পেয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ফরবেশ আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ও বলল, "আপনার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি শ্ুনেছি মিঃ হোমস, যে প্ুলিশের হাতে যত রকম তথ্য থাকা সম্ভব তা সদ্ব্যবহার করে প্ুলিশকেই শেষ পর্যন্ত আপনি বেইজ্জত করেন।"

হোমস বলল, "ঠিক তার উল্টোটা। আমার শেষ তিপান্নটা কেসের মধ্যে মাত্র চারটে'তে আমার নাম বেরিয়েছে। প্ুলিশ বাকি উনপঞ্চাশটার গৌরব পকেটস্থ করেছে। আপনি অল্প বয়সী এবং অনভিজ্ঞ। আপনি হয়ত এসব জানেন না।"

"আমাকে দু-একটা পয়েণ্ট দিলে খুশী হব।"

"আপনি এ পর্যন্ত কি কি করেছেন বলুন।"

"সংবাদবাহকটিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা হয়েছে। তার বৌটা বদমায়েস ; অনেক কিছু জানে বলে মনে হয়। আমাদের একজন মহিলা তার ওপর নজর রাখছে।"

"মিঃ ফেলপস ঘণ্টা বাজতে মহিলাটি হাজির হওয়ার কি কারণ দেখিয়েছে ?"

"তার স্বামী ক্লান্ত ছিল। তাই তাকে সাহায্য করেছিল সে।"

"হ্যাঁ, তার স্বামীকে তো চেয়ারে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু ঐ রাতে অত তাড়াতাড়ি কেন চলে গেল বউটা ?"

"অন্য দিনের চেয়ে দেরী হয়ে যাওয়াতে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চেয়েছিল সে।"

"মিঃ ফেলপস তার মিনিট কুড়ি পরে বেরিয়েও তার আগে তার বাড়িতে পৌঁছেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, বাস আর গাড়ির দরুণই এই আগে পিছের ব্যাপারটা ঘটেছে। এবং বাড়িতে দালালের টাকার তাড়ার ভয়ে মহিলা ছুটেছিল।"

"আচ্ছা, আপনি কি ঘণ্টাটা বাজার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন ?"

"না! আমি কিছু বুঝে উঠতে পারিনি।"

"সত্যিই ব্যাপারটা অদ্ভুত! ধন্যবাদ। চল ওয়াটসন, যাওয়া যাক্ এখন।"

অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হোমস বলল, "আমরা এখন লর্ড হোল্ডহার্স্ট, অর্থাৎ বর্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রী আর ভবিষ্যতের প্রধান মন্ত্রীকে দর্শন করব।"

সৌভাগ্যবশতঃ লর্ড হোল্ডহার্স্টকে ডাউনিং স্ট্রীটের চেম্বারেই পাওয়া গেল। দীর্ঘ এবং তীক্ষ্ণ চেহারা, চিন্তাক্লিষ্ট মুখ এবং অসময়ে সাদা ছোপ লাগানো কোঁচকানো চুল।

তিনি হেসে বললেন, "মিঃ হোমস, আপনার নাম আমার পরিচিত। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি, কার হয়ে আপনি কাজ করছেন ?"

"পারসী ফেলপসের।"

"আমার হতভাগ্য ভাগ্নের হয়ে ? আপনি জানেন যে ঘটনাটা তার জীবনের ওপর কলংকের ছাপ ফেলবে ?"

"কিন্তু দলিলটা যদি পাওয়া যায় ?"

"তাহলে অন্য কথা।"

"আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"যে কোন তথ্য জানাতে পারলে খুশী হব।"

"এই ঘরে দাঁড়িয়েই আপনি কি তাকে দলিলটা কপি করার উপদেশ দিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কারো কথাটা শোনার সম্ভাবনা ছিল ?"

"অসম্ভব!"

"আপনি কি কখনও কাউকে দলিলটা কপি করার কথা জানিয়েছিলেন ?"

"না।"

"তাহলে চোর ঘটনাক্রমেই ঘরে ঢুকে কাগজটা দেখেছে এবং নিয়ে পালিয়েছে। আচ্ছা, আপনি ভয় পাচ্ছেন যে চুক্তির কথা ফাঁস হয়ে গেলে ভয়ানক ফলাফল হতে পারে?"

"বাস্তবিকই প্রচণ্ড খারাপ ফলাফল হতে পারে।"

"সেরকম কিছু ঘটেছে কি?"

"না।"

"ধরা যাক দলিলটা যদি ফরাসী বা রুশ দূতাবাসে পৌঁছোয়, আপনি কি জানতে পারার আশা রাখেন?"

"জানা উচিত। দশ সপ্তাহের মতো সময় চলে গেছে। কিছু ঘটেনি বা শোনা যায় নি।"

"তাহলে দলিলটা এখনও তাদের কাছে পৌঁছোয় নি?"

"আমরা শুধু এটা আন্দাজ করতেই পারি। কারণ চোর নিশ্চয় দলিলটা বাঁধিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার জন্য নিয়ে যায় নি।"

"হয়তো সে ভালো দামের অপেক্ষায় আছে।"

"সে যদি আরও কিছু দিন অপেক্ষা করে তাহলে কোন দামই পাবে না। কেননা কয়েক মাসের মধ্যেই চুক্তিটা গোপনীয় থাকবে না।"

"আমরা অনুমান করতে পারি যে চোরের হঠাৎ কোন অসুখ হয়ে থাকবে।"

"ব্রেনফিভার?"

"আমি সেরকম কিছু আপনাকে বলিনি। আমরা আপনার অনেক দামী সময় নষ্ট করলাম। এখন বিদায় নিচ্ছি।"

দরজার কাছে আমাদের অভিবাদন করে রাজনীতিবিদ বললেন "অপরাধী যেই হোক, আপনার তদন্তের সাফল্য কামনা করি।"

হোয়াইট-হলে এসে হোমস বলল, "উনি ভালো লোক। যা হোক তোমাকে আর আটকাব না। কিন্তু কাল যদি আজকের মতো একই ট্রেনে আমার সঙ্গে ওকিং যাও তাহলে খুব খুশী হব।"

পরের দিন কথামত তার সঙ্গে ওকিং গেলাম। হোমস বলল, "এর মধ্যে বিজ্ঞাপনের কোন উত্তর আসেনি।"

আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে পারসী ফেলপস জিজ্ঞেস করলেন, "কোন খবর আছে কি?"

হোমস বলল, "আমি ও ফরবেশ, আর আপনার মামার সঙ্গে দেখা করেছি"।

"আশা ছাড়েন নি তাহলে?" মিস্ হ্যারিসন বললেন।

"কোন রকমেই না", হোমস জানাল।

মিস হ্যারিসন চেঁচিয়ে বললেন, "এই কথাটা বলার জন্যে ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন। আমরা যদি সাহস এবং ধৈর্য রাখতে পারি তাহলে সত্য ঠিকই বেরিয়ে আসবে।"

ফেলপস বলল, "কাল রাতে একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হল, যা শেষ পর্যন্ত মারাত্মক হতে পারত। আমার ধারণা ছিল জগতে আমার কোন শত্রু নেই। কিন্তু কাল রাত থেকে আমার সে ধারণা পাল্টে গেছে। গতকাল রাতেই প্রথম আমি নার্স ছাড়া ঘরে একা ঘুমিয়ে ছিলাম। যদিও ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছিল। রাত্রি দুটো নাগাদ আমার ঘুমটা পাতলা হয়ে এলে একটা মৃদু শব্দে আমি জেগে উঠলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম ইঁদুরে বোধহয় কাঠের ওপর শব্দ করছে। কিন্তু পরে শব্দটা বেড়ে গেল এবং জানলা থেকে তীক্ষ্ন ধাতব একটা কিছু কাটার শব্দ ভেসে এল। উঠে বসলাম। বুঝতে পারলাম, প্রথম শব্দটা জানলার ফাঁকে কোন যন্ত্র প্রবেশ করানোর এবং দ্বিতীয়টা ছিট্‌কিনি খোলার শব্দ। লাফিয়ে উঠে আমি জানলার খড়খড়ি খুলেফেলে দেখলাম, কালো কাপড় জড়ানো একজন লোক নীচু হয়ে রয়েছে। ভাল করে দেখার আগেই বিদ্যুৎবেগে সে পালাল। একটা জিনিস সম্পর্কে আমি নিশ্চিত যে তার হাতে ছুরির মতো কোন অস্ত্র ছিল। ঘণ্টা বাজিয়ে বাড়ির লোকজনদের তোলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু চাকর বাকররা ওপরতলায় থাকার দরুন চেঁচিয়ে জোসেফকে আনালাম এবং জোসেফ বাকিদের তুলল। আমি এখনও স্থানীয় পুলিশকে কিছু বলিনি, কারণ ভেবেছি, আপনার উপদেশটাই প্রথমে শুনব।"

"আপনি কি আমার সঙ্গে আপনার বাড়িটা একটু ঘুরতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার একটু রোদ্দুর দরকার। জোসেফও আমাদের সঙ্গে আসবে", ফেলপস জানাল।

মিস হ্যারিসন বললেন, "আমিও যাব।"

মাথা নেড়ে হোমস বলল, "না, তা সম্ভব নয়। আপনি যেখানে বসে আছেন ঠিক সেইখানেই থাকুন।"

যুবতী মহিলাটি বসে রইলেন এবং আমরা চারজন বেরিয়ে গেলাম।

জানলার বাইরে পারসীর কথা মতোই পায়ের ছাপ ছিল। যদিও তা খুব অস্পষ্ট। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বলল, "বাড়িতে চোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু রেখেছেন কি?"

"দামী কিছু নেই।"

পারসী ফেলপস আস্তে আস্তে হাঁটছিল। হোমস তাড়াতাড়ি লনের ভেতর দিয়ে হেঁটে শোবার-ঘরের খোলা জানলার কাছে অন্যান্যরা আসবার অনেক আগেই এসে দাঁড়াল। "মিস হ্যারিসন", হোমস বলল, "আপনি যেখানে আছেন সারা দিন ঐ খানেই থাকবেন। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।"

বিস্ময়ের সঙ্গে এ্যানি বলল, "আপনি যদি তাই চান, তবে তাই করব।"

"প্রতিজ্ঞা করুন, রাতে শুতে যাবার সময় দরজায় চাবি দিয়ে চাবিটা রেখে দেবেন। আর পারসী আমার সঙ্গে লণ্ডনে যাবে।"

"আমাকে একলা থাকতে হবে?"

"হ্যাঁ। তারই স্বার্থে। তাড়াতাড়ি বলুন, কি করবেন?"

প্যামি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

"মিঃ হোমস, এবার কি বলবেন ?" পারসী ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল।

"কয়েকটা ব্যাপার অনুসন্ধান করার জন্যে যদি আমার সঙ্গে লণ্ডনে চলেন তো খুব ভাল হয়। এক্ষুণি না হলে অন্ততঃ এক ঘণ্টার মধ্যে।"

"রাতে থাকতে হবে কি ?"

"হ্যাঁ, সেই রকমই ব্যাপার।"

পারসী ফেলপস বললেন, "রাতে অতিথি আবার যদি দেখা করতে আসে তাহলে দেখবে পাখি উড়ে গেছে। আমার দেখাশোনা করার জন্যে জোসেফ এলে ভাল হয় না ?"

"চিন্তার কিছু নেই। বন্ধু ওয়াটসন তো ডাক্তার। সে তো থাকছে।"

হোমসের কাছে আমাদের জন্যে আরও চমক জমা ছিল। স্টেশনে পৌঁছে সে বলল, ওকিং ছেড়ে যাবার তার কোন ইচ্ছেই নেই। "ওয়াটসন, তুমি এঁকে সোজা বেকার স্ট্রীটে আমার বাড়িতে নিয়ে যাও। কাল সকাল আটটার সময় ওয়াটারলু পৌঁছে তোমাদের সঙ্গে জল খাবারের সময় দেখা করব।"

পারসী বলল, "তাহলে লণ্ডনের অনুসন্ধান করার কি হবে ?"

"কাল হলেও চলবে। এখন এখানেই থাকা দরকার। পথিমধ্যে পারসীর সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। আমি বলাম, "হোমস নিশ্চয় কিছু তথ্য পেয়েছে। তুমি ভেবনা যে তোমার দুটো শত্রু রয়েছে: একজন দলিল চুরি করেছে অপর জন তোমাকে খুন করতে এসেছিল। আসলে হোমস যদি সিঁধেল চোরকে ধরতে পারে তাহলে মনে করা যেতে পারে দলিলটা খুঁজে পাওয়ার দিকে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।"

"কিন্তু তিনি তো ব্রীয়ারব্রেরীতে যাচ্ছেন না বললেন ?"

"হোমসকে দীর্ঘদিন ধরে আমি চিনি। বিনা কারণে তিনি কিছু করেন না। নিশ্চয় কোন কারণ আছে না যাওয়ার," আমি বললাম।

দীর্ঘ অসুখ আর দুর্ভাগ্য পারসীকে ভীতু এবং ঝগড়াটে করে তুলেছিল।

"তোমার কি হোমসের ওপর বিশ্বাস আছে ?" সে প্রশ্ন করল।

"ইউরোপের বর্তমান তিনটে রাজ পরিবার সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে সাফল্যলাভ করেছে।"

"কিন্তু তুমি কি মনে কর এটার কোন আশা আছে ?"

"সে তো হ্যাঁ কি না কিছুই বলে নি।"

সকাল সাতটার সময় উঠে ক্লান্ত পারসীর সঙ্গে দেখা করতেই সে জিজ্ঞেস করল, হোমস এসেছে কি না।

"কথা যখন দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আসবে।"

আমার কথা সত্য হল। একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনলাম। জানলা দিয়ে দেখলাম, হোমসের বাঁহাতে ব্যাণ্ডেজ জড়ান, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ।

তাকে দেখে পারসী চেঁচিয়ে উঠল, "দেখে মনে হচ্ছে মার খেয়ে এসেছেন ? মিঃ হোমস, আপনি আহত নন তো ?"

"না। আমার বোকামীর জন্যে হাতটা সামান্য ছড়ে গেছে।" মাথা নেড়ে সুপ্রভাত জানাতে জানাতে হোমস বলল। "আমি আজ পর্যন্ত যেসব ঘটনার অনুসন্ধান করেছি,—আপনার কেস তাদের মধ্যে অন্যতম গভীর রহস্যময় কেস্।"

টেবিল সাজানোর পর ঘণ্টা বাজাতে চা আর কফি নিয়ে মিসেস হডসন ঘরে ঢুকল। কয়েক মিনিট পর পাত্র করে খাবার নিয়ে সে আবার এলো।

"মিঃ ফেলপস, আপনি কি খাবেন ? ফাউলকারী না ডিম ?"

"আমি কিছুই খেতে পারব না।" ফেলপস বললেন।

"বেশ।" হোমসের চোখের কোলে দুষ্টুমী দেখা দিল, "আশা করি একটু সাহায্য করার জন্যে অপরাধ নেবেন না।"

ফেলপস টেবিলের ওপর থেকে একটা ঢাকনি তুলে বিস্ফারিত নয়নে সেদিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে উঠল। ঢাকনার তলায় নীল ধূসর বর্ণের একটা কাগজের রোল পড়েছিল। তার মুখ, যে প্লেটের ওপর থেকে কাগজটা তুলল, তারই মতো সাদা দেখাচ্ছিল। কাগজটা তুলে নিয়ে বুকে কাগজটা চেপে আনন্দে চীৎকার করতে করতে সে নাচতে লাগল। তারপরেই সে এমন অবশ হয়ে আর্মচেয়ারে এলিয়ে পড়ল যে তাকে ব্র্যাণ্ডি দিতে হল।

এক কাপ কফি, হ্যাম আর ডিম গলাধঃকরণ করে, পাইপ ধরিয়ে হোমস বলতে শুরু করল।

"তোমাদের ছাড়বার পর সারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে আমি রিপলে বলে একটা সুন্দর গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে সরাইখানায় চা খেলাম।

"ফ্লাস্কটাও ভর্তি করে নিলাম এবং স্যাণ্ডউইচ নিয়ে কাগজে জড়িয়ে পকেটে রাখলাম। তারপর সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকার পর ওকিং-এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

"তারপর আমি নীচু হয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আপনার জানলার উল্টো দিকে রডোডেনড্রনের ঝোপের কাছে হাজির হলাম।

জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ করা হয়নি। দেখলাম, মিস হ্যারিসন বই পড়ছেন। পৌনে দশটা বাজতে জানলা, দরজা বন্ধ করে উনি চলে গেলেন। চাবি দেওয়ার শব্দও কানে এল। মিস হ্যারিসনকে আমি বলেছিলাম, চাবি দিয়ে চাবি তাঁর কাছে রেখে দিতে।

"প্রায় দুটোর সময় হঠাৎ আমি ছিটকিনি আর তালা খোলার মৃদু শব্দ শুনলাম। এক মুহূর্ত পরেই চাকরবাকরদের জন্যে দরজাটা খুলে গেল এবং মিঃ জোসেফ হ্যারিসন জ্যোৎস্নায় বেরিয়ে এল।"

"জোসেফ ?" পারসী বলল।

"হ্যাঁ। খালি মাথায়, গায়ে কালো কাপড় জড়িয়ে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে

হেঁটে দেওয়ালের ছায়ায় ছায়ায় জানলার কাছে ও এসে দাঁড়াল। একটা ছুরি জানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল এবং খড়খড়ির ভেতর দিয়ে ছুরি ঢুকিয়ে খিলটাও খুলে ফেলল।

"আমি যেখানে শুয়েছিলাম, সেখান থেকে ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকের ওপরে রাখা মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে ও দরজার কাছে কার্পেটের কোণাটা তুলে ফেলল। তারপর ঝুঁকে পড়ে চৌকো কাঠের টুকরো তুলে ফেলল।

এই গোপন জায়গা থেকে সে কাগজের একটা রোল বার করে জায়গাটা ঢেকে রেখে বাতি নিভিয়ে জানলার বাইরে অপেক্ষারত আমার বাহু-বন্ধনে ধরা দেবার জন্যে সোজা হেঁটে এল !!!

"ও আমার দিকে ছুরি উঁচিয়ে এল। আমার হাতের গাঁটগুলো কেটে গেল। তার চোখে হত্যার নেশা !!! শেষ পর্যন্ত আমার কথামতো ও কাগজগুলো দিয়ে দিল এবং আমিও তাকে ছেড়ে দিলাম। অবশ্য আজ সকালে ফরবেশকে তার করে সব ঘটনা জানিয়ে দিয়েছি। সে যদি তাড়াতাড়ি আসতে পারে তাহলে ভাল, নইলে স্পাই পালাবে।

"এটাও সরকারের পক্ষে ভাল। কারণ আমার ধারণা একদিকে লর্ড হোল্ডহার্স্ট এবং অন্যদিকে মিঃ পারসী ফেলপস—কেউ চাইবেন না যে ব্যাপারটা পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত গড়াক।

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন, যে ঘরটায় আমি দীর্ঘ দশটা হপ্তা কাটালাম, কাগজগুলো সেই ঘরেই ছিল সারাক্ষণ ?"

"হ্যাঁ।"

"জোসেফ একটা শয়তান—চোর !"

'আমার মনে হয় স্পাইয়ের চরিত্র আরও গভীর এবং বিপজ্জনক, যা বাইরের আকৃতি দেখে বোঝা যায় না। আমি জেনেছি জুয়ায় সে প্রচুর হেরেছে। এবং নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য সে স্পাইয়ের কাজ করতে প্রস্তুত। সেখানে বোনের সুখ বা আপনার সম্মান তার কাছে তুচ্ছ।

"আমি জোসেফকেই প্রথমে সন্দেহ করি। কারণ তারই সঙ্গে আপনার ঐ রাতে বাড়ি ফেরার কথা ছিল।' সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে যাওয়ার পথে সে আপনার অফিসে নিশ্চয় দেখা করে যাবে—যখন সে বৈদেশিক দপ্তর ভাল ভাবেই চেনে। যখন আমি শুনলাম ঘরে কেউ ঢোকবার চেষ্টা করেছিল তখন আমি জোসেফ ছাড়া কাউকে ভাবতে পারিনি। কারণ জোসেফই একমাত্র এই ঘরে কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে, যেহেতু আপনি বলেছিলেন, ডাক্তারের সঙ্গে আসার পর আপনি জোসেফকে সরিয়ে এ-ঘর দখল করেছিলেন। এছাড়া, সুযোগটা নেওয়া হল, যে-রাতে নার্স ছিলনা, সে-রাতে। অনুপ্রবেশকারী বাড়ির রাস্তা-ঘাট পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোভাবে পরিচিত।"

"আশ্চর্য, আমি কি অন্ধ ?" পারসী বললেন।

হোমস বলল, 'চার্লস' স্ট্রীটের দরজা দিয়ে হ্যারিসন আপনার ঘরে ঢোকে, ঠিক যখন আপনি বেরিয়ে গেছেন। কাউকে না দেখে সে ঘণ্টা বাজায় এবং সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপরকার কাগজগুলো তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক নজরেই সে বুঝতে পারে ওগুলি মূল্যবান। চোখের নিমেষে ওগুলো পকেটে ঢুকিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে সংবাদবাহক ঘণ্টা সম্পর্কে আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করার আগে কয়েক মিনিট চলে গেছে। জোসেফ সেই ফাঁকেই পালিয়েছিল। ও প্রথম ট্রেনেই ওকিং-এ ফিরে এসে কাগজের গুরুত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখে। ভেবেছিল দু এক দিনের মধ্যেই ফরাসী দূতাবাসে বা যেখানে বেশী দাম পাবে সেখানেই নিয়ে যাবে। তারপরেই হঠাৎ এলেন আপনি এবং এক মুহূর্তের নোটিশে জিনিসপত্র গুটিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে হল। তারপর থেকে সব সময় ঘরে আপনারা দুজন ছিলেন, ফলে সে তার জিনিস হাতাতে পারেনি! প্রথম সুযোগেই সেগুলো সংগ্রহ করতে এল এবং তাও ভেস্তে গেল।

"আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুযোগ সে ছাড়বে না। আপনি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ায় আবার তার মনোমতো সুযোগ এল। সারাদিন মিস হ্যারিসনকে ঐখানে রাখলাম।

"স্পাইয়ের মনে ধারণা ঢুকিয়ে দিলাম, যে উপকূল এবার নিরাপদ। আমি জানতাম কাগজগুলো ঘরেই আছে। কিন্তু আমি ওকে গুপ্তস্থান থেকে ওটা বার করতে দিয়েছিলাম। এতে আমার প্রচুর হয়রানি বেঁচে গেল।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "দরজা ছেড়ে প্রথমে সে জানলা দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা কেন করেছিল?"

"সাতটা শোবার-ঘর পার হওয়ার চেয়ে বাগান দিয়ে সোজা যাওয়াই ভাল। আর কিছু?"

ফেলপস প্রশ্ন করলেন, "আপনি মনে করেন যে তার খুন করার কোন মতলব ছিল না? ছুরিটা কি যন্ত্র হিসেবেই নিয়ে এসেছিল?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বলল, "তা হতে পারে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমি এইটুকু বলতে পারি যে জোসেফ হ্যারিসন এমনি এক ভদ্রলোক যে তার দয়ার ওপর আস্থা রাখতে আমি একান্তই অনিচ্ছুক।"

আমেরিকান গৃহযুদ্ধের স্পাই

অ্যাম্ব্রোজ বিয়ার্স

'বন্দী, তোমার নাম কী ?'

কাল সকালে আমি বা আমার নাম কোনোটাই থাকবে না। সুতরাং গোপন করে লাভ নেই। 'আমার নাম পারকার অ্যাডামসন।'

'তোমার পদমর্যাদা ?'

'বিশেষ কিছু না। স্পাইয়ের বিপজ্জনক কাজে কমিশনড অফিসারদের নিয়োগ করা হয় না। আমি সারজেন্ট।'

'কোন রেজিমেন্টের ?'

'কিছু মনে করবেন না। আমি ওই প্রশ্নটার জবাব দিলেই আপনি বুঝে যাবেন, কোন্ বাহিনী আপনাদের কাছাকাছি এসেছে। আমি খবর জোগাড় করতে এসেছি, খবর দিতে আসিনি।'

'তোমার রসবোধ আছে দেখছি।'

কাল সকালে কিছুই থাকবে না।'

'তুমি কি করে জানলে যে কাল সকালে তোমাকে মরতে হবে।'

'কোন স্পাই রাতে ধরা পড়লে সকালে তাকে গুলি করে মারা হয়। আর্মি'র একটা ভালো নিয়ম।'

যে জেনারেল এতোক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, তিনি কনফেডারেট অফিসারের পদমর্যাদা ভুলে হেসে ফেললেন। কিন্তু ওঁর হাসিতে আর কেউ হাসলো না। যে স্পাই ধরা পড়েছে, সেও না। যে সশস্ত্র প্রহরী তাকে ধরে নিয়ে এসেছে এবং এখন মোমের হলুদ আলোয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, সেও না। স্পাইয়ের বিচার হচ্ছে। সবাই জানে, ওর মৃত্যুদণ্ড হবে।

'পারকার, তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে তুমি স্পাই, তুমি কনফেডারেট বাহিনীর সৈনিকের পোশাক ছদ্মবেশ হিসেবে পরেছো, তুমি আমার ক্যাম্পে ঢুকে আমার সৈন্যসংখ্যা ও তাদের ধরনধারণ জানার চেষ্টা করছিলে ?'

'সংখ্যাটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম। ওদের ধরনধারণ আমার জানা আছে। সব কটা গোমড়ামুখো।'

জেনারেল আবার হেসে ফেললেন। সশস্ত্র প্রহরীর মুখটা একটু গম্ভীর হলো, সে আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালো। মাথার টুপিটা আঙুলের ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে চারপাশে তাকাচ্ছে স্পাই। নেহাৎই সাধারণ ব্যাপার। অতি সাধারণ ধরনের তাঁবু, দৈর্ঘ্য আট ফুট, দশ ফুট চওড়া, ভেতরে পাইন কাঠের টেবিলে গাঁথা একটা বেয়নেটের ফলা, বেয়নেটের ফলায় গাঁথা একটা মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলে বসে কি যেন লিখছেন জেনারেল। নীচে মাটির ওপর পুরোনো ছেঁড়া কার্পেট পাতা। একটা ট্রাংক, একটা চেয়ার, একরাশ কম্বল ছাড়া তাঁবুতে আর কিছু নেই। এমনিতেই আমেরিকান গৃহযুদ্ধে যুদ্ধরত দুই পক্ষ—কনফেডারেট ও ফেডারেলদের মধ্যে কনফেডারেটদের কৃচ্ছ্রসাধন বা সাদাসিধে জীবন কাটানোর জন্যে দুর্নাম বা সুনাম আছে। কনফেডারেট জেনারেল ক্লেভারিং-এর তাঁবুতে পোলে গাঁথা মস্তোবড় পেরেক থেকে ঝুলছে তলোয়ার ঝোলানোর বেল্ট, লম্বা তরোয়াল, খাপসমেত পিস্তল এবং একটা ছোরা। ছোরাটা মানায় না। জেনারেল বলেন, ওটা নাকি তাঁর প্রাক্ যুদ্ধ-জীবনের স্মৃতিচিহ্ন।

ঝড়-বৃষ্টির রাত। ক্যানভাসের ওপর তোড়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। তাঁবুর ভেতরে যারা আছে, তাদের কানে জলের শব্দ ড্রামের শব্দের মতো শোনাচ্ছে। ঝড় বৃষ্টিতে তাঁবুটা দুলছে, দড়িতে টান পড়ছে।

লেখা শেষ করে কাগজটা মুড়ে সশস্ত্র প্রহরীর হাতে দিয়ে জেনারেল বললেন, 'ট্যাসমান, এই কাগজটা অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের হাতে দিয়ে এখানে ফিরে এসো।'

'জেনারেল, এই কয়েদী ?'

'যা বললাম, তাই করো।'

সশস্ত্র প্রহরী চলে গেল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন মুখ তুলে ফেডারেল স্পাইকে দেখলেন জেনারেল ক্লেভারিং, ওর চোখে চোখ রেখে নরম গলায় বললেন, 'দুর্যোগের রাত।'

'হ্যাঁ, আমার কাছে।'

'তুমি জানো, আমি কি লিখলাম ? তোমার শাস্তির আদেশ। মরার আগে পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'

'ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমার ঘুমের সময় বাড়বে না।'

'তুমি কি ঠাট্টা করতে করতেই মরতে যাবে ? ব্যাপারটা সিরিয়াস, তাও কি বোঝো না ?'

'কি করে বুঝবো স্যার ? এর আগে তো কখনও মরিনি। অনেকে বলে বটে, মৃত্যু একটা ভারিক্কী ব্যাপার। কিন্তু এ-ব্যাপারে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের কারো মুখে এ-ধরনের কথা শুনিনি।'

জেনারেল একটু সময় চুপ করে রইলেন। এই স্পাই মানুষ হিসেবে একটু অন্য ধরনের। এর আগে এ-ধরনের কাউকে জেনারেল দেখেননি।

'মৃত্যু' জেনারেল বললেন, 'যেটুকু সুখ আমরা পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে যেটুকু সুখ পাবার সুযোগ পেতে পারি, মৃত্যু সবকিছুই কেড়ে নেয়।'

'জেনারেল, আমরা যখন বুঝতে পারি যে আমরা কিছু একটা হারাচ্ছি, তখনই

আমাদের কষ্ট হয়। কিন্তু যে ক্ষতির ব্যাপারে সচেতন থাকার সুযোগ নেই, তা সহজেই সহ্য করা যায় এবং নির্ভয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করা যায়। জেনারেল, আপনার সৈনিক জীবনের পথে পথে যেসব মৃতদেহ আপনি ছড়িয়ে এসেছেন, তারা কেউ কি আপনাকে বলেছে যে মৃত্যুর জন্যে তারা দুঃখিত?'

'পারকার, মৃত অবস্থাটা হয়তো দুঃখদায়ক নয়, কিন্তু মৃত্যুর ঘটনাটা অর্থাৎ মরে যাওয়ার ব্যাপারটা যে মানুষ অনুভূতি হারায়নি তার পক্ষে বেদনাদায়ক।'

'স্যার, যন্ত্রণা সবসময়েই কষ্টদায়ক। যে বেশী দিন বাঁচে, সে বেশী দিন যন্ত্রণা পায়। মৃত্যু শেষ যন্ত্রণা। আর মরে যাওয়ার ব্যাপারটা বলতে আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন। ধরুন আমি এখন পালাবার চেষ্টা করলাম। ওই যে রিভলভারটা আপনি জুতার খাতিরে কোলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন…'

জেনারেল লজ্জা পেয়ে হাসলেন।

'হ্যাঁ, স্যার, ধরুন, আপনি গুলি করলেন। আমার পাকস্থলীতে এমন কিছু একটা ঢুকলো যা আমি খাইনি। আমি আধ ঘণ্টা যন্ত্রণা পাবো, তারপর মরে যাবো। সুতরাং ওই আধ ঘণ্টার যে কোন একটা মুহূর্তে আমি হয় জীবিত, না হয় মৃত। কোন অন্তবর্তী সময় নেই, যখন একটা মানুষ জীবিতও নয়, মৃতও নয়। কাল সকালে যদি আমার ফাঁসি হয়, ঠিক তাই হবে। যতোক্ষণ বেঁচে থাকবো, যন্ত্রণা পাবো। মরে গেলে চেতনা থাকবে না, যন্ত্রণাও থাকবে না। ব্যাপারটা এতোই সরল যে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার যেন কোন মানেই হয় না।'

জেনারেল কি যেন ভাবলেন, তারপর যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হত্যাই যার নেশা সেই মানুষটি বললেন, 'মৃত্যু একটা ভয়ংকর ব্যাপার!'

স্পাই গম্ভীর হয়ে বললো:

'আমাদের আরণ্যক পূর্বপুরুষদের কাছে মৃত্যু একটা ভয়ংকর ব্যাপার ছিল। একটা বাঁদর যেমন ঘর দেখলেই ভাববে যে ঘরের ভেতরে মানুষ আছে, হয়তো ভাববে ভাঙা ঘর মানেই ভেতরে অসুস্থ মানুষ আছে, তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাবতেন যে চেতনা ও তার বাইরের রূপের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই ভুল ধারণা থেকে মৃত্যুর পর আত্মার মরণোত্তর অস্তিত্ব, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি যুক্তিহীন ধারণা দর্শনে ঠাঁই পায়। জেনারেল, আপনি আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার আর কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা আপনার থাকবে না। আপনি আমাকে স্বর্গে পাঠাতে পারবেন না।'

স্পাইয়ের কথাগুলো যেন খেয়ালই করছেন না জেনারেল। যেন তিনি কিছু ভাবছেন। ঝড় থেমেছে। রাত্রির থমথমে ভাবটা স্পাইয়ের ওপরেও প্রভাব ছড়ায়, তার মানে অতি প্রাকৃতিক ভয় জাগায়।

'আজ রাতে আমি মরতে চাই না', স্পাই বলে।

ঠিক সেই সময় প্রোভোস্টমার্শাল ক্যাপ্টেন হেস্টারলিক তাঁবুর ভেতরে ঢুকে জেনারেলকে অভিবাদন জানালো।

'ক্যাপ্টেন, এই লোকটি ইয়াংকি স্পাই, আমাদের বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ওর কাছে কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। ও নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। আবহাওয়া এখন কেমন ?'

'ঝড় থেমেছে, স্যার, আকাশে চাঁদ উঠেছে।'

'বেশ, কয়েকজন সৈনিককে সংগে নাও। এই ইয়াংকি স্পাইকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে যাও। ওকে গুলি করে মারা হবে।'

'কি বললেন ?' স্পাই কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, তার চোখদুটো বিস্ফারিত, হাত দুটো মুঠো করা। 'তবে যে বলেছিলেন, কাল সকালে আমার ফাঁসি হবে।'

'আমি বলিনি। তুমি নিজেই কল্পনা করেছিলে। তোমাকে আজই মরতে হবে।'

'কিন্তু জেনারেল, ভেবে দেখুন, কথা ছিলো, আমার ফাঁসি হবে। ফাঁসিকাঠ খাটাতে দুঘণ্টা সময় লাগবে। স্পাইদের ফাঁসি দেওয়া হয়। মিলিটারী আইন অনুযায়ী আমার কিছু অধিকার আছে।'

'ক্যাপ্টেন, ওকে নিয়ে যাও।'

তরোয়াল বার করলো অফিসার এবং হাতের ইঙ্গিতে স্পাইকে তাঁবুর বাইরে যেতে বললো। পারকারের মুখ ফ্যাকাশে, সে ইতস্তত করছে। তার কলার ধরে সামনে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে প্রোডোস্টমার্শাল। হঠাৎ আতংকিত লোকটা পাগলের মতো লাফিয়ে ওঠে, তাঁবুর পোলে আঁটা খাপ থেকে ছোরাটা তুলে নেয় এবং ক্যাপ্টেনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জেনারেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা মাটির ওপর গড়াতে থাকে, টেবিল উল্টে যায়, মোমবাতি নিভে গেছে, অন্ধকারে ওরা মারামারি করছে। জেনারেলের সাহায্যে এগোতে গিয়ে প্রোডোস্টমার্শাল হোঁচট খেয়ে ওদের পায়ের ওপর পড়ে। অভিশাপ, ক্রোধ ও যন্ত্রণার অস্ফুট চীৎকার। হাত-পা জড়াজড়ি। শরীর তিনটে নড়ছে। দড়ি ছিঁড়ে তাঁবুটা ওদের ওপর পড়ে। ক্যানভাসের আবরণের নীচে মারামারি চলছে। সশস্ত্র প্রহরী ট্যাসমান কাজ সেরে ফেরার সময় লহমার মধ্যে অস্পষ্টভাবে পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে রাইফেল ফেলে তাঁবুর ক্যানভাস নিয়ে বৃথা টানাটানি করে।

সান্ত্রী সামনে পায়চারি করছে। কিন্তু অর্ডার না পেলে আকাশ ভেঙে পড়লেও তার যাওয়ার উপায় নেই। সুতরাং সে বিউগল বাজায়। ড্রাম বাজে, বিউগল বেজে ওঠে এবং অফিসারদের হুকুমে সৈন্যেরা সারি বেঁধে মার্চ করে ছুটে আসে। জেনারেলের স্টাফ ও অন্যান্যেরা তাঁবু তুলে নীচের তিনটে লোককে সরায়।

তিনজনেই রক্তাক্ত। একজনের নিঃশ্বাস পড়ছে না। মৃত ক্যাপ্টেনের গলা থেকে ছোরার হাতলটা শুধু বেরিয়ে আছে, পুরো ফলাটাই ওর চোয়ালের নীচে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত ক্যাপ্টেনের হাতে রক্তাক্ত তরোয়াল, এমন শক্ত করে ধরা যে কেউ খুলে নিতে পারছে না।

জেনারেলকে তুলে ধরতেই উনি মৃদু কাতরোক্তি করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। প্রোডোস্টমার্শালের তরোয়াল ওঁর কাঁধ ও উরু ফুঁড়ে গেছে।

সবচেয়ে কম আহত হয়েছে স্পাই। তার ডান হাত ভেঙেছে। অন্য কোথাও তেমন মারাত্মক কোন চোট লাগেনি। কিন্তু তার জ্ঞান নেই এবং কি যে হয়েছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার মুখটা ফুলে উঠেছে, মাথার চুল এলোমেলো, মুখ রক্তমাখা এবং মুখের রং মরার মতো ফ্যাকাশে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লোকটা বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

'লোকটা পাগল নয়, ভয় পেয়েছে। ও কে?' সার্জন জানতে চাইলেন।

ট্যাসমান সব বুঝিয়ে বলে। যেন তার জীবনে মস্ত একটা সুযোগ এসেছে। রাতের ঘটনাগুলো সে এমনভাবে বলছে, যেন এ ব্যাপারে তার গুরুত্বই বেশী।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে কুনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে জেনারেল আগুনের ধারে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা স্পাইকে দেখিয়ে বললেন. 'ওকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে নিয়ে গিয়ে গুলি করো।'

'জেনারেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসার বলে।

'না'। অ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল বললেন, 'এই ব্যাপারে একটু আগে উনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। হেস্টারলিককেও একই কথা জানিয়েছিলেন। জেনারেলের কথামতোই কাজ হবে।'

দশ মিনিট পরে ফেডারেল আর্মির সার্জেণ্ট, স্পাই ও দার্শনিক পারকার অ্যাডারসন যখন চাঁদের আলোয় হাঁটু গেড়ে বসে অসংলগ্ন কথায় প্রাণ ভিক্ষা চাইছে, তখনই কুড়ি জন সৈনিক গুলি করে তাকে খুন করলো। শীতের মধ্যরাতের তীক্ষ্ন হাওয়ায় গুলির শব্দ ভেসে উঠলো।

জেনারেল ক্লেভারিং-এর মুখ ফ্যাকাশে। ক্যাম্প ফায়ারের রক্তাভ আলোয় তিনি শুয়ে আছেন। নীল চোখদুটো খোলা। চারপাশে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'কোথাও কোন শব্দ নেই!'

অ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেলের দিকে তাকায়। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন সার্জেন। জেনারেলের চোখ দুটো বুজে এলো। কয়েক সেকেণ্ড শুয়ে থাকার পর তার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো। সে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'মনে হয়, এই বোধহয় মৃত্যু।'

তারপর সে মরে গেল।

আমার বাবা স্পাই

গ্রাহাম গ্রীন

যতোক্ষণ না তার মায়ের নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়, চার্লি স্টো বিছানা থেকে ওঠেনি। তারপরেও সে সাবধানে চলাফেরা করেছে এবং পা টিপে টিপে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনেটা আঁকাবাঁকা, তাই জানলায় দাঁড়ালে মায়ের ঘরের আলো দেখা যাবে! কিন্তু এখন সব জানলাই অন্ধকার। আকাশে সার্চ লাইটের আলো ঘুরছে, মেঘ ও মেঘপুঞ্জের মাঝে গভীর কালো শূন্যস্থানগুলো আলো করে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ বিমানগুলোকে খুঁজছে।

জানলার ফ্রেমের একটা ফাটল দিয়ে এক ঝলক হাওয়া এসে তার রাতের পোশাকে কাঁপন ধরায়। চার্লি স্টো ভয় পায়।

কিন্তু কাঠের সিঁড়ির এক ডজন ধাপ নীচে তার বাবার তামাক ও সিগারেট বিক্রীর দোকানটা তাকে আকর্ষণ করছে। তার বয়স বারো এবং এরই মধ্যে কাউন্টি স্কুলের ছেলেরা তাকে ঠাট্টা করছে। কেননা সে কখনো সিগারেট খায়নি। দোকানে প্রত্যেক সারিতে ওপর থেকে নীচে বারোটা করে প্যাকেট—গোল্ড ফ্লেক, প্লেয়ার্স, দ্য রেজকে, আবদুল্লা, উডবাইন্। ছোট্ট দোকানটা দুর্গন্ধ ধোঁয়ার হাল্কা আবরণে ঢাকা, যা চার্লি স্টোর অপরাধও ঢেকে দেবে। বাবার দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেট চুরি করা যে ক্রাইম সে বিষয়ে চার্লি স্টোর কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু চার্লি তা ভালবাসে না। তার বাবা ফ্যাকাশে, রোগা, অনির্দেশ ও অবাস্তব একটা মানুষ, যে মাঝে মাঝে নিজের ছেলের অস্তিত্বের কথা খেয়াল করে এবং ছেলেকে শাসন করার কাজটাও যে ছেলের মায়ের ওপরে ছেড়ে দিয়েছে। মায়ের জন্যে অভিব্যক্তি-প্রবণ ও গাঢ় ভালোবাসা আছে চার্লির।

মায়ের মোটাসোটা চেহারা, চেঁচামেচি করার অভ্যাস, দান-ধ্যান করার স্বভাব—এসব নিয়েই চার্লির দুনিয়া। মায়ের কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, মা সবাইকার বন্ধু। পাদ্রীর বউ থেকে প্রিয় 'মহারাণী'—সবাই। তফাৎ শুধু হুণরা [জার্মান]—সেই দৈত্যগুলো, যারা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা জেপ্লিনে ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু বাবার ভালোবাসা ভালো-না-বাসা বাবার গতিবিধির মতো অস্পষ্ট। বাবা বলেছে, আজ রাতে সে নরউইচে যাবে। যাবে কিনা, বাবাই জানে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নিরাপত্তার কোন অনুভূতি খুঁজে পায় না চার্লি স্টো। কাঠের সিঁড়ি ক্যাচ্ ক্যাচ্ করে উঠতেই ভয় পেয়ে নিজের নাইট শার্টের কলারটা শক্ত আঙুলে চেপে ধরে চার্লি।

সিঁড়ির নীচেই ছোট্ট দোকান। অন্ধকার রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। আলোর সুইচ টিপতেও সাহস হয় না চার্লি'র। আধ মিনিট ধরে হতাশায় গালে হাত দিয়ে সিঁড়ির সব থেকে নীচের ধাপে বসে থাকে চার্লি স্টো। তারপর নিয়মিত গতিতে সার্চলাইট ঘোরে। ওপরের একটা জানলার কাচে প্রতিফলিত আলো আসে। সিগারেটের প্যাকেট, কাউণ্টার ও কাউন্টারের নীচের ছোট্ট গর্তটা কোথায়, ঠিক ঠিক মনে রাখতে সময় পায় চার্লি। বাইরে ফুটপাথে রাতের রোঁদে পুলিশ বেরিয়েছে, পায়ের শব্দ কানে আসতেই প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কাউণ্টারের নীচে লুকিয়ে পড়ে চার্লি। মেঝেয় আলো পড়ে, দরজা খোলার চেষ্টা করে কেউ যেন, তারপর পায়ের শব্দ দূরে চলে যায়। চার্লি অন্ধকারে গুটিসুটি মেরে বসে থাকে।

শেষ পর্যন্ত সে বয়স্ক লোকের মতোই নিজেকে বোঝায়, এখন ধরা পড়লে আর কিছু করার নেই, সুতরাং সে সিগারেট খেতে পারে।

সিগারেট মুখে দিয়ে তার মনে পড়ে, তার কাছে দেশলাই নেই। প্রথমে তার নড়াচড়ার সাহস হয় না। তারপর সার্চ লাইটের আলো দোকানের ওপর দিয়ে তিনবার ঘুরে যাবার পর সে বয়স্ক ও কিশোরদের মধ্যে চালু কিছু ঠাট্টা ইয়ার্কি নিজের উদ্দেশ্যে বলে—যেমন—"মানুষ মারলেও ফাঁসি, ভেড়া মারলেও তাই" কিম্বা "কাওয়ার্ডি কাওয়ার্ডি'স কাস্টার্ড!"

কিন্তু নড়াচড়া করতে যেতেই রাস্তায় পায়ের শব্দ। যেন অনেকগুলো লোক তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে। এতো রাত্রে এদের চলাফেরা যে স্বাভাবিক নয়, বোঝার মতো বয়স হয়েছে চার্লি'র। পায়ের শব্দগুলো থামে। দোকানের দরজার তালায় চাবি ঘুরছে। ওকে ভেতরে ঢুকতে দাও—দাও—কে যেন বলে। তারপর চার্লি'র বাবার গলার আওয়াজ।

"জেণ্টলমেন, যদি কিছু মনে না করেন, আস্তে কথা বলুন। বাড়ির লোকজনের ঘুম না ভাঙলেই ভালো।"

বাবার অস্পষ্ট অনির্দেশ স্বরটা কেমন যেন নতুন লাগছে চার্লি'র।

টর্চের আলো। তারপর নীল গ্লোবের বিজলীবাতিটা জ্বলে ওঠে। বাচ্চা ছেলে চার্লি নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে। ওর বাবা কি ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শব্দটা শুনতে পাবে? নাইট শার্টটা শক্ত করে ধরে চার্লি প্রার্থনা করে, "হে ভগবান্‌ যেন ধরা না পড়ি।" কাউণ্টারের একটা ফাঁক দিয়ে ও দেখছে, ওর বাবা দাঁড়িয়ে আছে, একহাতে শার্টের শক্ত উঁচু কলার ধরে আছে। দু পাশে বোলার হ্যাট ও বেল্ট আঁটা ম্যাকিনটশ পরা দুজন অচেনা পুরুষ।

"সিগারেট খাবেন?" বাবার গলার স্বর বিস্কুটের মতো শুকনো।

"ডিউটিতে থাকার সময় সিগারেট খাবো না।" অচেনা লোকদুটোর একজন আস্তে আস্তে বলে। গলার স্বরে কোন মমতার রেশ নাই। "তবুও তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

চার্লি ভাবে, বাবার বোধ হয় অসুখ করেছে।

"কয়েক প্যাকেট সিগারেট পকেটে ভরতে পারি ?" বাবা বলছে।

লোকটা ঘাড় নাড়তে শেলফ থেকে কয়েক প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক ও প্লেয়ার্স তুলে নিয়ে আঙুলের ডগাটা প্যাকেটে বুলোতে থাকে বাবা।

"যাকগে। কিছুতো করার নেই। অন্ততঃ সিগারেট খাওয়া যাবে।"

বাবা দোকানের চারদিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন দোকানটা এই প্রথম দেখছে। চার্লির ভয় হয়, এবার হয় তো বাবা ওকে দেখে ফেলবে।

"ছোট্ট ব্যবসা। ভালোই চলতো······আমার বউ নিশ্চয়ই বেচে দেবে। নইলে প্রতিবেশীরা লুটপাট করবে। চলো, তোমরা তো তাড়াতাড়িই যেতে চাও। কোটটা সঙ্গে নেবো ?"

"কিছু মনে করো না, আমাদের একজন তোমার সঙ্গে যাবো।" মৃদু গলায় অপরিচিত পুরুষ দুটোর একজন বলে।

"দরকার হবে না। ওই তো, হ্যাঙ্গারে ঝুলছে।" অপরিচিত লোকটা লজ্জা পেয়ে পেয়ে বলে ঃ

"তোমার বউয়ের সঙ্গে কথা বলবে না ?" বাবার সরু গলাটা এখন বেশ স্পষ্ট।

"না, কাল যা বলার বলা যাবে, আজ কোন কথা বলার মানে হয় না। পরে ও আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে, তাই না ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ।" অপরিচিতদের একজন উৎফুল্ল হয়ে সাহস ও উৎসাহ জোগাতে চায়।

"বেশী ঘাবড়িও না। যতোক্ষণ জীবন আছে······"ওর বাবাও হাসতে চেষ্টা করে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে চার্লি স্টো। এতো রাতে ওর বাবা আবার কোথায় বেরিয়ে গেল, সংগের অপরিচিত লোক দুটোই বা কে ? যেন পরিচিত একটা ফটো ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে বলছে, এতোদিন তুমি আমাকে অবহেলা করেছো। ওর বাবা নিজের শার্টের কলার চেপে ধরে প্রবাদ আউড়িয়ে কি ভাবে ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, ওর মনে পড়ে। এবং এই প্রথম চার্লির মনে হয়, যদিও তার মা উচ্ছল স্বভাবের এবং মমতাময়ী, তার বাবা তার নিজেরই মতো—ওরা দুজনেই অন্ধকারে এমন সব কাজ করে, যার জন্যে ওরা ভয় পায়। এখন নীচে নেমে গিয়ে চার্লি যদি তার বাবাকে বলতে পারতো, "বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি······"

কিন্তু জানলা দিয়ে শোনা যাচ্ছে, পায়ের শব্দ গুলো দ্রুত দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এখন বাড়িতে চার্লি ও তার মা ছাড়া কেউ নেই। চার্লি ঘুমিয়ে পড়ে।

দ্য ইনফরমার

জাঁ পল সার্ত্র

আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। একটু পরে বুঝলাম, আমাকে ওরা একটা বড়ো ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘরের মাঝখানে কাগজপত্র বোঝাই একটা টেবিল, টেবিলের ওদিকে অসামরিক পোশাকে চারজন অফিসার, ঘরের ওপাশে আর একদল কয়েদী। এদের মধ্যে অনেকে আমার চেনা। ওদের কারো কারো চেহারা দেখে বিদেশী বলেই মনে হলো। আমার সামনের দু'জন কয়েদীর গোল মাথা, সোনালী চুল, প্রায় একই রকম দেখতে। দেখে মনে হলো, ওরা ফ্রান্সের লোক। ওদের মধ্যে একজন একটু বেঁটে খাটো, অনবরত প্যাণ্ট কোমরের ওপরে টেনে তুলতে চাইছে। ভয় পেয়েছে হয়তো।

ঘণ্টা তিনেক ওখানে থাকতে হলো। মাথা ঘুরছিলো। মাথার ভেতরটা মনে হচ্ছিল কেমন যেন ফাঁকা। তবে ঘরটা বেশ গরম। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শীতে কেঁপেছি, এখন একটু আরাম পেলাম। পাহারাদাররা এক একজন কয়েদীকে টেবিলের সামনে নিয়ে যাচ্ছিলো। অসামরিক পোশাকের সেই চারজন ওদের সওয়াল করছিল। 'তোমার নাম? কি কাজ করো?'

ব্যস, আর কোনও প্রশ্ন নয়। তবে দু'একজনকে আরও দু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হলো। 'অস্ত্রাগার ধ্বংস করার ব্যাপারে তোমার কোনো হাত ছিল? ৯ তারিখের সকালে তুমি কোথায় ছিলে? কি করছিলে?' এদের দেখে মনে হচ্ছিলো, ওরা কারো কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না। এক মিনিট চুপ করে থেকে কাগজে কি যেন লিখে নিচ্ছিলো। ওরা টমকে জিজ্ঞাসা করলো ও ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে ছিলো কিনা। টমের কাছে ওরা যেসব কাগজপত্র পেয়েছে, তারপরে ওর আর না বলার উপায় ছিলো না। ওরা জুয়ানকে কোনো প্রশ্ন করেনি কিন্তু জুয়ানের নামটা শুনে কাগজে কি সব যেন লিখলো।

"আমার ভাই জোস্ অ্যানার্কিস্ট বটে" জুয়ান বোঝাতে চাইলো, "কিন্তু তোমরা তো জানো, ও এখন এখানে নেই। আমি কোনো পার্টির মেম্বার নই। আমি কখনও পলিটিক্স করিনি।"

ওরা কোনো জবাব দিলো না।

"আমি কিছু করিনি" জুয়ান আবার বললো, "কে কি করেছে, তার জন্যে আমি শাস্তি পেতে পারি না।" ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিলো। একজন সান্ত্রী ওকে চুপ করিয়ে বাইরে নিয়ে গেলো।

এবার আমার পালা।

"তুমিই পাবলো ইবিয়েতা ?"

"হ্যাঁ"।

"র‍্যামঁ গ্রীজ কোথায় ?"

"আমি জানি না।"

"তুমি ওকে তোমার বাড়িতে ৬ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলে ?"

"না।"

ওরা এক মিনিট কাগজে কি যেন লিখলো। তারপরে একজন সান্ত্রী আমাকেও বাইরে নিয়ে গেলো।

টম আর জুয়ান বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। টম একজন সান্ত্রীর সংগে কথা বললো।

"তাহলে ?"

"তাহলে কি ?"

"এটা কি শুধু সওয়াল হলো না বিচার ?"

"বিচার।"

'এরা আমাদের নিয়ে কি করতে চায় ?'

'কাল তোমার সেলু-এ রায় পড়ে শোনানো হবে', সান্ত্রী নিস্পৃহ গলায় জবাব দিলো।

আসলে হাসপাতালের নীচের কয়লা রাখার একটা কুঠরিতে আমাদের রাখা হয়েছিলো। ঠাণ্ডা হাওয়া, হাড় কাঁপানো শীত। আমরা সারারাত শীতে কেঁপেছি, দিনের বেলায়ও শীত কিছু কম মনে হচ্ছিলো না। আগের পাঁচ দিন ওরা আমাকে রেখেছিলো ধর্মযাজকদের জন্যে তৈরী একটা পুরোনো চোরাকুঠরিতে। বাড়িটা বোধহয় মধ্যযুগে তৈরী। ওখানে আমার খুব বেশী ঠাণ্ডা লাগেনি, কিন্তু ভীষণ একা একা লাগছিলো। এখানে এসে আমি সঙ্গী পেলাম। জুয়ান খুব চুপচাপ ছিলো। ও ভয় পেয়েছিলো, তাছাড়া ও নেহাত বাচ্চা ছেলে, তাই ওর বিশেষ কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু টম অনর্গল কথা বলতে পারে। স্প্যানিশ ভাষাটা ও বেশ ভালোই জানে। আমাদের ঘরটাতে একটা বেঞ্চ ছিলো। মেঝেতে চারটে মাদুর বিছানো। ওরা যখন আমাদের সেলু এ ফিরিয়ে দিয়ে গেলো, আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তারপরে টমই প্রথম কথা বললো।

"আমরা ফেঁসে গেলাম।"

"আমারও তাই মনে হয়। তবে বাচ্চা ছেলেটাকে ওরা বোধহয় কিছু করবে না।"

"ওর বিরুদ্ধে তো কোনোরকম প্রমাণ নেই। ও একজন বিপ্লবী সৈনিকের ভাই, শুধু এই জন্যেই।"

আমি জুয়ানের দিকে তাকালাম। ও যেন কোনো কথা শুনছে না।

টম অনর্গল কথা বলছে, "সারগোসায় কি হয়েছে জানো ? ওরা কয়েদীদের রাস্তায় বেঁধে রেখে তাদের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দিয়েছে। 'ওরা নাকি গোলাবারুদ বাঁচাতে চায়।"

"কিন্তু পেট্রল খরচ তো বাঁচবে না," আমি বাধা দিলাম। টমের কথাবার্তা আমার ভালো লাগছিলো না। এসব কথা এখন না বলাই ভালো।

"অফিসারেরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলো" টম বলে চলেছে, "ওরা পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে খবরদারী করছিলো। ট্রাকের নীচে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়েও যারা মরলো না, তারা একঘণ্টা ধরে খাবি খেলো। ওরা তাদের তাড়াতাড়ি মেরে ফেলতে পারতো, কিন্তু না ওরা তা করেনি।"

"এখানে সেরকম কিছু হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য যদি সত্যিই এদের গোলা-বারুদ কম না থাকে।"

অতোক্ষণে দেওয়ালের চারটে ফুটো দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। ছাদের বাঁদিকে একটা গোল ফাঁকা জায়গা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। এই গর্তটা দিয়ে কুঠরির ভেতরে কয়লা ঢালা হতো। নীচে মেঝের ওপরে একরাশ গুঁড়ো কয়লা পড়ে রয়েছে। হাসপাতালের ঘরগুলো গরম করার জন্যে এই কয়লা কাজে লাগতো। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে রুগীদের সরিয়ে দিয়ে হাসপাতাল ফাঁকা করে দেওয়া হলো। কয়লাগুলো যেমন ছিলো পড়ে রইলো। গর্তটা বন্ধ করতেও এরা ভুলে গেছে, তাই বৃষ্টি এলেই কয়লাগুলো ভিজে যায়।

টম শীতে কাঁপছিলো।

"উঃ, ভগবান, ঠাণ্ডায় জমে গেলাম।"

ও উঠে দাঁড়িয়ে কসরং করতে শুরু করলো। কসরতের চোটে সার্টের বোতাম খুলে যায়। ওর সাদা ও রোমশ বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। ও চিৎ হয়ে মেঝের শুয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে সাইকেল চালাবার মতো করে পা চালাচ্ছিলো। আমি স্পষ্ট দেখলাম, ওর ভুঁড়িটা কাঁপছে। টমের লম্বা চওড়া চেহারা কিন্তু শরীরে চর্বি বেশী। আমি ভাবছিলাম, হয়তো খানিকক্ষণ পরে রাইফেলের বুলেট কিম্বা ধারালো বেয়নেট ঐ মাখমের মতো নরম চর্বির ভেতরে ঢুকে যাবে। যদি ও রোগা হতো, এসব চিন্তা নিশ্চয়ই আমার মাথার আসতো না।

আমার কাঁধ দুটো ঠাণ্ডায় অসাড় লাগছিলো। আমার মনে হলো কি যেন একটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি তখন চারপাশে তাকিয়ে আমার কোটটা খুঁজলাম। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, ওরা আমার কোটটা কেড়ে নিয়েছে। ওরা আমাদের জামাকাপড় সব কেড়ে নিয়ে ওদের সৈন্যদের দিয়ে দেয়। আমাদের পরণে শুধু সার্ট আর ক্যানভাসের ট্রাউজার, যেগুলো হাসপাতালের রোগীরা দারুণ গ্রীষ্মে ব্যবহার করতো।

খানিকক্ষণ পর টম উঠে দাঁড়ালো। আমার পাশে বসেও হাঁফাতে লাগলো।

"শীত কমলো?"

'না। আমার এখন খুব হাঁফ হচ্ছে।'

সন্ধ্যা আটটায় একজন মেজর ভেতরে এলেন। সংগে দুজন সান্ত্রী। মেজরের হাতে এক বাণ্ডিল কাগজপত্র। পাহারাদারকে জিজ্ঞাসা করলো, "এদের নাম?"

"স্টেনবক, ইবিয়েতা, মিরব্যাল।"

মেজর চোখে চশমা লাগিয়ে কাগজগুলো ওলটাতে শুরু করলো, 'স্টেনবক স্টেনবক, ও, হ্যাঁ, তোমাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কাল সকালে গুলি করে মারা হবে', উনি লিস্টটা দেখতে দেখতে বলে চললেন, "হ্যাঁ, অন্য দুজনকেও।"

"অসম্ভব। তা হতে পারে না," জুয়ান বলে উঠলো, "অন্ততঃ আমাকে নয়।"

মেজর কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন।

"তোমার নাম ?"

"জুয়ান মিরব্যাল।"

"তোমার নাম লিস্টে আছে। তোমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।"

"আমি তো কিছু করি নি।" জুয়ান প্রতিবাদ জানালো। ঘাড় মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে মেজর টম আর আমার দিকে তাকালো।

"তোমাদের কোনো পাদ্রীর দরকার নেই নিশ্চয়ই ?"

আমরা কোনো জবাব দিলাম না।

"একজন বেলজিয়ান ডাক্তার তোমাদের সংগে রাতে এখানে থাকবে।" মেজর যাবার সময় আমাদের মিলিটারী কায়দায় স্যালুট করে গেলো।

"আগেই বলিনি ?" টম বললো, "আমরা এবার খতম।"

"হ্যাঁ তবে বাচ্চা ছেলেটার জন্যে কষ্ট হয়।"

কিন্তু আসলে ওই ছেলেটাকে আমার ভালো লাগছিলো না। জুয়ানের মুখটা ভীষণ রোগা রোগা, ভয় ও কষ্টে মুখের আদল কেমন বদলে গেছে। তিন দিন আগে জুয়ানকে দেখলে বেশ চালু ছোকরা বলে মনে হতো, কিন্তু এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিলো, ও বুড়িয়ে গেছে, ও আর কখনোই ছেলেমানুষ হতে পারবে না, এমনকি যদি জুয়ানকে ওরা ছেড়ে দেয়, তাহলেও না। ওকে একটু করুণা করা খুব শক্ত ছিলো না, কিন্তু করুণা কথাটা ভাবলে আমার ঘেন্না লাগে। জুয়ান এতোক্ষণ কোনো কথা বলেনি। কিন্তু ওর মুখ হাত ধূসর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। টম ওকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো, ওর হাতটা নিজের হাতে নিতে গেলো, কিন্তু জুয়ান তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করলো।

"ওকে একা থাকতে দাও", আমি ফিসফিস করে বললাম, "দেখছো না, ও এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।"

টম অগত্যা আমার কথাই মেনে নিলো। ও জুয়ানকে সান্ত্বনা দিয়ে সময়টা এই রকম করে কাটিয়ে দিলে খুশি হতো কেননা তাহলে টমকে আর নিজের কথা ভাবতে হতো না। কিন্তু এসবে আমার বিরক্তি লাগছিলো। আমি আগে কখনও মৃত্যুর কথা ভাবিনি যেহেতু ভাবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আর ঠিক এই মুহূর্তে মৃত্যুর কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা ভাবতেই পারছি না। টম কথা বলতে শুরু করলো।

"তুমি কজনকে খতম করেছো ?"

আমি জবাব দিলাম না। ও আমাকে বোঝাতে চাইছিলো, আগস্ট থেকে শুরু

করে ও দুজনকে খুন করেছে। ও আমাদের এখনকার অবস্থাটা বুঝতে পারেনি। আর বুঝতে চাইছিলো না। আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি ভাবছিলাম, ঠিক কতোটা যন্ত্রণা পাবো। আমি ভাবছি বুলেটের কথা, বুলেট যখন আমার শরীরের ভেতরে আগুন জ্বালতে জ্বালতে যাবে, তখনকার কথা কল্পনা করছিলাম। এগুলো সবই অবাস্তব চিন্তা। কিন্তু আমি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চাইছিলাম। ভাবনা চিন্তার জন্য সারারাত তো পড়েই আছে। একটু পরে টম কথা বন্ধ করলো। আমি আড়চোখে ওকে লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম, টমের মুখেও ফ্যাকাশে ধূসর রং। এবার ওর পালা, আমি মনে মনে বললাম, চারপাশে অন্ধকার, দেওয়ালের ফুটো দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে। ছাদের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে আমি একটা তারা দেখতে পাই। বাইরে বরফের মতো ঠাণ্ডা রাত।

দরজা খুলে দুজন সান্ত্রী ভেতরে এলো। ওদের পেছনে আর একজন, তার সোনালী চুল, পরণে বাদামী রং-এর ইউনিফর্ম। ও আমাদের স্যালুট করলো। বলল "আমি ডাক্তার। এই সংকটের সময়ে তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।" ওর স্বরটা ভালো লাগার মতো, বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

"তুমি এখানে কি চাও ?" আমি জানতে চাইলাম।

"আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই। তোমাদের শেষ সময়ে যদি কোনো কাজে লাগতে পারি..."

"তুমি এখানে কেন এসেছো ? এখানে তো আমাদের মতো আরো অনেকে আছে।"

"আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে...," ওর চোখে কেমন একটা বোবা চাউনি. "সিগারেট খাবে ? আমার কাছে সিগারেট আছে, সিগারও"। ও আমাদের বিলিতী ব্র্যাণ্ডের সিগারেট খাওয়াতে চাইলো। আমরা নিলাম না। আমি সোজাসুজি ওর চোখের দিকে চাইলাম। মনে হলো, ও বিরক্ত হয়েছে।

"তুমি এখানে দয়া দেখাতে আসোনি," আমি বললাম, "আমি তোমাকে চিনি। যেদিন আমাকে অ্যারেস্ট করা হলো, ব্যারাকের বারান্দায় ফ্যাসিস্টদের মধ্যে তোমাকে দেখেছি।"

আমি হয়তো আরও কিছু বলতাম কিন্তু হঠাৎ আমার কি যেন হলো, মনে হলো ডাক্তার এখানে থাকুক বা না থাকুক, তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না। সচরাচর যখন আমি কারো সংগে ঝগড়া করতে চাই, সহজে চুপ করিনা। কিন্তু এখন কথা বলার ইচ্ছাই যেন হারিয়ে ফেললাম। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। একটু পরে মাথা তুলে দেখি, ও কেমন উৎসুক চোখে আমাকে দেখছে। সান্ত্রী দুজন মাদুরের ওপরে বসে আছে, পেড্রো, রোগা, লম্বাটে চেহারা, বুড়ো আঙুল নাচাচ্ছিলো। আর একজন ঘুমিয়ে পড়ার ভয়ে মাঝে মাঝে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠছিলো।

"আলো চাই নাকি ?" পেড্রো হঠাৎ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলো।

"হ্যাঁ।"

ডাক্তারকে দেখে বেশ চালাক বলেই মনে হচ্ছিলো। তবে ও নিশ্চয়ই খুব খারাপ

লোক নয়। ওর বোবা নীল চোখ দুটো দেখে মনে হলো, ওর একমাত্র দোষ বোধহয় কল্পনাশক্তির অভাব।

পেড্রো একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বেঞ্চের এক কোণে রাখলো। মিটমিটে আলো, তবু অন্ধকারের চেয়ে একরকম ভালো। আগের রাতে ওরা আমাদের কুঠরিতে আলো জ্বালেনি। ল্যাম্পের আলোয় ছাদের ওপরে একটা আলোর বৃত্ত আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। তারপরে একসময় ঘোর কেটে গেলো। আলোর বৃত্তটা কোথায় হারিয়ে গেলো। মনে হলো আমার বুকের ওপর একটা ভারী বোঝা—যেটা ঠিক মৃত্যু ভয় নয়, অন্য এক ধরনের নামহীন অনুভূতি রয়েছে। আমার গালের চামড়া জ্বালা জ্বালা করছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

আমি আমার দুই সঙ্গীর দিকে তাকালাম। টম দুহাতে মুখ গুঁজে বসেছে। জুয়ানের অবস্থা আরও খারাপ। ওর মুখ খোলা, নাকের ফুটো দুটো বড়ো ছোটো হচ্ছে। ডাক্তার ওর কাছে গেলো, ওর পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চাইলো। কিন্তু জুয়ানের চোখের ঠাণ্ডা চাউনিটা বদলালো না। ডাক্তারের হাতটা আস্তে আস্তে জুয়ানের হাত বেয়ে কব্জিতে নেমে এলো। জুয়ান তবুও কোনো খেয়াল করলো না। ডাক্তার আমার দিকে পেছন ফিরে ওর কব্জিতে তিনটে আঙুল ছোঁয়ালো। আমি একটু পেছনে ঝুঁকে দেখলাম, ডাক্তার নিজের পকেট থেকে একটা ঘড়ি বার করেছে। কব্জিটা হাতে ধরে রেখেই ও ঘড়ির দিকে তাকালো। এক মিনিট পরে ও কব্জিটা ছেড়ে দিলো। তারপরে, যেন হঠাৎ খুব জরুরী কিছু মনে পড়ে গেছে, যা এখুনি লিখে নেওয়া দরকার, এরকম একটা ভাব করে ও পকেট থেকে নোটবুক বার করলো, খসখস করে কি যেন লিখলো।

"বেজন্মা!" আমি মনে মনে গালাগাল দিলাম, "একবার আমার কব্জিতে হাত দিতে আসুক না। আমি ওর মুখে ঘুঁসি মারবো···"

ডাক্তার অবশ্য সেরকম কোনো চেষ্টা করলো না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম, ও আমার ওপরে নজর রেখেছে। আমি মাথা তুলে সোজাসুজি ওর চোখের দিকে তাকালাম।

"তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?"

"না।"

ও আমার মুখ থেকে চোখ নামালো না। হঠাৎ আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি ঘামছি, ঘামে ভিজে গেছি। এখানে, এই ঠাণ্ডা চোরাকুঠরিতে, প্রচণ্ড শীতে, হিমেল হাওয়ার মধ্যে বসে আমি ঘামছি। আমি নিজের মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেখলাম, ঘামে ভিজে চুলগুলো আঠার মতো চিটচিটে। আমার জামাটা ভিজে চামড়ার সংগে এঁটে গেছে। একঘণ্টা ধরে আমি ঘামছি, অথচ একবার খেয়ালও করিনি। কিন্তু ঐ হারামজাদা বেলজিয়ান ডাক্তার সবকিছু দেখেছে। ও আমার গাল বেয়ে ঘাম ঝরতে দেখেছে, দেখে ভেবেছে—ভয় যখন প্রায় রোগের পর্যায়ে ওঠে, তখনই এরকম হয়। ও নিজেকে সুস্থ, স্বাভাবিক ভেবেছে, গর্ব বোধ করেছে কেননা

শীতের মধ্যে ওর ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। আমার মনে হচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে এক ঘুঁসিতে ওর মুখটা গুঁড়িয়ে দেবো। অথচ একটু নড়াচড়া করতেই মনে হলো, আমার এতোক্ষণের ভয়, লজ্জা সব কোথায় হারিয়ে গেছে। আমি আবার বেঞ্চের ওপরে বসে পড়লাম।

আমি রুমাল দিয়ে ঘাড়টা মুছলাম। ভিজে চুল থেকে ঘামের ফোটা ঘাড়ের ওপরে গড়িয়ে পড়ছিলো। বিশ্রী লাগছিলো। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম, রুমালটা ভিজে গেছে, কিন্তু ঘাম থামেনি। আমার ঘামে ভিজে ট্রাউজারটাও বেঞ্চের সংগে যেন এঁটে গেছে। জুয়ান হঠাৎ ডাক্তারের সংগে কথা বললো।

"তুমি ডাক্তার?"

"হ্যাঁ।"

"মরতে খুব কষ্ট হয়? কতোক্ষণ লাগে?"

"অ্যাঁ, মানে কখন···? ও, না, না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

"কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম···ওরা আমায় বলেছিলো···কখনো কখনো দু'বার গুলি করতে হয়···"

"হ্যাঁ, কখনও কখনও। প্রথমবারের গুলিগুলো যদি একটাও ঠিকমতো জায়গায় না লাগে, তখন।"

"তখন ওরা আবার রাইফেলে গুলি ভরবে, আবার নিশানা ঠিক করবে।" জুয়ান এক মিনিট কি যেন ভাবলো, তারপরে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে।"

জুয়ান যন্ত্রণাকে ভীষণ ভয় করতো। তাই ওসব কথাই ভাবছিলো। ওর বয়সে এটাই স্বাভাবিক। আমি যন্ত্রণার কথা কখনও বেশী ভাবিনি। আমি যে শীতের মধ্যেও ঘামছিলাম তা শরীরের যন্ত্রণার ভয়ে নয়।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। টম চমকে উঠলো। ওর চোখ দেখে মনে হলো, আমার জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ ওর অসহ্য লাগছে। আমি কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম এখন, ঠিক এই মুহূর্তে আমার মুখও টমের মতো ভয়ে সাদা হয়ে গেছে কিনা। টমও আমার মতো ঘামছে।

আকাশ তেমনি সুন্দর। আমি মাথা তুললেই নক্ষত্রের আলো দেখতে পাবো। কিন্তু কোথায় কি যেন বদলে গেছে। আগের রাতেও আমি চোরাকুঠরির অন্ধকার থেকে একটুকরো আকাশ দেখেছি। আগের দিন প্রতিটি প্রহর আমার কাছে নতুন স্মৃতি বয়ে এনেছে। সকালে যখন আকাশের রং ঈষৎ নীল, আমার মনে পড়েছিলো আটলান্টিক সমুদ্রের বেলাভূমি। দুপুরের সূর্য দেখে মনে পড়ে গেলো সেভিলের একটা বার, রক্তিম মদ, অলিভ, অ্যানশোভি। বিকেলে যখন ছায়া নেমে এসেছিলো, আমার মনে পড়েছিলো বুলফাইটের 'রিং'এর কথা, আধখানা রিং-এর ওপরে ছায়া নেমে এসেছে, বাকি অর্ধেক রোদের আলোয় জ্বলছে। এভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে সারা পৃথিবীর ছবি দেখা হয়তো শক্ত। কিন্তু এখন যতোই কেন

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি, আমার কোনো কিছুই মনে পড়ছে না। একরকম ভালোই। আমি টমের পাশে বসে পড়লাম। অনেকটা সময় কেটে গেলো। টম নীচু গলায় কথা বলতে লাগলো। ওর কথা বলার দরকার ছিলো। কথা না বললে ও নিজের মনে নিজেকে আর চিনতে পারতো না। ও আমার সঙ্গেই কথা বলছিলো কিন্তু একবারও আমার মুখের দিকে তাকায় নি। হয়তো আমার ফ্যাকাশে ঘামে ভেজা মুখ দেখে ও ভয় পাচ্ছিলো। ও জানতো আমার মুখ এখন ওরই মুখের আয়না। ও তাকিয়েছিলো, বেলজিয়ান ডাক্তারের মুখের দিকে,—একজন জীবিত মানুষের মুখের দিকে।

"তুমি সব বুঝতে পারছো?" ও জানতে চাইলো, "আমি পারছি না।"

"কেন?" আমিও ডাক্তারের দিকে নজর রেখে চাপা গলায় কথা বলছিলাম।

"আমাদের কিছু একটা হতে চলেছে, অথচ ঠিক কি যে হবে, আমিও বুঝতে পারছি না।" টমের চারপাশে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ। আসলে মনে হলো আমার ঘ্রাণশক্তি হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে। "একটু পরেই বুঝতে পারবে।"

"কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। মনে সাহস আনতে চাই কিন্তু প্রথমে আমাকে সবকিছু জানতে হবে······শোনো, ওরা প্রথমে আমাদের বারান্দায় নিয়ে যাবে।"

"ভালো কথা, তা না হয় বোঝা গেলো।"

"বেশ, ওরা আমাদের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়াবে।

"ওরা ক'জন?"

"আমি ঠিক জানি না। পাঁচ কিম্বা আটজন। তার বেশী নয়।"

"বেশ ধরে নিলাম ওরা আটজন। ওরা সারি বেঁধে দাঁড়াবে। কেউ একজন চেঁচিয়ে বলবে, গুলি করো। আমি দেখবো, আটটা রাইফেল আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বুঝতে পারছি আমি দেওয়ালের সংগে মিশে দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইবো। ···শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো, কিন্তু দেওয়ালটা দুঃস্বপ্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখো, আমি সব কিছু যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি···"

"আমি ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি···"

"ভীষণ ব্যথা লাগবে। জানো তো, ওরা চোখ আর মুখের দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে, যেন আমাদের মুখগুলো বিকৃত হয়ে যায়", ওর গলাটা বেশ বিষণ্ণ, "আমি এখন থেকেই শরীরের ক্ষতগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। একঘণ্টা ধরে আমার ঘাড়ে, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। এ কিন্তু আসল যন্ত্রণা নয়। বরং তার চেয়েও খারাপ। কাল সকালে আমার কি রকম লাগবে, এখন থেকেই বুঝছি। কিন্তু তারপরে? তারপরে কি হবে?"

ও কি বলতে চাইছে আমি বুঝেছিলাম কিন্তু সেটা ওকে বুঝতে দিতে চাইনি। আমারও যন্ত্রণা হচ্ছে, যেন শরীরে অসংখ্য ছোট ছোট ক্ষত। আমার সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু আমি ত ওর মতো নই। আমি ওসবের কোনো গুরুত্ব দিতে চাই নি।

"তারপর ?" আমি বললাম, "তারপর তোমার শরীরের ওপরে ডেইজি ফুল ফুটবে।"

টম ডাক্তারের দিকে নজর রেখে আপন মনে কথা বলছিলো। ডাক্তার বোধ হয় আমাদের কথা শুনছিলো না। আমরা কি ভাবছি না ভাবছি সে নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা ছিলো না। ও দেখতে চেয়েছিলো আমাদের শরীর মৃত্যুর ভয়ে, যন্ত্রণার ভয়ে জীবন্ত শরীরের একটু একটু করে মরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা।

"আমি যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি," টম বলছিলো, "আমি কোন একটা কথা ভাবতে চাইছি—একবার মনে হচ্ছে, সব ঠিক আছে, আমি সব কিছু বুঝতে পারবো—আবার দেখছি, সব পালিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে। আমি নিজেকে বোঝাতে চাইছি, মৃত্যু সব কিছুর শেষ, মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না মৃত্যু বলতে ঠিক কি বোঝায়। একবার মনে হচ্ছে আমি প্রায় মুছে গেছি···তারপরে সবকিছু মুছে যায়···আবার মনে পড়ে যন্ত্রণা, বুলেট, রাইফেলের শব্দ। আমি বস্তুবাদী। সত্যি বলছি, আমি পাগল হয়নি। কিন্তু আমার কিছু একটা হয়েছে। আমি নিজের মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছি। নিজে নিজের চোখ দিয়ে স্পষ্ট দেখছি। আমাকে ভাবতে হবে বুঝতে হবে যে মৃত্যুর পরে আমি আর কখনও কোনো কিছু দেখবো না আর পৃথিবী যেমন চলছে তেমনি চলবে। কিন্তু পাবলো, আমরা এরকম কথা বোঝার জন্যে তৈরী নই। তুমি বিশ্বাস করো, পাবলো, কিছু একটা ঘটবে এমন আশা নিয়ে আমি প্রায় সমস্ত রাত জেগেছি। কিন্তু এ-ব্যাপারটা সেরকম নয়। আমাদের পেছন থেকে সাপের মতো কিছু একটা দেখা দেবে আর আমরা তার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে পর্যন্ত পারবো না।"

"চুপ করো, টম", আমি ওর কথায় বাধা দিলাম, "তুমি কি চাও ? আমি তোমার জন্যে একজন পাদ্রী ডাকবো ?"

টম জবাব দিলো না। ওর এখনকার কথা বলার ভঙ্গীটা অনেকটা ধর্মপ্রচারকের মতো। ওর গলার স্বরও এখন নিষ্প্রাণ, ঠাণ্ডা, কোন ওঠানামা নেই। এসব আমার ভালো লাগছিলো না। আমি ওর গায়ে যেন প্রস্রাবের গন্ধ পেলাম। আইরিশ জাতের লোকগুলো বোধ হয় এই রকমই হয়। আসলে, টমের জন্যে আমার খুব একটা সহানুভূতি ছিলো না আর একসংগে মরবো শুধু এই অজুহাতে এর চেয়ে বেশী সহানুভূতি ওর পাওনাও নয়। হয়তো এখন টমের বদলে অন্য কারও পাশে থাকলে আমার অন্যরকম মনে হতো। ধরা যাক, যদি র‍্যাম্‌ গ্রীজ আমার পাশে থাকতো, তাহলেও কি এরকম ভাবতে পারতাম ? কিন্তু টম আর জুয়ানের মাঝখানে পড়ে নিজেকে বড়ো একা মনে হচ্ছে। এই বোধ হয় ভালো। র‍্যাম্‌ পাশে থাকলে হয়তো আমি দুর্বল হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন মনটা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত আমি এরকমই থাকতে চাই।

টম আপন মনে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিলো। ভাবনা চিন্তা এড়াবার জন্যে ও ক্রমাগত কথা বলে চলেছিলে। ওর গায়ে প্রস্রাবের গন্ধ, প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডে অসুখ হলে অনেক বুড়ো মানুষের শরীরে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়। ও যা কিছু বললো, আমি

সবই মেনে নিলাম। হ্যাঁ, মরে যাওয়াটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এবং আমি যখন মরেই যাব, কোনো কিছুই আমার আর স্বাভাবিক লাগছে না। না, সামনের এই জড়ো করা কয়লার স্তূপ, এই বেঞ্চ, পেড্রোর কুৎসিত মুখ—কোনো কিছুই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমি আর টম, দুজনে একই কথা ভাবছি—সারা রাত ধরে, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর, আমার ভাবনা ওর চিন্তা নিশ্চয়ই মিলে গেছে—এসব কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে। আমি আড়চোখে আর একবার টমের মুখটা দেখলাম, এই প্রথম চেনা মুখটাও অচেনা মনে হলো। মনে হলো ওর মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া। আমার সব অহংকার যেন ভেঙ্গে পড়ছিলো। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমি টমের পাশে রয়েছি, আমি ওর কথা শুনেছি, আমি ওর সংগে কথা বলেছি—আমি নিশ্চিত জেনেছি, আমাদের মধ্যে কোনো মিল নেই—অথচ এখন, এই মুহূর্তে যেহেতু আমরা একসংগে মরতে চলেছি, আমাদের দেখলে মনে হবে বুঝি যমজ ভাই।

"পাবলো, আমি ভাবছি", টম আমার দিকে না তাকিয়েই আমার হাতটা ওর হাতে তুলে নিলো, "পাবলো, মৃত্যুর পরেই কি সবকিছু শেষ হয়ে যায়?"

"ছিঃ, পায়ের নীচে তাকিয়ে দেখো!" ওর দুপায়ের মাঝখানে প্রস্রাবের জল জমেছে। ট্রাউজার বেয়েও ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

"কেন? কি হয়েছে?"

"তুমি প্যাণ্টে প্রস্রাব করে ফেলেছো।"

"না, মিথ্যে কথা" টম ভীষণ রেগে উঠলো, "আমি প্রস্রাব করিনি। সেরকম কিছু আমার মনে হচ্ছে না।"

বেলজিয়ান ডাক্তার আমাদের কাছে এলো। মিষ্টি গলায় মধু ঢেলে বললো, "তোমার শরীর খারাপ লাগছে নাকি?"

টম জবাব দিলো না। ডাক্তার ওর পায়ের নীচে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

"ওখানে জল কি করে এলো?"

"আমি জানি না", টম খিঁচিয়ে উঠলো।

"কিন্তু আমি ভয় পাইনি। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, আমি ভয় পাইনি।"

বেলজিয়ান ডাক্তার কোনো জবাব দিলো না। টম উঠে এক কোণে প্রস্রাব করতে গেলো। প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে ও ফিরে এলো। বেলজিয়ান ডাক্তার নোট-বুকে কিছু লিখে নিলো।

আমরা তিনজনেই ডাক্তারকে লক্ষ্য করছিলাম। কেননা, ও বেঁচে আছে। ওর নড়াচড়া চলাফেরা জীবিত মানুষের মতো। ওর চিন্তা ভাবনাগুলোও জীবিত মানুষের মতো। কয়লা-কুঠরির শীতে ও কেঁপে কেঁপে উঠছে, কেননা একজন জীবিত মানুষের এরকম শীতে কেঁপে ওঠারই কথা। ওর শরীর ওর কথা শোনে। আর আমরা এখন আমাদের শরীরের অস্তিত্ব পর্যন্ত টের পাচ্ছিনা—অন্ততঃ, ওর মতো তো নয়ই। দুপায়ের মাঝখানে আমার প্যাণ্টটাও প্রস্রাবে ভিজে গেছে কিনা, জানতে

আমার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। আমি ডাক্তারকে দেখছি—দু'পায়ের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, ওর মাংসপেশীগুলো ওর কথা শোনে। এই একজন মানুষ, যে ভবিষ্যতের কথা, আগামী দিনের কথা ভাবতে পারে। আর আমরা? তিনটে নীরক্ত প্রেতমূর্তি, ওকে দেখছি, রক্তচোষা বাদুরের মতো ওর অস্তিত্বটা শুষে চলেছি।

খানিকক্ষণ পরে ও ছোট্ট জুয়ানের পাশে গেলো। ও কি ওর ডাক্তারী জ্ঞান বাড়াবার জন্যে জুয়ানের ঘাড়ে হাত দিলো? নাকি, ওর মনে করুণা জেগেছিলো? যদি তাই হয়, তাহলে সারারাতের মধ্যে ঐ একবারই ওর দয়াদাক্ষিণ্য দেখাবার সখ হয়েছিলো এই ডাক্তারের।

ও ছোট্ট জুয়ানের ঘাড়ে, মাথায় হাত দিয়ে আদর করলো। ছেলেটা বাধা দিলো না। কিন্তু ডাক্তারের ওপরে ওর কড়া নজর ছিলো। হঠাৎ ও ডাক্তারের হাতটা ধরে ফেললো। কিরকম অবাক চোখে হাতটা দেখতে লাগলো। জুয়ান দুহাতে ডাক্তারের হাতটা ধরেছিলো। সে এক কুৎসিত দৃশ্য! যেন ডাক্তারের মোটা লালচে হাতটা একটা ফ্যাকাশে সাঁড়াশির মুখে পড়েছে। আমার সন্দেহ হয়েছিলো। এবার কি হতে চলেছে। টমও বোধহয় বুঝেছিলো। কিন্তু ডাক্তার কিছু বোঝেনি। ও মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলো।

হঠাৎ জুয়ান ডাক্তারের হাতটা নিজের মুখের কাছে নিয়ে এসে কামড়ে দিতে চাইলো। ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালের দিকে পিছিয়ে গেলো। এক সেকেণ্ড ও আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চোখে আতঙ্ক। ও নিশ্চয়ই এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছিলো, আমরা ওর মতো জীবিত মানুষ নই। আমি হেসে উঠলাম। একজন সান্ত্রী হাসির শব্দে লাফিয়ে উঠলো। আর একজনের চোখ খোলা। কিন্তু কোনো সাড়া নেই, ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার মেজাজ এখন হাল্কা লাগছিলো। আবার উত্তেজনাও চরমে উঠেছে। কাল কী হবে আমি আর ভাবতে চাই না। এসব ভাবার কোনো মানে হয় না। আমি ভাবতে গেলে আমার সামনে আসছে শুধু কথা কিম্বা যেন এক আশ্চর্য শূন্যতা। কিন্তু যখনই আমি অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করছি, আমি দেখছি আমার বুকের সামনে রাইফেলের ব্যারেল। অন্ততঃ কুড়িবার আমি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়ালাম। একবার তো মনে হলো, এই শেষ। আমি বোধ হয় এক মিনিটের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি দেখলাম, ওরা আমাকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বাধা দিচ্ছি। আমি কাকুতি মিনতি করছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। আমি ডাক্তারের দিকে তাকালাম। আমার ভয় হচ্ছিলো, হয়তো ঘুমের মধ্যে আমি কেঁদে উঠেছি।

ডাক্তার কিছু খেয়াল করেনি। ও চুপচাপ গোঁফে তা দিচ্ছে। ইচ্ছে করলেই আমি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারি। আমি আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমুতে পারিনি। কিন্তু আমি জীবনের শেষ দুটো ঘণ্টা হারাতে চাই না। আমি ঘুমিয়ে পড়বো। ভোর হলেই

ওরা আমাকে জাগিয়ে তুলবে—ঘ্নম ঘ্নম চোখে আধো ঘ্নমের মধ্যে আমি এদের পেছনে পেছনে যাবো—উঃ, বলে চে'চিয়ে ওঠার আগেই মরে যাবো—না, আমি তা চাই না—আমি জন্তুর মতো মরতে চাই না—আমি ব্নঝতে চাই, সবকিছ্ন ব্নঝতে চাই। তাছাড়া দ্নঃস্বপ্ন দেখার ভয় আছে আমার।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে করতে দেখলাম, আমার ধারণাগ্নলো বদলে যাচ্ছে। আমি আর ফেলে আসা জীবনের কথা ভাবতে চাই না। এলোপাথারি একরাশ স্মৃতি আমার চারপাশে ভীড় জমাতে চাইছে। তাদের ভেতরে ভালোমন্দ দ্নই আছে—অন্ততঃ এতোদিন আমি সেই রকমই ভেবেছি। হারিয়ে যাওয়া ম্নখ, ম্নছে যাওয়া দিনের স্মৃতি ভ্যালেন্তিয়োর—ব্নল ফাইটের রিং-এ ষাঁড়ের শিং-এর গ্নঁতোর যে আঘাত পেয়েছিলো, তার ম্নখ, আমার এক কাকার ম্নখ, র‍্যাম গ্রীজের ম্নখ, প্নরোনো দিনগ্নলো আমাব মনে পড়ছে। ১৯২৯-এ আমি তিন মাস চাকরী পাইনি, আমি না খেয়ে মরতে বসেছিলাম। গ্রেনাডায় একটা রাতের কথা আমার মনে পড়ছে। আমি একটা বেঞ্চে শ্নয়েছিলাম। তিনদিন পেটে কিছ্ন পড়েনি। আমি রেগে উঠেছিলাম। না, আমি মরতে চাইনি—এসব কথা ভাবলে আজ হাসি পাচ্ছে। সারা জীবন আমি পাগলের মতো ছ্নটেছি। স্নখের পেছনে, মেয়েদের পেছনে, স্বাধীনতার সন্ধানে। কেন? কেন? কেন?

স্পেন স্বাধীন হোক, আমি চেয়েছিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সংগে আমি হাত মিলিয়েছিলাম। আমি মিটিং-এ লেকচার দিয়েছি। আমি সব কিছ্ন এমন ভারিক্কি চালে করেছি যেন আমি অমর, যেন আমার মৃত্যু বলে কিছ্ন নেই।

এখন আমার সামনে ফেলে আসা জীবনের সবকটা দিন। আমার মনে হচ্ছে, সব কিছ্ন মিথ্যে ফাঁকি, ফক্কিকারি। জীবনের কোন ম্নল্য নেই। কেননা আমার জীবন ফুরিয়ে গেছে। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগছে কী করে আমি হাঁটাচলা করতাম, মেয়েদের সংগে হাসাহাসি করতাম। যদি আমি একবারও কল্পনা করতাম, আমি একদিন এইরকম হঠাৎ মরে যাবো, আমি কিছ্নই করতাম না, না, একটা আঙ্গ্নল নাড়াবার পরিশ্রমও আমার বরদাস্ত হতো না।

এখন আমার সমস্ত জীবন আমার সামনে একটা বন্ধ গলির মতো অথচ ওর ভেতরে সবকিছ্নই অসমাপ্ত রয়ে গেলো। একবার মনে হলো, ফেলে আসা জীবনের দাম যাচাই করি। আমি নিজেকে বোঝাতে চাইলাম, আমার জীবন ছিলো আশ্চর্য স্নন্দর। কিন্তু আমি ঠিকমতো বিচার করতে পারলাম না। ছবিটার অস্পষ্ট রেখাগ্নলোই শ্নধ্ন আঁকা হয়েছে।

যেন অনাদি অনন্ত কাল, অনন্ত সময় আমার সামনে আছে। এমনি একটা ভান করে আমি সময় কাটিয়েছি। আমি তো কিছ্নই হারাইনি। এমন অনেক কিছ্ন ছিলো যা আমি হারাতে পারতাম, যেমন স্প্যানিশ শব্দের স্বাদ কিম্বা কাডিজের কাছে যে ছোট্ট খাঁড়িতে গ্রীষ্মকালে শান্ত সম্নদ্রের জলে আমি সাঁতার কেটেছি, সেই সব দিনের স্বাদ। কিন্তু মৃত্যু সেইসব মোহময় দিনের মোহ ভেঙে দিতে এসেছে।

বেলজিয়ান ডাক্তারের মাথায় নতুন ফন্দী এসেছিলো। "শোনো ভাই, যদি মিলিটারীরা অনুমতি দেয়, আমি তোমাদের জন্যে একটা কাজ করতে পারি। এই শেষ সময়ে যদি তোমাদের কোনো কথা বলার থাকে, যারা তোমাদের ভালোবাসে, তাদের যদি কিছু জানাতে চাও…।"

"আমার কেউ নেই", টম জবাব দিলো।

আমি চুপ করেছিলাম।

"কাকে কিছু বলা যাবে না ?" টম জানতে চাইলো।

"না।"

এইসব প্রেম ভালোবাসার কথা এখন আমার ভালো লাগছিলো না। অবশ্য সমস্তটাই আমার দোষ। কাল রাতে আমিই ওকে সেই মেয়েটির কথা বলেছি। আমি তার সংগে এক বছর ছিলাম। কাল রাতে যদি আমি পাঁচ মিনিটের জন্যেও বারেক দেখতে পেতাম, আমি তার বদলে আমার একটা হাত খোয়াতে রাজি ছিলাম। তাই আমি টমকে তার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আজ এখন আর তাকে দেখতে আমার কোনো ইচ্ছে করছে না।

তাকে বলার মতো আমার কিছু নেই। আমি তাকে জড়িয়ে ধরতেও আর চাইনা। আমার ফ্যাকাশে ঘামে ভেজা শরীরের কথা ভাবলে আমার ঘেন্না হয়। মেয়েলী শরীরও আমার মনে আতঙ্ক জাগাবে কিনা আমি জানি না। আমি মরে গেলে সে কাঁদবে। হয়তো অনেকদিন জীবন তার কাছে শূন্য মনে হবে। তবু, মরবো শুধু আমি, এই আমিই, একা আমি। আর সে বেঁচে থাকবে। তার নরম, শান্ত, সুন্দর চোখ আমার মনে আছে। সে যখন আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো, মনে হতো, কি যেন একটা অনুভূতি তার দৃষ্টি থেকে আমার দৃষ্টিতে অলক্ষ্যে চলে আসে। এখন যদি সে আমার দিকে চেয়ে দেখে, তার চোখের আলো চোখেই থেকে যাবে, আমার কাছে পৌঁছুবে না। আমি একা। নিঃসঙ্গ একক।

টমও একা। কিন্তু আমার মতো নয়। বেঞ্চটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ও যেন অবাক হয়ে একটু একটু হাসছে। হাত বাড়িয়ে খুব সাবধানে ও কাঠটা ছুঁলো, যেন ওর ভয় হচ্ছে বুঝি বেঞ্চটা ভেঙে যাবে। এমনভাবে ও তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিলো, যেন ভয়ে কেঁপে উঠলো। আমি যদি টম হতাম আমি কখনোই বেঞ্চের কাঠ ছুঁয়ে মজা দেখতাম না। এই সব কুসংস্কার আইরিশদেরই স্বভাব। কিন্তু আমিও বুঝতে পারছি যে চারপাশের জিনিসগুলো আর আগের মতো নেই, বদলে গেছে। আমি একটা বেঞ্চ কিম্বা ল্যাম্প কিম্বা কয়লার গুঁড়ো দেখেই বুঝতে পারছি, আমি মরতে চলেছি। কেননা সমস্ত জিনিস দূরে সরে যাচ্ছে। দূরত্ব বজায় রাখছে, যেমন মৃত প্রায় মানুষের রোগশয্যার চারপাশে সুস্থ মানুষেরা ফিসফিস করে কথা বলে। টম বেঞ্চের কাঠ ছুঁতে চেয়ে নিজের মৃত্যুকেই ছুঁয়েছে।

আমার এখন যা অবস্থা, যদি কেউ এসে বলে, তোমাকে গুলি করা হবে না, তুমি বাড়ি যেতে পারো, তবুও আমার কোনো আনন্দ হবে না। অনন্ত জীবনের মায়া যখন

ভেঙে গেছে, তখন মৃত্যুর জন্যে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে না কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে, তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। আমি আর কোনো কিছুকে জড়িয়ে ধরতে চাই না। আমি এখন আগের চেয়ে অনেক শান্ত। কিন্তু এই শান্তি বড়ো ভয়ঙ্কর। এই দেহটা আমার, কিন্তু আমার নয়—আমি এই শরীরের চোখ দিয়ে দেখছি, কান দিয়ে শুনছি, কিন্তু এই শরীর আমার নয়—আমার শরীর ঘামে ভেজে, ভয়ে কেঁপে ওঠে কিন্তু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরোয়া করে না—আমি ওকে চিনি না —ওকে ছুঁয়ে বা ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি কি হয়েছে—যেন এই শরীর আমার নয়, অন্য কোনো মানুষের শরীর। এখনও মাঝে মাঝে আমি আমার দেহের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি—যেন পড়ে যাচ্ছি, যেন ডুবে যাচ্ছি—জলের নীচে ডাইভ দেবার সময় যেমন মনে হয়। কখনও বা নিজের হৃৎ স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এসব দেখে শুনে নিজের ওপরে আস্থা ফিরে পাচ্ছি না। আমার শরীর সংক্রান্ত সবকিছুই যেন নকল, ভুয়ো। বেশীর ভাগ সময়ই মনে হচ্ছে, এই শরীরটা যেন একটা ভারী ওজন, একটা নোংরা বোঝা আমার ওপরে চেপে আছে—যেন একটা প্রকাণ্ড পোকার সংগে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমার ট্রাউজারটা ভিজে লাগছে। ঘামে ভিজেছে না পেচ্ছাবে ভিজেছে আমি জানি না। তবু সাবধানের মার নেই—ভেবে কয়লা গাদার ওপাশে পেচ্ছাব করলাম।

বেলজিয়ান ডাক্তার ঘড়ি দেখলো। 'এখন সাড়ে তিনটে।'

বেজন্মা! ও আমাদের চমকে দিতেই চেয়েছিলো। টম লাফিয়ে উঠলো। সময় যে ফুরিয়ে যাচ্ছে আমরা খেয়াল করিনি। আমাদের চারপাশে অন্ধকার রাত— অবয়বহীন, বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ, উদাসীন। এ-রাত কখন শুরু হয়েছিলো, জানি না।

জুয়ান কাঁদছে। "আমি মরতে চাই না। আমি মরতে চাই না।"

হাত নাড়তে নাড়তে ও সারা কুঠরিতে ছোটাছুটি করল, তারপরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে একটা মাদুরের ওপরে শুয়ে পড়লো। টম করুণ চোখে ওকে দেখছিলো, তবে জুয়ানকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না। তার দরকারও ছিলো না। জুয়ান আমাদের চেয়ে বেশী চেঁচামেচি করছিলো, কিন্তু তাই ওর কষ্ট আমাদের চেয়ে কম। জুয়ান যেন অসুস্থ বেশী, অসুখের সংগে লড়তে গায়ে জ্বর এনেছে। কিন্তু যাদের জ্বর হয়নি, তাদের অবস্থা তো আরো খারাপ।

জুয়ান কাঁদছিলো। আমি স্পষ্টই দেখছিলাম, ও নিজেকে করুণা করছে। ও মোটেই মৃত্যুর কথা ভাবছে না। এক মুহূর্তের জন্যে, শুধু এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, আমিও কাঁদবো। কিন্তু উল্টোটাই হলো। আমি জুয়ানকে আর একবার দেখলাম, ওর কান্না দেখলাম, দেখে আরও কঠোর, নির্দয় হয়ে উঠলাম। না, ওর জন্যে আমার দয়া হয় না, টমেরও জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যেও নয়। 'আমি কোনো নোংরামি না করেই মরতে চাই', আমি নিজেকে বোঝালাম।

টম উঠে দাঁড়িয়েছে। ছাদের গোল গর্তটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে দিনের আলোর প্রতীক্ষা করছে। 'আমি কোনরকম নোংরামি না করেই মরতে চাই' কিন্তু ডাক্তার সময়

বলার পর থেকে মনে হচ্ছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু সময় অলক্ষ্যে বয়ে চলেছে।

"শুনতে পাচ্ছো ?" তখনও অন্ধকার পুরো কাটেনি, আমি টমের গলা শুনতে পেলাম। বারান্দায় সৈনিকদের মার্চ করার শব্দ।

"হ্যাঁ।"

"ওরা কি করছে ? অন্ধকারেই গুলি করতে চায় নাকি ?"

আর কোনো শব্দ নেই।

"সকাল হয়ে গেছে টম।"

পেড্রো উঠে পড়লো, হাই তুললো, ফুঁ দিয়ে ল্যাম্পটা নেভালো। "বেজায় শীত।"

কয়লাকুঠরির ভেতরে এলো সকালের ধূসর আলো।

দূরে যেন গুলির শব্দ শুনলাম।

"শুরু হয়ে গেছে," আমি টমকে বললাম, "পেছনের বারান্দায় নিশ্চয়ই।"

টম ডাক্তারের কাছে একটা সিগারেট চাইলো। আমার সিগারেট বা মদের কোনো দরকার নেই। অনবরত গুলির শব্দ কানে আসছে।

"কি হচ্ছে বুঝতে পারছো ?" টম আরও কিছু বলতে গেলো, কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে গেলো। চারজন সৈন্য, একজন লেফটেন্যাণ্ট ভেতরে এলো। টমের হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেলো।

"স্টেইনবক ?"

টম সাড়া দিলো না।

"জুঁয়্যা মিরব্যাল ?"

"মাদুরের ওপরে ওই যে শুয়ে আছে।"

"উঠে পড়ো।"

জুয়ান উঠলো না। দু'জন মিলিটারী হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলো। হাত ছেড়ে দিতেই ও আবার পড়ে গেলো।

সৈন্যরা একটু ইতস্ততঃ করছিলো।

"অসুস্থ নাকি ? সে তো আরও অনেকে ছিলো," লেফটেন্যাণ্ট বলল, "তোমরা দু'জনে ওকে ধরে নিয়ে যাও। ওখানে এরা সব ঠিক করে দেবে।"

"চলো, যাওয়া যাক," লেফটেন্যাণ্ট টমকে বললো।

দুইজন সৈন্যের সংগে টম চলে গেলো। আর দুজন জুয়ানের বগলের নীচে ধরলো। ওকে ঝোলাতে ঝোলাতে বাইরে নিয়ে গেল।

জুয়ান অজ্ঞান হয়নি। ওর চোখদুটো খোলা, দু'চোখ বেয়ে কান্না ঝরে পড়ছে। আমিও ওদের পেছনে চলেছিলাম কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট আমাকে থামিয়ে দিলো।

"তোমার নাম ইবিয়েতা ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি এখানেই থাকো। এরা তোমার জন্যে পরে আসবে।"

ওরা চলে গেলো। বেলজিয়ান ডাক্তার, দুজন সান্ত্রীও চলে গেলো। আমি

এখন একা। আমার কি হচ্ছে আমি জানি না। ওরা ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেই ভালো হতো। মাঝে মাঝে গুলির শব্দ শুনছি। প্রত্যেকবার গুলির শব্দে আমি কেঁপে উঠছি। আমার চীৎকার করতে, চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিলো। কিন্তু পকেটের মধ্যে হাত চেপে দাঁতে দাঁত দিয়ে বসে রইলাম। কেননা আমি নোংরামি করতে চাই না।

একঘণ্টা পরে ওরা আবার এলো। ওরা আমায় দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেলো। ভীষণ গরম, হাওয়ায় পোড়া চুরুটের গন্ধ। দুজন অফিসার আর্মচেয়ারে বসে আছে। ওদের কোলে অনেক কাগজপত্র।

"তোমার নাম ইবিয়েতা?"

"হ্যাঁ।"

"র‍্যাম গ্রীজ কোথায়?"

বেঁটে-মোটা একজন অফিসার আমাকে প্রশ্ন করছিলো। চশমার আড়ালে ওর চাউনিটা কেমন নিষ্ঠুর।

"এদিকে এসো।"

আমি এগিয়ে গেলাম। ও চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি এক্ষুণি মাটিতে পড়ে যাবো। সমস্ত শক্তি দিয়ে ও আমার বাইসেপসে চিমটি কাটলো। আসলে ও আমাকে যন্ত্রণা দিতে চায়নি। এ একরকম খেলা, ও নিজের শক্তি দেখাতে চাইছিলো। ওর মুখের নোংরা, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস আমার মুখের ওপরে পড়লো। আমার হাসি পাচ্ছিলো। যে মানুষ মরতে চলেছে তাকে ভয় দেখানো এত সোজা নয়। কোনো কাজ হলো না জেনে ও আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলো।

"তোমার জীবন কিম্বা ওর জীবন তুমি বেছে নাও। র‍্যাম গ্রীজ কোথায় আছে আমাদের জানালে তুমি বেঁচে যাবে।"

এইসব মানুষ, ইউনিফর্ম, বুট, চাবুকে সাজানো পুতুল, এরাও তো মরতে চলেছে। আমার একটু পরে। কিন্তু খুব বেশীদিন পরে নয়। ওরা ভাঁজ করা কাগজপত্রে মানুষের নাম খোঁজে অন্য মানুষদের বন্দী করে, পিষে মেরে ফেলে—স্পেনের ভবিষ্যৎ কিম্বা অন্য সব বিষয়ে এদের মত আছে। এদের এইসব ছোটো ছোটো কাজকর্ম আমার কাছে আজ এক ঘৃণিত প্রহসন বলে মনে হচ্ছে। এরা যেন পাগলামি করছে। বেঁটে মোটা অফিসার এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে, বুটের ওপরে চাবুক ঠুকছে। ও চাইছে যেন ওকে একটা বন্য জন্তুর মতো দেখায়।

"কি? বুঝতে পেরেছো?"

"র‍্যাম কোথায়, আমি জানি না। হয়তো ও মাদ্রিদে গেছে।"

ও ফ্যাকাশে হাতটা অলসভাবে ওপরে তুললো। এই কুঁড়েমিটা আমাকে দেখানোর জন্যে। আমি ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, যে পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যারা এইভাবে মজা পায়।

"পনেরো মিনিট সময় দিলাম, ভেবে দেখো," ও আস্তে আস্তে বলছিলো, "শোনো, একে লণ্ড্রিতে বসিয়ে রাখো, পনেরো মিনিট পরে এখানে নিয়ে আসবে। যদি তখনও মুখ না খোলে একে সংগে সংগে মেরে ফেলবে।"

ওদের মতলব এবার আমি বুঝতে পেরেছি। সারারাত ওরা আমাকে প্রতীক্ষায় রেখেছে—তারপর ওরা আরও একঘণ্টা আমাকে কয়লাকুঠরিতে বসিয়ে রাখল, ততোক্ষণে টম আর জুয়ানকে ওরা গুলি করে মেরেছে। আর এখন ওরা আমাকে লণ্ড্রির ভেতরে তালা দিয়ে রেখেছে। ওরা নিশ্চয়ই আগের রাতেই খেলাটা ভেবে রেখেছিলো। ওদের ধারণা, স্নায়ুর ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ক্ষয়ে যাবে। এইভাবেই ওরা আমার কাছ থেকে জরুরী কথা জেনে নিতে চায়।

কিন্তু ওরা খুব ভুল করছে। লণ্ড্রীর ভেতরে একটা টুলে বসে আমি কিছু ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। অবশ্য এদের প্রস্তাব তো আমার জানাই আছে। র্যাম এখন ওর মাসতুতো ভাইয়ের কাছে। ও শহর থেকে চার মাইল দূরে লুকিয়ে আছে। ওরা যদি আমার ওপরে অত্যাচার না করে আমি র্যাম গ্রীজের সম্বন্ধে কোনো খবর দেবো না। এসবই নিখুঁতভাবে ঠিক করা আছে। কিন্তু আমি আমার কাজের একটা যুক্তি খুঁজে পেলে খুশি হতাম। গ্রীজকে ধরিয়ে দেওয়ার চাইতে আমি নিজে মরে যাওয়া ভালো মনে করছি। কিন্তু কেন? আমি তো এখন র্যামকে পছন্দ করি না। আজ সকালের একটু আগেই ওর জন্যে আমার বন্ধু মরে গেছে, হয়তো ওর জন্যে আমার ভালোবাসার তখনই মৃত্যু হয়েছে, আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছা যখন মরে গেছে, তখনই ও বিপ্লবী। আমি ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করি। ও সাহসী। কিন্তু শুধু সেইজন্যে আমি ওর বদলে মরতে রাজি নই। ওর জীবনের মূল্য আমার চেয়ে বেশী নয়। কোনো জীবনেরই কোনো দাম নেই। ফ্যাসিস্টরা একজন মানুষকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাতে পারে, গুলি করে মেরে ফেলতে পারে—সে মানুষ আমি বা র্যাম বা অন্য যেই হোক না কেন। স্পেনের মঙ্গলের জন্যে র্যাম-এর বেঁচে থাকা দরকার, ও স্পেনের জন্যে আমার চেয়ে বেশী কাজ করতে পারে, এসবই সত্যি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, স্পেন জাহান্নামে যাক, জাহান্নামে যাক বিপ্লব। কোনো কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু তবুও, আমি তো রয়েছি, আমি ইচ্ছে করলেই র্যাম-এর ঠিকানাটা ওদের বলে দিয়ে নিজের জান বাঁচাতে পারি—অথচ আমি তো তাতে রাজি নই। 'আমি ভীষণ একগুঁয়ে।'—কথাটা ভাবতে বেশ ভালো লাগলো, একটা অদ্ভুত মজা পেলাম।

ওরা আমাকে আবার অফিসার দু'জনের কাছে নিয়ে গেলো। একটা ইঁদুর আমার পায়ের নীচে ছুটে পালালো। দেখে আমার খুব মজা লাগলো। আমি সান্ত্রীদের একজনের সংগে কথা বলতে শুরু করলাম—

"ইঁদুরটা দেখেছো?"

ও জবাব দিলো না। লোকটা বেশ গম্ভীর ধরনের ও নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় মনে হলো।

ওকে দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু একবার হাসি আরম্ভ হলে আর বোধহয় থামবে না। লোকটার আবার একটা সুন্দর গোঁফ আছে।

"ওহে উজবুক, তোমার গোঁফটা কামিয়ে ফেলো।"

জবাবে ও আমাকে আলগোছে একটা লাথি মারলো। আমি চুপ করে গেলাম।

" ভবে দেখেছো ?" মোটাসোটা সেই অফিসার জানতে চাইলো।

আমি বেশ কৌতুহলী হয়ে ওদের দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল, ওরা দুষ্প্রাপ্য এক ধরনের পতঙ্গ।

"র‍্যাম" কোথায় আছে, তা আমি জানি," আমি ওদের বললাম, "ও কবরখানায় লুকিয়ে আছে।"

ওরা তখন উঠে দাঁড়ালো, কোমরে বেল্ট বেঁধে নিলো, আশপাশের সবাইকে হুকুম দিতে লাগলো। জার্মান সিক্রেট সার্ভিস আমাকে ইনফরমার ভেবেছে, আমার দেওয়া মিথ্যে খবরে বিশ্বাস করেছে—দেখে আমার মজা লাগছিল।

'মোলে, তুমি লেফটেন্যাণ্ট লেপেজের কাছ থেকে পনেরো জন সৈন্য চেয়ে নাও", অফিসার বললো, "আর তুমি যদি আমাদের সত্যি কথা বলে থাকো, তোমায় ছেড়ে দেবো। কিন্তু যদি আমাদের বাঁদর বানাতে চাও, তবিও মজা বুঝবে।"

ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

সান্ত্রীদের পাহারায় আমি শান্তিতেই রইলাম। দুর্ধর্ষ এই সিক্রেট সার্ভিসকে আমি মিথ্যে কথাটা সত্যি বলে বুঝিয়েছি। ওদের দুর্গতির কথা ভেবে আমি আপন মনে হাসছিলাম। ওরা হয়তো কবরের পাথর সরিয়ে এখন দেখছে, হয়তো ভল্টগুলোর দরজা খুলে দেখছে।

আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমি বাইরের কেউ, যেন এক দর্শক নাটক দেখছে। যেন একজন কয়েদী একগুঁয়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে, আর গম্ভীর সব গোঁফওলা সৈনিক আমারই দেওয়া খবরটা সত্যি ভেবে কবরের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। বেশ মজার ব্যাপার। আধ ঘণ্টা পরে বেঁটে মোটা অফিসার একা ফিরে এলো, বুঝলাম, ও আমায় গুলি করার সমন দিতে এসেছে। আর সবাই বোধহয় এখনও কবরখানায় খোঁজাখুঁজি করছে।

অফিসার আমার দিকে তাকালো। ওকে মোটেও বোবা-বোবা লাগছে না। "ওকে অন্যদের সঙ্গে উঠোনে রেখে এসো", ও বললো, "যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আদালতে ওর বিচার হবে।"

"তাহলে আমাকে......আমাকে এখন গুলি করে মারা হবে না ?"

"অন্ততঃ এখন নয়। পরে কি হবে, সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না

"কিন্তু কেন... ?"

অফিসার জবাব দিলো না। সান্ত্রীরা আমাকে বাইরে নিয়ে গেলো। বড়ো উঠোনে প্রায় একশো কয়েদী তাদের মধ্যে বাচ্চা বুড়ো, মেয়েছেলেও রয়েছে। উঠোনের

মাঝখানে এক ফালি ঘাসে ঢাকা জমি। আমি তারই চারপাশে ঘুরতে লাগলাম। দুপুরবেলা ওরা খাওয়ার ঘরে আমাদের খেতে দিলো। দু'তিনজন কয়েদী আমার সংগে কথা বলতে চাইলো। আমি হয়তো একসময় ওদের চিনতাম।

কিন্তু এখন আর ওদের কথার জবাব দিতে ইচ্ছে হলো না। এখন আমি যে কোথায় রয়েছি তাও যেন বুঝতে পাচ্ছি না।

সন্ধ্যের সময় আরও দশজন নতুন কয়েদীকে ওরা ওখানে রেখে গেলো। আমি গারসিয়াকে চিনতে পারলাম। ওর রুটির দোকান ছিল।

"তোমার কপালের জোর আছে", ও বলে, "তুমি এখনো বেঁচে আছো, আমি ভাবতেই পারিনি।"

"কথা ছিল, শত্রুরা আমায় গুলি করে মারবে। কিন্তু তারপরে হঠাৎ ওদের মন বদলে গেল। কেন, আমি জানিনা।"

"ওরা দুটোর সময় আমায় অ্যারেস্ট করেছে।"

"কেন? তুমি তো পলিটিকস করতে না?"

"কী জানি।" গারসিয়া বলছিল, "ওদের সঙ্গে যাদেরই মতে মিলছে না, তাদেরই ধরছে ওরা। জানো তো, ওরা তোমাদের নেতা র‍্যাম গ্রীজকেও অ্যারেস্ট করেছে!"

"কখন?" আমি কাঁপছিলাম।

"আজই সকালে। মঙ্গলবার মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওর বাড়ি থেকে পালিয়ে এলো তোমাদের নেতা র‍্যাম গ্রীজ। অনেকেই ওকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ও বললো, ও কারো কাছে কোন দয়া-দাক্ষিণ্য চায় না। তোমার নাম করে ও বললো, যদি ইবিয়েতা থাকতো, আমি নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতাম। কিন্তু ইবিয়েতা তো এখন ধরা পড়েছে। আমি এখন কবরখানায় লুকিয়ে থাকবো……"

"কবরখানায়?"

"হ্যাঁ। কি বোকামি! আজ সকালেই শত্রুরা কবরখানায় তল্লাসী করতে গেলো। ওদের দেখে গুলি চালালো র‍্যাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও ধরা পড়ে গেলো।"

"কবরখানায়!!!"

…আমার চারপাশে সবকিছু ঘুরছে। আমি মাটির ওপরে বসে পড়েছি। আমি হাসছি। এতো জোরে হাসছি যে আমার চোখে জল এসে গেছে।

ঈগলের ঠোঁটে রক্ত

রবার্ট ম্যাককান
ভাষান্তর : পৃথ্বীরাজ সেন

রাশিয়ান গোয়েন্দারা মিঃ নিকসনের নেতৃত্বে হোয়াইট হাউসে যে গোপন বৈঠক হয়েছিল তার সমস্ত খবর পেয়ে গিয়েছিল। তাদের অ্যাটমিক শক্তি চালিত নতুন ধরনের যে তিনটি বিমান আরব দেশে আনা হয়েছিল, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা হল, যাতে কোন বিদেশী স্পাই এর নাগাল না পায়। রাশিয়ান গোয়েন্দা ও স্পাইরা সতর্ক হয়ে যাওয়ায় আমেরিকান স্পাইরা ভয়ঙ্কর মনমরা হয়ে গেল। আর আকাশে যদি রাশিয়ান প্লেন তিনটি ওঠে তাহলে আমেরিকান বিমান বাহিনীই-বা কি করবে?

সি আই এ-র ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ রবিনসন হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তামাম পৃথিবীতে তাঁর সংস্থা কাজ করে চলেছে। ভুলত্রুটি যে হয় না তা নয়। তবুও রাশিয়ান গোয়েন্দা বিভাগের চেয়ে সি আই এ-র আশা অনেক পরিষ্কার। পৃথিবীর সবাই এই কথা একবাক্যে সমর্থন করে। পরবর্তীকালে এর প্রধান বাংলাদেশ। রাশিয়ান গোয়েন্দা বিভাগ ব্যর্থ হওয়ায় শেখ মুজিবকে প্রাণ হারাতে হল এবং অন্য দলের হাতে সরকার চলে গেল। চেকোস্লোভাকিয়ার সি আই এ গণ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাশিয়ানদের বেশ মাথা ঘুরিয়ে দিযেছিল। আবার কিউবার ব্যাপারে সি আই এ বেশ কিছুটা ব্যর্থ হয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মোটামুটি প্রেস্টিজ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তবে রাশিয়ান গোয়েন্দা বিভাগের মতোন একেবারে কোথাও ভরা ডুবি হয়নি। আবার ডিপ্লোম্যাট হিসেবে ইংরেজদের মতো পৃথিবীর আর কোন জাতের সেই স্বীকৃতি নেই। অর্থ, অস্ত্র এবং লোকবলই শুধু কোন জাতিকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

একদিন নির্জন সন্ধ্যায় সি আই এ-র ডিরেক্টর জেনারেল রবিনসন হোয়াইট হাউসে এলেন। মিঃ নিকসন তখন বিদেশের বৈদেশিক মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। ঐ আলোচনায় ভারতীয় বৈদেশিক মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। মিঃ নিকসন আরব ইজরাইল যুদ্ধে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তার ওপর ভাষণ দিচ্ছিলেন। মিঃ নিকসনের মুখে শান্তির কথা শুনে লাল চীনের পররাষ্ট্র সচিব সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। ভুতের মুখে রামনাম! মিঃ রবিনসনকে একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল। সভা ভাঙ্গার পর মিঃ নিকসন দেখা করলেন মিঃ রবিনসনের সঙ্গে।

—কি ব্যাপার কোন জরুরি কথা আছে নাকি ? মিঃ নিকসন জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, আমি একটা বিশেষ খবর পেয়ে আপনার অনুমতির জন্য এসেছি।

—বলুন, আমার সময় খুব কম।

—আমরা খবর পেয়েছি রাশিয়ানদের তৈরী যুদ্ধের একটা প্ল্যান আরব ডিফেন্স মন্ত্রীর কাছে রক্ষিত আছে। ঐ প্ল্যানটি আমাদের হস্তগত করতেই হবে, যে কোন উপায়ে, যে কোন বিন্দুর বিনিময়ে। ঐ প্ল্যানটি আমরা পেলে ওদের সমস্ত রণকৌশল আমরা জানতে পারবো এবং বর্তমান যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে।

—কিন্তু কাজটা কি সহজসাধ্য হবে! আমি ব্যক্তিগতভাবে আরব জঙ্গী মন্ত্রীকে চিনি। তাঁর মতোন কড়ালোক খুবই কম আছেন।

—আমিও জানি। আমিও একটা পথ আবিষ্কার করেছি।

—কি আপনার পথ ?

—আরব ডিফেন্স মন্ত্রীর এক প্রেমিকা আছেন। নাম জর্ডনা। বর্তমানে ইতালিতে আটকা পড়েছে। জর্ডনাকে এ-কাজে আমাদের লাগাতে হবে।

—জর্ডনার পরিচয় ? সে কি বিশ্বাসী হবে ?

—জর্ডনা বিশ্বাসী হবে। আরবমরুভূমিতে তার জন্ম। মা মিশরীয়। বাপের পরিচয় তার অজ্ঞাত। জন্ম দিয়েই জর্ডনার মা মারা যায়। এক কৃষকের বাড়িতে জর্ডনা লালিত-পালিত হয়। ক্রমে ক্রমে জর্ডনা কিশোরীতে পরিণত হল। কিশোরী বয়সে আরব গেরিলা বাহিনীর সংস্রবে আসে এবং ভাল ট্রেনিং লাভ করে। জর্ডনা কিশোরী থেকে যুবতী হল। জর্ডনার শরীর ধীরে ধীরে ভরে উঠলো নতুন নতুন সৌন্দর্য। চলতে ফিরতে ভারী নিতম্ব কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মরুভূমির যুবকরা জর্ডনার জন্য পাগল হয়ে উঠলো। জর্ডনা যৌবনের জোয়ার ওদের ইশারা দেয়। ছেলেদের ঠাট্টায় জর্ডনা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। ঠিক এই সময়ে মিঃ ইউনুস, যিনি তখন ডিফেন্স মিনিস্টার, জর্ডনার কাছে এলেন। তার দেহরূপের খ্যাতি তখন সমগ্র আরব দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। দু' মনের প্রেম আসতে দেরী হল না। মিঃ ইউনুস বিবাহিত। দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে কোন বাধা নেই। মুসলিম আইনে বহু বিবাহের প্রচলন আছে। কিন্তু বাদ সাধলো মিঃ ইউনুসের বাপ ও আত্মীয়েরা। জর্ডনাকে বিবাহ করা হল না। প্রেমিকা হয়েই জর্ডনার যৌবন উপভোগ করতে লাগল। দারিদ্র্যের সীমানা পেরিয়ে জর্ডনা সুখের মুখ দেখলো। মিঃ ইউনুস তাঁর প্রেমিকার জন্য নীলনদের ধারে একটা ছোট্ট বাগান-বাড়ি বানিয়ে দিলেন। বাগানটি শুধু গোলাপ গাছে ভর্তি। ঐভাবে জর্ডনার দিন কাটতে লাগলো। কিছুদিন আগে জর্ডনা রোমে বেড়াতে এসেছিল। এখনও রোমেই আছে। আমাদের একজন স্পাইয়ের সঙ্গে জর্ডনার আলাপ হয়। বেশ গভীর আলাপই বলা চলে। আমি আমার এজেন্টের কাছ থেকে জানতে পেরেছি জর্ডনা এখন গৃহস্থ গৃহিণী হতে চান। চান একটি সংসার এবং সন্তান। মিঃ ইউনুসের প্রতি জর্ডনার সে-রকম মমত্ববোধ আর নেই। আমার এজেন্টকেই স্বামী হিসাবে পেতে

চায়। আর একটি কথা জর্ডনা বড় হয়ে জানতে পারে তার বাবা ছিলেন একজন ইজরাইল। জর্ডনা ভয় পেয়ে তার জন্মবৃত্তান্ত গোপন রাখতে বাধ্য হয়। কারণ ইজরাইলদের সঙ্গে আরবদের শত্রুতা জন্মগত। এছাড়া জর্ডনা বর্তমানে বেশ কিছুটা আর্থিক অনটনের মধ্যে চলছে। আমার এজেণ্ট জর্ডনাকে সবরকম সাহায্য দিয়ে চলেছে। অবশ্য গোপনে। আমার এজেণ্ট রোমের বেসরকারী ফার্মের চীফ ইঞ্জিনীয়ার। জর্ডনার ধমনীতে ইজরাইলী রক্ত বইছে। জর্ডনা মনে প্রাণে ইজরাইলী। কিন্তু মুখে আরেবিয়ান বলে।

—জর্ডনা কি এতটা ঝুঁকি নিতে রাজী হবে। মিঃ নিকসন জিজ্ঞেস করলেন।

—খুব-বিশেষ ঝুঁকি তো তাকে নিতে হচ্ছে না। পথ প্রশস্ত। ডিফেন্স মিনিস্টার মিঃ ইউনুস তার পুরনো প্রেমিক। শুধু বুদ্ধি ও কৌশলে যুদ্ধের প্ল্যানটা পাচার করে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। মিঃ ইউনুস জর্ডনাকে এখনও গভীরভাবে ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন। তাছাড়া মিঃ ইউনুস আপনার বিবেচনায় শক্ত লোক হতে পারেন। কিন্তু সুন্দরী মেয়েদের ব্যাপারে একেবারে নরম। সময় পেলেই তিনি জেরুট লাইটমাবে নগ্ন মেয়েদের নাচ দেখতে ছুটে যান। তাঁর নিজস্ব হারেম তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। কিন্তু আগে এক অস্ট্রেলিয়ান যুবতীর সঙ্গে কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং এ-কাজটা জর্ডনাই করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কোন পুরুষ স্পাইয়ের দ্বারা সম্ভব নয়।

—বেশ আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী। এই বলে মিঃ নিকসন চলে গেলেন অন্য কাজে।

জর্ডনা রাজী হল তার পিতৃভুমির বিপদে কাজ করতে। কিন্তু তা শর্তে। শর্তটি হল রোমে যেন তাকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং একটি প্রেমের সংসার গড়ে তুলতে চায়। এ-প্রস্তাবে অরাজী হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

কয়েকদিন বাদে মিশর বিমান বন্দরে একটি আন্তর্জাতিক বিমান নামলো। উপস্থিত যুদ্ধের জন্য বিমান বন্দর বন্ধ আছে। জর্ডনা ইতিপূর্বে মিঃ ইউনুসকে একটা চিঠি লিখেছিল।

প্রিয়তম,

সুদূর রোমে বসে মাতৃভুমির চরম বিপদের দিনগুলি আন্দাজ করতে পারছি। আমি একজন আমেরিকান হয়ে কি করে এই বিপদের দিনে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি? আমার প্রাণ সব সময় কাঁদছে। তাছাড়া তুমিও নিশ্চয়ই ক্লান্ত হচ্ছো কাজের চাপে। আমার মনে হয় আমি তোমার পাশে থাকলে তোমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং নতুন উদ্যমে দেশের কাজে ব্রতী হতে পারবে। আমার অনুরোধ তুমি সরকারী-ভাবে আন্তর্জাতিক বিমান কর্তৃপক্ষকে আমার বিষয়টি জানিয়ে দেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবে। বুকভরা ভালবাসা নিও।

ইতি তোমারই প্রেমধন্যা
জর্ডনা

মিশরে তখন সন্ধ্যা নামছে। আকাশের গায়ে আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলছে।

জর্ডনা একটা সুটকেশ হাতে নিয়ে বিমান বন্দরের বাইরে এসে দাঁড়ালো। বিমান বন্দরটি মিলিটারীতে ছেয়ে রয়েছে। প্রত্যেক যাত্রীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তল্লাসী করা হচ্ছে। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে উলঙ্গ করে। তারপর মিলিটারী কর্তৃপক্ষ বাইরে যাবার অনুমতি দিচ্ছে। জর্ডনাও ঐ তল্লাসি থেকে বাদ পড়েনি। তাছাড়া এসব ব্যাপারে জর্ডনা কিছু মনেও করে না।

হঠাৎ জর্ডনা লক্ষ্য করলো একটি যুবক তার দিকেই এগিয়ে আসছে যুবকটি। কাছে এসে সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি জর্ডনা? রোম থেকে আসছেন?"

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমায় চিনলেন কি করে? আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না? জর্ডনা বললো।

—আমি মহামান্য ডিফেন্স মিনিস্টার মিঃ ইউনুসের কাছ থেকে আসছি। আমি তার প্রাইভেট সেক্রেটারী। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। আপনার ফটো আমি তার কাছে দেখেছি।

—মিঃ ইউনুস কেমন আছেন? নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত তিনি?

—ভালই আছেন। তবে কাজের চাপ খুব বেশী, বিশ্রামের সময় পান না।

—আমরা কি আমাদের পবিত্র মাতৃভুমি থেকে বর্বর ইজরাইলদের হটিয়ে দিতে পেরেছি?

—এ-পর্যন্ত আমরা তিনটি গ্রাম পুনরায় দখল করে নিয়েছি। আর মাত্র দুটি গ্রাম বাকী। এই দুটি গ্রাম ফিরে পেতে আমাদের আর তিন দিনের বেশী সময় লাগবে না। তারপর আমরা ইজরাইলের মধ্যে ঢুকে যাব।

—ওঃ, সেই চমৎকার দিনটি আল্লা আমাদের আরও তাড়াতাড়ি উপহার দিন। এই বলে জর্ডনা আল্লার উদ্দেশ্যে দোয়া জানালো।

—আপনার সঙ্গে আর কোন জিনিস নেই? যুবকটি জর্ডনাকে জিজ্ঞেস করলো।

—না, শুধু এই সুটকেশটাই।

—চলুন, আমি গাড়ি এনেছি।

একটি প্রাসাদের সামনে গাড়িটা পার্ক করলো। জর্ডনার অঙ্গে একটা নীল রঙের পোশাক। রাতে নীল রঙ একটা মাদকতার সৃষ্টি করল। জর্ডনা গাড়ি থেকে নেমে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। এ-বাড়ি তার পরিচিত। বহু রাত তার এ-বাড়িতে কেটেছে। সে জানে মিঃ ইউনুসের স্ত্রী মিসেস ফতেমা এখন এ-বাড়িতে নেই। কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ক্যানসার রোগে কয়েক বছর ভুগছিল।

মিঃ ইউনুস তখন বাড়িতে ছিলেন না। কি একটা জরুরী মিটিং অ্যাটেন্ড করতে গেছেন। লোকদেখানো একটা বিষণ্ণ ভাব মুখে ফুটিয়ে তুললো জর্ডনা। সে আর সময় নষ্ট করলো না। স্নানটা সেরে নিল। কিছুক্ষণ পরেই মিঃ ইউনুস মিটিং

থেকে বাড়ি ফিরলেন। জর্ডনার সদ্য স্নাত ভিজে শরীরটাকে বুকের ওপর চেপে ধরে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে তুললেন।

—তুমি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছ এ কদিনে। সোহাগ স্বরে জর্ডনা বললো।

—যা কাজের চাপ পড়েছে। তুমি রোমে কেমন কাটালে বল? মিঃ ইউনুস জিজ্ঞেস করলেন।

—মোটামুটি, পাশে তুমি থাকলে কত আনন্দ হত!

—আমারও তো যাবার কথা ছিল। হারামজাদা ইজরায়েল যদি হানা না দিত…

—কুকুরগুলোকে তাড়াতে আমাদের এত সময় লাগছে কেন?

—ওদের পেছনে যে দুটো বড় শক্তি গোপনে কাজ করছে।

—আমাদের পক্ষে তো রাশিয়া ও ভারত ইত্যাদি দেশ রয়েছে।

—ঠিকই। তবে আমরা তো প্রস্তুত ছিলাম না। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তোমার বউ ফতেমাবিবি কেমন আছেন! তার জন্য মনটায় খুব কষ্ট হচ্ছে।

—সবই ভাগ্য জর্ডনা! বাঁচার কোন আশা নেই বলে ডাক্তারেরা জানিয়েছেন।

—আর কথা নয়। তুমি পোশাক পাল্টে এসো। আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। একসঙ্গে কফি খাব।

মিঃ ইউনুস পোশাক পাল্টাতে চলে গেলেন। জর্ডনা নিজের হাতে কফি তৈরী করতে শুরু করলো।

জর্ডনা নিজের প্রতি খুব সতর্ক হয়ে রইল। কেননা এখন সে ডিফেন্স মিনিস্টার মিঃ ইউনুসের বিরুদ্ধে স্পাইং করতে এসেছে ইজরাইলের হয়ে। মিঃ ইউনুসের বক্ষ লগ্না প্রেমিকা হিসেবে আসেনি। তবে বিশ্বস্ত প্রেমিকার নিখুঁত অভিনয় তাকে করতে হবে। মিঃ ইউনুস তাকে ভালবাসে সত্যি কিন্তু রক্ষিতা হিসেবে। এ-ভালবাসার কোন মর্যাদা নেই। যৌবনের প্রথম প্রহরে জর্ডনা প্রেমটেমের ব্যাপার স্যাপার ততটা বুঝতে পারতো না। একজন পুরুষ সঙ্গী নিয়ে শরীর শরীর খেলতে ভালোবাসতো।

তারপর একটু একটু করে বুঝতে পারলো যে খেলার পরিণতি কি? সমাজে নারী জীবনের স্বীকৃতি কোনদিনই পাবে না। তাই বোমের শক্ত সমর্থ চেহারার ইঞ্জিনীয়ারের প্রেমে পড়তে দেরী হল না। ঐ ইঞ্জিনীয়ার ইজরাইলের লোক। এই প্রেমের ব্যাপারটা খুব গোপনভাবেই চলছিল। পাছে আরবের কেউ জেনে ফেলে। মিঃ ইউনুসের কানে গেলে তো আর রক্ষে নেই। বিশ্বাস ভঙ্গ করলে মিঃ ইউনুস ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মায়াদয়ার ধার ধারে না।

পোশাক পাল্টে মিঃ ইউনুস কফি পান করতে টেবিলে এলেন। জর্ডনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যুদ্ধের কথা উঠলো। জর্ডনা দুটি অবাক চোখে মিঃ ইউনুসের মুখে যুদ্ধের কথা শুনতে লাগল।

—আচ্ছা ইউনুস দেশের এই দুর্দিনে আমি কোন কাজে লাগতে পারি না? হঠাৎ জর্ডনা বলে উঠলো।

—তুমি ? আমার মনে হয় ফ্রন্ট লাইনে না গিয়ে তুমি যদি আমার পাশে থাক তাহলে আমি অনেক উৎসাহ পাব।

—আমি জানি তুমি বড় অসহায় বোধ করছো। কেননা তোমার স্ত্রী হাসপাতালে। তোমার পাশে এই দুর্দিনে থাকতেই তো রোম থেকে ছুটে এসেছি। আমি অন্য সময়ে কোন কাজে লাগতে পারি কিনা তোমায় জিজ্ঞেস করছি ?

—তোমার তো গেরিলা ট্রেনিং নেওয়া আছে। তুমি বরং আমার দপ্তরে গেরিলা ডিপার্টমেন্টে সহকারী হিসেবে ভার নিতে পার, আমার অফিসেই থাকবে। অনেক গোপন কাজ আছে যা তোমায় বিশ্বাস করতে পারি।

—ঠিক আছে। যা তোমার ইচ্ছে। তবে আমার ইচ্ছে ছিল ফ্রন্টে যাবার। জর্ডনা মনে মনে কিন্তু খুব খুশি হল। ঠিক এই কাজটিই জর্ডনা চাইছিল। এ-কাজেই তার অভিসন্ধি পূরণ হবে।

রাত হল খাওয়া দাওয়া সেরে দুজনে শুয়ে পড়লো। কিন্তু অর্ধেকটা রাত দুজনের বিনিদ্রভাবে কাটল। জর্ডনা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিঃ ইউনুসের বুকে সঁপে দিল। বহুদিন উপবাসী থাকায় মিঃ ইউনুসের যেন ভোগের তৃষ্ণা আর মেটে না। জর্ডনা ক্লান্ত হলেও এ-ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। বাকী রাতটা বেশ সুখের ঘুমে কেটে গেল।

দুদিন পর জর্ডনা তার নতুন কাজে যোগদান করলো। কিন্তু আসল কাজে কোন সুবিধে করতে পারছে না। জর্ডনা বুঝলো ধৈর্য ধরতে হবে। এদিকে মরুভূমির যুদ্ধে ইজরাইল সৈন্যরা প্রাণ দিয়ে আরবের দুটি গ্রাম নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছে। ইজরাইল সৈন্যরা দারুণ লাজুক।

আরও কয়েকটা দিন নিশ্চুপ প্রতীক্ষায় কাটলো। এদিকে গোপন সংকেতে সি আই এ জর্ডনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে যাচ্ছে ও উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। জর্ডনার একটা সাধারণ চাবির রিঙে ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি বসানো আছে যা অ্যাটমিক শক্তিতে চলে।

জর্ডনার দিনগুলি দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটতে লাগলো। একঘেয়ে জীবন। রাতে প্রেমিককে দেহ দান, দিনে প্রতিরক্ষা দপ্তরে মিঃ ইউনুসের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করা। এই ক'দিনে জর্ডনা প্রতিরক্ষা বিভাগের তরুণ অফিসারদের হৃদয়ে একটা স্থান করে নিয়েছে খুব গোপনে। প্রত্যেক অফিসার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটা চাপা ঈর্ষায় জ্বলতে শুরু করে দিয়েছেও। এবং একমাত্র উপলক্ষ জর্ডনার শরীর। জর্ডনা ইচ্ছা করেই তার ভারী নিতম্ব কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে ঘুরে বেড়ায় কাজের অছিলায়। সমৃদ্ধ বুক দিয়ে কারুর পিঠে আলতো ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। জর্ডনার কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট দুটি সবসময়ে রসে মজে থাকে। বোকা বোকা দৃষ্টিতে জর্ডনা তাকিয়ে থাকে। এর মধ্যে জর্ডনা বুঝতে পারে কয়েকজন বয়স্ক অফিসার যেন তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। অথচ ডিফেন্স মিনিস্টারের ভয়ে মুখে তালা এঁটে রেখেছে। জর্ডনা ঠিক করলো এদের দপ্তর থেকে সরাতে হবে। রাতে

মিঃ ইউনুসের বুকে মুখ রেখে জর্ডনা কয়েকজন বয়স্ক অফিসারের নামে মিথ্যে অভিযোগ তুললো। তারা কাজ করে না। শুধু জর্ডনাকে বিরক্ত করে ইত্যাদি। মিঃ ইউনুসের রক্তে আগুন লাগে ওসব কথা শুনে। কয়েকদিন পর মিঃ ইউনুস এক এক করে তার দপ্তরের চারজন অফিসারকে ট্রান্সফার করে দিলেন। জর্ডনা আশ্বস্ত হল। তার কাজে আর তেমন প্রতিকূল অবস্থা রইল না বলে। কিন্তু আসল প্ল্যানটি কিভাবে উদ্ধার করা যায়? ওদিকে যুদ্ধের অবস্থাও ইজরাইলের অনুকূল নয়। নতুন উদ্যমে আরব সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উভয় পক্ষেই প্রচুর হতাহত হচ্ছে।

একদিন দুপুরে জর্ডনা বসে বসে ভাবছে। এ-কাজটা করতে না পারলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তার নীল স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে না। শেষপর্যন্ত রক্ষিতার জীবন কাটাতে হবে। জর্ডনার দুচোখে জল চিক চিক করে উঠলো। সে কি নারীত্বের পূর্ণ আস্বাদ পাবে না? নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ মা হওয়া। অবশ্য জারজ সন্তানের মা হওয়া নয়।

অসহায়ভাবে আরো দুটো দিন কাটলো। তিনদিনের মাথায় অযাচিতভাবে জর্ডনার কাছে তার একান্ত ঈপ্সিত দিনটি এসে হাজির হল।

মিঃ ইউনুস জরুরী কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। একটু ব্যস্ত হয়ে দুপুরে ফিরেই জর্ডনাকে ডেকে পাঠালেন। প্রথমে জর্ডনা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মনে করেছিল সে বুঝি ধরা পড়ে গেছে। ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল জর্ডনা। না জর্ডনার ভয় অমূলক।

—জর্ডনা, তুমি সেফ ভল্টটা খোল। আমি যাচ্ছি। এই বলে একটা গুপ্ত জায়গা থেকে মিঃ ইউনুস সেফ ভল্টের চাবিটা জর্ডনাকে দিলেন।

জর্ডনা সেফ ভল্টটা খুললো। শরীরের সমস্ত স্নায়ু ভীষণ উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো। নিশ্চয়ই এরমধ্যে যুদ্ধের প্ল্যানটা আছে। জর্ডনা দেখলো কয়েকটা প্রয়োজনীয় ফাইল এবং একটা ছোট্ট লোহার সিন্দুক ভল্টে রয়েছে। জর্ডনা বুঝতে পারল ঐ লোহার সিন্দুকেই প্ল্যানটি সযত্নে রক্ষিত আছে।

—এই চাবিটা দিয়ে ছোট সিন্দুকটা খোল। মিঃ ইউনুস বললেন।

জর্ডনা হেঁট হল। ইচ্ছে করেই জামার বুকের বোতাম খুলে দিল। বুকের অনেকটা সাদা জায়গা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। জর্ডনা মিঃ ইউনুসকে একটু দুর্বল করে দিতে চাইল। সিন্দুকটা খুলল।

—কি আছে এতে? জর্ডনা জিজ্ঞেস করলো।

—আরবের ভাগ্য।

—তার মানে? বিস্মিত হয়ে জর্ডনা জিজ্ঞেস করলো।

—আমাদের তরফের যুদ্ধের কৌশল। রাশিয়ানরা করে দিয়েছে।

—তুমি এটা নিয়ে এখন কি করবে?

—স্পাইং করবো। কেন আমাকে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

—বাজে কথা বলো না।

—তুমি দেখছি আরব দুনিয়ার একজন সত্যিকারের নারী। আমাকেও বিশ্বাস করতে পারছ না জর্ডনা। শোন একটু পরেই এখানে একটি জরুরী মিটিং বসবে। প্রধান সেনাপতি আসবেন এবং কয়েকজন রাশিয়ান মিলিটারী অফিসারও আসবেন। তুমি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। এই বলে মিঃ ইউনুস জর্ডনার ঠোঁটে একটা দীর্ঘ চুম্বনের রেখা এঁকে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর জর্ডনা দেখলো প্রতিরক্ষা দপ্তরটি মিলিটারীতে ছেয়ে গেছে। তারপরেই প্রধান সেনাপতি এসে হাজির হলেন। রাশিয়ান অফিসারদের আসতেও দেরী হল না। বন্ধ করে মিটিং বসল। প্রায় দুঘণ্টা পর মিটিং ভাঙলো। সবাই একে একে চলে গেলেন। ঐ ফাঁকে জর্ডনা টয়লেট রুমে ঢুকে ট্রান্সমিটার যন্ত্রে বিশেষ খবরটি সাঙ্কেতিক ভাষায় পাঠিয়ে দিল।

মিঃ ইউনুস জর্ডনাকে ডেকে পাঠালেন তার নিজের চেম্বারে।

—জর্ডনা, এই ফাইলটা ও এই প্ল্যানটা সেফ ভল্টের ভেতরে সিন্দুকে রেখে বন্ধ করে তুমি বাড়ি চলে যাও। আমার ফিরতে রাত হবে। দেরী হলে তুমি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

—দেরী হবে কেন? বাইরে কোথাও যাবে বুঝি?

—কথা আছে। এখনো ফাইনাল কিছু হয় নি। প্রেসিডেণ্ট অর্ডার করলেই যেতে হতে পারে। ফাইল আর প্ল্যানটা নিয়ে জর্ডনা সেফ ভল্টের দিকে পা বাড়ালো।

একটা অদ্ভুত কাগজে প্ল্যানটা আঁকা। একফুট স্কোয়ার কাগজটা মুড়লে একটা মুরগীর ডিমের চেয়েও অনেক ছোট হয়ে যায়। একটা ছোট্ট শিশিতে দিব্যি ভরে নেওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে জর্ডনার মাথায় বুদ্ধি এসে গেল। অফিসের আলমারীতে কয়েকটা ভিটামিনের খালি শিশি পড়ে থাকতে দেখেছে সে। একটা শিশি লুকিয়ে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। সেফ ভল্টে সব কিছু রেখে যুদ্ধের প্ল্যানটা বুকের ভেতর ফেলে দিল। এক মিনিটে কাজটা খুব সতর্কতার সঙ্গে জর্ডনা সেরে ফেললো। মিঃ ইউনুস এবার উঠে এসে নিজের হাতে সেফ ভল্টটা ভালভাবে বন্ধ করে দিলেন। গার্ড এসে পরীক্ষা করে চলে গেল। মিঃ ইউনুস সেফ ভল্টের চাবিটা গোপন স্থানে রেখে মোটরে উঠে পড়লেন। আরব প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের দিকে ডিফেন্স মিনিস্টারের মোটরটা ছুটতে লাগলো।

একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ডেকে জর্ডনা উঠে পড়লো। বাড়িতে এসেই খবর পাঠালো প্ল্যানটি তার হস্তগত হয়েছে। ওপার থেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ এলো সাঙ্কেতিক ভাষায়। দারুণ উত্তেজনায় জর্ডনার প্রতিটি মুহূর্ত কাটতে লাগলো।

ওপারের নির্দেশ অনুযায়ী জর্ডনা একটা ব্যাগ নিয়ে মার্কেটিংয়ে বেরিয়ে গেল। সরকারী কো-অপারেটিভ স্টোরে ক্যাশবাবু সি আই এ-র এজেণ্ট। কানাডার লোক। আরবে একপুরুষ কেটে গেছে। জর্ডনার কাজ হল প্ল্যানটি ক্যাশবাবুকে হস্তান্তরিত করা। মার্কেটিং করা একটা ছুতোমাত্র। কো-অপারেটিভ স্টোরে এসে জর্ডনা মাথায় হাত দিয়ে বসলো। ঘাটে এসে নৌকো এই বুঝি ডুবে যায়। ক্যাশবাবুর

চেয়ারে অন্য একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসা। স্টোরের ক'জন স্টাফ নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। অন্যদিকে মন রেখে জর্ডনা শুনতে পেল মাত্র তিন মিনিট আগে সেনাবাহিনীর লোকেরা ক্যাশবাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। কারণ সবাইকার অজানা। জর্ডনা দুচোখে অন্ধকার দেখলো। এখন এই মুহূর্তে কি তার করণীয়। দু একটা জিনিস কিনে জর্ডনা বাড়ি ফিরলো। সাঙ্কেতিক ভাষায় খবর আদান-প্রদান করলো। ঠিক এই সময়ে জর্ডনা দেখলো একগাদা মিলিটারী জিপ বাড়িটাকে ঘিরে ফেলেছে। মুহূর্তে জর্ডনা সব বুঝে ফেললো খবর ফাঁস হয়ে গেছে। জর্ডনা আর দেরী না করে যে ছোট্ট শিশিতে প্ল্যানটা ভরে রেখেছিল সেটা বেমালুম গিলে ফেললো।

ভারী ভারী বুটের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসতে লাগলো। জর্ডনা শুনতে পাচ্ছে দরজায় ধাক্কা পড়লো। স্বাভাবিক মুখে জর্ডনা দরজা খুলে দিল।

—আপনি কি মিস জর্ডনা? জনৈক মিলিটারী কর্ণেল জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ।

—মাননীয় ডিফেন্স মিনিস্টার কোথায়?

—অফিস থেকে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে যাবার কথা ছিল।

—গুপ্তচর বৃত্তির জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।

—আমি গুপ্তচর! এ অবিশ্বাস্য কথা আমায় শুনতে হবে? একটু রাগতঃস্বরে জর্ডনা বললো।

—ন্যাকামি করবেন না। আপনার সব ব্যাপার-স্যাপার আমরা জানতে পেরেছি। আপনি একজন ইজরাইলী। যদিও জন্ম আরব মরুভূমিতে। আপনার পিতা ছিলেন ইজরাইলী। রোমে থাকাকালীন যে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের প্রেমে পড়েছিলেন তিনিও একজন ইজরাইলী। স্পাইং করতে আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আপনার এক সপ্তাহের নিখুঁত অভিনয়ের জন্য সারা স্পাইং ডিপার্টমেন্ট তাজ্জব বনে গেছে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসাটি দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছিলেন। প্রতিরক্ষা বিভাগের ক'জন বয়স্ক অফিসারকে ট্রান্সফার করিয়ে ভেবেছিলেন সমস্ত কিছু নিজের কব্জা করবেন। তা আর হল না সুন্দরী। মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ ইউনুস জরুরী কাজে কিছুক্ষণ আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জে চলে গেছেন। অবশ্য তিনি থাকলেও আপনাকে বাঁচাতে পারতেন না। চলুন।

জর্ডনা প্রতিবাদ করতে কসুর করল না। অসহায়ভাবে কাঁদলও কিছুক্ষণ। কোন ফল হল না। তবে জর্ডনা মনে মনে একটা স্বস্তিবোধ করতে লাগল যে আসল ব্যাপারটা এখনও এরা জানতে পারেনি। ব্যাপারটা যুদ্ধের কলাকৌশলের প্লান যা রাশিয়া কর্তৃক রচিত হয়েছিল। মিলিটারী হেডকোয়ার্টারে এসেও জর্ডনা নিজেকে নির্দোষ বলেই প্রমাণ করতে লাগলো—প্রথম জীবনে আরব গেরিলা বাহিনীতে ঢুকে সে ইজরাইলীদের অনেক ক্ষতি করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। জর্ডনার কোন কথাতেই মিলিটারী অফিসাররা কান দিল না। কি ব্যাপারে জর্ডনা স্পাইং করতে এসেছে সেটি জানতে চাইল। জর্ডনা নিশ্চুপ। এক কথা সে নির্দোষ। স্পাই নয়।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো অফিসার। মিলিটারী গার্ডকে ডেকে পাঠানো হলো। অফিসার নির্দেশ দিল জর্ডনাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলতে। গার্ড দুজন নির্দেশ পালন করলো। তবুও সে স্বীকার করলো না।

অফিসার হুঙ্কার দিয়ে বললো, "তোমার মৃত শরীরটা কালই আমরা ইজরাইল-এ পাঠিয়ে দেব। তোমার দেশ জানবে গুপ্তচর হয়ে এখানে আসার কি পরিণতি। এখনও সত্যি কথা বল কি স্পাইং করতে এসেছিলে? অন্ততঃ প্রাণে বাঁচবে।"

—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। জর্ডনার মুখে এক কথা। মিলিটারী অফিসার তখন বাধ্য হয়ে গার্ডদের আদেশ দিল জর্ডনাকে সারা রাত মিলিটারী ব্যারাকে উলঙ্গ করে ফেলে রাখতে। রাতের খাদ্য হয়েই জর্ডনা ওদের কাছে থাকুক। এই আদেশ কি সাংঘাতিক! কোন নারীর পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়।

পরের দিন সকালবেলায় মিলিটারী ব্যারাক থেকে মৃত জর্ডনার রক্তাক্ত শরীরটা বার করা হল। চোখে দেখা যায় না। একটা গাড়িতে জর্ডনার দেহটা তোলা হল। একটা কাগজ মৃত জর্ডনার শরীরের চামড়ায় সেলাই করা হল। কাগজে লেখা হল—'গুপ্তচরের খুব কম সাজা দেওয়া হল।' গাড়িটা মৃত জর্ডনাকে নিয়ে সীমান্ত অভিমুখে ছুটতে লাগলো।

গাড়িটা থামলো এসে সীমান্তের কাছে। তখন কানে ভেসে আসছে যুদ্ধরত দুই জাতির অগ্নি হুঙ্কার। জর্ডনার দেহটা তুলে নিল ঘোড়ায় টানা গাড়ি। ধীরে ধীরে সে চলে গেল সীমান্তের অন্য পারে।

ইজরাইল পক্ষ তৈরী ছিল। তারা জর্ডনাকে গাড়ি থেকে নামালো। তারপর তার তলপেট থেকে বের করলো সেই ছোট্ট শিশিটা।

সৈন্যদের চোখের কোণে তখন চিক চিক করছে জল। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জর্ডনার প্রতি নিবেদন করলো শেষ শ্রদ্ধা।

এই ঘটনা যুদ্ধের গতিকে একেবারে বদলে দেয়। ইজরাইল সৈন্যেরা সুয়েজ খালের কাছাকাছি এগিয়ে যায়। আরব দুনিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে যুদ্ধ বিরতির আবেদন করে।

জর্ডনা আজ আর নেই। কিন্তু প্রতিটি ইজরাইলবাসীর মনে সে চিরস্মরণীয় আসন করে নিয়েছে।

জর্ডনার সমাধিক্ষেত্রে আজও কে যেন সমাধির উপর প্রথম আলোকে রেখে যায় একগুচ্ছ ফুল।

সন্ধ্যার আকাশে যখন একটি দুটি করে অনেক তারার ভিড় জমে তখন কে যেন গুমরে কেঁদে ওঠে জর্ডনার জন্যে।

সে হয়তো ইজরাইলের ধরিত্রী মাতা, অথবা জর্ডন নদী।

আর আরববাসীরা?

হয়তো তারা এই ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে জর্ডনের সঙ্গে তাদের নাম জড়িয়ে আছে।

উদিত সূর্যের দেশে

পল শিহান

অনুবাদ—পৃথ্বীরাজ সেন

জার্মানীর গেস্টাপোর কাছে জাপানের কম নেতাই শিখতে পারে। এদিকে টোকিওর জার্মান রাষ্ট্রদূত হের অট রিচার্ডকে সর্জ-এর একরকম বন্ধুই বলা চলে। আর টোকিওতে সর্জ-এর সাংবাদিক জীবনের বিস্তৃত পরিচিত মহলের ওপর নজর রেখেও সন্দেহভাজন কোন সূত্রের হদিশ করা যায় নি। তবু হাল ছেড়ে দিতে চান না কর্ণেল ওসাবি। মস্কোতে রেডিও ম্যাসেজ নিত্য যাচ্ছে। কোনভাবেই সে-সংবাদ কিডন্যাপ করা যায় নি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কোন সময়ই এই কোড ম্যাসেজে অন্য ভাষায় ব্যবহার হচ্ছে না। ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান, আর জাপানী ভাষায় সংবাদ দেওয়া-নেওয়া চলছে।

কর্ণেল ওসাবি হঠাৎ মন্তব্য করেন, ওজাকী হাটসুমী-র ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম, কিন্তু সর্জের সঙ্গে তাঁর বান্ধবীর কী কথা হয় সেসব রেকর্ড করতে পারে নি। আপনার জানা থাকা উচিত ওজাকী হাটসুমী প্রিন্স কেনোর-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র। সর্জের ব্যাপারটা ক্যাবিনেটে উঠেছে, আমি অপদস্থ।

—ওজাকী হাটসুমীর ওপর নজর রাখব, না বন্ধ করে দেব ?

কর্ণেল ওসাবি সোজাসুজি উত্তর দেন না। কাবুকি ইয়ামাসিতার চোখের উপর চোখ তুলে বললেন, 'বর্তমানে দেশের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমরা কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করি না। আশা করি আপনাকে বেশী বলবার প্রয়োজন নেই। য ব্লু-প্রিন্ট তৈরী হয়েছে, কাজ সেই নিয়মে চলবে। কিন্তু আমি ভেবে পাই না ওজাকী হাটসুমী কীভাবে আন্দাজ করে তাঁর বান্ধবীকে কেমপেতাই সন্দেহ করে। ম্যাক্স ক্লাউসেন ব্যবসায়ী লোক হলেও আপনার জানা উচিত তিনি রিচার্ড সর্জ-এর মতোই একজন প্রথম শ্রেণীর জার্মান। হাইকমান্ড তাঁর সম্পর্কেও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দিনের অর্ধেক সময় এরা জার্মান দূতাবাসে কাটান। আজ এই মুহূর্তে জার্মানী আমাদের সবচেয়ে বেশী মিত্ররাষ্ট্র। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে জার্মানীর সঙ্গে সামরিক ও অর্থনৈতিক নানা অঙ্গীকার আর চুক্তির কথা আপনার অজানা নয়।'

উঁচু পর্দা থেকে মেজাজটা ক্রমে নেমে আসে কর্ণেল ওসাবির। কাবুকি ইয়ামাসিতার যোগ্যতার কথাও তাঁর অজানা নয়। সামান্য সময়ে টোকিওর

বলশেভিকদের গুপ্ত এ্যাপারেটাস চুরমার করেছেন এই মানুষটি। পুলিশ দপ্তর থেকে সরাসরি কেমপেতাই-তে তিনিই এই মানুষটিকে যেতে বলেছেন। দিনের পর দিন বিশ্রাম না নিয়ে অপরিসীম পরিশ্রম করার মতো ক্ষমতা কর্ণেল ওসাবি এমন আর কারো মধ্যে দেখেন নি।

গুমোট আবহাওয়াটা ক্রমে সহজ হয়ে আসে। কর্ণেল ওসাবি স্বাভাবিক স্বরে বলেন 'আপনার নিজের কী ধারণা? রিচার্ড সর্জ সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বক্তব্য কী?'

'আমি কোন উঁচু মহলের প্রশংসাপত্রের কথা বলছি না। জার্মান গেস্টাপোর কাজকর্ম আমি দেখেছি। আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে ও ধরনের গুপ্ত নেটওয়ার্কের যারা পরিচালনা করেন তাঁরা অপেক্ষাকৃত দৈনন্দিন জীবনে নিতান্তই অপ্রধান জীবন যাপন করেন। কিন্তু সর্জ-এর প্রতিটি ম্যুড আমরা জানতে পারি। তাঁর আস্তানাতেও কোন গোপনীয়তা নেই। আচমকা ধাক্কা খেলেও হেইল হিটলার বলেন। মদ আর মেয়েমানুষের প্রতি তার আসক্তি গোটা টোকিও-র ওপর মহল জানেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি সর্জকে জার্মান ও জাপান বিরোধী চক্রান্তের কোন গোপন নেটওয়ার্কের মধ্যে আছেন বলে মনে করি না। তবে অনুসন্ধান চালাতে হবে। কাউকেই আমরা নীতিগতভাবে ষোল আনা বিশ্বাস করতে পারি না।

'এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমিও কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তৎপরতা কোন সময়ই কমানো চলবে না'। কর্ণেল ওসাবি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

রিচার্ড সর্জ নিঃসন্দেহে একজন দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ। শুরু থেকেই জার্মান গেস্টাপো আর জাপানের কেমপেতাইকে তিনি নাজেহাল করেছেন। গোটা দুনিয়ায় গুপ্তচর বৃত্তিতে হাতে গোনা কয়েক জনের মধ্যে সর্জ তাঁর নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপান ও জার্মানীর সামরিক গোপন অপারেশনাল প্রোগ্রাম অনেক আগেই ক্রেমলিনে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। কয়েকটি বড় রকমের যুদ্ধ জেতার সাফল্যের সম্ভাবনা তার প্রেরিত গুপ্ত সংবাদে নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

টোকিওতে সর্জ-এর সর্বত্র গতিবিধি। সবাই জানে ডঃ রিচার্ড সর্জ জার্মানীর বিখ্যাত সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কফুর্টার জেইটুং-এর টোকিও-র সংবাদদাতা। নাৎসী পার্টির একজন দায়িত্বশীল সভ্য। খোদ ডঃ গোয়েবলস-এর সঙ্গে তাঁর খাতির। কিছুকাল আগেও টোকিওতে জার্মান দূতাবাসে তিনি ছিলেন প্রচার দপ্তরের দায়িত্বশীল অফিসার। স্বয়ং জার্মান রাষ্ট্রদূত ইউজেন অট-এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব নিবিড়।

হিটলারের মাইন-ক্যাম্প সর্জের একরকম মুখস্থই বলা চলে। ফূর্তিবাজ ঢিলেঢালা চরিত্রের প্রাণখোলা মানুষ। পানীয় ঘটিত নৈশ আসরের মধ্যমণি। রিচার্ড সর্জ সুন্দরী তরুণীদের আশ্চর্য রকম আকর্ষণ করেন। এ-পরিচয় আপাতবাহ্য। মানুষটির প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে আমাদের কিছু পিছু হটতে হবে। ইন্টেলিজেন্স দপ্তরে সে-বিগত জীবনের কোন আভাস নেই। গেস্টাপো দপ্তরে সবটাই ব্ল্যাক-আউট। অল্প সময়ে এই অসাধারণ মানুষটির বিগত জীবন আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাব।

রিচার্ড সর্জ-এর জন্ম বাকুতে। জার্মানী ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন একজন জার্মান ওয়েলড্রিলার। সর্জ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। কিছুকাল পরে পরিবারটি আবার বার্লিনে ফিরে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রিচার্ড সর্জ কাইজারের আর্মিতে যোগ দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসেন। বেশ কিছুকাল বিছানাতে পড়ে থাকতে হয়েছিল।

বাড়িতে পড়াশুনার রেওয়াজ ছিল। রাজনৈতিক দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সর্জের হয় ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শারীরিক সুস্থতা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবস্থারও কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছে। মার্কসবাদ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মেছে সর্জ-এর। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল গেস্টাপোরা সর্জ-এর পারিবারিক ইতিহাস কোন সময়ই সঠিক লিপিবদ্ধ করেনি। রিচার্ড সর্জের প্রপিতামহ এডলাড সর্জ বেশ কয়েক বছর কার্ল মার্কস-এর ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি গেস্টাপোরা হদিশ করতে পারেনি।

কিয়েল আর হামবুর্গ-এ পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর পাঠ শেষ করে তিনি স্কুলে চাকরী নেবার আগেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। হাতেনাতে ধরা পড়েছেন। চাকরী গেছে। স্কুল থেকে বিতাড়িত সর্জ কাজ নিয়েছেন কয়লা খনিতে। এখানেও শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে চাকরী খোয়াতে হয়। অনিশ্চিত জীবনে ভাগ্য বিড়ম্বিত এই যুবা ঘরে ফিরে দেখেন হামবুর্গ-এর কমিউনিস্ট চীফ হেনরী টেলম্যান তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এই নিষিদ্ধ জীবনের গোপন ইতিহাস কেউ জানে না।

—তোমাকে মস্কো যেতে হবে সর্জ। কাগজপত্র তৈরী।

—হাতে কদিন সময় পাচ্ছি কমরেড?

—কমিনটার্ন ফরেন ইনটেলিজেন্স দপ্তরে দিমিত্রি ম্যানিয়ুলোভস্কীর কাছে তোমাকে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।

তিন সপ্তাহ পর ডঃ রিচার্ড সর্জ এসে নেমেছেন মস্কোয়। প্রিয়দর্শন হয়তো নন কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ধারালো চেহারা। মস্কোর ইনটেলিজেন্স দপ্তর যেন এই যুবাকেই চাইছিল।

বার্লিনের গেস্টাপো সদর দপ্তরে একান্ত গোপনীয় স্টীল ক্যাবিনেটের কার্ড ইনডেক্স-এ থরে থরে সাজানো জীবন পঞ্জিকায় রিচার্ড সর্জ-এর সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ আছে।

এক জায়গায় শুধু বলা আছে নেতৃত্বহীন জার্মানীতে ভার্সাই চুক্তির অবমাননায় হতাশায় বিভ্রান্ত জার্মান যুবাদের মতোই সর্জ বিশুদ্ধ চিত্তে ন্যাশনাল জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির দরদী হয়ে ওঠেন।

মস্কোতে একটানা ট্রেনিং প্রোগ্রাম পাঁচ বছর, এসপিওনেজ দপ্তরের বিবিধ কাজ। হাতে-কলমে হাজারো রকমের প্রশিক্ষণ। সর্জ দেহাতী রুশ ভাষাতেও তর্ক করতে

পারতেন। জার্মান ভাষার মাধ্যমে ফরাসী শেখা। অনর্গল ইংরেজী বলতে এতটুকু আটকাতো না।

ঝানু গুপ্তচরের নেতৃত্বে বিদেশে হাতে-কলমে কাজ করতে এলেন, প্রথমে স্কানডিনেভিয়ায়। সেইসঙ্গে আরও কয়েকটি বল্কান অঞ্চলে। চমৎকার উৎরেছেন। সর্জ এসেছেন তারপর লস এঞ্জেলস। মার্কিন ফিল্ম সম্পর্কে তত্ত্বতালাসে এসে পলিটিক্যাল নেটওয়ার্ক তৈরী করেছেন।

জার্মানীর অর্থনীতি তখন ভেঙ্গে পড়তে চলেছে। হিটলার তাঁর শক্তি সংহত করছেন। সর্জ তখন তাঁর ইংলণ্ডে সর্বশেষ প্রশিক্ষণ শেষ করছেন।

মস্কোতে ফিরে এসেছেন সর্জ। কমিণ্টার্ন থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়া হল ফরেন এফেয়ার্স-এর সেক্রেটারীয়েটে।

উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সর্জকে মনোনিত করা হল রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর ফারইস্ট। সদর দপ্তর সাংহাই। দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত এসপিওনেজ নেটওয়ার্ক সর্জকে গঠন করতে হবে। জার্মান গেস্টাপো কোনদিনই জানতে পারেনি যে উইলিয়াম জ্যাসন নামে একজন মার্কিন সংবাদদাতা সাংহাই ও পিকিং-এ অপারেট করছেন, তিনি আসলে মস্কোর ট্রাসটেড ম্যান ডঃ রিচার্ড সর্জ।

সাংহাইতে সর্জের প্রথম সহকারী মার্কিন কমিউনিস্ট লেখিকা এ্যাগনিস স্মিজল। জাপানী স্কলার জার্নালিস্ট ওজাকী হাটসূমী সর্জের সঙ্গে এলো। খোদ মস্কো থেকে নাম এলো ম্যাক্স ক্লাউসেন। সর্জ তার সঙ্গে মাঞ্চুরিয়া বর্ডারে গিয়ে যোগাযোগ করেন। ম্যাক্স ক্লাউসেন জার্মান, দক্ষ রেডিও অপারেটর, সর্জের মতোই কমিউনিস্ট।

সাংহাইতে সোভিয়েত এসপিওনেজ নেটওয়ার্ক রিচার্ড সর্জের নেতৃত্বে অল্পদিনেই গড়ে উঠলো। সুদূর মালয় থেকে সাইবেরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত সে নেটওয়ার্কের বিস্তার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিস্তর পরিবর্তন হল। হিটলার চীন ছেড়ে জাপানের দিকে বেশী ঝুঁকছেন।

সাইবেরিয়ার দীর্ঘ সীমান্ত রেখা নিয়ে রাশিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ে। রিচার্ড সর্জকে ডেকে পাঠানো হলো।

আবার মস্কো।

শুরু হলো সামরিক আর রাজনৈতিক সমীক্ষা, হিটলারের মিত্র রাষ্ট্র হিসাবে জাপানের অভ্যুত্থান, চুক্তির পর চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে নিত্য। বার্লিন থেকে চৌকস নাৎসী নায়ককে টোকিওতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হচ্ছে। একটার পর একটা সামরিক মিশন আর অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দল বার্লিন-টোকিও যাতায়াত করছে। জাপানের সামনে বিস্তৃত সাইবেরিয়ার সীমান্ত রেখে রাশিয়া নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না।

মস্কোর ডিরেক্টর এখন জেনারেল বেল চিন, দিনের পর দিন সর্জ গোপন আলোচনা চক্রে বসেছেন নিখুঁত অপারেশনাল প্রোগ্রাম। একান্ত সে-গোপনীয় বৈঠকে ডঃ রিচার্ড সর্জ মনোনীত হয়েছেন। অসাধারণ দায়িত্ব।

সচরাচর এত গুরুত্বপূর্ণ ভার কোন বিদেশীর হাতে ছেড়ে দেবার কোন নজীর নেই। যোগ্য সহকর্মী নির্বাচনেও সময় লাগলো। সর্জ সরাসরি বললেন ওজাকী আর ক্লাউসেনকে আপনি টোকিওতে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। প্রাগে ভেকুলিককে পেলে আমার ভালো হয়। কালিফোর্ণিয়াথেকে মিয়াগী এটুকুকে নিয়ে পাঁচজনের একটা নেটওয়ার্ক আমি টোকিওতে গড়ে তুলতে চাই। এটা হবে আমার ইনার সার্কেল।

ক্লাউসেন আমার মতোই জার্মান। ওজাকী আর মিয়াগী জাপানের লোক। একমাত্র ভেকুলিক যুগোস্লাভিয়ার মানুষ। কিন্তু প্রত্যেকেই করিৎকর্মা পুরুষ। আমি যতদূর জানি জাপানী কাউন্টার ইনটেলিজেন্স কেমপেতাই জার্মান গেস্টাপোর চেয়ে নিচু স্তরের নয়।

ইদানিং সামরিক দপ্তর থেকে কেমপেতাই ছ'জন কমিউনিস্টকে ধরেছে। জাপানী চেরা চোখের সন্ধানী দৃষ্টি একেবারেই বিশ্বাস করা চলে না।

আমাদের খুব হিসেব করে চলতে হবে। রিচার্ড সর্জের মস্কো থেকে টোকিও আসার অধ্যায়টি আশ্চর্যরকম ধোঁয়াটে। প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর হিসাব কষা।

প্রথমে সর্জ এসেছেন বার্লিন। নাৎসী পার্টির পাকা খাতায় তিনি নাম নিয়মিত তুলে গেছেন। কীভাবে এটা সম্ভব হলো ভাবা যায় না। অল্প সময়ে নাৎসী পার্টির উপরমহলের বিশ্বাসভাজন হয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টার জেইটুং পত্রিকার টোকিও করেসপন্ডেন্ট-এর লোভনীয় কাজটি বাগিয়ে ফেলেন কিভাবে তাঁর সঠিক কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। টোকিওতে সোভিয়েত এসপিওনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে নিরাপদ কভার এসাইনমেন্ট থাকতেই হবে।

বার্লিনের নাৎসী প্রেস ক্লাবে সর্জের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় ডঃ গোয়েবলস ও নাজী ফরেন ডিভিশনের হের ভোল উপস্থিত ছিলেন। এই ভোজসভার শাসনযন্ত্র প্রচার সম্পর্কে সর্জ নিজের বক্তব্য রাখেন। হিটলার ও গোয়েবলসের চমৎকার উদ্ধৃতি সবাইকে মুগ্ধ করে।

কদিন পরেই রিচার্ড সর্জ টোকিওর পথে বার্লিন ত্যাগ করলেন।

টোকিও।

দ্রুত সংগঠন গড়ে তোলবার কোন চেষ্টাই সর্জ করেন নি। ধীরে ধীরে স্বাপকোকা ব্যবস্থা চালু করেছেন। মিয়াগি এটুকু চিত্রশিল্পী। কালিফোর্ণিয়া থেকে টোকিওতে এসে রং আর তুলি ছড়িয়ে বসেছেন। ম্যাক্স ক্লাউসেন নতুন ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। ভেকুলিক সাংবাদিকের ছদ্মবেশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন টোকিওতে। অনেকগুলো ফরাসী ও যুগোশ্লাভিয়ার পত্রিকার তিনি টোকিও সংবাদদাতা। ওজাকী হাটসুমীর গতিবিধি সর্বত্র। জাপানের যুবরাজ থেকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে তার নিত্য আনাগোনা।

তাদের একত্রে দেখাশোনা হতো না। পথে চলতে চলতে হাউসে বসে কথা হত। নির্ভুল পরিকল্পনা সাজানো হতো। লিখিত কোন ড্যাসপ্যাচ নিজেদের মধ্যে

লেখালিখি ছিল নিষিদ্ধ। নেট ওয়ার্ক ক্রমে বাড়তে থাকে। ওজাকী হাটসুমীর বিশ্বস্ত আরও কয়েকজনকে গুপ্ত কাজে নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম বছর ক্লাউসেন সাইকার গ্রুপের তেইশ হাজার একশো ঊনচল্লিশটি, দ্বিতীয় বছর প্রায় ত্রিশ হাজার এবং সর্জ ও ক্লাউসেনের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রায় তিপান্ন হাজার কোড ম্যাসেজ তৃতীয় বছর পাঠানো হল মস্কোতে।

সর্জের অন্যতম পার্শ্বচর ওজাকী হাটসুমী। খোদ ক্যাবিনেটের গোপন মন্ত্রণা-সভার নথিপত্র তাঁর হাতে পৌঁছোত। সেইসব গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিজের ফ্ল্যাটে এনে পাতার পর পাতা তিনি ফটোগ্রাফ করে সর্জের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিশ্বস্ত দূতের হাতে সেই ঐতিহাসিক দলিল বিদেশে নিয়মিত পাচার হয়ে মস্কোতে পৌঁছে জাপানে জার্মান রাষ্ট্রদূত তক্ক ও ডাঃ হার্বার্ট ভরা ড্রিকসেন। সর্জ ফ্রাঙ্কফুর্টার জেইটুঙ্গের প্রতিনিধি হিসাবে হামেশাই যাতায়াত করেন। কথায় কথায় রাষ্ট্রদূত ডঃ ড্রিকসেন বলেন, "টোকিওর অনুরোধে চীন থেকে আমরা জার্মান সামরিক উপদেষ্টাদের তুলে নিচ্ছি। নিতান্ত সৌজন্যমূলক ব্যাপার। এদিকে মিয়াগী সংবাদ আনে জাপানের সামরিক দপ্তরে দক্ষিণ চীনের বড় বড় মডেল তৈরী হচ্ছে। পরদিন গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদ মস্কোতে পৌঁছে গেছে।

কাজ চলতে থাকে। কিন্তু কেমপেতাইও নানান সূত্রে জানতে পারে টোকিওতে সোভিয়েত স্পাই অতিশয় তৎপর। রেডিও ম্যাসেজ বাইরে যাচ্ছে কিন্তু সাংকেতিক ভাষায় প্রেরিত নিত্য যে কী সংবাদ আদান-প্রদান হচ্ছে কাউন্টার এসপিওনেজ বিভাগ তার বিন্দু বিসর্গ হদিশ করতে পারে না।

গুপ্ত কাজে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হয়। সর্জ ইচ্ছে করে প্রাথমিক এই শৃঙ্খলাটুকু ভেঙ্গে দিলেন। মার্কসবাদী চরিত্রের নৈতিকতা তিনি টোকিওতে ভাঙ্গাতে চেষ্টা করেন নি। দায়িত্বহীন বোহেমিয়ান ইনটেলেকচুয়ালের একটা ঢঙ সুন্দর রপ্ত করে ফেলেন। মদ আর মেয়েমানুষ সম্পর্কে আগ্রহ অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কেমপেতাই-এর চোখে ধুলো দেবার নিতান্তই কৌশল বলা চলে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় রাষ্ট্রদূত সর্জকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। ফ্রাঙ্কফুর্টার জেইটুঙ্গে সর্জের লেখার ভূয়সী প্রশংসা তাঁর ঠোঁটে লেগেই থাকতো। এই সব আলোচনার থেকেই বার্লিনের গুপ্ত সংবাদও সর্জ সংগ্রহ করেছেন। এভাবেই সবচেয়ে মূল্যবান সংবাদ একদিন হাতে এলো। ট্রান্সমিটারে রিচার্ড সর্জ মস্কোতে সংবাদ পাঠালেন। "হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করতে চলেছে।" তারিখটা সর্জ জানতে পারেন নি কিন্তু বার্তায় প্রায় কাছাকাছি একটা দিনের কথা জানিয়েছেন। ক্রেমলিন বিশ্বাস করে নি। লেনিনগ্রাদকে ঘিরে ত্রিমুখী অভিযান অপারেশন বাবোশা শুরু হয়েছে ২২শে জুন।

রিচার্ড সর্জের প্রেরিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ড্যাসপ্যাচ স্বয়ং স্তালিনকে মুগ্ধ করে। মস্কোর সঙ্গে টোকিওর সরাসরি কথা হয় না। ভিন্ন চ্যানেলে হাজারো প্রশ্ন আসতে থাকে। ম্যাক্স ক্লাউসেন আর সর্জ সাংকেতিক সেই বার্তা সাজাতে হিমসিম খেয়ে যান।

ওদিকে ওজাকী হাটসুমীর অব্যর্থ সংবাদ সংগ্রহের বিরাম নেই। দেখতে দেখতে নাৎসী ফৌজ সোভিয়েতের মূল ভূখণ্ডের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। ১৬ই জুলাই জার্মান সেনারা মস্কোর পথে রওনা হয়েছে। আগস্টে ইউক্রেনের অনেকটা ওভার রান হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কো দপ্তরে উৎকণ্ঠিত বার্তা এসে পৌঁছায় ?

—জাপান কী রাশিয়া আক্রমণ করবে ?

—উরালে নাৎসী ফৌজের সঙ্গে হাত মেলানোর কী কোন পরিকল্পনা আছে জাপানের ?

—রবার আর তেল সংগ্রহের জন্যে জাপান কী মালয় আর ড্যাচ ইস্ট ইণ্ডিজ আক্রমণের পূর্ব পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রাখবে ?

—জাপানী ট্যাঙ্ক ইউনিটের বিস্তারিত খবর দাও।

—টোকিও শহরে এয়ার ডিফেন্স কম্যাণ্ডের হদিশ জানাও।

—এ্যাণ্টি এয়ার-ক্রাফট কম্যাণ্ডের পজিশন জানতে চাই।

প্রতিটি প্রশ্নের অধিক উত্তর দেওয়া দুরূহ। হিটলার ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছেন। সাইবেরিয়া দিয়ে রাশিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়বার প্রস্তাবে জাপানকে তিনি রাজী করাতে পাচ্ছেন না। শরতের পর শীতের প্রারম্ভে বিপজ্জনক জার্মান আক্রমণ শুরু হল। জাপান তখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি। ওদিকে নোম্যানস বর্ডার সীমান্ত সংঘর্ষকে বহু প্রতিক্ষিত জাপানের সামরিক অভিযান বলে রাশিয়া প্রথমটা ভুল করলো। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাপূর্ণ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের এক সন্ধ্যা। ওজাকি হাটসুমী সংবাদ আনে। জাপান সাইবেরিয়া দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করছে না। জাপ-ফৌজ দক্ষিণে শুরু করবে। পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের জাপানীদের ওরা রিক্রুট করে ফ্রণ্টে পাঠাচ্ছে। জাপানের রাশিয়া আক্রমণের কোন পরিকল্পনা নেই।

রিচার্ড সর্জ নিশ্চিত হতে পারেন না। তিনি জানেন তাঁর একটা খবরের ওপর গোটা রণাঙ্গনের চেহারার পরিবর্তন হবে। রাশিয়া তার দীর্ঘ পূর্বসীমান্তে হাজার হাজার সেনা আর সামরিক রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র জাপানের বড় রকমের অভিযানের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রেখেছে। ওদিকে নাৎসী পামংসারের বিপজ্জনক আক্রমণের মুখে মস্কো বিপদাপন্ন। জার্মান রাষ্ট্রদূতকে সর্জ বলেন, জাপান এখনও কেন রাশিয়া আক্রমণ করছে না আমি বুঝতে পারি না। শুধু সামরিক প্রাধান্য বড় কথা নয়, ইতিমধ্যে মস্কোর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নিচে চলে গেছে। অবিলম্বেই আমাদের মস্কো অধিকার করা দরকার। জাপান পরে রাশিয়া আক্রমণ করলেও আমাদের লাভ হচ্ছে না।

রাষ্ট্রদূত অট সর্জের সঙ্গে একমত হন কিন্তু সেইসঙ্গে মন্তব্য করে বসেন, ফুয়েরারের সঙ্গে জাপান বিশ্বাসঘাতকতা করলো। শুধু সাইবেরিয়া দিয়ে কেন, কোনভাবেই জাপান এখন রুশ রণাঙ্গনে প্রবেশ করবে না। কোন চাপের সামনে ওরা নতিস্বীকার করেনি। এই হলদে মানুষগুলোকে আমি বুঝতে পারি না।

ওজাকী আর রাষ্ট্রদূত অট-এর কথায় আশ্চর্য মিল। খবরে কোন হেঁয়ালীপূর্ণ

দ্বিধা নেই। আনন্দে অস্থির হয়ে পড়েন রিচার্ড সর্জ। জার্মান দূতাবাস থেকেই একরকম উধাও হলেন। সামান্য রকম সূত্রও পেছনে রেখে গেলেন না।

শহরতলীর নদীর ধার। এখানেও ভাড়া করা এক আস্তানা সর্জ নিজের প্রয়োজনের জন্যে রেখেছেন। একটা বড় সাইজের পুরোনো নৌকোও আছে। ভাড়া করা আস্তানায় না ঢুকে সর্জ সোজা এসে উঠেছিল নৌকোতে। পাটাতন সরিয়ে নিচে নেমে দেখেন ম্যাক্স ক্লাউসেন মস্কোর রেডিও ম্যাসেজ ডি-সাইফারে ব্যস্ত। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বলেন, 'ম্যাক্স সবচেয়ে জরুরী বার্তা মস্কোতে পাঠাতে হবে। তৈরী হও।'

ম্যাক্স যেন রেডিও যাদুকর। ট্রান্সমিটিং ও রিসিভিং সেট তার নিজের হাতে তৈরী। সম্পূর্ণ অন্ধকারেও তার আঙ্গুলগুলো যান্ত্রিক নিয়মে চলে।

বেশ রাত, বাইরে হিমেল হাওয়া। রুশ রণাঙ্গনের পটভূমি বরফে সম্পূর্ণ ঢাকা। পত্রহীন গাছের ডালে তুষার স্তূপ। লুকানো ট্যাঙ্ক আর কনভয়গুলি তুষারে ঢাকা। সারা ইউরোপ নিষ্প্রদীপ—সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটানা হিমেল বাতাসের প্রবাহ। ট্রান্সমিটারে শুধু সাংকেতিক টিন টিন আওয়াজ মস্কোর রিসিভিং কেন্দ্রে রিচার্ডের সর্জের প্রেরিত কোড ম্যাসেজ এসে পৌঁছয়।

—জাপান সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করছে না।

—রাশিয়ার ভৌগোলিক সীমাও অতিক্রম করবার কোন সামরিক পরিকল্পনা জাপানের নেই।

—আগামী শরৎকাল পর্যন্ত সাইবেরিয়ার সীমান্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ।

রিচার্ড সর্জের বার্তার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিক্ষায় ছিল ক্রেমলিন। নিশ্চিত সংবাদ ছাড়া সর্জ অনুমানের উপর ভিত্তি করে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না রাশিয়া জানে। সামরিক গোটা অপারেশনাল প্রোগ্রাম স্বয়ং স্তালিন তাঁর ঝানু ফিল্ড মার্শালদের সঙ্গে নিয়ে নতুন করে সাজালেন।

পেছন থেকে জাপানের ছুরি মারার কোন আশঙ্কা নেই। দূর প্রাচ্যের বিপুল সেনাবাহিনীকে তিনি মেনল্যাণ্ডে সরিয়ে আনবার আদেশ দিলেন। শুরুতেই পূর্বের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা থেকে পনের ডিভিশন পদাতিক সেনা আর তিন ডিভিশন অশ্বারোহী সেনা গুটিয়ে নিয়ে মস্কোর পথে চালান করা হলো। সতেরশো ট্যাঙ্ক আর দেড়হাজার ফাইটার বোম্বার সরিয়ে নেওয়া হল।

ডিসেম্বর মাসের দুই তারিখ। অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি নাৎসী রিং তখন মস্কোকে ঘিরে ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে। সহর উপকণ্ঠের খিড়কীতে জার্মান ট্রুপস পৌঁছে গেছে। তখনও দূরে, তবু ক্রেমলিনের চুড়ো সাধারণ বায়নাকুলারেরও বেশ দেখা যায়।

মার্শাল ঝুকভ বেছে নিয়েছেন তিন তারিখ। জার্মান সেনা বাহিনীকে তিনি অতর্কিতে ধরেছেন। হঠাৎ এত বিপুল লালফৌজের অপ্রতিরোধী চাপের প্রচণ্ডতার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে নি। ধবধবে তুষারের ওপর হাজার হাজার জার্মান সেনা ঢাকা পড়ে যায়। অশ্ব-ক্ষুরাকৃতির নাৎসী রিং দলে পিষে ছড়িয়ে গিয়ে জমে যাচ্ছে।

অপরাজেয় মস্কো, অজেয় ক্রেমলিন,—ক্রেমলিন ক্যাথিড্রালের চূড়ায় সামান্য রকম কালিমা স্পর্শ করেনি।

ফুজি ক্লাব।

রিচার্ড সর্জ কয়েকটা হুইস্কীর পর পিন ধরে বসে আছেন। নর্তকী কারোমিকে বেশ লাগে। মুখটা দেখা যায় না। মুখোশ পরে জাপানী ট্রাডিশানাল নাচে এক ভিন্ন সুরের আবেদন আছে। আকাশের বুকে ঠ্যাঙ্গ ছোঁড়াছুঁড়ির পশ্চিমী ঢঙ সর্জের পছন্দ নয়। মুখটা দেখা না গেলেও কারোমির শরীরটা সত্যিই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবার!

আজ কিন্তু কিছুই দেখছিলেন না রিচার্ড সর্জ। নানা চিন্তায় তছনছ হচ্ছেন। গত দুদিন তিনি মিয়াগী এটুকুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি। ওজাকীরও কোন পাত্তা করা যায় নি। সন্দেহ হয় কোথাও যেন একটা লিক হয়েছে। অশুভ একটা ইঙ্গিতের পদধ্বনি যেন কানে বাজে। টোকিওতে গুপ্ত নেটওয়ার্কের গুরুত্ব যেন কমে আসছে। মস্কোতে সর্বশেষ ডেসপ্যাচে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের প্রায় নির্ভুল সংবাদ তিনি জানিয়েছেন শুধু একটা দিনের হেরফের হয়েছে। সর্জ মস্কোকে জানিয়েছেন—৬ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করবে।

পার্ল হারবারে মার্কিন বেস আক্রান্ত হয়েছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার পরদিনই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিটলার ১১ই ডিসেম্বরে যুদ্ধ ঘোষণা করে মহাযুদ্ধের পারিপার্শ্বিকতা সম্পূর্ণ করেছে।

আজ ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সাল। মনে হয় যেন এতদিনের গুপ্ত নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে অন্তত কিছুকাল চুপচাপ থাকা দরকার। কেমপেতাই কিছু যদি সন্দেহ করতে থাকে, যার সম্ভাবনা যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে কিছুদিনের জন্যে সবকিছু গুটিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নাচ ওদিকে বেশ জমে উঠেছে। বাজনার তালে তালে কারোমির তরঙ্গায়িত যৌবনশ্রীর আরোহণ আর অবরোহণে টেবিলের প্রতিটি মানুষ সম্মোহিত। স্ফটিকের পাত্রাধারে দলিত দ্রাক্ষার সোনালী প্রবাহ হাতে হাতে ফেরে।

অন্য টেবিল আর মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সর্জের টেবিলের সামনে ট্রে হাতে একজন স্টুয়ার্ড এসে একটা গ্লাস নামিয়ে গেল। গ্লাসের তলায় রাখা একটা স্লিপ। এই টুকরো কাগজটির জন্যই সর্জ অপেক্ষা করছেন। মিয়াগীর প্রেরিত নোট। দুদিন আগের লেখা। কেমপেতাই আমাকে ক্রেম করেছে। এখনই টোকিও নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে দিন।

টুকরো কাগজটা কোটের পকেটে চালান করে দিলেন সর্জ। মুখটা বিষাদে ভরে গেল।

লিক্ একটা হয়েছিল। অন্য জায়গায় ভিন্ন সূত্রে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ওজাকির বন্ধু ইটো কিসু। ইটো জাপান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। ইটোর বান্ধবী কিতা বায়াসি টমো। এক সময় কিতা বায়াসি টমো আমেরিকায় থাকতেন। মিয়াগি

এটুকুর সঙ্গে ছিল তার যথেষ্ট হৃদ্যতা। পুলিশের কাছে তিনি কিছুই বলেন নি কিন্তু ইটো কিসু-র স্ত্রী আয়গি কিকিউ ইন্টারোগেশনের সামনে মিয়াগী এটুকুর নাম প্রকাশ করে। আয়গি বলে মিয়াগী কমিউনিস্ট আমেরিকার বড় বড় কমিউনিস্ট নেতাদের তিনি বন্ধু ছিলেন।

ব্যস এইটুকুই, একটা ভিন্ন সূত্রে মিয়াগী জড়িয়ে গেল। এভাবেই রিচার্ড সর্জের নেটওয়ার্কের একজনের নাম পুলিশ দপ্তর থেকে কেমপেতাই-এর হাতে গেল। প্রত্যেকেই ক্ষমতাশালী যশস্বী ব্যক্তি। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া কিছুই করার উপায় নেই। তাছাড়া আয়গির কথার ওপর ভিত্তি করে কাউকেই আটক করা চলে না। শুধু দিবারাত্রি নজর রাখা চললো। মিয়াগীর প্রেরিত বার্তায় তাই প্রমাণ হয়। নাচ শেষ হতেই রিচার্ড সর্জ সোজা এসেছেন গ্রীণরুমে। কারোমি পোশাক পরিবর্তন করছে। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ সর্জ। চেষ্টাকৃত নয় কারোমিকে খুবই ভালো লাগে। ছোট্ট করে একটা চুমু খেয়ে গালে হাত বুলিয়ে বলেন, 'তৈরী হয়ে নাও। তোমাকে আজ আমি পেতে চাই অনেকক্ষণ ধরে।'

ফুজি ক্লাব থেকে গাড়ি পথে নামে। কিন্তু অভ্যস্ত পথে গাড়ি আজ বাঁক নিল না। কারোমি বলে—যাচ্ছ কোথায়? বাঁকা ভ্রূলতার কৌতুক।

ঝুঁকে পড়ে আলতো একটা চুমু খেয়ে সর্জ বলেন :

—তোমাকে আজ পেতে চাই অনেকক্ষণ ধরে।

—আমার ফ্ল্যাটে যাবে তো?

—যাব শহরতলী, ওখানে নদীর ধারে আমার ভাড়া করা একটা ছোট বাঙলো আছে। নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগবে।

—নদীর ধার আমার অসম্ভব ভালো লাগে। এখানে আমরা আগে যাইনি কেন?

—এবার থেকে রোজ যাব।

—আমাকে তুমি কতটা ভালোবাস সর্জ?

—জার্মানী যেমন জাপানকে ভালোবাসে।

—এ তুলনা আমি বুঝি না।

কবুল করবার প্রয়োজন ছিল না, দৈহিক সম্ভোগ সুখের আনন্দ ছাড়া কারোমির কাছে কিছু নেই। শরীর সর্বস্ব মেয়ে হিসেবে কারোমি নিঃসন্দেহে টোকিও শহরের পহেলা নম্বর।

হঠাৎ খেয়াল হল মিয়াগীর পাঠানো টুকরো কাগজটা এখনও পকেটে আছে। জনশূন্য চওড়া মেটাল রোড। হু হু করে গাড়ি ছুটে চলে। জায়গা বুঝে গাড়িটা রাখলেন। চাবি ঘুরিয়ে বেঁকে বসে সর্জ মিষ্টি হেসে বলেন, 'কারোমি চল আমরা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে প্রেম করি।' কারোমি নৃত্য ছন্দে গাড়ি থেকে নেমে আসে। সর্জ লক্ষ্য করে সামনে পেছনে কোন গাড়ি নেই। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। দীর্ঘস্থায়ী চুম্বনে ওরা দুজন আচ্ছন্ন হয়ে রইল কিছুক্ষণ, সর্জ থামলেও কারোমির আলিঙ্গন শ্লথ হতে চায় না। দোমড়ানো দুটো সিগারেটের সঙ্গে টুকরো

কাগজটা পকেট থেকে বের করলেন সর্জ। কিন্তু যা করতে চেয়েছিলেন হলো না। সিগারেট লাইটারটা জ্বললো না। টুকরো কাগজখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ভাঙ্গা-চোরা সিগারেটের সঙ্গে দলা পাকিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন।

গাড়িতে ফিরে এসেছেন তারপর। মনটা খিচড়ে গেলেও বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। কারোমির নরম শরীরটা গা ঘেঁসে ছিল। বাঁকা রাস্তা, গাড়ি হাওয়ার বেগে ছুটে চলে।

কারোমি বলে, 'এ যে দেখছি অনেকটা পথ। ফিরতে অনেক রাত হবে সর্জ।'

—আজ আমরা ফিরছি না। নদীর ধারে আমার নির্জন ছোট বাঙলো নিশ্চয়ই তোমার ভালো লাগবে।

—তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ যে আমি তোমার মতো স্বাধীন নই। আমার সঙ্গে মা থাকেন, আগে বললে ক্লাব থেকে ফোন করতাম।

সর্জ বিরক্ত হয়ে বলেন, 'সামনেই পেট্রোল পাম্প আছে ইচ্ছে হলে সেখান থেকে ফোন করতে পার।'

পথ চলতি টেলিফোন বুথের সামনে সর্জ গাড়ি থামালেন। কারোমি খুব তাড়াতাড়ি ফোন করে ফিরে এলো।

আরও কিছুদূর পার হয়ে তারা পোঁছলো নির্জন বাঙলোতে। ঘরের আলো জেবলে সর্জ আন্তরিকতা মাথা কণ্ঠস্বরে বলেন, 'তুমি সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখ, আমি একটু ঘুরে আসি।'

অন্ধকার পথে সর্জ চললেন নদীর দিকে। এখন একবার উজাকির সঙ্গে দেখা হলে ভালো হতো। নৌকাটা ঠিক জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। সর্জ বুঝতে পারলেন যে ম্যাক্স ক্লাউসেন নিজের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

সাংকেতিক টোকা দিতে ভাঁজ করা পাটাতন খুলে গেল। সর্জ নীচে নেমে এসে গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি কোড ম্যাসেজ তৈরী করে দিচ্ছি। মস্কোতে পাঠাতে হবে।' অল্প সময়ের মধ্যে কোড ম্যাসেজ তৈরী হল। সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে গোপন বার্তা দুটো পাঠানো হল।

কাজ শেষ হবার পর ম্যাক্স ক্লাউসেনকে আলিঙ্গন করে সর্জ বলেন, 'সাংহাইয়ের পরে এবার বুঝি টোকিওর পালা। যন্ত্রপাতি সব নষ্ট করে দিও।'

বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে তাঁর গলা। তিনি বলেন, 'ম্যাক্স, জানতো পৃথিবীটা সীমাবদ্ধ, আশা করি কোন না কোনদিন তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। সেদিন তুমি আমায় চিনতে পারবে তো?'

ম্যাক্স জানতেন যে এমন কিছু ঘটবে। তিনি জানালেন বিপ্লবী অভিনন্দন।

মুক্তি পাওয়া পাখির মতো উড়তে উড়তে সর্জ ফিরে এলেন বাঙলোতে। কারোমিকে মনে হল যেন বিবাহিতা বধূ।

ঘুম আসতে আসতে অনেকটা বেড়ে গেল রাতের বয়স।

* * *

সর্জের যখন ঘুম ভাঙল তখন দরজায় ইলেকট্রিক বেল বাজছে। বেশ বেলা হয়েছে। অথচ ঘুমিয়ে আছে কারোমি।

পাল্লা খুলতেই সর্জ দেখলেন কর্নেল ওসাকাকে। তিনি কোন কথা না বলে সর্জের হাতে তুলে দিলেন ভাঁজ করা একটা কাগজ। একটু যেন চমকে উঠলেন সর্জ। মিয়াগির পাঠানো সেই চিরকুট। তোবড়ানো সিগারেটের সঙ্গে আঠা দিয়ে কাগজটা জোড়া হয়েছে।

সর্জ ভাবতে পারেন নি যে কেমপেতাই-এর সঙ্গে কারোমির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি বুঝতে পারেন নি যে ফুজি ক্লাবের নাচিয়ে মেয়ে কারোমি মুখোসের আড়াল থেকে দেখেছিল মিয়াগির চিরকুট।

পোশাক পাল্টে কারোমির দিকে না তাকিয়ে কেমপেতাই-এর ভ্যানে উঠে বসলেন।

কর্ণেল ওসাকার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মিয়াগি পেটে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেন নি। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

টোকিও শহরে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্স ক্লাউসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জাপানী স্ত্রীর সঙ্গে নিদ্রারত অবস্থায় ভেকুলিককে ধরে আনা হয়েছে। আর ওজাকী হাটসুমী? স্বভাবটা তাঁর বাদশাহী। তাই খবর পেয়ে নিজেই দরজা খুলে দেন।

রিচার্ড সর্জকে কিছুই বলতে দেওয়া হয়নি, মিয়াগি সামান্য কিছু কবুল করেছে। কেমপেতাই-এর অত্যাচারের মুখে ম্যাক্স ক্লাউসেন বোবা বনে গেছেন। একমাত্র লড়াই করেছেন ওজাকি হাটসুমী। কেমপেতাই-এর ভয়াবহ অত্যাচার তাঁর শরীরকে স্পর্শ করেছে সত্যি কিন্তু মানসিক শক্তিকে এতটুকু কমাতে পারে নি। তিনি জুলিয়াস ফুচিক হয়ে ফাঁসির মঞ্চ থেকে শুনিয়ে গেছেন জীবনের উদাত্তময় গান।

* * *

এই হল কেমপেতাই। আর তার বীভৎস অত্যাচারের পালা। জানিনা আজকের পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে জাপানের সিক্রেট সংগঠন কোন ভূমিকা পালন করছে।

কীটদগ্ধ গোলাপ

রবার্ট ম্যাককান

অনুবাদঃ পৃথ্বীরাজ সেন

তেল আবিব।

আধুনিকতার বহু নিদর্শন ভরা একটি উদ্বেল শহর। এই শহরের বুক চিরে চলে গেছে ব্রাচা ফুল্ড স্ট্রীট (Bracha Fuld Street) অজানা পথিক ব্যস্ত পায়ে ঐ পথে হাঁটে—সে জানে না যে কবে কার নামে তৈরি এই পথ। এমন কি পথের মধ্যে শ্বেত পাথরে উৎকীর্ণ বাইবেলের বাণীও হয়তো তাকে আকর্ষণ করে না।

মানুষ তাকে ভুলে গেছে। মনে রেখেছে ইতিহাস। উনিশ বছরের ছোট্ট মেয়ের গল্প। ১৯৪৬ সালের ২৬শে মার্চ যার জীবনদীপ নিভেছিল। তার নাম ব্রাসা ফুল্ড। আশ্চর্য সৌন্দর্যের মেয়ে, তার ঘন কালো কুঞ্চিত চুল ঘাড়ে লুটিয়ে থাকত, তার আকর্ষণ ছিল দুটি নীল চোখের তার ঋজু দেহ লাবণ্যময়ী ব্যক্তিত্ব ও মেয়েলি পোশাক সব মিলিয়ে কিশোরীর ছন্দিতা রূপ। তিনশো বছরের এমনি ও নিজ ইতিহাসে যে অনন্যা হয়ে আছে।

১৯২৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বার্লিনে তার জন্ম। তার বাবা ছিলেন তদানীন্তন জার্মানীর বিরাট শিল্পপতি। ব্রাসা আর তার বড়দিদি পেট্রা বিত্তের সুখের মধ্যে দিন কাটাতো। বার্লিনের উপকণ্ঠে তাদের আরামপ্রদ প্রাসাদ, সেখানে বাবার বন্ধুরা নিয়মিত আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নাজী আন্দোলনের পুরোধা জেনারেল কার্ল হাউস ভোকার (General Karl Hous voker) ও রুডওলফ হেস (Rud-alt Hess) ইনি হলেন ডেপুটি ক্লার্ক। ব্রাসার মা ওদের আসা-যাওয়াকে ভালো চোখে দেখতেন না। তিনি বার বার বলতেন—চলো আমরা জার্মানী ছেড়ে চলে যাই। হিটলার যুদ্ধ বাধাবে।

কারণ তাঁরা ছিলেন ইহুদী, কিন্তু ব্রাসার বাবা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন—আমরা বারশো বছর ধরে জার্মানীতে আছি। প্রথম মহাযুদ্ধে আমি কাইজারের পক্ষে লড়েছিলাম। আমরা কি জার্মান নই।

তাঁর সমস্ত নিশ্চিন্ত ভাবনাকে দূর করে শুরু হল নাজীদের ইহুদী বিদ্বেষী, ধ্বংসলীলা। ১৯৩৮ সালের ৯ই নভেম্বর গোটা জার্মানীতে ইহুদী বাড়িতে আগুন ধরানো হল, ইহুদী পুরুষদের সেনাবাহিনীতে নিয়ে যাওয়া হল।

তখনই কন্যাদের জন্যে ভয়ে ভীতা হয়ে এক জননী পাড়ি দিলেন বৃটেনে। পনেরোর পেট্রা ও এগারোর ব্রাসার কাছে ইংলণ্ড এক নতুন অভিজ্ঞতা। ওরা যখন লণ্ডনে এল তখন বার্লিনে ওদের বাবা আত্মহত্যা করলেন ব্রাসার কাছে লণ্ডনের স্কুল শত হলেও সৌন্দর্যে ভরা, বড়দিদি পেট্রা মিডওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকাতে পড়তে গেল।

১৯৩৯ সালের মার্চে মিসেস নাটে ফ্লুড ব্রাসাকে নিয়ে প্যালেস্টাইনে এলে।। তিনি তখন রিক্ত উদ্বাস্তু মাত্র।

কিন্তু প্যালেস্টাইন? সেটা যে মাতৃভূমি। ওখানে এসে নিজেকে মানাতে পারল না ব্রাসা। সে হিব্রু জানে না, জিওলজি সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই। ঐ আদিম সমাজে সে বিরক্ত ও বিষণ্ণ হয়েছিল। এখানে কারো মধ্যে সজীবতা নেই। গোটা জাতটা যেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে স্কুলের দমবন্ধ পরিবেশ তার কাছে অসহ্য ওখানে সবাই মানসিক দিক থেকে ভীষণ দীন। ওরা ইজরাইলের ইসুভের (Isuver) কেউ নয়।

সে একলা। তার নিঃসঙ্গতার দিনে এল সাবরের (Subras), তারা প্যালাস্টাইনে জাত ইহুদী সন্তান। ক্যাকটাসের চুলের মতো তাদের ওপরে কাঁটার আবরণ, ভেতরে কোমল পরাগ। ব্রাসা তাদের ভালোবাসল।

পরীক্ষাতে সে পাশ করতে পারল না। শিক্ষিকা মন্তব্য করলেন—ব্রাসা একগুঁয়ে, জেদী ও একাকিনী। মার নির্দেশে যে হারোমিন (Haromin) নামে এক সংগঠনে যোগ দিল। শিখল ইভারিথ (Ivarith) ভাষা। না-জাতক ইসরাইলের জন্যে নিজেকে গড়ে তুলল সে।

প্যালেসটাইনের ইহুদীরা জানতো যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাদের স্বাধীনতার স্বাদ বলে দেবে। তারা কি পৃথক ইহুদী বাহিনী গড়ে হিটলারের বিরোধিতা করবে? না কি বৃটেনের সঙ্গে থাকবে ইতিহাস নিয়েই পথ চলে।

ব্রিটিশ চাইল না যে ইহুদীরা অস্ত্র পাক। কিন্তু যুদ্ধে তারা কোণঠাসা হবার পরে চার্চিল যে কোন ইহুদীকে আমন্ত্রণ জানালেন। ব্রিটেন বেআইনী ইহুদী যুদ্ধবাজ দল হাগানা (Hagana) ও তাদের কম্যাণ্ডো পালমাক (Palmak)-এর সঙ্গে নিঃশর্ত সন্ধি করলো। হাগানা শব্দের অর্থ প্রতিরোধ। ১৮৭০ সালে এই গুপ্ত দলটির জন্ম। তখন থেকেই তারা ইহুদীদের স্বতন্ত্র রাখার জন্যে লড়ছে।

১৯০৭ সালে আত্মপ্রকাশ করল হাসোমার (Hashomer) যার অর্থ ইহুদী প্রহরী (Jewiso watchman)। এর জনক কর্ণেল আরডে উইনগেট (Arde wingate) জলসাতে যোগ দিতে দলে দলে ছেলে মেয়েরা এল। তারা বন্দুকের বদলে পাথর দিয়ে লড়াই করত। পার্বত্য বন্দরে আত্মগোপন করে চলতো তাদের নাজী বিদ্বেষ।

এল আলমেগের দিকে ধেয়ে আসছে জার্মানরা! অবশেষে জেনারেল রোমেনা পরাস্ত হলেন। পালামক ফিরল প্যালেস্টাইনে।

সতেরো বছরের কিশোরী ব্রাসা হাইস্কুল ছাড়বার আগে একদিন বলে বসে —মা, আমি পালমাক দলে যোগ দেবো। আমি তোমার অনুমতি চাইছি।

মা জানতেন যে কি লেখা আছে, তাঁর মেয়ের কপালে। পালমাকের ছেলে-মেয়েদের প্যারাসুটে করে পাঠানো হচ্ছে—যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া ও ইটালীতে—তাদের কেউ কোনদিন ফেরে না।

তাঁর মেয়ের অনুরোধ মানে মৃত্যুকে অভিবাদন করা। কিন্তু ওকে নিষেধ করবার সাধ্য তাঁর নেই।

১৯৪৫ সালে বৃটেন প্যালেস্টাইনের অধিকার মেনে নিল।

মায়ের চোখের জলের মধ্যে উনিশ বছরের ব্রাসা হল ইহুদী মহিলা সৈন্যদের শিক্ষিকা পরে বড় অফিসার ও আন্ডার গ্রাউন্ড লীডার হয়েছিল।

বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি রাখল না। চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল। তারা ইহুদী আগন্তুকের জন্যে প্যালেস্টাইনের দরজা দিল বন্ধ করে।

পালামাক বেআইনীভাবে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিল। তারা নতুন দল খুললো পালাম (Palyam) যারা জাহাজীদের আশ্রয় দিত।

ব্রাসা ফুল্ড নিজেকে বিলিয়ে দিল। প্রতিদিন জাহাজ ভর্তি উদ্বাস্তু আসছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ক্ষতিগ্রস্তেরা আর রাশিয়ার দাস শ্রমিকেরা।

ব্রাসার অধীনে কাজ করছে একাধিক প্লাটুনস। সে সাহরাণার যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ নিল।

উদ্বাস্তুদের বহমান স্রোত এবার চরম গোলমাল সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ সরকার কঠোরভাবে অন্তর্ঘাত কাজ দমন করতে শুরু করে দিল।

ব্রাসার সামনে এখন সংকট ঘনীভূত হয়েছে।

১৯৫০ সালের একদিন সে তার রাজনৈতিক গুরু কুড়ি বছরের দীর্ঘ সুদেহী যুবক গিডেওনের সঙ্গে দেখা করে। গিডেওন, গল ব্রাসা, আমরা হত্যাকে ঘৃণা করি। আমরা ব্রিটিশ সৈন্য মারতে চাই না। আমরা স্বাধীনতা চাই। চাই ইহুদীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র।

এক অকথিত প্রেম দানা বাঁধে। গিডেওন ছিল আদর্শবাদী। তাঁর মনে কোন রকম দুর্বলতা ছিল না। কিন্তু ব্রাসা উনিশ বছরের জীবনে, এই প্রথম কারোর সমবেদনা পেল। এর কাছে গিডেওন ছিল নতুন প্যালেস্টাইন, তরুণ ইজরাইল, জুডাগের পাহাড়ে ভালোবাসার কোন অবকাশ নেই।

গ্যালিলিওর বালুতে আল দিয়ে একদিন হেঁটে গেছেন শ্রেষ্ঠতম ইহুদী মহামানব যীশু সেখানে এখন ঝরছে রক্ত, ঘাম, অশ্রু। যীশুকে হত্যা করেছিল যারা তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। ইহুদীদের হত্যা করছে যারা তারা তাদের বুঝতে শেখেনি।

...বছরের নির্বাসন নির্যাতন অন্বেষণ, অন্তহীন যাত্রা; অত্যাচার আর অবিচারের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বীরের মতো। পশ্চিম জগৎ শুধু অল্প দাপটে উৎকর্ষ সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিল।

ঘুম ভাঙতে তারা অবাক হয়ে দেখলো যে তাদের সামনে সদা জাগ্রত এক বিপ্লবী দেশ। ধ্বংসপ্রাপ্ত ইউরোপের দিকে সে ঘৃণিত চোখে তাকিয়ে আছে।

মিশরের স্ফিংসের মতো জাগছে স্বাধীনতা কামীজাতী। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অন্ধকার থেকে উঠে আসছে মানব-মানবী ও শিশু বৃদ্ধের মিছিল, রাজা ডেভিডের অধীনে যারা নিজেদের জন্মভুমির জন্য আত্ম নিবেদিত।

যুদ্ধ ও ঘৃণা ঘিরে রেখেছে ব্রিটিশ আর ইহুদীকে। ইহুদীরা বিদ্রোহ করছে, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু ছিনিয়ে নিতে চাইছে। আর ব্রিটিশরা উত্তর দিয়েছে কালা কানুনে জ্বলন্ত বুলেটে, নিয়মিত হত্যায়।

পবিত্র ভুমি আজ সৈন্যদের বিচরণ ক্ষেত্র। প্রতিটি ক্যাম্পে রয়েছে সতর্ক চোখ। যুদ্ধের অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে সুন্দরী তেল আবিব, পবিত্র জেরুজালেম, আধুনিকা মাতা আর প্রধানা নাজারেথ।

আরেকটি উপনিবেশের এই বিদ্রোহ দমন করতে উদ্যত ম্যাথডেবারি কর্তৃপক্ষ। লেবার পার্টির অনেক সদস্য সরকারের এই জঙ্গী মনোভাবের বিরোধিতা করলেন। চার্চিল ইজরাইলকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রকাশ্যে ইহুদীদের সমর্থন জানালেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখনো শান্তি প্রার্থনা করছে।

জেরুজালেম যেন এক যৌবনা রঙ্গিণী যাকে অধিকার করতে লালায়িত সবাই— প্রোটেসট্যাণ্ট ক্যাথলিক ইহুদী আর মুসলমান। যখন প্রতিটি মুহূর্তে ঝরছে রক্ত, আবেগ ছুঁয়েছে তাপকে তখন সর্বকালের শিহরিত স্পাই কাহিনী রচিত হতে চলেছে।

ব্রাসা যে দুপক্ষকে সমানভাবে তৃপ্তি দিয়েছে সেই অকথিত কাহিনী কি কেউ জানতো? সে যেমন ইহুদীদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তেমনই গভীর যোগাযোগ রেখেছে ব্রিটিশ আর্মির এক অফিসারের সঙ্গে।

গিডেওনকে বৃটিশরা গ্রেপ্তার ও হত্যা না করলে ব্রাসার জীবন এমনভাবে গড়া হতো না। সে নতুন করে ঐ অভিসারে প্রেমে পড়ত না। ভবিষ্যতে ঐ আর্মি অফিসার ইজরাইলের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুখ্য ভুমিকা নিয়েছিলেন।

১৯৪৫-এর জুলাই। ডেড-সীর কাছে গোপন অধিবেশন বসেছে। জায়গাটা নির্জন ও গোপন। নিকটতম শহর থেকে অনেক দূরে। তবুও ওদের সবাইকে ধরা দিতে হল। গিডেওনকে দেওয়া হল পনেরো বছরের জেল। কিন্তু ব্রাসা ধরা পড়ল না। গিডেওন তাকে বিশেষ তথ্য দিতে তেল আবিবে পাঠিয়ে ছিল।

উত্তরটা তো কোনদিন জানা যাবে না। কিন্তু রাগে দুঃখে জ্বলে উঠল ব্রাসা। আর সবাই এখন বৃটিশদের হাতে বন্দী। মা তাকে বারণ করলেন। তিনি জানেন যে এবার ব্রাসার পালা। মোগরাবির কাছে রেকড পিনসকেরের ছোট্ট ঘরে এক মরীয়া মা তার মেয়ের সঙ্গে শেষ লড়াই করছেন।

আবেগ তাড়িত অসহায়তা ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রাসা গিডেওনের পথ নেবে। যদি মা তাকে বাধা দেন সে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে যাবে

এক অবুঝ জননী শেষে বলছেন—তাহলে আমি কি তোর সঙ্গে যাব? মিসেস যুন্ড একটা ছোট্ট মিষ্টির দোকান চালাতেন। তিনি জেরুজালেমের বন্দীশালাতে খাবারের প্যাকেট পাঠাবেন কেক ও সন্দেশ যার মধ্যে থাকবে গোপন তথ্য। প্রতি দুমাসে ব্রাসা একবার করে গিওডেনের সঙ্গে দেখা করবে। প্রতিদিনই দেখা করার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু জেলের নিয়ম…মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবার বিস্ফোরণ ঘটেছে। বৃটিশ সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছে ইহুদীদের বিদ্রোহ দমন করতে, আমেরিকা চাইলো দুটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্রোহ বন্ধ করতে। চারিদিকে শত্রুদের দ্বারা বেষ্টিত ইজরাইল একা লড়ছে।

সেলবি নামে ঐ বৃটিশ অফিসার এবার ব্রাসার জীবন নাটকে প্রবেশ করলেন। জেরুজালেম কারাগারের সামনে তাদের প্রথম দেখা হল। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ ঐ সেলবি প্রথম দেখাতেই তার মন কেড়ে নিলেন।

সেলবি জেল পরিদর্শন করছিলেন। ব্রাসাকে তিনি বোঝালেন যে বৃটিশরা ইহুদী বন্দীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে চায়। তা সত্যি ইজরাইলে কোন গ্যাস চেম্বার নেই। লেবার ক্যাম্প নেই, কিন্তু বৃটিশরা ইহুদীদের ওপর নানা রকম নির্যাতন চালাতো।

এ হল সমাজবাদের মুখোসে ঔপনিবেশিকতার অহমিকা।

আরেকটি অভাবিত প্রেম জন্ম নিতে চলেছে। ইহুদী তরুণী আর অ্যাংলো স্যাকসন পুরুষ রাতের পর রাত কত কথা বলছে। ব্রাসা শোনালো তার দেশের কথা, তার জাতির কথা, তার শপথের কথা। সেলবি বললো সে সাধারণ সৈনিক নয়। সে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছে।

সেলবি তাকে তেল আবিবে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখল। ব্রাসা তার সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে ঘুরতে রাজী হল।

তবু সে বললো—সেলবি, তোমাকে আমি কোনদিন বিয়ে করতে পারবো না। তুমি হলে শাসকদের অফিসার আর আমি হলাম আণ্ডার গ্রাউণ্ড বিপ্লবী; আমাদের কি মিলন হতে পারে?

তখনো ব্রাসা গিওডেনকে নিয়মিত চিঠি লিখে যেত। যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি সে সেলবিকে কোন অধিকার দিতে পারল না।

স্যারনের উপত্যকায় ব্রাসা তিনশো জন বিপ্লবীর ট্রেনিং ক্যাম্প খুলছে। পাশেই আছে ইহুদীদের অস্ত্র ভাণ্ডার। হঠাৎ বৃটিশ এল বিরাট দল নিয়ে, তারা পাঁচঘণ্টা ছিল কিন্তু কোন তথ্য বের করতে পারলো না; ব্রাসা তখন ডাইনিং হলের মেঝের জিমন্যাসটিক শেখাচ্ছিল। ইহুদীরা কোন কথা বলল না।

একই ঘটনা ঘটেছিল যখন জার্মানরা নরওয়েতে মার্চ করে। আর রাশিয়া মার্চ করে ফিনল্যাণ্ড।

বৃটিশ চলে গেল, জানলো না যে সেলবি আগের রাতে ব্রাসাকে সাবধান করেছিল। ওরা সমস্ত অস্ত্র ডাইনিং হলের তলায় পুঁতে ফেলে রাতারাতি সিমেন্ট করে দিল। কেউ ধরতে পারলো না।

গোলমাল বেড়েই চলেছে। ইহুদীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। পুলিশ স্টেশন ভেঙ্গে পড়ছে, কমিউনিস্টরা একা। রাসা বাড়ি ফিরছে না, সেলবি অদৃশ্য, রাসার মা যন্ত্রণাতে ছটফট করছেন। তিনি সেলবির চিঠি পেলেন—আমি রাসাকে দেখেছি ভালোই আছে। শীগগির বাড়ি যাবে। ক' সপ্তাহ বাদে এখানে উদ্বাস্তু নিয়ে একটি জাহাজ এসে থামলো। শতশত উৎখাত মানুষ নতুন দেশের সন্ধান পেল।

রাত দুটো বেজে ত্রিশ।

সবে বুঝি ঘুম লেগেছে, চন্দ্রিমার চোখে, জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়ছে বৃটিশ প্রহরী। এক উৎকণ্ঠিতা জননীর সদর দরজায় কে যেন করাঘাত করল।

তিনি কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁর মেয়ে রাসা এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে বলে হাঁপাচ্ছে রাসা। তাঁর সঙ্গে রয়েছে এক ইহুদী সৈন্য। রাসা মায়ের হাতে একটা বন্দুক তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে—মা, এটাকে লুকিয়ে রাখো ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে।

তিন মিনিটের মধ্যে বৃটিশ সৈন্য এল, কোন রিভলবার তারা পেল না, বীরঙ্গনা মেয়েটিও নিরুদ্দেশ। পথের মাঝে এক লণ্ডীর মধ্যে লুকিয়ে ছিল রাসা।

মিসেস ফুল্ড তার কন্যা ও অন্য এক ইহুদী বিপ্লবীর জীবন রক্ষা করল। মা জানতেন যে কি লেখা আছে তার মেয়ের ললাটে তিনি তাকে অনেক বোঝালেন—চল, আমরা আমেরিকা চলে যাই। ওখানে তোর দিদি আছে। বিপ্লবীরাও তো মাঝে মাঝে ছুটি নেয়।

রাসা রাজী হল। তবে এখনই নয়, ছ সপ্তাহ পরে, এরমধ্যে সে তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে আর গিডেওনের সঙ্গে দেখা করে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করবে।

১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল সে প্যালেসটাইন ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দেবে। কিন্তু মায়ের স্বপ্ন স্বপ্নেই থেকে গেল, বাস্তবে পরিণত হল না।

রাসা গিডেওনের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করত সেলবির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখবে সে। এবারে যেন রুদ্ধশ্বাস এই জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক অভিনীত হবে।

১৯৪৬ সালের ২৬শে মার্চ দিনটা যেন রাসাকে অসামান্য সম্মানে ভূষিতা করবে বলে ষড়যন্ত্র করেছে। দুপুরের দিকে এক হাজার বিপ্লবীকে ডাকা হল।

সিক্রেট রেডিও সাবধান করল যে ব্ল্যাক অফ ঘোষিত হবে। তারই মধ্যে জাহাজ থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের উদ্ধার করতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে রাসা গেল তার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে।

কালো অন্ধকার রাত, ইলেকট্রিক আলো নেভানো, তক্তা দিয়ে অবরুদ্ধ পথ, ট্র্যাফিক নেই। অন্ধকার যেন নীরব বিস্ময়ে কোন এক ভয়ংকর মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। উইনগেট জাহাজ কি আসবে না। সারোমা থেকে তেল আবিবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রাসা। সঙ্গে তার আটজন সৈনিক। মেশিনগান, রাইফেল ও হ্যান্ডগ্রেনেড নিয়ে

অপেক্ষারত……উনিশ বছরের একটা মেয়ে হাতে টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাতে ইহুদি উদ্বাস্তুরা দিক না হারায়।

অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে মারমোরেজ রোডের নিঃসঙ্গ একটি আলো। ব্রাসা অবাক হয়ে ভাবছে ওটার উৎস কি? তবে কি বৃটিশরা ওদের দেখতে পেয়েছে?

রুদ্ধ উত্তেজনাতে কাঁপছে তার বুক, এবার তাহলে শুরু হবে শেষ প্রহরের সংগ্রাম। বাইসাইকেল নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল এক আগন্তুক। চীৎকার করে বলে গেল সব অস্ত্র ফেলে দাও ওরা মেনগেট জাহাজটা ঘিরে ফেলেছে। এখান থেকে পালাও। নিজেদের প্রাণ বাঁচাও। ব্রাসা, উনিশ বছরের সাহসিকা ব্রাসা দীপ্তকণ্ঠে বলে—আমি কোন সরকারী নির্দেশ পাই নি। আমি তো যেতে পারবো না। তোমরা যেতে পার, না হলে বৃটিশ ট্যাঙ্ক তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

চারজন ছেলে পালালো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে জিতে গেল বিটিশ।

ব্রাসার দীপ্ত বুকে বিঁধছে বুলেট, চুম্বন নয়, আলিঙ্গন নয়, উনিশের মেয়ে তপ্ত-সীসার যন্ত্রণাতে কাতর। আমি আহত তোমরা পালাও। আমি যতক্ষণ পারবে লড়ে যাব।

সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে সে ধরা দিল সঙ্গে চারজন চালক সৈন্য।

ট্যাঙ্ক তাকে নিয়ে গেল হাণ্ডাতে। ওরা ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন।

তোমরা কতজন ছিলে?

তোমরা কি করে আমাদের সন্ধান পেলে?

কে তোমাদের অস্ত্র দিয়েছে?

কোথায় লুকোলে তাদের?

একটিও শব্দ সে বলেনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে গেল। হাসপাতালের কঠিন শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো ব্রাসা। তার মা কিছুই জানেন না, তখন তিনি উন্মুখ হয়ে মেয়ের ফেরার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছেন।

পরের দিন সকালে তিনি সেলবির চিঠি পেলেন। আগামীকাল তার মৃত মেয়েকে সমাহিত করা হবে।

গোটা শহরে স্তব্ধ জীবনযাত্রা, দেওয়ালে ঝুলছে পোস্টার।

BRACHA

NAFLAH CHALAL BEAMDAH AH MISHMAR

HAFALH LAAREZ

Braeha fell on the remparts.

She watched for her country.

ক' মুহূর্তের সংক্ষিপ্ত শেষ অনুষ্ঠান, হাজার হাজার মানুষকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তারা প্রহরার আড়ালে নীরবে চোখের জল ফেলেছে।

শেষ শয্যার পরে সৈন্যেরা তার বাড়ি তল্লাশি করে। তাদের চোখে ছিল জল।

তারা ব্রাসার ঘরে গিডেওনের ছবি দেখতে পেল। সেলাবির কোন চিহ্ন নেই। মিসেস ফ্লুড তার চিঠি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অবশেষে স্বাধীন হল ইজরাইল। উদ্বাস্তুরা ফিরে এলো তাদের নিজেদের দেশে। তারা যে জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে আসে তার নাম ব্রাসা ফ্লুড।

সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে বুঝি ধ্বনিত হয় ব্রাসার নির্ভীক কণ্ঠস্বর—জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু নিঃশেষ না হওয়া অবধি আমি রণক্ষেত্র ছাড়বো না। ব্রাসা যে তাদের পুনর্বাসন চেয়েছিল। এখনো আছে তার নামে রাজপথ। নীরব কংক্রীটের বুকে উদাসীন পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে কোন পথিক যেন হঠাৎ শুনতে পায় একটি শব্দ—ইজরাইল মানে শুধু শত্রুতা নয়, অহমিকা বোধের উগ্র প্রকাশ নয় এর বেদীমূলে অনেক রক্ত আছে, আছে অনেক আত্মাহুতি।

ব্রাসার মতো মেয়েদের জীবন দিয়ে তৈরী হয়েছে সিমেন্ট—তাই সে কর্তব্যে অনড়, পরিত্রাণে অচঞ্চল ও প্রতিশ্রুতিতে দুর্বার। ব্রাসার রক্তে রাঙা সিনবেটের আরেক কাহিনী। এ কাহিনীর নায়ক হল এক খোঁড়া ছেলে, তাহলে শুনুন।

থার্ড অটোভানের লাল সংকেত থামিয়ে দিয়েছে চলমান মোটরের স্রোত। যদিও মধ্যরাতে প্রায় ফাঁকা রাজপথ।

কালো সীডান গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে ফস করে লাইটার জ্বলে ওঠে।

—আর কতদূর স্মিথ ?

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একটি যুবক অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে। আলো থাকলে দেখা যেত যে যুবকটির কপালে গভীর ক্ষতচিহ্ন, মাথায় এলোমেলো কোঁকড়া চুল, চিবুকে ঘন দাড়ি। ভুমধ্য সাগরীয় আবহাওয়ার চিহ্ন আছে তার চামড়ার রক্তে।

সে গাড়ির ড্রাইভার, তার নাম স্মিথ! গাড়িটার গতি বাড়িয়ে সে ব্যস্তভাবে জবাব দিল সামনে বাঁয়ে ঘুরবো।

তৃতীয় জন সজাগ হয়ে ওঠে, পকেটে হাত দিয়ে আগ্নেয় অস্ত্রটার উপস্থিতি অনুভব করে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে—রাত একটা বেজে পনেরো।

সিডন গাড়ির চতুর্থ জন এক মহিলা। বয়সে যুবতী, অন্ধকারে ঢাকা এক অপরূপা রমণী। এখন সে উদাস চোখ মেলে দিয়েছে নিঝুম রাজপথে। গাড়িটা বাঁক নিল বাঁদিকে। চওড়া অটোভান থেকে সর্পিল পথটা আঁকা-বাঁকা চলছে। ঘন হিম কুয়াশা তার ট্যাক্সির উপর চেপে বসে আছে। তৃতীয় যুবকটি নিঃশব্দ পথে নেমে গেল। তিনজন আরোহী নিয়ে সিডন ছুটলো গন্তব্যস্থলের দিকে।

রাত একটা বেজে পাঁচ। টেলিফোনের ঝনঝনানি রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। অথচ কেউ ধরছে না। শিল্প নগরী ফিরেলের পাশে আধা শহর জোনেস বর্গের বাগান বাড়ি, যেখানে এখন বিলাস অবসর কাটাচ্ছেন ক্যাপটেন পল যসনাক। এক দিন যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন পশ্চিম জার্মান সরকারের সামরিক বিভাগের উঁচু পদে।

স্ত্রী মেরী বাড়িতে নেই। নানা ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় তাঁকে। স্বভাবে তিনি ক্যাপটেনের বিপরীত। তিনি গেছেন একটা সামাজিক পার্টিতে।

ছেলেমেয়েরা কেউ আছে মার্কিন দেশে ; কেউ বা ডেনমার্কে।

বিরাট ঐ বাঙলোতে একা আছেন ক্যাপ্টেন পল যসনাক। না ভুল হল, আছে তাঁর হিংস্র দুই পাহাড়ী কুকুর—জোভ আর জেভ। যারা চোখের নিমেষে কামড়ে ধরে টুঁটি ছিঁড়ে নেয়। কালো লোমে ভরা ছ ফুট লম্বা মিশমিশে দুই শয়তান।

বীয়ারের হাল্কা নেশায় ক্যাপ্টেন পল ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে ডুবে আছেন। ভারী ঠোঁটে সিগারেট। টেলিফোনের একটানা শব্দে বিরক্তির রেখা ফুটল তাঁর কপালে।

—হের মার্ক শোপেন জাইম। আশা করি আমার কথা আপনি শুনতে পারছেন।

—হোয়াট? প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে কোন মতে নিজেকে ঠিক রেখে ক্যাপ্টেন পল বললেন। মার্ক শোপে জাইম? যে পরিচয়টাকে তিনি মুছে ফেলেছেন ত্রিশ বছর আগে।

১৯৪৬ সালের দিনগুলো মনে পড়ে? জার্মানীর ডাইনবার্গের সেই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প? ক্যাপ্টেন পলের হাত কেঁপে ওঠে। শিরা দপদপ করে। তিনি যেন ফিসফিসিয়ে কথা বলছেন—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—শুনুন ক্যাপ্টেন, পৃথিবীর সবাইকে ফাঁকি দিলেও আমাদের ফাঁকি দিতে আপনি কোনদিনই পারবেন না। গত পঁচিশ বছর ধরে আপনার পেছনে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো লেগেছিলাম। আজই আপনার শেষ রাত।

ক্যাপ্টেন পল ঢোক গিললেন। বুঝতে পারছেন যে মৃত্যু তাঁর খুব কাছে।

কুড়ি হাজার ইহুদীর বুকের রক্ত নিয়ে খেলছিলেন আপনি। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলেন অসহায় মানুষগুলোকে। তারা নিজের হাতে নিজের কবর খুঁড়তো, যুবতী মেয়েদের ধর্ষণ করতো আপনার লোভী সৈন্যেরা।

সেই সব গেস্টাপোর কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল সাত বছরের এক খোঁড়া ছেলে—যার একটি পা ছিল না। তারই চোখের সামনে তার বাবার দেহটাকে বেয়নেট দিয়ে, মাকে উলঙ্গ করে অত্যাচার করলেন আপনি নিজে। পরের দিন তার মা আত্মহত্যা করার আগে বলেছিল খোকা, প্রতিশোধ নিও।

সেদিনের পা খোঁড়া যে ছেলেটিকে নেহাৎ করুণা করে আপনি বাঁচিয়ে দেন, সেই ছেলেটিই আজ আপনাকে শোনাচ্ছে মৃত্যুর পরোয়ানা।

পল যসনাক কিছু বলতে পারছে না। সেই ভয়ংকর দিনগুলো তাঁর মনে ভেসে উঠল—মধ্য জার্মানীর বিরাট প্রান্তরে গড়ে তোলা বধ্যভূমি, যেখানে ছিন্নমূল ইহুদীদের হত্যা করা হতো বিনা অপরাধে। মেয়েদের নির্বিচারে ধর্ষণ করা হত।

হের মার্ক শোপেন জাইমের অসাধারণ কাজের স্বীকৃতি দিয়ে হের হিটলার তাকে নতুন পদ দিলেন।

তারপর থেমে গেছে যুদ্ধের উন্মাদনা। সারা পৃথিবীতে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে গেস্টাপোদের জন্য। তাদের কেউ প্রাণভয়ে পাড়ি দিল আমেরিকা, সেখানে নাগরিকত্ব নিল, অনেককে আশ্রয় দিল জার্মান সরকার। মার্ক শোপেন জাইম নাম পদবী বদলে হলেন পল যসনাক।

জার্মান বাহিনীতে কাজ পেলেন তিনি। ধীরে ধীরে পুরানো স্মৃতিটা মুছে গেল। স্ত্রী-সংসার নিয়ে ব্যস্ত হলেন তিনি। তারপর অবসর জীবনে বাগান এই বাড়িতে।

তারপরেই ঘুমটা কেটে গেল। যান্ত্রিক শব্দ। ভয়ার্ত চাপা গলাতে মাক ডাকলেন জোভ, জেভ।

কুকুর দুটো চকিতে ছুটে এল। লালা ঝরছে মুখ দিয়ে।

কালো সিডন গাড়ির তিন আরোহী পৌঁছে গেছে তার ঘরের কাছে। নিঃশব্দে ঢুকল স্মিথ, হাতে তার উদ্যত রিভলবার। খুট করে একটা শব্দ হতেই নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ। জোভের তীক্ষ্ন দাঁত বিঁধেছে যুবতীর কণ্ঠনালীতে।

মার্ক সোপেন জাইমের কপাল লক্ষ্য করে পরপর তিনটি বুলেট পাঠাল স্মিথ। তারপর দুটি বুলেট খরচ করল কুকুর দুটোর জন্য।

ইজিচেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় মারা গেলেন মার্ক।

যাবার আগে পুলিশকে কৌশলে রিং করল দ্বিতীয় জন। চাপা গলাতে জানাল ও. সি ফিরেল মোসেনবার্গ থেকে বলছি—এইমাত্র পল যসনাক মারা গেলেন। আমরা সিমবেটের লোকেরা, তাঁকে হত্যা করেছি।

স্মিথ চমকে ওঠে। তাদের থাকবার সময় শেষ। যেকোন মুহূর্তে ছুটে আসবে সাইরেণ-কার, পুলিশে পুলিশে ছেয়ে যাবে চারপাশ। তার আগেই নিরাপদ দূরত্বে পাঠাতে হবে তাদের। আহত রক্তাক্ত যুবতীর দেহটাকে কাঁধে নিয়ে ওরা আবার সিডানে চড়ল।

ঠিক এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আছে জার্মান জেইটুঙে। পালকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পল যসনাকের বাগান বাড়িতে, বেয়নেট দিয়ে উন্মাদের মতো খুঁচিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেনের মৃত দেহটা পুরুষাঙ্গ দিয়েছে কেটে। তখনো মেটেনি তার তৃষ্ণা।

থানায় সে সব স্বীকার করে কিন্তু অনেক অত্যাচারেও তার কাছ থেকে সিমেন্ট সংক্রান্ত কোন সংবাদ আদায় করা সম্ভব হয় নি।

পিতার রক্তে রাঙানো হৃদয়, আছে জননীর মৃত আর্তনাদ। তারা যেন পাথরে গড়া অনুভূতিশূন্য একদল মানুষ।